সপ্তসাগর

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রকাশক—

শ্রীসরোজনাথ সরকার এম্. এ., বি. এল্.

কমলা বুক ডিপো

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সাল

মুদ্রাকর—

শ্রীবিভূতিভূ

শ্রীপ

১৪, ি

উ সর্গ

শ্রীযুক্তা বেলা
শ্রীযুক্ত সুশীল
শ্রীযুক্তা চম্পা
শ্রীযুক্ত অনিল

} রায়

করকমলেষু

১। জুপিটার—(কাব্যসংগ্রহ) মূল্য ১৷৷০ 'রঞ্জন পাবলিশিং', ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত বলেছেন : "এই দৃঢ়তার সাধনায়ও লেখিকা নিজের স্বাভাবিক অনুভূতি ও দৃষ্টিকে আবৃত করে সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে পুরুষের মত ভাবতে ও দেখতে চেষ্টা করেননি। এ কাজ সহজ নয়। এই কবিতাগুলিতে লেখিকা সেই শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।"

২। পুনরাবৃত্তি—(গল্পসংগ্রহ)—মূল্য ২৷৷০ প্রকাশক, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের মুখবন্ধ "বাঙালী মেয়ের পক্ষে এতটা দুঃসাহস অপ্রত্যাশিত।"

৩। প্রেম—(উপন্যাস) মূল্য ৩৲ জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশরস্ বিভিন্ন পত্রিকায় সমভাবে নিন্দা ও প্রশংসা লাভ করেছে। কোন সমালোচকই এই অদ্ভুত বইটি সম্বন্ধে একমত হ'তে পারেনি,

৪। শূণ্যের অঙ্ক—প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা'—শ্রীমতী সুচেতা কৃপালিনীর ভূমিকা। উৎসর্গপত্র—"জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের মেয়েদের হাতে দিলাম, যাদের সমষ্টিগত জীবনে আমরা শূণ্যের অঙ্ক দেখি।"

৫। রঞ্জনরশ্মি (বিচিত্র গল্পসংগ্রহ) মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ২৷০। এই পুস্তকের মনোস্তত্ত্ব-নির্দ্দেশিকা খ্যাতনামা মনোস্তত্ত্বিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোস্তত্ত্ব-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বয়ং লিখে দিয়ে বইটির বিজ্ঞানী অনুসন্ধিৎসাকে মর্য্যাদা দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভূমিকার জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে, 'দীক্ষা' গল্পের ছবি দুইখানির জন্য শিল্পী শৈল চক্রবর্ত্তীকে এবং উপসংহারের "গানগুলি মোর কাঙালের" এবং "কাজল চোখে চাইলে চোখে"—গান দুইখানির জন্য নাম গোপনেচ্ছু কোনো গুণী ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিলাম।

গ্রন্থকর্ত্রী।

আধুনিক সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীমতী বাণী রায় অতি অল্প দিনেই একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করিয়া লইয়াছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, গীতি-কবিতা, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি সাহিত্যের নানা বিচিত্র বিভাগে ইঁহার রচনা সুধীজনের অনুমোদন ও প্রশংসা লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের নানা form এ ইঁহার অনায়াস-পটুত্ব ও স্বচ্ছন্দ-সাবলীল ভঙ্গী সত্যই বিস্ময়প্রদ। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে এক আঙ্গিক হইতে বিভিন্ন আঙ্গিকে সঞ্চরণ-নৈপুণ্য ইঁহার রচনার বহুচর-বৃত্তির প্রশংসনীয় নিদর্শন। ইঁহার সাহিত্য-বৃত্তির উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ইঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা জাগায়।

সম্প্রতি ইঁহার বিবিধ-রচনার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সংকলনে তাঁহার ছোটগল্প, কবিতা, সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ক রচনার উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও ইহার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। কৌতূহলী পাঠক এই একখানি সংকলন গ্রন্থের মাধ্যমে শ্রীমতী রায়ের সাহিত্যসাধনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য বিষয়ে সন্তোষজনক পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন।

ম্যাথি আর্ণল্ড তাঁহার ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বাইবণের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ উপলক্ষে বিশেষ জাতীয় কবি সম্বন্ধে সংকলনের বিশেষ উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। এক জাতীয় কবি আছেন যাঁহাদের সমগ্র রচনায় উৎকর্ষের বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয়। তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর রচনার সহিত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনা মিশ্রিত থাকে। তাঁহাদের প্রতিভার অসমতা ও বিচার-বুদ্ধির অনির্ভর-যোগ্যতা শ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্টের মধ্যে সুনিশ্চিত সীমারেখা টানিয়া দিতে পারে না। মাতার যেমন নিজ সন্তান সম্বন্ধে এক প্রকার স্নেহান্ধ সমদর্শিতা থাকে [illegible]দের মানসসন্ততির প্রতি এই কবিদেরও অনেকটা সেইরূপ নির্বিকার মনো-ভাব। বিশেষ করিয়া যে সমস্ত সাহিত্যিক কোন বিশেষ theoryর দ্বারা আবিষ্ট থাকেন তাঁহাদের পক্ষে এই theoryর সাম্যবিধায়ী আচরণ ভেদ করিয়া রচনায় অন্তর্নিহিত পার্থক্য পরিমাপ করা সহজ হয় না। সেইজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায়

শিব ও পাথরের মধ্যে প্রভেদ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই—পূর্ব ধারণার বিভ্রম তাহার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির উপর তিমির যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। বাইরণের কবিতায় বিদ্রোহের সদা-প্রবাহিত ঝটিকা ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মৃদুতর ঘূর্ণীপাক ধূলা-বালি-ঝরা-পাতার আবর্জনা উড়াইয়া ছড়াইয়া শিল্পীর শাশ্বত স্থির দৃষ্টিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, তাঁহার সৌন্দর্য্যের আদর্শের দেহে নানা ক্ষত চিহ্নের বিকৃতি আরোপ করিয়াছিল। বাইরণ পড়িবার সময় আমরা লেখকের দুরন্ত জীবনাবেগ, বিদ্রোহের অপরিসীম ঔদ্ধত্য ও রোষের উত্তুঙ্গতা দ্বারা এমন ভাবে আবিষ্ট হই যে তাঁহার নিখুঁত শিল্পায়নের দিকে লক্ষ্য দিবার অবসর পাই না। কাজেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের দার্শনিকতার তলানি ও বাইরণের ক্ষোভের ফেনোচ্ছ্বাস যথা সম্ভব বাদ দিলে যে সারাংশটুকু বাকী থাকে তাহাতেই তাঁহাদের সত্য কবি পরিচয় উদঘাটিত হয়।

আমার মনে হয় যে শ্রীমতী বাণী রায়ের ক্ষেত্রেও এই বর্জ্জন ও সুষ্ঠু নির্ব্বাচন প্রণালী অবলম্বন করিলে তাঁহার আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। বাইরনের সঙ্গে তাঁহার কাব্যমনোভাবের দিক দিয়া কিছুটা মিল দেখা যায়। তাঁহার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অকুতোভয় স্পর্দ্ধা ও তীক্ষ্ণতা, তাঁহার প্রচলিত নারীসুলভ সংস্কার ও ভাবার্দ্র কোমলতার অকুণ্ঠ অস্বীকৃতি, তাহার মনীষার ক্ষুরধার ছেদনশক্তি, জীবনের বিকৃত দিকের সহিত পরিচয়ের সদম্ভ উচ্চ ঘোষণা—এ সমস্তই তাঁহার কাব্যধমনীতে বাইরনীয় রক্তকণিকার অস্তিত্বের নিদর্শন। কতকটা যুগ প্রবাহে, কতকটা ব্যক্তি মানস প্রবণতায় শ্রীমতী রায় জীবনকে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিতে অভ্যাস করিয়াছেন; তরুণ জীবনের সর্বাশ্রয়ী আতিথেয়তা, সমস্ত অভিজ্ঞতাকে অভিনন্দন করিবার উদার উন্মুখতা যে কোন কারণে তাঁহার শিল্পবোধের আমন্ত্রণ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং তাঁহার form ও প্রকরণের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাঁহার বিষয়বস্তুর মধ্যে পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা কতকটা লক্ষিত হয়। ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাস, ব্যঙ্গরচনা প্রভৃতি বিচিত্র বহিরাবরণের মধ্যে একই মনোভাব, অভিজ্ঞতার অভিন্ন অন্তঃসম্পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাজেই মনে হয় যে একই বিষয়ের বিভিন্ন-রূপী আলোচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি উদাহরণ বাছিয়া লইলে লেখিকার সাহিত্যিক বৈশিষ্টের পরিচয়ের কোন অঙ্গহানি হইবে না। সংক্ষিপ্ত-সংহত সংস্করণের আঁট-সাঁট পোষাকেই তাঁহার সাহিত্য-সরস্বতীকে মানাইবে ভাল।

আদর্শ বিপর্য্যয়ের যুগে যে সাহিত্যে শ্লেষপ্রবণতা বাড়ে এই বহু-পরীক্ষিত সত্য আবার নূতন করিয়া বর্তমান যুগে প্রমাণিত হইয়াছে। গভীর ভাবাবেগের কূপে নির্মল জলের উৎস যখন নিঃশেষিতপ্রায় তখন সেখান হইতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের আবিল, বালুকামিশ্রিত জলই সাহিত্যের জলাধারে উঠিয়া আসে। যুগসমাপ্তির উৎকট অসামঞ্জস্য চোখে এত বেশী করিয়া পড়ে যে তাহার স্বরূপ-উদঘাটন ও মুখোসঅপসারণেই পরিবর্তন-যুগের সাহিত্য বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করে। প্রতি যুগে রুচি ও আদর্শের স্রোত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ তটভূমির ভাঙ্গা-চোরা অসমতায় বিশেষ অসঙ্গতিটি ব্যঙ্গ-রসিকের বাঁকা কটাক্ষে বিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত পরিচয়ের পর হইতে ইহার বিকৃত অনুকরণপ্রবণতার কত প্রকার-ভেদই না ব্যঙ্গের বিষয় জোগাইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে বাণী রায় পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ-রসিকের শোভাযাত্রা এক অবিচ্ছিন্ন রেখায় গ্রথিত হইয়াছে। এই পরিচয়ের প্রথম যুগে ইংরেজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সমাজ-আদর্শের অনুকরণ এক কথায় সাহেবিয়ানার অভিনয়—ব্যঙ্গের উপকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে এই পরিচয় যত ঘনিষ্ট হইয়াছে, ততই সাহেবিয়ানা, পোষাক-পরিচ্ছদ আদব-কায়দার সীমা অতিক্রম করিয়া আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে চলিয়াছে। আমাদের মর্ম্মমূলে যে জীবনাদর্শ অঙ্কুরিত, তাহাই আজ পাশ্চাত্য প্রভাবে বিসদৃশ রকমের ফুল-ফল প্রসব করিতেছে। মোসাহেবি প্রবৃত্তিটা আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত কিন্তু ইহার সহিত flirtation ও snobbery, ভালবাসায় চটুল বেহায়াপনা ও আভিজাত্যের উপহাস্য অভিনয় সংযুক্ত হইয়া সমাজ-দেহে একটি জটিল মিশ্র ধরণের ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিস্ফোটকের চিকিৎসার জন্য অতি-আধুনিক ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক ব্যবচ্ছেদ-ছুরিকায় শান দিতেছেন।

৮

শ্রীমতী রায়ের ছোটগল্পের মধ্যে 'খেলা নয়' গল্পটি সমাজ বিধিতে অধুনা সুপ্রতিষ্ঠিত এক অভিনব কামকলাপদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' যে অবাধ দেহসম্ভোগেচ্ছা রাজপরিবারের সম্ভ্রম-মর্যাদা, মালিনীর দৌত্য ও সখিবৃন্দের সোৎসাহ সমর্থনের অনুকূল প্রতিবেশে বর্দ্ধিত হইয়া দেবমহিমা প্রচারের ও প্রাচীন যুগসম্মত গান্ধর্ব বিবাহের ছদ্মাবরণে নিজ শালীনতা ও সুরুচি

বজায় রাখিয়াছিল, আধুনিক যুগে তাহাই অন্য অজুহাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ অধিকারে, কেলি-বিলাসের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতব্যঞ্জনারচিত চিন্ময় মূর্তিতে সাহিত্যের আকাশ-বাতাসে পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চশরের স্থূল মূর্তি ভস্মীভূত হইয়া তাহার সূক্ষ্মদেহ সাহিত্যিক বিশ্বে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। একুশ বৎসরের তরুণের সহিত উনত্রিশ বৎসরের প্রণয়কলানিপুণ, সাংসারিক জ্ঞানে পরিপক্ক বস্তুসঞ্চয়-স্থূল এক নারীর প্রেমলীলাভিনয় মানস ব্যাভিচারের একটি অভিনব ভাব-বিগ্রহকে রূপ দিয়াছে। শ্রীমতী রায়ের কৃতিত্ব, এই অনির্দেশ, পলক-পলাতক মনোভাবটিকে বেখায়, রংএ ও বর্ণনা-বিবৃতির আবেশময় ব্যঞ্জনায় একটি উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য, অর্থগূঢ় চিত্রের স্থির বেষ্টনীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ করিয়াছেন। এই চিত্রের মধ্যে নিষ্ঠুর সহানুভূতিহীন ব্যঙ্গের প্রখর উত্তাপে করুণ রসের ক্ষীণতম স্নিগ্ধতাটুকুও নিঃশেষে উবিয়া গিয়াছে। ব্যর্থ জীবনের আত্মকলাও এই ধূসর বালুকাবিস্তারের সুদূর দিকচক্রবালে বাষ্পবিভ্রমের মরীচিকা রচনা করে নাই। শ্রীমতী (গল্পের নায়িকা) বিবাহিতা ও স্বামীর সঙ্গে তাহার প্রবাসের স্থানগত দূরত্ব ছাড়া আর কোনও গভীরতর মর্মান্তিক ব্যবধান মুখব্যাদান করে নাই। আবার তাহার প্রণয়ী তরুণটিও প্রণয়ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার ভান করিয়া শ্রীমতীকে এই খেলায় প্রণোদিত করিয়াছে আসলে তাহারও কিছু শিখিবার নাই। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটি ছেলেখেলার একটা বয়স্ক সংস্করণ মাত্র। অবসরবিনোদের উপযোগী একটা রঙীন বুদ্বুদবিলাস মাত্র! ইহার মধ্যে কোথাও কোন নাড়ীর টান নাই। গভীর সুরের রেশ নাই। ইহা নিছক ব্যঙ্গ-প্রহসন ও লেখিকার শিল্প-কৌশলের সার্থক উদাহরণরূপেই গ্রহণীয়।

(৩)

'লোফারের কাহিনী', 'নীলা ঝি' ও 'ইঁদুর' গল্পগুলির মধ্যেও আমাদের সমাজে Snobberyর যে নূতন প্রকরণ দানা বাঁধিয়াছে তাহার মুখোস খোলার অত্যুৎসাহ ও অব্যর্থ শরবেধনৈপুণ্য লক্ষিত হয়। আধুনিক লোফার প্রাচীন মোসাহেবের নূতন সংস্করণ—তফাৎ এই যে ইহার আত্মসম্মানহীন মনোরঞ্জনকলা সদর অপেক্ষা অন্দর সহজেই বেশী· সক্রিয় এবং মুখরোচক কুৎসা রটনাই ইহার প্রধান অস্ত্র। 'নীলা ঝি' গল্পে ঝি জাতীয়া স্ত্রীলোকের নিজের কদর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণার অসারতা কৌতুকজনক ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

'ইঁদুর' গল্পটি ব্যঙ্গরচনার একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পরিবর্তিত সমাজে আধুনিক নারীর স্বপ্ন-কল্পনা ও জীবনে সার্থকতার আদর্শ যে সম্পূর্ণ নূতন অক্ষপথে আবর্তিত হইতেছে তাহাই গল্পটির প্রেরণা জোগাইয়াছে। রাগিণী চক্রবর্ত্তী গানের ফাঁদ পাতিয়া ভাঁটাধরা যৌবনের বিদায়ক্ষণে প্রেমিক ধরিবার প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে। যখন সাফল্য প্রায় করায়ত্ত, মিলনলগ্ন সমাগতপ্রায়, তখন এক তথাকথিত বান্ধবীর নিঃস্বার্থ অপচিকীর্ষা এক মুহূর্তে তাহার স্বপ্নসৌধের তলদেশে সুরঙ্গ কাটিয়া উহাকে ধূলিসাৎ করিয়াছে। রাগিণীব ফাঁদপাতাবও যেমন, ইঁদুরের ঈর্ষ্যারও তেমনি নূতন যুগে নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। বাগিণীর আত্মবিশ্লেষণে নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার কোন চেষ্টা নাই—তাহাব কৃপণতা ও ছোট নজরই তাহার একান্ত বশীভূতা সহচরীকে শত্রুতে পরিণত করিয়াছে। ইংরাজীতে যাহাদিগকে Old maid বলে সেই জাতীয় স্ত্রীলোকের চরিত্রেব রুক্ষ তিক্ততা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা রাগিণীতে চমৎকাব ভাবে ফুটিয়াছে। ইঁদুরেবও সদাতৎপর আজ্ঞানুবর্তিতার পিছনে যে বিদ্বেষ ও প্রতিঘাতস্পৃহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার ইতিহাসটি সার্থক ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মনে হয় যেন স্বজাতীয়া লেখিকা ছাড়া আর কাহারও পক্ষে নারীর গোপন দুর্বলতাব রন্ধ্রগুলি এমন অভ্রান্ত সূক্ষ্মদর্শিতা ও নির্মম সত্যনিষ্ঠার সহিত উদঘাটিত কবা সম্ভব ছিল না।

'ফরাসী শিক্ষক' গল্পটি নিখুঁত ছোটগল্পের একটি উদাহরণ, রসের ভিন্ন প্রকাশ।

'চায়েব দোকান'টি-র আখ্যান-স্তব অত্যন্ত ক্ষীণ, ইহা প্রধানতঃ Addison, Steele বা Hazlittএর মত মননপ্রধান ও প্রবন্ধধর্মী। লেখিকার পরিচিতি-পত্রে সমস্ত রচনার জাতি পরিচয় আছে। চায়ের দোকানের আবহাওয়াটি একটি চিত্রের মত উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, চায়েব উষ্ণ পেয়ালার চুমুক দেওয়া মাত্র মস্তিষ্কে যে সব অতিস্ফীত, অবাস্তব বাষ্পোচ্ছ্বাস গেঁজাইয়া উঠে যেরূপ দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, নেশাব আবেশ-সঞ্জাত অতিশয়োক্তি সকলের সমাবেশ হয়, স্থূল ইতর রুচি ও নিরঙ্কুশ পণ্ডিতম্মন্যতা যেরূপ পরস্পরের পরিপূবক রূপে আবির্ভূত হয়, গল্পটির মধ্যে তাহার একটি সুন্দর শ্লেষ-ব্যঞ্জনায় উপভোগ্য বাস্তব চিত্র অংকিত হইয়াছে।

'দীক্ষা' গল্পটিও লেখিকার স্বকীয়তার নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখযোগ্য। [illegible] মন্বন্তর লইয়া বাংলা-সাহিত্যে গল্প-উপন্যাসের বাণ ডাকিয়া গিয়াছে। [illegible]

[illegible] নর-নারীর মিছিলের মত প্রকাশিত গ্রন্থাবলীরও একটি অনুরূপ সুদীর্ঘ মিছিল বাহির হইয়াছে। এই গল্পগুলি সবই করুণ-রসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। দীর্ঘশ্বাসে [illegible] অশ্রুজলে স্যাঁতসেতে ও অবরুদ্ধ অসহায় ক্রোধে উষ্ণ। তাহাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে লেখকবৃন্দের অতি-সচেতনতা তাহাদের মানসিক আবেদনকে অনেকটা গৌণ করিয়াছে। বাণী রায় তাঁহার গল্পে এই অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রশ্রয় দেন নাই। এই শোচনীয় ব্যাপারে স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও যে দায়িত্ব ছিল, তাহারাও যে মাঝে মাঝে একটু হাতঝাড়া রকম সাহায্য ছাড়া দুঃখের সত্যকার প্রতিকারেব জন্য তাহাদের সবটুকু কর্তব্য করে নাই; তাহাদের ভাববিলাসমূলক সহানুভূতির পিছনে যে ছদ্মবেশী উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যই আত্ম-গোপন করিয়াছিল, এই নিষ্ঠুর আত্মপ্রসাদবিধংসী সত্যটি তিনি উদঘাটিত করিয়াছেন। যেখানে আমরা অশ্রুপ্লাবিত জলাভূমিতেই পদক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত সেখানে স্বল্প-সিক্ত উপরিভাগেব নীচে শক্ত কাঁকবের পাথুরে মাটিই আমাদের চরণকে ক্ষত-বিক্ষত করে এই আবিষ্কাব যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি হিতকর। তারপর স্বামীপুত্রহীনা অনাথা রমণীটিব আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায়টিও আমাদের সনাতন নীতি-বোধের সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু ইহা লেখিকার বলিষ্ঠ বাস্তবপ্রীতিরই পরিচয় বহন করে। যে মন্বন্তর আমাদের চিরন্তন সংস্কৃতি ও ধর্মজ্ঞানের বিপর্যয় না ঘটাইয়া, যাহা কেবলমাত্র আমাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, গৃহস্থজীবনের নিরাপদ আরাম ও বাইরের সম্ভ্রম-মর্যাদা মাত্র বিলুপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইল, তাহার মন্বন্তর আখ্যা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জনের পর্যায়ভূক্ত। মহাভারতেও দেখি কৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর যাদবরমণীরা অনার্য্য দস্যুকুলের অভিভব স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

সংকলনগ্রন্থে লেখিকার একটি সমালোচনা ও একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস মাত্র স্থান পাইয়াছে। সমালোচনাটির মধ্যে সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শন আছে। অভিনব উপন্যাসটি পাঠকের হাতে তুলিয়া দিলাম। উপন্যাসটিব পরিশিষ্টে লেখিকার পরিণতপ্রজ্ঞার নিদর্শন পাওয়া যায় ও বুদ্ধিপ্রখর উপলব্ধি ধরা পড়ে।

(৪)

এবার সংক্ষেপে কবিতাগুচ্ছের বিষয়ে কিছু বলিব। সংগৃহীত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে তিনটি শ্রেণী পৃথক করা যায়। কতকগুলি নৈরাশ্যধর্মী, দীর্ঘশ্বাসক্লিষ্ট, অতৃপ্তির [illegible] [illegible] কবিতার পর্যায়ভুক্ত। মনে হয় যেন গভীর ভাবাবেগে [illegible]

সপ্তসাগরের ডাক শুনেছ কি তুমি—
যে সাগর হৃদয়ের সাগরকে ডাকে ?
সুরা-ঘৃত-ইক্ষুরস-দধিমণ্ড-ক্ষীর-
-স্বাদুদক-লবণের সাগর অস্থির—
পুরাণের ধরিত্রীরে ঘেরে পাকে পাকে।
হে ধরিত্রী, আজ শুধু লবণ-সাগর !
সব সুধা অন্তর্হিতা—অশ্রুসঞ্চয়ন
পৃথিবীর সব রস করেছে লবণ।
এ হৃদয়-সাগরও তো বিষে জর-জর।

অনেক স্বপ্নের মাঝে বিস্মৃতির বিবর্ণ বিলাসে
তবুও হৃদয়াকাশে জলে ওঠে এক-দুই তারা,
দূঢ নক্ষত্রের রশ্মি ধার করে এনেছে কাহারা,—
নীহারিকা-আবর্ত্তনে চুপিচুপি, স্বপ্নের প্রহরা ?
জলে ওঠে সারা সত্তা—
জলে ওঠে ক্ষণকাল, বসন্তের সুদূর ছোঁয়ায়।
কে সে আহা, ক্ষণদীপ্ত, অন্ধকার চিত্তের আকাশে ?
সে কি প্রেম, সে ঈশ্বর, সে কি কোন সৌন্দর্য্য-স্বপন ?
তারি পদক্ষেপ লাগি পেতে থাকি মনের শ্রবণ।
তাহারি কচ্চিৎ ছায়া সুধাসিন্ধু করে যে লবণ।
অশ্রুর লবণ-সিন্ধু একপলে অমৃত বিলায় !
জলে ওঠে দেহমন সে বসন্ত— সুদূর-ছোঁয়ায়।

গল্প—'কিছু বলবার আছে', 'কিছু বলতে চাই'—এই অনুভূতি গল্পের জন্মদাতা।* যদি বক্তব্য বিশেষ না থাকে, তবে গতানুগতিক প্লট নিয়ে ছবির বর্ণনায় আধুনিক ছোট গল্প লেখা যায় না বলে আমি মনে করি। সাধারণতঃ, উপন্যাসের সঙ্গে গল্পের নানা পার্থক্য আমরা অনুধাবন করতে প্রচেষ্টা করি, যদিও গল্প ও উপন্যাসের নিত্য নূতন রূপ সাহিত্যে দেখা দিচ্ছে। মোটামুটিভাবে, উপন্যাসের আদিরূপের সঙ্গে গল্পের আদিরূপের তুলনামূলক সমালোচনায় দু'একটি তথ্যে উপনীত হই। একটি প্রণিধান-যোগ্য। উপন্যাসে সাধারণতঃ হ'ত চরিত্রের ক্রমঃবিকাশ, গল্পে পূর্ণবিকশিত চরিত্র নিয়ে আরম্ভ। সেই চরিত্রের কোন অসাধারণ পরিণতি গল্পের বক্তব্য হ'তে পারে। নানা ঘটনাব গতির মধ্য দিয়ে উপন্যাস চলে, গল্প প্রধানতঃ একটি গতিব দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে। সেই উন্মুখতা গল্পেব বৈশিষ্ট্য। অবাস্তব-বর্জ্জিত তীক্ষ্ণতা ও দ্রুততা ছোটগল্পের লক্ষণ। ছোটগল্পের ইতিহাস বাংলাভাষায় প্রাচীন না হ'লেও অত্যন্ত আশাপ্রদ। বহুল ও চমৎকাব ছোটগল্প লেখা হয়েছে ভাষাব গৌবব বর্দ্ধন কবে। বিভিন্ন ভাষার ইতিহাসেও ছোটগল্প ক্রম-বিবর্দ্ধমান। উপন্যাসরচনায় যথেষ্ট উপাদান আবশ্যক হয়, দীর্ঘ সময় ও চিন্তাশীলতা প্রয়োজন হয়। ছোটগল্পে প্রচুর ক্ষমতা প্রয়োজন হ'লেও সূত্র টানবাব প্রয়োজন হয় না সেই ক্ষমতার। তাই বোধহয় ছোটগল্প নিয়ে বেশী পরীক্ষা করা চলে। বিভিন্ন ভাষায় ছোটগল্পের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য দেখে সাহিত্যের ইতিহাসে দেওয়া লেবেল অঙ্কিত করে ছোটগল্পকে সংজ্ঞাদানে অভিলাষ হয় না। যে বস্তু প্রাণ-ধর্ম্মে নিত্য বর্দ্ধনশীল, তার সংজ্ঞা প্রতি মুহূর্ত্তে সে রচনা করে নেয় নব পথে। প্রতিভার হাতে সে প্রাচীন অনুশাসন অগ্রাহ্য করে নবজন্ম গ্রহণ করে যুগে যুগে। Somerset Maughamএর দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করছি ছোটগল্প সম্পর্কে :—

"Every writer sees the world in his own way and gives you his own picture of it."...

"Probability is the only test"....

সপ্তসাগর

খেলা নয়

একখানি চিত্রের মত দেখা যাচ্ছে শ্রীমতীকে। জানালার আশমানী পরদার পাশে সে বসে আছে। খদ্দেরা ঢুবে শাড়ীর অঞ্চলের নিম্ন থেকে সুগোল বাহু প্রকাশিত, মণিবন্ধে একগাছি কঙ্কন, অনামিকায় চুনীর আংটি।

পুষ্পাধারে রক্ষিত একটি সিত পদ্মকলির প্রতি অঙ্গুলি প্রসারণ করল শ্রীমতী। নখর গোলাপী রংএ রঞ্জিত। বিপুল কবরী তার শঙ্খ-মসৃণ গ্রীবার ওপরে অবলুণ্ঠিত। কাল কেশে একটি সাদা ফুল মানাবে ভাল।

কিন্তু পুষ্পাধারে রক্ষিত জলে পুষ্পের জীবন হবে দীর্ঘকাল স্থায়ী, অলকের উত্তাপে সে ঝরে পড়বে। আর কি হবে নিখুঁত প্রসাধনে? শ্রীমতীর স্বামী প্রবাসী।

তবু তুলেছি যখন পরাই যাক ফুলটা। কতদিন আর চুলে ফুল ধারণ করবার বয়স থাকবে? বিলম্ব নেই—আসছে অবসান। যৌবনের অবসান, রূপের অবসান।

উনত্রিংশ বৎসর। না এদিক, না ওদিক। 'গেল, গেল' রব উঠেছে, এখনও যায়নি। এখনও ক্ষীণ কটির গতিভঙ্গি অনেককে লুব্ধ করে, আকর্ণ নয়নে এখনও অনেকে ইঙ্গিত খুঁজে পায়। অবশ্য নিঃসন্তান অবস্থা এর জন্য দায়ী। নইলে বাঙালী কন্যার উনত্রিংশ? গতযৌবনা।

বাঁচা যায় এক অর্থে। মেদবাহুল্য আর ললাটে ভ্রূকুটি আনবে না। শক্ত দৃঢ় আবরণী দিয়ে দেহকে পীড়িত করে আর তন্বী সাজার দায় নেই।

আর, মুক্তি প্রেমের থেকে। বয়স্ক সাহিত্যিকেরা হয়তো কল্পনার চক্ষে মধুমঞ্জরীর সঙ্গে তাকে উপমিতা করবেন। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে তার প্রলেপলাঞ্ছিত মুখের দিকে চেয়ে তদ্গত চিত্তে স্বরচিত কাব্য শোনাবেন, কিন্তু তরুণেরা আর প্রলুব্ধ হবে না। তরুণদের জন্যই তো প্রেম। ওই যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে দ্বারে অনাদৃত অতিথির মত অপটু বেশে ঘুরে বেড়ায়,

অধ্যাপকেরা যাদের মানুষ বলে গণ্য করেন না, যারা সমাজে সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠেনি, প্রেম তাদেরি জন্য। বড় ডিগ্রিধারী, অনেক উপার্জনকারী ব্যক্তিবৃন্দের জন্য নয়! বস্ত্র-ব্যবসায়ী নীলাম্বরী বয়ন করছে তাদেরি প্রিয়ার জন্য। বেলফুলের মালা ফেরি হচ্ছে পথে, তাদের ষোড়শী প্রেয়সী খোঁপায় দেবে বলে। তাদের চরণের শ্রীহীন পাদুকার শব্দ এখনও পঞ্চদশীদের বক্ষে দোলা আনে। নির্বোধের জন্য, অপরিনামদর্শীর জন্য, নিছক তারুণ্যের জন্য প্রেম। প্রেম যৌবনের নিজস্ব সম্পদ।

সত্যই কি বিদায় নেবে তারা, যারা এতদিন ধরে তার জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল? যারা তার কলেজে যাওয়া আসার পথে নিয়মিত হাজিরা দিত, যাদের অসংখ্য পত্র আবর্জনার ঝুড়ি অলঙ্কৃত করেছে, যাদের পয়সা-ব্যয়-করা টেলিফোনের ডাকগুলি তাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল? সত্যই কি সেই সব রবাহূতের দল আজ অদৃশ্য হয়ে যাবে তার যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে? কি অস্বাভাবিক হবে সে অবস্থাটা?

অথচ তার তো বিবাহ হয়ে গেছে। স্বামীর প্রেমে এখনও ভাঁটা ধরেনি। এখনও স্বামী নৈশ-শয়নের পূর্বে সুগন্ধি পোমাড সহযোগে কেশ সংস্কার করতে ভোলেন না। সন্ধ্যার পর প্রত্যহ ইস্ত্রীভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিধান করে সম্মুখে আসেন। নয়নের তন্ময়তা, আলিঙ্গনের ব্যাকুলতা কিছু হ্রাস হয়নি। ঊনত্রিশ বৎসরে শ্রীমতীর ভয় কি? জমার ঘরতো শূন্য নয়।

তবু মনে বেদনা লাগে। ঊষাসমাগমে সহসা নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। যৌবন চলে যাচ্ছে, আর তাকে বাধা যাবে না। প্রসাধনে বয়স ঢাকা পড়বে, যৌবনকে ফেরানো যাবে না।

অহেতুক প্রীতি এসেছে চিরদিন শ্রীমতীর পদপল্লবে উপহার। আজ অভাব সহ্য হবে না।

পরাই যাক ফুলটা। কবরীর অন্তরালে কাণ্ড অদৃশ্য হ'ল। মনে হ'ল ফুলটা যেন অলকে বিকসিত হয়ে উঠল সহসা। মনিবর্ধন বাবু নিশ্চয় কবিতা করে ওইভাবেই কথাটা বলতেন।

কিন্তু, শ্রীমতী গো, শ্রীমতী, কেন ফুল পরেছ? বয়স যাচ্ছে বলে নয়। অজি আসবে বলে।

ওঃ, ভারী একটা একুশ বছরের নাবালক শিশু। কমপক্ষে সাত-আট

বছরের ছোট। 'শ্রীমতীদি' বলে ডাকে, 'আপনি—আজ্ঞে' করে কথা বলে। ছোট ননদের সঙ্গে বিবাহ দিলে বেশ মানাবে। শ্বশুরালয়ে ফিরে যেয়েই কথাটা পাকা করা যাবে। এতদিন নানা ঘাটের নৌকা দেখে দেখে কিশোর বালকে আর অভিরুচি নেই।

তবু খয়েরী শাড়ী, যেটা পরলে বিশেষ ভাল তাকে দেখায়। তবু চুলে পদ্মকলি। একুশ—উনত্রিশ। হায় হায় করা যাক।

ছোকরার সম্পূর্ণ নাম জলদবরণ। কিন্তু ওই সচকিত মৃগনয়নে আর তরুণ তমাল তনুদেহে অত গুরুগম্ভীর নাম মানায় না। তার চেয়ে ডাক নাম 'জল্টিটা' অনেক শোভন। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর মনে করিয়ে দেবে বয়সটা তার একুশ মাত্র।

দ্বিধার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন বলেছিল সে, "আমাকে একটা গান শোনাবেন, শ্রীমতীদি?"

গাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তার মুখের দিকে একবার লক্ষ্য করে দেখে শ্রীমতী মত পরিবর্তন করল। কি সুন্দর! ওই ছিপছিপে সরল কঞ্চির মত গঠনসৌকুমার্যের জন্য, ওর ত্রস্ত-পক্ষ্মসমাকুল নয়নের জন্য, ওই কুঞ্চিত কেশস্তবকের জন্য জগতের যত শিল্প, যত সঙ্গীত রচনা হয়েছে।

তারপর সেইদিন। যেদিন জল্টি স্বীকার করল পাশের বাড়ীর মেয়ের প্রতি নিজের আসক্তির কথা। একটা নীচু আসনে বসে সে টেবিলের ওপর মাথা রেখেছিল, উল্টো দিকের আসনে বসেছিল শ্রীমতী। রক্তকিংখাবের ফিতের মত অধর জল্টির। দেখতে দেখতে সেই অধরের রং সমস্ত মুখে ছড়িয়ে গেল তার—এক হয়ে গেল তায়। কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য!

তারপর কাজ হ'ল শ্রীমতীর, জল্টির প্রেমোপাখ্যান শোনা এবং শিক্ষা দান করা। লঘু নীল আলোতে উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্রে দেখা যেত শ্রীমতীকে, যে রকম জল্টি পূর্বে দেখেনি। ষোড়শী পঞ্চদশীর সঙ্গে বিস্তর ভালবাসাবাসি হলেও এই নারীর অভিজ্ঞ কটাক্ষ, অর্ধজড়িত হাস্য জল্টির পক্ষে সুরার মত মাদক এবং সুরার মতই নিষিদ্ধ।

দিন অতিবাহিত হচ্ছিল না শ্রীমতীর। স্বামী প্রবাসে, পিত্রালয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কর্মবাহুল্য নেই। সরল শিশুটিকে প্রেমের ক্রীড়ায় শিক্ষা দান করে সময় কাটাবার সহজ পন্থা বাহির হ'ল শ্রীমতীর।

না, না। মৌখিক উপদেশাদি দেওয়া ভিন্ন শ্রীমতী কিছুই করেনি। আর, প্রশ্ন ওঠেনা। জর্জি একুশ মাত্র।

জর্জির প্রেম যেন শ্রীমতীরও প্রেম হয়ে দাঁড়াল। কিছু দিনের মধ্যেই পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রেমকরা অপেক্ষা শ্রীমতীর কাছে প্রেমের অভিনয় প্রদর্শনেই জর্জির বিশেষ রুচি দেখা দিল।

প্রেম কি শুধু যৌবনের জন্য? তাহলে প্রতিবেশিনী সপ্তদশীর সাগ্রহ পথ-চাওয়া ফেলে কেন জর্জি এখানে ছুটে চলে আসে ঊনত্রিশের কাছে? অগাধ দুরত্ব রেখে সামান্য কথার আঘাতে রক্ত স্রোতকে উদ্বেল করে তোলা যে সপ্তদশীদের সাধ্যায়াত্ত নয়। তারা জানে শুধু ভালবাসতে,—খেলা তারা এখনও শেখেনি।

নারী শুধু গ্রহণ করে যাবে—এইটাই সাধারণ মত। সেই দেবীর পদতলে প্রেম আসবে অর্ঘ্যরূপে—

> "মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
> অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
> অতিলঘু ভার।"

গ্রহণ করা ভিন্ন নারীর ধর্ম আর কি? সর্বতোভাবে গ্রহণ করা, সুতরাং নারীর ক্ষেত্রে বয়সের প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু দেবে, পুরুষ। দেওয়া একুশ বাইশেই আসে ভাল। কিছু না রেখে উজাড় করে দেওয়া মন শক্ত হ'লে পারা যায় না। তাই পুরুষের ক্ষেত্রেই বয়স কথাটা প্রযোজ্য।

শ্রীমতী গো, শ্রীমতী, ভাবা হচ্ছে কি আশমানী যবনিকার আড়ালে বসে? ওসব কথা যে বিবেককে চাপা দেবার কথা।

ঘোর ধরে গেছে উভয়পক্ষে। তাই খোঁপায় পদ্মকলি, ডুরে শাড়ীর স্খলিত অঞ্চল। হাল্কা সুরের কথা, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ওইভাবে কি লোভনীয় দেখায় যে কোন নারীকে, বিশেষতঃ রূপসীকে! একাগ্রদৃষ্টি তন্ময় কিশোর, পাপপুণ্যের ধারণা যা'র স্পষ্ট নয়। উপক্রমণিকায় শ্রীমতী অবশ্য জর্জিকে কখনই আমল দেয়নি। তার বিশ্বাস ছিল জর্জি বোধ হয় সত্যই উপদেশলাভের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু, অবশেষে সে ধারণার অযথার্থতা সম্বন্ধে শ্রীমতীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল।

আবার হায় হায় করা যাক উনত্রিশ বছরের একটি রমণী একুশ বৎসরের একটি কিশোর বালককে বুঝতে পারল না। রমণীটি আবার এমন, যার সমস্ত জীবন পুরুষের প্রেম পেতে অভ্যস্ত।

পক্ষ্মসমাকুল ত্রস্ত মৃগনয়ন যার, নবদেবদারুর মত সরল যার দেহ, অধর যার রক্তকিংখাবের দুইটি অংশ—তার পর্য্যন্ত কিছু জানতে বাকী নেই। শ্রীমতীকে শিক্ষা দান করতে সেই সক্ষম। প্রেম সম্বন্ধে একুশ বছরের কিশোরেরা কতটা যে জানে অনুভব করে শ্রীমতী স্তম্ভিত হ'ল। অপ্রতিভ হ'ল। কৌতুকী হল।

তবে কেন জর্জি অভিনয় করেছিল? কি বিপদ! সেটা তো সহজে বোঝা যায়। মহামহিমন্বিতা শ্রীমতীদি কি তাহ'লে জর্জির মত অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে ওই সব আলোচনা করতেন? একটু কৌতূহল, একটু করুণা যে জাগানো চাই। তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া যাবে।

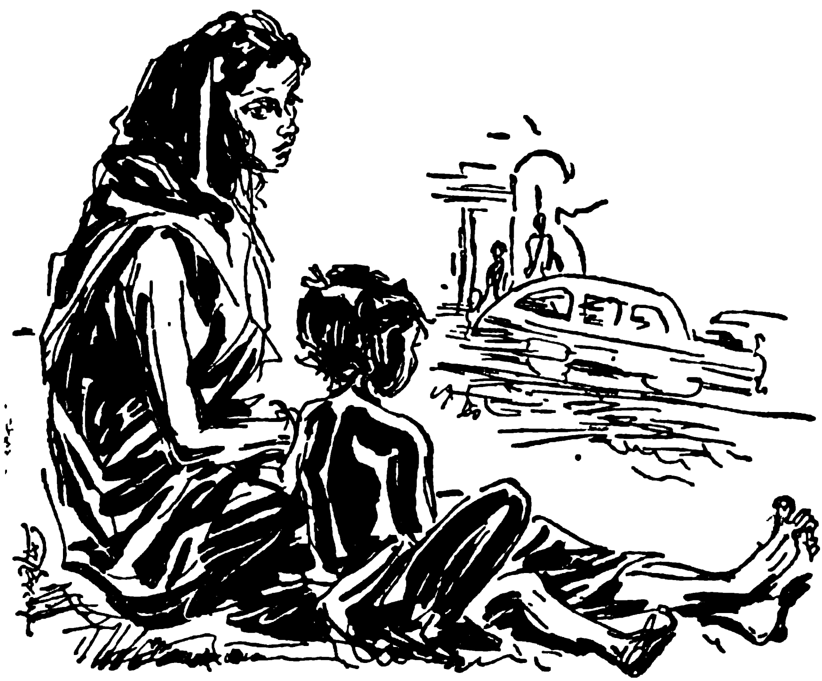
বোঝার পরেও ছাড়লনা শ্রীমতী। কেন? কারণ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। একুশ বৎসরের তরুণের প্রেমোন্মাদ উনত্রিশকে ঘিরে! যৌবন তাহ'লে এখনও যায়নি, এখনও পঞ্চদশী—সপ্তদশীর সঙ্গে প্রতিযোগ চলতে পারে জয়মাল্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত থেকে। জর্জি একটি এম-এ পড়া নগণ্য যুবক মাত্র হ'লে কি হবে? আজ তার প্রেম শ্রীমতীর কাছে প্রসিদ্ধ কবি মনিবর্ধন বা অসামান্য অভিনেতা অনিরুদ্ধ রায়ের অপেক্ষা অনেক প্রয়োজনীয়। কারণ, আজ শ্রীমতীর যৌবন চলে যাচ্ছে। একমাত্র যৌবনের অভিনন্দন, যুবকের মোহই তাকে আশ্বাস দিতে পারে—শ্রীমতী, তুমি এখনও যাওনি।

সুতরাং শ্রীমতী, প্রেম নিয়ে এতকাল খেলা করে আজ তুমি যুদ্ধে নেমেছ।

দীক্ষা

মেয়েটি কয়েকদিন হ'ল আমাদের বাড়ীর সামনে সরকারী লনে বসবাস করছে। গৃহস্থঘরের বউ ছিল, দেখেই বোঝা যায়। সিঁথিতে মেটে সিঁদুর, হাতে একগাছি ক্ষয় ধরা গেয়ো শাঁখার মোটা বালা। সঙ্গে ছোট বছর তিনের ছেলে একটি।

সম্পত্তি বলতে আছে একখানা মাদুর ও একটি চিরুণী। জল খেতে ও লঙরখানায় খিচুড়ি ধরতে একটা টিনের পাত্র। ছেলেটি শীর্ণ দুর্বল, হাঁটতে পারে না, বোধ হয় খাদ্যাভাবে। মা তাকে মাদুর পেতে বসিয়ে রাখে। শান্তদৃষ্টিতে চেয়ে সে গাড়ীঘোড়া দেখে, চিরুণী-টীন নিয়ে খেলা করে। একদিন



যে তার পেটে ভাত, মাথায় চাল ছিল সেকথা সে হয়তো ভুলেই গেছে। কোন নালিশ নেই তার। দিনে দুবার জলের মত পাতলা, অখাদ্য খিচুড়ি খেয়ে, মায়ের কাছে থেকেই সে খুশী। কথা বলতে পারে না, কোনদিন

তাকায়, যখন তার মাদুর ঘেঁষে কোন গাড়ী চলে যায়। সেইসব গাড়ীতে থাকে তারা, যারা এই ছেলেটিকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সরকারী অসম্পূর্ণ ব্যবস্থায়ও যে সব সরকারী ধামাধরা থাবা বসিয়ে বড় বড় গ্রাস ছেলেটির মুখ থেকে ছিনিয়ে দামী গাড়ীর এঞ্জিনে ঢেলে গাড়ী চালিয়েছে, তারা অবশ্যই থাকে সেইসব গাড়ীতে। ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে নালিশ জানায় না।

মেয়েটির স্বামী কোথায় কে জানে? হয়তো বা মন্বন্তরের বন্যায় দল বেঁধে সহরে আসতে যেয়ে ছিটকে পড়েছে। হয়তো বা দূরে মাটির নীচে মাটি হয়ে মিশিয়ে গেছে। রাস্তার ধারে পড়ে হাঁ করে ধুঁকছে। মেয়েটি তা জানে না। গৃহস্থ ঘরের বউ, চলে আসতে আসতে কতকিছু ফেলে এসেছে। শুধু রয়েছে মাদুরখানা, এখনও মাটিতে শোওয়া অভ্যাস হয়নি। রয়েছে চিরুণীটা। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী সে ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় চুল বেঁধে সিঁদুর পরে তুলসীতলায় দীপ দেখিয়েছে। পুরানো অভ্যাসে এখনও সহস্র লোকের দৃষ্টিতে চুলে বিকাল বেলায় চিরুণী বুলোয়, রাস্তার ধূলো ঝেড়ে মাদুর পাতে। তার যৌবন অনাহারেও মরে যায়নি। ক্ষুধিত দৃষ্টি পড়ে নানাদিক থেকে। পাহারাদার পুলিশ, কোকেন-যোগানদার পানওয়ালা, উড়ে বামুন-ঠাকুর পায়ের কাছে সরে আলাপ জমাতে চায়। স্বভাবজাত গাম্ভীর্যে মেয়েটি তাদের আমল দেয় না। চুপ করে বসে নিজের মনে কত কি যেন ভাবে, কখনও রাস্তার শেষপ্রান্তে চেয়ে চেয়ে দেখে। কিসের যেন প্রতীক্ষা করে? আমি ভাবি কতদিন ওর এমন করে চলবে? আধপেটা, সিকিপেটা খেয়ে খোলা আকাশের নীচে এভাবে কতদিন ওর ছেলে বাঁচবে, কতদিনই বা ও বাঁচবে? পেটভরে খাবার, পরনের কাপড় জুটবার, মাথার ওপরে ছাদ তুলবার ব্যবস্থা এখনই ওর হয়ে যেতে পারে নূতন বড়লোক বেয়ারা-বামুনদের কৃপায়। গৃহস্থের বউ হ'লেও এখন গেরস্থালি ওর কি আছে? শুধু ওই ছেলেটাই শিকলের মত মাকে বেঁধে রেখেছে সৎপথে।

আমাদের বাড়ীর ছেলেপিলের ভুক্তাবশেষ খালি দই বা রসগোল্লার ভাঁড়ে তুলে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। মাঝে মাঝে ভাল খাবারও যেত। মা নীরব কৃতজ্ঞতা জানাত চোখের চাউনীর মধ্য দিয়ে। আমাদের বাড়ীটি নিশানা ধরে আস্তানা গেড়েছিল দু'জন। বোধহয় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে।

একদিন শুনলাম বাড়ীর মেয়েরা বলাবলি করছেন, "ছেলেটা বসে আছে কেমন করে দেখ ! মাথাটা যেন বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে। হবে না ? যা বর্ষা-বাদল চলছে মাথার ওপর দিয়ে।"

নিরুপায় লোকগুলির মাথা অকাল-বর্ষণে ভিজে যাচ্ছে। গোটা বর্ষাটাই গেল ওদের খালি মাথার ওপর দিয়ে। মেয়েটি ভিজে ঘাসের আশ্রয় ছেড়ে আমাদের গ্যারাজের সামনে পাকা জায়গাটুকুর ওপর মাদুর বিছোতে লাগল রাত্রে শোবার সময়। দিনের বেলা গাছের নীচে, পাচিলের আড়ে লুকিয়ে থাকতো বৃষ্টি এলে। গভীর রাত্রে কি করত জানি না।

আমরা তার ও ছেলেটির থাকবার কোন ব্যবস্থা করে দিলাম না। কারণ, নিজেদের অস্বস্তিকর বিবেককে বহুভাবেই আমরা ভুলিয়ে রাখতে শিখিয়েছিলাম। সরকার তো ওদের জন্য চালা বেঁধে দিয়েছেন। ইচ্ছা করে সেখানে থাকে না। সেখানে গেলেই পারে ?

অসহায় ছেলেটিরও খাবার কোন বাঁধাবাধি ব্যবস্থা আমরা করিনি। কারণ, দু'বেলা লঙ্গরখানা থেকে তো ওদের খাবার নিয়মিত মিলছেই। আমাদের কি দায় ! ব্যবস্থা তো করাই আছে।

আজও ছেলেটার মাথা সিধে থাকছে না শুনে আমরা বিচলিত হ'লাম না। দেখলাম ছেলেটা মাথা ভেঙে যাবার মত করে ঝুঁকিয়ে চিরাভ্যস্ত জায়গায় বসে আছে। কিন্তু কান্না নেই তার, নালিশ নেই কিছু। মায়ের পাশে চিরুণী আর টিনটা নিয়ে শান্ত-সংযত ভঙ্গিতে খেলা করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দামী গাড়ী এলে ভাঙ্গা ঘাড় তোলবার চেষ্টা করে, না পেরে চোখ বেঁকিয়ে দেখছে। কিন্তু, মাথা তুলতে না পারলেও সে শুয়ে পড়েনি। মা'ও ছেলের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে ঘন ঘন চেয়ে দেখলেও বাহ্যতঃ স্থির আছে। আমরাও ভাবলাম কিছু একটা হয়েছে ঘাড়ে বোধ হয়। ছোটলোকের ছেলে, এতে ওর ক্ষতি হবে না। কোন ভয় নেই। নানা ব্যস্ততায় ওদিকে আর মন দিলাম না !

কয়েকদিন হ'ল আমার রাসভারী জ্যাঠামশাই গ্যারাজের সামনের জায়গাটুকু নোংরা থাকে দেখে রাগারাগি করছিলেন। আমার সৌখিন ভাইরাও আপত্তি জানাচ্ছিল। আমাদের খিটখিটে বুড়ো দারোয়ানের কানে এসব কথা গেল।

সুতরাং, পরের দিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনলাম বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে মেয়েটির কথা চলছে। বুড়ো দারোয়ান চেঁচিয়ে বলছে—"চল্ যাও, আভি নিকালো।"

না-খেতে-পাওয়া শুক্‌নো ভীরু গলায় মেয়েটি ধীরে ধীরে মিনতি করছে, "আজ থাকি, কাল চলে যাব।"

সারাদিন বৃষ্টি হয়ে ঘাস ভিজে গেছে। তখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু বাতাসে শীত, আকাশে মেঘ।

খিটখিটে দারোয়ান রুক্ষস্বরে বলল, "জরুর আজ যাওগে, সাহাবলোগ গুস্‌সা করেঙ্গে।"



একবার ভাবলাম উঠে দারোয়ানকে নিষেধ করি ওদের তাড়িয়ে দিতে। বাড়ীর মধ্যে তো থাকছে না, ক্ষতি কি আমাদের? কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যদি দারোয়ানকে হুকুম দিয়ে থাকেন? তার চেয়ে কাল দেখা যাবে। একদিনে কিছু হবে না।

নিরুপায় নির্লিপ্ততায় চোখ মুদলাম। ঘুম আসতে দেরী হ'ল না।

পরের দিন ঘুম ভেঙে উঠে চা পান করে খবরের কাগজ খুলতেই বড়দি আমাকে খবর দিলেন, "ছেলেটা যে মরে যাচ্ছে।"

মরে যাচ্ছে? কাগজ ফেলে বারান্দায় চলে এলাম। দু'একজন লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটি চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে ঘাসের ওপর বিছানো মাদুরে পড়ে আছে। গলার ঘড়ঘড় আওয়াজটা দূর থেকেও বোঝা গেল। ভিজে ঘাসে মাদুরটা ভিজে উঠেছে নীচ থেকে ভিজে জবজবে মাটির ছোঁয়াচে। ছেলেটার গায়ের জামাটাও ভিজে। ওর মা ক্রমাগত চোখ মুছছে আর ছেলেকে একটু স্বস্তি দেবার চেষ্টা করছে শুধু নিঃসম্বল দুই হাতের সেবায়। মনে হ'ল একদিন আগে দেখেছিলাম ছেলেটি ঘাড় তুলতে পারছে না। তার কারণ, ঘাড়ে বিশেষ করে কিছু হয়েছে বলে নয়, কারণ, আর ঘাড় তুলবার শক্তি নেই বলে। তবু সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসেছিল, স্বাভাবিক শিশুর জীবন-যাপন করতে চেয়েছিল, টিনের পাত্র আর দাঁতভাঙ্গা চিরুণী নিয়ে খেলা করে। আমাদের চোখের সামনে তার ঘাড় ভেঙে গেল, তবু আমরা কিছু করিনি। কাল ভিজেমাটির আক্রোশে যা বাকী ছিল হয়েছে। কানে শুনেও আমি তাকে পাকা মেজেতে শুতে দেবার ব্যবস্থা করিনি। আমার আলস্য এতই প্রবল হয়েছিল যে, আমি নিরপেক্ষ থাকবার ছুতো খুঁজছিলাম। তবে, প্রত্যক্ষ হত্যাকারী কি আমিই হ'লাম?

তারপরে পাগলের মত কিছুক্ষণ আমার ছুটোছুটি চলল। বাড়ী থেকে ব্র্যাণ্ডিমেশানো দুধ, হাতে-পায়ে সেঁক দেবার আগুন, হোমিওপ্যাথি ওষুধ সমস্ত পাঠালাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে নির্দেশ দিতে লাগলাম। এতদিনের অবহেলার ঋণ একদিনে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। ডাক্তারকে খবর দিলাম। অবশেষে মরিয়া হয়ে বারবার টেলিফোন করে করে রিলিফ হাসপাতালের গাড়ী এনে তাদের দু'জনকে তুলে দিলাম।

নিশ্চিন্তচিত্তে ভাবলাম, বড় কাজ করেছি। আর আমার দোষ নেই। ছোটলোকের ছেলে, একটা ইনজেকশন পড়লেই চাঙা হয়ে উঠবে।

সারা বিকাল বাড়ীর সামনে শূন্য রইল। মন্বন্তরের মুখে ভেসে-আসা ছোটলোকের খোকা তার অকিঞ্চিৎকর খেলা দিয়ে সত্যই একটা জায়গা ভরিয়ে রেখেছিল।

দুইদিন গেল। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে দেখলাম মেয়েটি একা গাছের নীচে বসে আছে! আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল।

বাড়ীর মেয়েরা খবর নিলেন; আগের দিনই ছেলেটার হয়ে গেছে। ইনজেকশনে সত্যই চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, একটু উঠে বসেও ছিল। হাসপাতালে মেয়েটিকে খিচুড়ি দিয়েছিল খেতে। অশিক্ষিতা, স্নেহান্ধা মা একগ্রাস ছেলের লোলুপ, ক্ষুধার্ত মুখে তুলে দিয়েছিল, খেতে খেতেই ছেলে আহার্য গ্রহণের শেষ চেষ্টায় মরে গেল। স্বামী নেই, গৃহ নেই, ছেলে বিসর্জন দিয়ে কার কাছে ফিরবে সে? কোথায় ফিরবে? তাই সাধারণ রাস্তা হলেও, আমরা অনাত্মীয় হলেও, পুরনো জায়গায়ই ফিরে এসেছে সে। সর্বহারার দিকে তাকাতে পারলাম না। বিমনা, একা বসে বসে কয়েকদিন পরে সে-ও একদিন উধাও হ'ল। নিঃশ্বাস ফেললাম। নিয়তির অলঙ্ঘ্য টান থেকে সে আর বাঁচল না।

এই গল্পটি পুরণো, অতি চেনা। মন্বন্তরে এরকম একটি সত্য গল্প লিখতে প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই আছেন আমাদের মধ্যে। যে কোন ব্যক্তি এবং যে কোন রাস্তার নাম বসিয়ে দিলেও মিথ্যা বলা হবে না। তাই ঘটা করে এই গল্পটিই আমি বলতে বসিনি। অনেকদিন পরের একটি ইতিহাসের মুখবন্ধ-রূপেই এ কাহিনীর মূল্য দিলাম।

অনেকদিন পরে। এক গ্রীষ্মের অপরাহ্নে মা আমাকে হাসিমুখে ডাকলেন, "দেখে যা এসে।"

দেখলাম বাড়ীর মধ্যে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি। এই প্রথম সে আমাদের বাড়ী ঢুকল। সহজ, জোরালো পায়ের গতি তার, দেহে স্বাস্থ্যের লাবণ্য, অঙ্গে উপযুক্ত বেশ! হাতে করে এনেছে সে কয়েকটি দেশী আম। নিজের দেশ থেকে এনেছে। এখন সে এ-শহরেই কাজ করে।

আমাদের জন্য সে আম এনেছে। এমনি মন্বন্তরে অনেকেই অনেককে সাহায্য করেছিল, তার মধ্যে একজন অন্ততঃ জীবন নূতন করে গড়তে পেরেছে। একটি দগ্ধ গাছ নূতন করে ফল দিয়েছে।

মেয়েটি বল্ল, "দিদিমণি খোকার অসুখে বড় করেছিলেন।"

একজন ভোলেনি। এমন অনেক অনেককে করেছি, করেছি অনেক বেশি। একজন ফিরে এসেছে। আমি তার অনেক বেশি করতে পারতাম। আমার

জানালার নীচে তার ছেলেটি তিলে তিলে মরেছে, আমি তাকে বাঁচাইনি। আমার অবহেলা সে ক্ষমা করে আমার জন্ম উপহার নিয়ে ফিরে এসেছে। আমি, আমার মত অনেকে, তার ছেলেকে মেরে ফেলেছি। সে কথা সে মনে রাখেনি, রেখেছে সামান্ত সাহায্যটুকুর কথা।

মেয়েটি চলে গেলে মা বল্লেন, "বয়ে গেছে একেবারে। স্বামীর খোঁজ নেই। ছেলেটা মরে গেল। ভুলে দিব্যি ফুর্তিতে আছে!"

স্বামী বা ছেলেকে সে ভুলেছে কি ভোলেনি সে বিচারে আমার প্রয়োজন নেই। আমাকে সে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারত, তবু আমাকে সে ভোলেনি, এটাই বড় কথা। সমাজ দগ্ধ-গলিত আজ, তবু দিকে দিকে এই প্রেমের অঙ্কুর অমৃত ফলিয়ে যাবে। আজ ভারতবর্ষের আশা এরাই।

মনে পড়ে গেল, কৌপীনধারী মহাপুরুষ ক্ষমার আলো জ্বালিয়ে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে অহিংসার বীজমন্ত্র বপন করে প্রেমের মহামন্ত্রে মৃত ভারতকে বাচিয়ে তুলেছিলেন। হিংসার মীমাংসা তিনি হিংসায় শেষ করেন নি। সেই ভারতবর্ষের আত্মা মেয়েটির মধ্য দিয়ে আমাকে স্পর্শ করল এতদিনে।

মা আদেশ করলেন, "দিয়ে গেল খুকীকে ভালবেসে। ভাঁড়ারে তুলে রাখ, ছোট বৌমা। ঠাকুরদের হাতে হাতে দিও।"

আমি বলে উঠলাম, "ওতো আমাকে দিয়েছে।"

কাকীমা বিরক্ত হলেন,—"একটু হাড়ে টক হলেই ভাল আম তো তুমি ছুঁড়ে ফেলে দাও। তুমি আবার খাবে এই ছোটলোকের আম।"

আমি জানিয়ে দিলাম, "ওই আমই আজ আমাকে দিও। আমি ওই ছোটলোকের আমই খাব।"

ফরাশী শিক্ষক

"মঁসিয়ে, বঁ স্যুই !" শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে পথে নামলো অনীতা। মনে একটু আত্মপ্রসাদ হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবে। তারা মাত্র তিনমাস কয়েকটি বন্ধু মিলে ফরাশী ভাষা শিখছে। একমাত্র অনীতার উচ্চারণ নির্ভুল হয়ে গেছে। শিক্ষক প্রতাপ গুইন এজন্য ছাত্রীর উপর প্রসন্ন।

প্রতাপ গুঁই ঈঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বাসিন্দা। পরিবারটি বিবাহের দিক থেকে বহু ব্যতিক্রম করেছে। ফলে, বাঙ্গালী পরিবার তো দূরের কথা, ভারতবর্ষীর পরিবারও বলা চলেনা গুঁই-বাড়ীর লোকেদের। প্রতাপ গুঁইএর বাবা বিয়ে করেন ফরাশী মহিলাকে বিদেশে ছাত্রাবস্থায়। প্রতাপের বিবাহ হয়েছে নামকরা বাঙালী অভিজাত পরিবারে। প্রতাপের বোন বিবাহ করেছে পাঞ্জাবী। প্রতাপের তিন ছেলের একজন ইংরাজ মহিলা, একজন বেহারী দুহিতার পাণিগ্রহণ করেছে। তৃতীয় ছেলে সম্প্রতি আমেরিকায় আছে, শোনা যাচ্ছে মার্কিন তরুণীর সঙ্গে সে বাগদত্ত। প্রতাপের কাকা-কাকিন এঁদের বৈবাহিক তালিকাও বিচিত্র।

মোটের ওপর সমস্ত বাড়ীতে একটা খাপছাড়া বৈদেশিক আবহাওয়া। সঙ্গে মিশেছে কলকাতা-প্রবাসীর দেশী সুর। বসবার ঘরে পিয়ানোর টুং-টাং ভেসে আসে, আবার দেখা যায় উড়ে চাকর নেহাৎ বাঙালী বাড়ীর মত র‍্যাশনের থলে ও মাছের চুপড়ি হাতে সদর দোর দিয়ে বাড়ী ঢুকছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পড়ে ফিরিঙ্গী স্কুলে। বয়স্কেরা পরস্পরের সঙ্গে ইংরাজি ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু দুর্গা-ষষ্ঠীর দিনে নূতন কাপড় চাই।

প্রতাপ গুইএর চলতি নাম পর্‌তাপা গুঁইন। বিদেশিনী জননীর মুখের বিকৃত উচ্চারণের 'পর্‌তাপা' অন্তরঙ্গ মহলে চলে আসছে।

পিতা ফরাশী মহিলা বিবাহের পরে কিছুদিন ফ্রান্সে বসবাস করেছিলেন। প্রতাপের জন্ম সেখানে। তারপরে মাতৃকুলের সূত্র ধরে প্রতাপ বহুবার যাতায়াত করেন। ফরাশী ভাষায় দক্ষতা তাঁর ফরাশী জাতির চেয়ে বেশী। মনেপ্রাণে তাঁর ফরাশী দেশ শিকড় গেড়েছে, সুরা ও সুগন্ধির বেসাতি নিয়ে। শ্যামল বাংলা দূরেই সরে আছে।

মিঃ গুইনের বয়স পঞ্চান্ন হবে। দীর্ঘ দেহ, বিরাট চেহারা। সর্বদা যেন ভাবে আছেন। হাতের কাছাকাছি ফরাশীভাষার বাছা বাছা মণিমুক্তো থাকে। মিঃ গুইন ফরাশী ভাষায় মহাপণ্ডিত। ভাষার শিক্ষাদান করে তাঁর জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

অনীতা ও তার তিনটি বন্ধু ফরাশীভাষা শিখতে মনস্থ করেছে। বি. এ. পড়ে তারা কলেজে একসঙ্গে। ইচ্ছা এম. এ.তে বাংলা বা কমার্সের সঙ্গে ফরাশী পেপার নেবে। তাছাড়া বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা আছে। কণ্টিনেণ্টে তো ফরাশী ভিন্ন গতি নেই। ভাষাটাও ভারী মিষ্টি, সাহিত্যিক মূল্য আছে। এমনি শিখে রাখা ভালো।

ইভার কাকা মিঃ গুইনকে ঠিক করে দিলেন। একসঙ্গে চারজন মেয়ে সপ্তাহে তিনদিন তাঁর বাড়ী যেয়ে পড়ে আসতো। একসঙ্গে টাকা দেওয়াতে প্রত্যেকের কম অর্থব্যয় করতে হ'ত।

অনীতা, কুন্দ, মীরা, ইভা, ক'জনের মধ্যে পড়াশুনায় ভাল অনীতা। মাথা ভাল, উৎসাহ যথেষ্ট। যে যার বাড়ী থেকে রওনা হয়ে ফরাশী শিক্ষকের বাড়ী পৌছয়। অনীতা উপস্থিত হয় নিয়মিত, বাড়ীর কাজও সে ঠিকমত করে নিয়ে যায়। তিনমাসে ভাষাটিও শিখে ফেলেছে সে যথেষ্ট।

মেঘলা হয়ে আছে, টিপিটিপি বৃষ্টিও পড়ছে। তাই অন্যেরা কেউ আসেনি। বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে পথে নেমে চলতে আরম্ভ করলো অনীতা। বিকেল সাতটায় মনে হচ্ছে রাত হয়ে গেছে। মিঃ গুইন গাড়ী ডেকে দিতে অথবা নিজে পৌছে দিতে পীড়াপীড়ি করছিলেন। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে অনীতা। একা চলা-ফেরার অভ্যাস সে করেছে। কারণ, বিদেশে বিদ্যার্জ্জনের জন্য যাবে সে। ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ আর যেই রাখুক অনীতা রায় রাখবেনা।

বিদ্যা একটা সাধনা। কুন্দ, মীরা, ইভা বোঝে কই? একদিন আসে তো দশদিন আসে না। এমন করলে কি ফরাশী ভাষা শেখা যায়। আসলে, ওদের হুজুগ একটা, অনীতার দেখাদেখি ওরা এসেছে। কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেবে নিশ্চয়। এই তো আজ ক্রিয়াপদ সম্পর্কে এতগুলো তথ্য ওদের জানা হ'লনা। মিঃ গুইনকে সে বলেছিল আজ একথাগুলো না বলে ওদের জন্য রেখে দিতে। তিনি কিছুতে রাজী হলেন না। বল্লেন, "ওরা তো অর্দ্ধেকদিন

আসে না। তুমি কেন ওদের জন্ম পিছিয়ে থাকবে? আমার কাজ তোমাকে ভাল করে ভাষাটা শেখানো। তাহ'লে বুঝবো অন্তত: একটা মেয়েও আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে মানুষ হয়েছে।"

ইংরাজির সঙ্গে ফরাশী মিশিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন প্রতাপ গুঁই।' আগাগোড়া ফরাশী এখনও অনীতা বোঝেনা। তবু মিঃ গুঁই যতদূর সম্ভব তাকে দিয়ে ফরাশী বলাবার চেষ্টা করেন, নিজেও বলেন। বাংলা দু'একটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা ছাড়া ওঁর মুখে শোনেনি অনীতা। আশ্চর্য্য! এবারে এক টানা তিন বছর তো স্বদেশে আছেন, তবু স্বদেশী হ'তে পারলেন না উনি!

পা টিপে টিপে অনীতা পথ চলে বাড়ী পৌছলো। নাঃ, সে হ'বে অন্য রকম। বিদেশে গেলেও বিদেশী হবেনা ও। পরের দিন আবার ফরাসী ক্লাশ আছে। ওদের কাল কলেজে জানিয়ে দিতে হ'বে।

"What's that, মীরা?" মিঃ গুঁই গর্জ্জন করে উঠলেন, "ঠিক করে পড। বল 'ল ফ্র ই'। কতবার বলেছি না, No consonant at the end of a word is pronounced, except C. F. L. R. And they are pronounced when at the end of a monosyllabic word, যেমন 'ল ফার'।"

বুলু ফিস্‌ফিস্ করে বললো, "ফার কি, বাবা? ভুলে গেছি, ইংরেজী fur নাকি?"

দুঃভাগ্যক্রমে মিঃ গুইনের কানে কথাটা গেল। তিনি বল্লেন, "ঠিক! তিন মাস পরে 'ফার' কি? জাননা লোহার ফরাসী শব্দ, f-e-r? জানবে কি করে? কখনো আসনা তো নিয়মিত। এ:কে কি ভাষা শেখা বলে? দেখনা অনীতাকে। তোমরা কথার মানে জানোনা এখনও। অনীতা কেমন অনুবাদ করছে।"

মীরা ইভাকে ঠেলা দিল অলক্ষিতে—"আবার আরম্ভ হল।" ইভা Otto-onion এর ফরাশী ব্যাকরণখানা মুখে চাপা দিয়ে হাসি চাপতে গেল। বইখানা ঝট্ করে হাত থেকে খসে মেজের ম্যাটিংএর ওপর পড়লো।

শব্দ শুনে মিঃ গুইন ফিরে তাকালেন মনের মত প্রসঙ্গে বাধা পেয়ে। কট্‌মট্ করে তাকালেন একবার। কিন্তু, মনে-প্রাণে ফরাশী তো। তখনি

নীচু হয়ে বইখানি তুলে ছাত্রীর হাতে দিলেন। ইভা ভয়ে ভয়ে বললো, "মেরসি।"

মিঃ গুইন খুসী হয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, যতটুকু পার ফরাশীতে বলবার চেষ্টা কর। নইলে শিখবে কি করে? একটা ভাষা একটা দেশের প্রাণ। সেই দেশের সঙ্গে মনে প্রাণে না মিশলে কি করে হয়? আমি যখন ফ্রান্সে থাকি, ভুলেই যাই আমি বাঙ্গালী। এমনকি ইংরাজী ভাষাটাও ত্যাগ করে ফেলি। কথাতো বলিই, চিন্তাও করি ফরাশীতে। তবে তো শিখেছি। আমি চাই তোমরাও তাই শিখবে। অনীতা পারবে।"

কুন্দ হেসে ফেললো। মিঃ গুইন কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলেন, "কাভে ভূ?" (কি হ'ল?)

"Nothing Sir, কিছু না।"

ইভার বই একবার পড়ে গিয়েছিল তাই মিঃ গুইন অন্যমনস্কভাবে বল্লেন, "Ayez soin vos livres." (তোমার বইএর কি হল?)

অনীতা ছাড়া কথাটা কেউ বুঝলো না। এত ভালমানুষকে নিয়ে ওরা কেন অনীতাকে ক্যাপায়? বাবার বয়সী লোক, তায় গুরু। অনীতা ঠিকমত আসে, পড়া করে। তাইতো, তিনি একটু স্নেহ করেন অনীতাকে। তাই নিয়ে বিশ্রী কথা বলে ওরা, হাসাহাসি করে, জ্বালাতন করে মারে। মিঃ গুইন কিছু বুঝতে পারেন না।

"অনীতা ভাষার প্রাণ ধরতে পেরেছে। দেখনা ওর উচ্চারণের কৌশল।"

"আজকের তাহলে পড়া কি অনীতা-প্রসঙ্গ?" মীরা খোঁচা দিল চুপিচুপি।

মুখ লাল করে মাথা নামিয়ে অনীতা বসে রইল। সৌভাগ্যক্রমে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিঃ গুইন থামলেন, "Quelle heure est-il?" (কটা বেজেছে?হে ভগবান্!) Mon dieu! লেখ সকলে, বলছি আমি।"

প্রত্যেকে দুরু-দুরু বক্ষে খাতা-কলম নিয়ে প্রস্তুত হ'ল। খাঁটি ফরাশী উচ্চারণে একগাদা শব্দ বলে যাবেন শিক্ষক। এক অনীতা ছাড়া কেউ পাঁচটির বেশী ঠিক লিখতে পারবেনা। তারপরে, তাই নিয়ে অনীতার সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনার লাঞ্ছনা আছে।

"অনীতা, নাভে ভু পং দাঁকার (তোমার কালি নেই)?" নিজের দামী কলমটা অনীতার হাতে তুলে দিলেন তিনি ওর কলমে কালী নেই দেখে।

বাকী তিন বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

প্রতাপ গুঁইর বাড়ী থেকে বেরিয়ে ইভা বলল, "চলোনা, এককাপ কফি খেয়ে যাই। যে বকুনী আজ গুইন সাহেব দিয়েছেন। কফি ছাড়া হজম হবেনা।"

পাশে কফি হাউস্। চার বন্ধু চেয়ার টেনে বসলো। অনীতার বিশেষ ইচ্ছা ছিলনা। কফির পেয়ালায় কি প্রসঙ্গ উঠবে সে তা জানে।

কুট্‌কুট্ করে বাদাম খেতে খেতে মীরা বলল, "আর পারা যায় না। ফ্রেঞ্চ শিখবার সাধ ছুটে গেল। হুড়হুড় করে খালি ফ্রেঞ্চ ভাষা বলেন। আমরা যে কিছু জানিনা তাতে ওঁর ক্ষেপ নেই। ওঁর অনীতা বুঝলেই হ'ল।" অনীতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "কই না? বেশী কথাতো ইংরেজিতেই বলেন মিঃ গুঁই। ফ্রেঞ্চ আর কতটুকু?"

কুন্দ ইভাকে ধাক্কা দিল,—"দেখছিস্, লেগেছে শ্রীমতীর, গুইন সাহেবকে সমর্থন করছে।"

ধাক্কা লেগে ইভার কাপের কফি উছলে তার স্কাই-ব্লু শাড়ী চিহ্নিত করে ফেলেছিল, তাই সে বিরক্ত হয়ে বলল, "কেন করবেনা শুনি? মিঃ গুঁই যেমন 'অনীতা, অনীতা' করেন, তার অর্দ্ধেক তোকে করলে তুইতো ওঁর কুকুর হতিস, কুন্দ।"

কুন্দ চটে গেল, "দরকার নেই আমার। বাপের বয়সী বুড়ো হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে, হ্যাংলার মত ছেলেমী করে মরছে। গা জ্বলে যায় দেখলে। গঙ্গাপানে পা, সাধ যায়না।"

মীরা গলা নামিয়ে বলল, "মনেপ্রাণে উনি ফরাশী কিনা। চুল পাকলেও প্রাণ তো সবুজ। সত্তর বয়স হলেও সতেরো চাই। তাই আমাদের অনীতাকে মনে ধরেছে বুড়োর। নেহাৎ, জাঁহাবাজ বউ বেঁচে আছে, নইলে বৃদ্ধস্য তরুণী-ভার্য্যা হ'য়ে যেত অনীতা।"

'ছিঃ, ছিঃ, কি বলছ? উনি না আমাদের মাষ্টার মশাই? আর কত বড় বয়সে!"

"আহা, অনীতা নিদয়া হোসনা।" ইভা কুন্দকে চটিয়ে দিয়ে অপ্রতিভ হয়েছিল। এখন কুন্দর মান রেখে বলল, "তা, কুন্দ ঠিক বলেছে। অনীতা বলে সহ্য করে। আমার তো বুড় বয়সের ধেড়ে রোগ দেখলেই রাগ ধরে।"

কুন্দ খুশী হ'য়ে উঠল, "যেন খোকা। যতটুকু সময় অনীতার প্রশংসা না করেন, ততটুকু সময় নিজের ব্যাখ্যান। এই করেছি ফ্রান্সে, সেই করেছি ফ্রান্সে। এই নাচে গেলাম, ওই মহিলা এইকথা বল্লেন। এসব কথা প্রচার করবার উদ্দেশ্য যে আমাকে তোমরা বুড়ো ভেবে অবহেলা কোরোনা। আমার বহু অভিজ্ঞতা আছে, রস আছে।"

ইভা বলল, "এক-একদিন দুপুর বেলায়ও ড্রিঙ্ক্ করে বসে থাকেন। চোখ লাল, গায়ে কি গন্ধ, বাবা! লজ্জাও করে না, বাঙালীর ছেলে হয়ে ফরাশী সাজতে। মা ফরাশী হলেও বাবা তো বাঙালী। চিপটেন কেটে তো এধারে আমাদের মতই খাস বাঙালী চালে থাকেন। পয়সা জুটলে তো। এই তো ক'টি ছাত্রছাত্রী। পড়ানোর টাকাটা সম্বল। যৌথ-পরিবার না হ'লে বিপদে পড়তেন। তবু সাজের ঘটা কি, বাটন্‌হোলের ফুলটি চাই।"

মীরা বলে উঠল, "মনে-প্রাণে ফরাশী কিনা। দ্রাক্ষার রস চাই। আর চাই নারী। স্বভাব তো ভাল বলে মনে হয়না। অত মদ খাওয়া, সাজগোজ আর এসেন্সের ঘটা।"

"অনীতার দিকে কেমন ভাবে চেয়ে থাকেন, দেখেছিস? পারে তো গিলে খায়। মাঝে মাঝে আবার ওর মুখের দিকে চেয়ে পড়াতে ভুলে যায়। বুড়ো পাকা বদমাস। কি করবো? ধরণ-ধারণ দেখে আমার তো একদিনও শিখতে ইচ্ছে নেই। বাড়ী থেকে ছাড়েনা।" কুন্দ বলল। অবশেষে প্রতাপ গুঁইএর অসচ্চরিতা তাঁর ছাত্রীদের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠলো, তাঁর শেখানো ভাষাটা নয়।

অনীতা হাত ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল—"আমার পয়সাটা এই রইল। আমি চল্লাম। বাড়ীতে কাজ আছে।" মিঃ গুইনের গুণ-কীর্তনের আসর থেকে অনীতা উর্দ্ধশ্বাসে পালাল'।

গালে হাত দিয়ে টেবল-ল্যাম্পের আলোতে বসেছে অনীতা। পাশে ফরাসী ব্যাকরণ। আজকের পড়ানোটা আজই দেখে রাখলে পড়াটা ভাল তৈরী হবে। কিন্তু, মনে তার আজ উৎসাহ নেই।

সত্যি, মিঃ গুইন ভালো লোক নয়? হ'লে ওরা অত যা তা বলবে কেন বাবার বয়সী বুড়োর নামে? অনীতা বোকা, বুঝতে পারে না।

ওরা তিনজন ঠিক করে ফেলেছে। কি হ'বে? কেন অনীতাকে এমন চোখে দেখলেন তিনি? অনীতা তো তাঁকে এত শ্রদ্ধা করতো, কত মন দিয়ে ওঁর পড়া করতো। মনে হত, এত বড় পণ্ডিত উনি। ঠিক মূল্য কেউ দিতে পারছে না ওঁকে। কেমন মায়া হ'ত ওঁর ওপরে। কোথায় যেন একটা দুঃখ আছে ওঁর।

সমস্ত ফরাশী ভাষার উপর কালো যবনিকা বিছিয়ে দিল বন্ধুদের কথা-বার্তা গুলো। বিরাট মূর্তি প্রতাপ গুঁইএর শাদা চুলে পর্যান্ত যে কালির ছিটে লেগে গেল। অনীতা ঠিক করলো মনে মনে সে বিশেষ ভাবে গুঁইকে লক্ষ্য করে যাবে।

ঘরে ঢুকলো দিদি মাধবী। এম, এ পরীক্ষা দিয়ে ধরাকে সরা দেখছেন। ভাব সবটাতে।

"কি পড়া হচ্ছে? ওমা, ওই এক ফ্রেঞ্চ! পাগল হয়ে যাবি নাকি? ইংরাজিতে নিয়েছিস অনার্স, কৈ ন সময় পড়তে দেখি না। নেশা লেগেছে তোর ফরাসী-ভাষায়। ভাগ্যিস্, শিক্ষকটি বুড়ো! নইলে তো সন্দেহ হোত।"

দিদির কথায় অনীতা আর সামলাতে পারলো না, ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললো। এতক্ষণের সঞ্চিত গ্লানি, সন্দেহ মূর্ত্তি ধরে উঠলো দিদির বাক্যবাণে।

মাধবী লজ্জিত হল, "ওকি কাঁদছিস্ কেন? খুকী নাকি, যে ঠাট্টাটাও সইতে পারিস না।"

বড়দিনের শেষ। কাল নূতন বছর। ফরাশী ভাষার পাঠ সেরে মেয়েরা মিঃ গুইয়ের বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে। কলেজ বন্ধ, বড়দিনের চাঞ্চল্য আকাশে বাতাসে। বসন্ত শীঘ্রই আসবে।

অনীতা একটু পিছিয়ে পড়লো। মিঃ গুইনকে বিলিতি প্রথায় নববর্ষ জানানো হয়নি। যা সাহেবী চাল ওঁর। ওঁর কাছে এটা অপরাধ বলেই প্রতিপন্ন হ'বে। সুতরাং প্রিয় ছাত্রী অনীতা পিছিয়ে পড়ে দরজায় দণ্ডায়মান প্রতাপ গুঁইকে জানালো আসন্ন বিলিতি নববর্ষের শুভ ইচ্ছা।

প্রতাপ গুইনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দীর্ঘ পাদক্ষেপে এক নিমেষে লাফিয়ে অনীতার পাশে রাস্তায় চলে এলেন তিনি। সজোরে অনীতার

হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, "মেয়ার্সি, মেযার্সি মা শেযারি।" হাত ধরে বলে চললেন তিনি, "হ্যাঁ, কাল নূতন বছব আসছে। হ'লই বা বিদেশী, তবু তো জীবনেব প্রকাশ। মন খুলে দিতে হয় সমস্ত উৎসবকে ববণ কবে নিতে। তোমাব এ বোধ আছে দেখে অনীতা, আমি খুসী হ'লাম।"

অস্বস্তিতে অনীতা ছট্‌ফট করতে লাগলো। এত বড মেযের হাতখানা চেপে ধবে বাস্তায দাঁডিয়ে মিঃ গুইনেব উচ্ছ্বাস ভাল লাগলো না তাব। অন্য মেযেবা এগিযে গেছে বটে, কিন্তু অনীতা আসছে না দেখে ফিরে তাকালেই সর্ব্বনাশ! যা-তা বলবে।

মরীয়া হযে হাত ছিনিয়ে নিল অনীতা, "ওবা অপেক্ষা কবছে, আমি যাই। ও বিভোয়া, মিঃ গুইন।"

"ও বিভোয়া, অনীতা।" মিঃ গুঁইন একটু আহত হলেন যেন।

অনীতা বন্ধুদের সঙ্গ নিল চিন্তিত মনে। না, আব মনকে চোখ ঠেরে রাখা চলে না। তাঁর প্রতি প্রতাপ গুঁইব মনোযোগ যেন একটু বিশেষ ধবণেব, যেন ছাত্রীব প্রতি স্বাভাবিক ও সমীচিন স্নেহের রূপ নয়, মাত্রা ছাডিয়ে অনেক বেশী। এক দৃষ্টে তার মুখেব দিকে চেয়ে থাকেন ফবাশী শিক্ষক। সব সময় তাকে লক্ষ্য কবেন। দেখে দেখে যেন তৃপ্তি হয় না। সবাই ঠিক ধবেছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে দেখলো অনীতা সহজ আলোতে। মনেপ্রাণে ফরাসী মিঃ গুইন ফরাশী-সুলভ প্রণয়-ব্যপদেশে চান তাকে। অদ্ভুত লোক। এত বযস অথচ টিপ্‌টপ্ সাজটি চাই। নিস্পৃহ ব্যক্তি হলে অত সজ্জাব প্রয়োজন হো'ত না। সুবাসক্ত ব্যক্তি, সুরার অন্য আনুসঙ্গিক দোষও আছে নিশ্চয়। ইভার কাকা ঠিক করে দিয়েছেন, বিশেষ আলাপী তাঁব। ইভা তো সব থেকে বেশী নিন্দা করে। জানে বলেই করে।

নাঃ, আর ভালো লাগে না। এত উৎসাহের, আনন্দের ভাষা শেখা ছাড়তেই হবে শেষে। কত আশা ছিল মনে, কত শ্রদ্ধা ছিল শিক্ষকের প্রতি। মিঃ গুইন সমস্ত নষ্ট করে ফেলেছেন। আজ কি ভাবে হাতখানা ধরলেন অনীতার? কিছুতেই ছেড়ে দেন না। মুখচোখ কেমন যেন জ্বলে উঠলো? ছিঃ ছিঃ! যত কষ্টই হোক দু'একদিনের মধ্যে ফরাশী শিক্ষা ছাড়বে অনীতা। কতদিন একা একা পড়তে হয়। মিঃ গুইনকে বিশ্বাস করা যায় না।

একটা ছুতো নিয়ে কেমন হাতখানা ধরলেন আজ। ক্রমে তো বেড়ে উঠবেন। ফরাশী ছাড়তেই হবে অনীতাকে।

"কেন, কেন? ফরাশী পড়বে না কেন তুমি? ভালো লাগে না, না আমার পড়ানো পছন্দ হয় না?"

আজও অনীতা একা। অন্য বন্ধুরা আসেনি কেউ। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে অনীতা গোড়াতেই মিঃ গুইনকে জানালো সে আর ফরাশী পড়বে না।

প্রতাপ গুইন ভেঙ্গে পড়লেন যেন। অনীতাকে দেখে চোখ দুটো জলজ্বলে হয়ে উঠেছিল, নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কুঁকড়ে গেল বিরাট মূর্ত্তি, মুখচোখে হতাশা, ব্যথা ফুটে উঠলো।

অনীতা বিপদে পড়লো। মিঃ গুইনের কাছে কোন কারণই ঠিকমত দশানো যাচ্ছেনা। যা বলছে অনীতা, যুক্তিজালে খণ্ডে ফেলছেন তিনি। বিরক্ত বোধ হলো অনীতার। পয়সা দিয়ে ভাষা শিখতে এসে মাথা বন্ধক দিয়েছে নাকি শিক্ষকের কাছে? বিব্রত ভাবে অনীতা বলে উঠলো, "আমার বাড়ী বড় দূরে। ট্রাম বাসের রাস্তা নয়। হেঁটে আসতে অসুবিধা হয়।"

"আমি তাহ'লে যাবো তোমার বাড়ীতে। তুমি কষ্ট করে এসোনা, অনীতা। এত দূরে আসতে তোমার কষ্ট হয়, এ কথা আগে বললেই হোত।" যেন এ বিষয়ে চরম নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন এই ভাবে মিঃ গুইন নিরস্ত হলেন। নিজের বাড়ীতে গেলে গুইন আর কি করবে? অনেক লোক থাকবে। প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু, অনীতার তরুণ মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে বৃদ্ধের কাঙালপনায়। এ অঙ্কে যবনিকা-পতনই ভালো। আর, মিঃ গুইনের কাছে পড়ায় মন বসবে না অনীতার। জন্মের মত গেছে অনীতার উৎসাহ। তা ছাড়া সে তো মা বাবার একা সন্তান নয়, মিঃ গুইন সত্তর টাকার কমে বাড়ী যেয়ে পড়ান না, অনীতা জানে। তার পক্ষে অত টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। উপায়ন্তর না দেখে অনীতা বলে দিল, "আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।"

"কেন?"

"আমি অত টাকা খরচ করতে পারি না।"

মিঃ গুইন হঠাৎ বাংলায় বলে উঠলেন, "তুমি, তুমি আমাকে টাকা দিতে পারো না বলছো? আমাকে তুমি টাকা দেবে?"

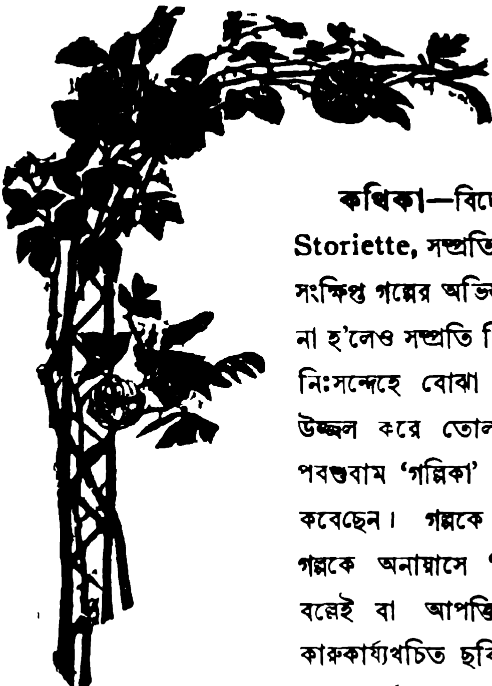
বাংলা মিঃ গুইনের মুখে শুনে অনীতার প্রাণ উড়ে গেল। স্থির দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন মুখের দিকে। ঘরের আবহাওয়া কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অনীতা দরজার দিকে তাকাতে লাগলো ঘন-ঘন। ভগবান ওকে রক্ষা করুন। মিঃ গুইন যেন কেমন করছেন?

অনীতা তাড়াতাড়ি বললো, "না, আপনার কাছে টাকার প্রশ্ন ওঠেনা, মিঃ গুইন। তবে বাবা বিনা পয়সায় শিখতে দেবেন না। তাই শেখা হবে না। আমি যাচ্ছি এখন।" দরজার দিকে পা বাড়ালো সে।

মিঃ গুইনের বিরাট দেহ দরজা আড়াল করে দাঁড়ালো, "যেওনা অনীতা, শোন একটা কথা। কাকেও বলিনি এতদিন।"

অনীতার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো। মিঃ গুইন যে আর প্রকৃতিস্থ নেই, সে কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কেন ওদের কথা মন দিয়ে শুনে আগেই পড়া ছেড়ে দিইনি? এ বিপদে পড়তে হোতনা তাহলে। এখন কি করা যাবে? বাইরের ঘরে জনমানুষের সাড়া নেই বাড়ীর। বাড়ার দরজাটা আগলে প্রতাপ গুঁই দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ লম্পটের হাত থেকে অনীতা আজ কি করে মুক্তি পাবে?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় থেমে থেমে প্রতাপ গুঁই বলে চললেন, "শোন অনীতা। আমাকে তোমার টাকা দেবার প্রশ্ন ওঠেনা। সকলে মিলে দিতে, তাই এতদিন নিয়েছি কে কি মনে করবে ভেবে। কিন্তু, তোমার টাকাটা আমি খরচ করিনি, আলাদা করে রেখেছি। তোমাকে একদিন ফিরিয়ে দেব বলে। আমার একটিমাত্র মেয়ে ছিল, বেঁচে থাকলে সে তোমার বয়সী হত। ফ্রান্সে মারা গেছে।...... ফরাসী দেশ, ফরাসী ভাষা সে ভালবাসতো বড়। ঠাকুরমায়ের দেশ তার। সে—সে ছিল তোমারি মত দেখতে, তোমারি মত উৎসাহে ভরা। তোমাকে দেখে তার কথা মনে আসে আমার। তাই মা, পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকি।"



কথিকা—বিদেশী সাহিত্যে **Vignette, Storiette,** সম্প্রতি **short-short** নামে অভিহিত। সংক্ষিপ্ত গল্পের অভিজ্ঞান ভাষা-সাহিত্যে সুস্পষ্ট বর্ণিত না হ'লেও সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রিকায় বহুল প্রচার দেখে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় লক্ষণ কি। একটি মুহূর্ত্তকে উজ্জ্বল করে তোলা এই রচনার উদ্দেশ। শ্রদ্ধেয় পবশুবাম 'গল্পিকা' নামে সংক্ষিপ্ত গল্পকে অভিহিত কবেছেন। গল্পকে যদি কথা বলা হয়, তাহ'লে ক্ষুদ্র গল্পকে অনায়াসে 'কথিকা' বলা চলে, 'সংক্ষেপিকা' বল্লেই বা আপত্তি কি? 'ভিনেট' অর্থে ছোট কারুকার্য্যখচিত ছবি। অসম্পূর্ণ অথচ নিখুঁত চিত্র। সেই অর্থ ধরে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কিন্তু স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনীকে আমবা কথিকা বা সংক্ষেপিকা বলব। বচনা-কৌশলের উপব এ ধরণের লেখা নির্ভর করে সার্থকতার নিমিত্ত।

পাথরের বাসন

এদিকে হাতে তৈরি এবড়ো-খেবড়ো মেটে পাথরের বাসন যথেষ্ট। দেশীয় লোকেরা অজস্র তৈরি ক'রে ক'রে বিদেশী যারা এসেছে, তাদের বাসা-বাড়িতে ফেরি করে এদেশের দু'আনার বস্তটা আট আনায় বিক্রি করে। উভয় পক্ষ ভাবে, বেশ জিতলাম।

কাকীমার বাসনের বাতিক। ওয়ালটেয়ার ছাড়বার দিনও এগিয়ে এল। প্রায়ই দেখি দরজার সামনে ঝাঁকাতে কালো পাথরের থালা-বাটি নিয়ে পসারীর মেলা, দরদস্তুর চলছে উচ্চকণ্ঠে। তারপরেই বিজয়গর্বে হাসতে হাসতে কাকীমা আসতেন আমার ঘরে। সেখানে ছোট ছোট ছাপার অক্ষরের ওপর ঝুঁকে আমি ল্যাটিন সাহিত্যের রসাস্বাদ করি। অঞ্চলতলে পাথর মুছে কাকীমা সোল্লাসে বলতেন, "দেখ খোকা, এক জোড়া কিনলাম— মাত্র দেড় টাকায়। কালীঘাটে এর দাম কত জানিস? তিন টাকার এক পয়সা কম নয়।"

কাকা বিরক্ত হ'তেন; বলতেন, "দুদিন ধ'রে ক্রমাগত বিশ্রী বাসনগুলো কিনে যাচ্ছ, একখানা মালগাড়ি ভাড়া নিয়ে কুলোতে পারলে হয়।"

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরেছি সুবর্ণরেখার তীরে বেড়িয়ে। পেট্রোম্যাক্স বাতিটা আনবার জন্য কাকার শোবার ঘরে ঢুকতে হ'ল। চৌকিতে পাতা বিছানার ওপরে কাকীমা একা ব'সেছিলেন, সামনে তাঁর এতদিনের ক্রীত সমস্ত পাথরের বাসন। উন্মনাভাবে বাইরের দেবদারু-গাছটার দিকে চেয়ে আছেন, চোখের নীচে জলের ধারা।

কাকীমার অনর্গল হাসি ও স্ফূর্তির মধ্যেও অশ্রু-নির্ঝর আছে? ডাকলাম, "কাকীমা!"

চোখ সজোরে মার্জনা ক'রে কাকীমা আমার দিকে তাকালেন, বললেন, "ভাবছি, এত বাসন কিনলাম—সব নিজের জন্যে! দেবার লোক আমার নেই আর। মা বিধবা হবার পর পাথর ছাড়া অন্য কিছু ছুঁতেন না। তাঁকে দিলে কত কাজে লাগত। বড়দি বড় বাসনপত্র ভালবাসত, তাকে হাতে

ক'রে দুখানা দিলে সে কত খুশী হ'ত। ননদটা পুজো-আচ্ছা ব'লে পাগল হ'ত, সেও আর নেই। আমার দেওয়ার সুখ গেছে। তাই ভাবছি, এত বাসন নিয়ে কি করব ?"

• • • • •

পেট্রোম্যাক্সে পাম্প্ করতে করতে আমিও ভাবছিলাম। সহসা লঘু পদে ঘরে ঢুকলেন কাকীমা, চোখে মুখে তাঁর উৎসাহ-চাঞ্চল্য। বললেন, "খোকা, কাল হাটে একবার আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। পাশের বাড়ির চাকর আমাদের বন্ধু চাকরটার কাছে বলছিল, হাটে নাকি আরও ভাল ভাল সব বাসন আসে, আরও সস্তায়। একটা কালো পাথরের ঘটি আমার চাই। কাল দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে উঠেই তুই আর আমি রওনা হয়ে যাব, কেমন ? তোর কাকার কানে তুলে কাজ নেই, সব-কিছুতেই ওঁর টিকটিক।"

শুনেছিলাম, পাথরেই শুধু দাগ পড়ে না।

অপমান

মানুষকে কত অপমান করি। অজানিতে। শিক্ষার অভাবে, ভদ্রতার অভাবে, সংস্কৃতির অভাবে অপমান করে বুঝতে পারি না কাউকে অপমান করেছি। কলহ করে মনে থাকে। আত্মপ্রসাদ অনুভব হয়, প্রতিপক্ষকে অসম্মান দেখিয়ে। অনেক সময় পরিজন মহলে জানাই, "ওঃ, খুব শুনিয়ে দিয়েছি ওকে!" বন্ধুদের বলি, "যেমন লোক ঠিক তেমনি ব্যবহার করে শুনিয়ে দিয়েছি, ভাই!" শুনে তারাও খুশী হয়, আমরাও হই। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে বিনা কারণে যখন আমার মতই একজন মানুষকে মর্য্যাদা দিই না, সেই সব মুহূর্তে ক'জনের মনে থাকে?

আমাদের কেউ অপমান করলে ভুলতে পারি না। কাঁটার খোঁচার মত মনে বিঁধে থাকে সর্বদা নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে। প্রতিজ্ঞা করি, কখনও, "এর শোধ নোব।" মনে নৈতিক বল পাই। "Tit for Tat!" কিন্তু, আমরা যাকে অপমান করি, তাকে তো ভুলে যাই!

একজনকে অপমান করেছিলাম। একজনকে নয়,—বহুজনকে, বহুবার। জীবনের দীর্ঘ ও জটিল পথে চলতে চলতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কত লোককে মান দিই নি। নিজে মান চাই অথচ অন্যকে দিই না। মানুষ হয়ে জন্মেছি, অন্য মানুষকে মর্য্যাদা দিতে শিখিনি। যে কুণ্ঠিত, তার কুণ্ঠা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছি। যে সঙ্কুচিত, তার সঙ্কোচের বিহ্বলতা আমাদের জন্য কমছে কই?

হ্যাঁ, অনেককে অপমান করেছি, করছি। বিনা কারণে। তাদের অপমান করে নিজে অপমানিত হয়েছি। এইরকম একজনের কথা আজ শোনাব।

ছোট্ট একটি দোকান—একজনের বাড়ীর রোয়াকের ওপর কাঠের পাটাতনে সাজানো। বাক্সে গেঞ্জি, মোজা, সস্তা ছিটের হাফশার্ট দোকানীর সম্বল মাত্র। রোগা, আধাবয়সী লোকটি। চারপাশে বড় বড় দোকানের ভিড়ে, অভিজাত পল্লীতে যেন মরমে মরে আছে। বিস্ময় বোধ হল—ওর এ বিড়ম্বনা কেন? এ পাড়াতে এসব জিনিষ কে কিনবে?

যাই হোক, আমি সস্তার কিস্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। পূজোর সময়—

বাড়ীর ঠাকুর চাকরেরা ধরেছে—"দিদিমণি! সবাইকে জামা দিতে হবে।" চিরদিনের প্রথা মত আমার হাত অর্থশূন্য। সেটাই এ হাতের বিশেষত্ব। তাই, মনে হ'ল—এর কাছ থেকে জামা কয়েকটি নিয়ে যাই। বেশ রং চঙে আছে! ছোটলোকেরা পছন্দ করবে ঠিক। এত সস্তাতে কোথাও পাব না।

সেই লোকের দোকানে জামা কিনলাম। অসম্ভব কম দামে পেয়ে আনন্দ হ'ল। একসঙ্গে এতগুলো জামা একজন আধুনিকাকে বিক্রী করতে পেরে লোকটিও উল্লসিত হয়ে উঠলো।

ছেঁড়া কাগজের টুকরোতে জামাগুলো বেঁধে দিতে দিতে দোকানী সবিনয় অনুরোধ জানালো, "আবার আসবেন, মা। যা আপনার দরকার, সব আমার কাছ থেকেই নেবেন।"

হাসলাম। হঠাৎ অসতর্কে বলে ফেললাম, "তোমার দোকানে আমার দরকারী কি আর পাব?"

লোকটি এক নিমেষে নিভে গেল। অপ্রতিভ-লজ্জিত মুখ নীচু করে অকারণে সাজানো জিনিষগুলো গোছাতে গোছাতে কথাটায় তালি দিতে চেষ্টা করলো, "না, না,.. তাই বলছি এমনি আর কি—।"

দুই বছর কেটে গেছে। তার সে অপমানিত মুখের ছবি আজও তো ভুলতে পারছি না।

চরিত্র—কালিতে ছবি আঁকা। তীক্ষ্ণ লক্ষ্য প্রয়োজন। বর্ণিত চরিত্রের দোষ, ত্রুটী, বিশেষত্ব, নিখুঁতভাবে দেখাতে হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে উদ্ভব হ'তে পারে। এক্ষেত্রে বর্ণনা-প্রধান নয়, প্রধান চরিত্র। প্রকৃতপক্ষে, প্লটের প্রয়োজন ততটুকু, যতটুকু চরিত্রবিকাশের সহায়তা-বর্দ্ধক। আদর্শ-চরিত্র-অঙ্কণে ক্ষমতা আবশ্যক হয় না, রক্ত-মাংসের মানুষের প্রতি লক্ষ্য রাখলে চরিত্র রচনার দিক থেকে সার্থক হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ, 'চরিত্র' বলতে একশ্রেণীর রচনা বোঝায়, যাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা বিশেষভাবে বলা হয় না। একটি বড় শ্রেণীগত ব্যক্তির চরিত্র অঙ্কন করে সেই শ্রেণীকে বোঝানো 'চরিত্রের' প্রতিপাদ্য। ইংরাজি সাহিত্যে স্যর্ টমাস ওভর্বেরি (১৫৮১—১৬১৩) Characters নাম দিয়ে কতগুলি চমৎকার রচনা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি আবার গ্রীক দার্শনিক Theophrastusএর আদর্শে এইসব চরিত্র লিখেছিলেন।

লোফারের কাহিনী

প্রথমেই বলে রাখছি আমি কোন চেনা ভদ্রলোকের কাহিনী বলতে বসিনি। আর, লোফার কথাটির ইংরাজি আভিধানিক অর্থই আমি ব্যবহার করতে চাই: One, who loafs about বাংলা মানে যার: 'যে ব্যক্তি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সময় আলস্যে নষ্ট করে'। ইংরাজি শব্দের সম্ভাব্য জার্মান মূলটির অর্থ আবার: 'যে দৌড়ায়'. এই সব মিলিয়ে আমার মনে 'লোফার' শব্দটির যে ছায়া পড়েছে সেই ছায়াই আমি নায়কের ওপর আরোপ করে তাঁকে সসম্ভ্রমে 'লোফার' বলছি। সুতরাং, আমি চেনা ভদ্রলোককে গালি দিয়ে গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হচ্ছি না।

একজন ভদ্রলোককে চিনতাম। চিনতাম কেন, এখনও চিনি, তবে, আগের চেনা এবং এখনকার চেনায় এই প্রভেদ যে, আধুনিক চেনাটি উভয়-পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী নয়। ভদ্রলোক গায়ের জোরে চেনাটি আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছেন।

যখন আমরা শিশু তখন এই ভদ্রলোক আমার দৃষ্টিগোচর হন। তাঁর বয়স তখন অনির্দিষ্ট ছিল। এখনও হিসাব ধরলে যা বয়স তাঁর, তার চেয়ে তরুণ দেখাবার নিদারুণ প্রচেষ্টায় ভদ্রলোক ম্রিয়মান। প্রৌঢ় বয়সের প্রশান্তি মেদবাহুল্যে। ছিপছিপে ছোকরা সাজবার চেষ্টায় ভদ্রলোকের মুখেচোখে কেমন একটা খিটখিটে শীর্ণভাব এসেছে। মেয়েদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জিতেছেন বটে, কিন্তু সংগ্রামের ছাপে দেহের যা অবস্থা হয়েছে, তার চেয়ে পরাজয় ভাল ছিল অনেক। তাঁর যে বয়স হয়েছে সে কথা তিনি ভুলতে পারলেও আমরা পারছি না কেন, এতেও তার সুস্পষ্ট আপশোষ। যাক সে কথা। সম্প্রতি কেন যে তাঁকে লোফার বলছি সেটার ব্যাখ্যা করি।

যেদিন থেকে আলাপ হয়েছে সেদিন থেকে ওই ভদ্রলোককে ঘুরতে দেখেছি উদ্দেশহীনভাবে,—অজস্র। নানা জায়গায়, নানা সময়ে। বিবাহাদির পূর্বে যখন তিনি নির্ঝঞ্ঝাট ছিলেন, তখন সারাবছর কৃচ্ছ্রসাধন করে কিছু কিছু হাতে জমাতেন। তারপরে বাংলার সস্তা কোন স্থানে 'লোফ' করে বন্ধুদের কাছে উত্তরমেরু ভ্রমণের মনোমত কাহিনী বিবৃত

করতেন। আজকাল সন্দিগ্ধা পত্নী এবং পুত্রকন্যাপরিবৃত অবস্থায় দেশভ্রমণ সম্ভব হয় না। তবে দেখা হ'লেই গল্প জমান: 'এবার ভাবছি দক্ষিণ-ভারতে পাড়ি দেব', অথবা 'এবারে সিলোনে যাওয়া হচ্ছি শিগ্‌গিরই'। অবশ্য তারপরে দেখা যেত সারাবছর ধরে ভদ্রব্যক্তিটি তেলমাখা ধুতি ময়লা কামিজ পরে র‍্যাশন ও বাজার টানাটানি করছেন।

এইসব প্রচারকার্যে তাঁর নিপুণ মনোযোগে বেশ বোঝা যায় তাঁর জীবনের মর্মকথা এবং উদ্দেশ যাওয়া, কোনদিকে যাওয়া; যেখানে তার যাবার সাধ্য নেই। এবং ক্রমাগত এগিয়ে যাবার চেষ্টাই তাঁর লক্ষ্য। তবে, এই এগিয়ে যাওয়া আত্মিক অথবা উন্নতিমূলক নয়। সংসারে তাঁর চেয়ে উন্নততর প্রাণীকে ধাক্কা দিয়ে অথবা পা মাড়িয়ে সে জায়গা আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা। এই ভদ্রলোককে দেখেছি ভীড়ে। এক জায়গায় সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে প্রসেশন আসবার আশায়, তিনি করছেন ঠেলাঠেলি। দেখেছি ভদ্রলোককে বড়লোকের বাড়ীর অফিসরুমে সন্তুষ্ট না হয়ে ড্রইংরুমের উদ্দেশেই পদপ্রসারণ করতে। দেখেছি কার্যস্থলে বা সামাজিক জগতে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন ব্যক্তির অহেতুক নিন্দা করে অন্তরঙ্গতায় অগ্রসর হবার উদ্যমে। মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তায় দেখেছি বিদ্যাসুন্দরী রসিকতার চেষ্টায় এই অগ্রগতির বাড়াবাড়ি প্রকাশ।

আগে অত অসহ্য লাগ'ত না। ভদ্রলোকের বাইরের বোহেমিয়ান, ধার-করা ভঙ্গি আন্তরিক ভাবতাম। কারণ, তখন আমার ও বন্ধুমণ্ডলীর বয়স ছিল কম। ভদ্রলোক এমন করে গায়ে বাতাস না লাগিয়ে আলগোছে বেড়াবার ভাব দেখাতেন যে মনে হ'ত সত্যই 'loafing' ছাড়া তিনি কিছু করেন না। পরে জানলাম, তিনি কেরাণীগিরি করেন বড়কর্তার পদলেহন করে, তিনি মেছুণীর সঙ্গে মাছের দর নিয়ে ঝগড়া করেন, এবং তিনি প্রেম করেন অথবা করতে চান।

আমাদের সবচেয়ে কম আপত্তি প্রেম-করায়। অত্যন্ত নিরাপদ ব্যসন। এ চৈতন্যের দেশ, একদা প্রেমের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। এ দেশ গান্ধীজীর ভক্ত, এখন প্রেমস্রোতে ভাসমান হ'তে হ'তে ঠেকে যাচ্ছে বারে বারে। বাংলার পুরুষ প্রেম করবে না? হতেই পারে না, কিন্তু আপত্তি এই যে, ভদ্রলোকের প্রেম ঘর থেকে বাইরে এসে, বাইরে থেকে ঘরে যাওয়াযাওয়ি

করে' আপন থেকে পরে ঠেকেছে। আমিও বন্ধুমণ্ডলী বড়ই বিব্রত আছি।

না, না দেখে ধরা যাবে না। সেই তো মজা। লোকের সামনে শুনি আমি তাঁর বোন। মনে মনে আশ্বস্ত হই, বাঁচা গেল। আড়ালে কবির ভাষায়ঃ "আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে—"। পরের পংক্তি মিলবে না। আমি 'নিঃসহায়' নই, নেহাৎ ভদ্র। তাই সদর দরজা সোজা দেখিয়ে দিতে পারি না, এড়িয়ে চলার ছল খুঁজি।

বাড়ীর লোকেরা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মিশবার অনিচ্ছা দেখে কটূক্তি করেন: "কেন ভদ্রলোক গাড়ী চড়ে আসেন না বলে বুঝি আপত্তি? কেন, উনি বড় সাহিত্যিক বা নেতা নন বলে শ্রীমতীর আর ভাল লাগে না? ছেলেবেলা থেকে দেখছেন না তোমাকে? কি স্নেহটাই করেন! এসেই, 'আমার দিদিমণি কই', বলে খোঁজ করেন।"

কিছু বলা চলে না। আমি উপস্থিত না থাকলে, তিনি আমার বন্ধু-মণ্ডলীকে হাতের কাছে পেলে নির্বিবাদে মনোযোগ স্থানান্তরিত করে ফেলেন। ফলে, তারাও আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। হয়তো শীঘ্রই সুনামের সঙ্গে বন্ধু-মণ্ডলীকেও হারাতে হ'বে।

আমার বসবার ঘরের দরজা একতলার রাস্তার ওপর খোলা আবার। ঘর বদলাতে চেয়েছি, কেউ গ্রাহ্য করেননি, বরঞ্চ সন্দিগ্ধ হয়েছেন। দোতলার শোবার ঘরে বসে দেখেছি এমন লোক এসেছেন, যাঁদের সেখানে আনা চলে না! তাই শেষাশেষি বন্ধু-মণ্ডলীকে নিয়ে নীচেই গেছি চলে।

কোন বাধাই দেওয়া যায় না। ভদ্রলোক ভৃত্য-তন্ত্র গ্রাহ্য করেন না। বসবার ঘরে একহাট লোকের মধ্যে ঢুকে স্বায়ত্তশাসনের গৌরবে সোফায় বসতে বসতে বলেন, 'আসতে পারি কি?' এ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক হয় না।

তারপরে চলে ভারতচন্দ্রের ভাবধারার অনুস্মৃতি ভদ্রলোকের তরফ থেকে, আমাদের তরফ থেকে কাষ্ঠহাসি। কি বলতে ভদ্রলোক কি বলেন! এমন চাষাড়ে কথা বেফাঁসে বলে ফেলেন যে, বন্ধু-মণ্ডলীর মুখ লাল হয়ে ওঠে, আমার মাথা কাটা যায়। নানারকম ইঙ্গিত দিলেও ভদ্রলোক ওঠবার নাম করেন না। ঘরের অন্য লোকেদের সঙ্গে যে তাঁর বয়সে বিশবছরের তফাৎ, সে তথ্য তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারে না। ক্রমে ক্রমে একে একে বন্ধু-মণ্ডলী

উঠে চলে যায়। আসবটাই মাটী হয়। ভদ্রলোক নিজের লোফার (loafing about) নাম সার্থক করে বসে থাকেন তাঁর স্নেহ-সঞ্চিত কোঁচানো ধুতি, গিলে পাঞ্জাবী আর ছড়ির সাজে। এই লোক যে সকালে লোফারের বেশে ও ভাবে (গালির অর্থে) মেছুনীর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, কে বলবে? কেবল উপরের পালিশ আজকাল হঠাৎ খুলে খুলে যায়, তিনি যে loafer কদর্থে, এ কথা ধরিয়ে দেয়। আগে এমন হ'ত না। বয়সে স্নায়ু শিথিল হওয়াতে প্রায়ই এ দুর্ঘটনা ঘটছে।

কিন্তু, ভদ্রলোক তো আপনাদেরও পরিচিত। প্রায়ই তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার বাড়ীর মহিলাবৃন্দের মুখে এঁর প্রশংসা শুনেছেন। রেডিও-গ্রামোফোনের মত ইনি আপনার বাড়ীতেও মুখর। অনেক কথা, ভাঙাসুরের গান, বেকায়দায় এস্রাজ বাজানো, ভুল কোটেশন-কণ্টকিত সাহিত্যচর্চায় এঁর উপস্থিতি সরগরম থাকে।

রমণীপ্রিয় বস্তুর সন্ধান ভদ্রলোকের নখাগ্রে। কোন দোকানে কম দামে ভাল শাড়ী মেলে, কোন স্বর্ণকারের বাণী কিছু কম, এ সব তথ্য ভদ্রলোকের কাছে খবরের কাগজের হেডলাইন। মহিলাদের সঙ্গে মার্কেটিংএ যাওয়া, সিনেমার প্রথম শো'য়ের টিকিট সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে ভদ্রলোকের উৎসাহ দেখছি দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে। থিয়েটারে শীতল পানীয়, গৃহিণী জাতীয়াদের জন্য পান-জরদা যোগান দেওয়া এঁর অবশ্য কর্তব্য। তাতে যা সামান্য খরচ হয়, গ্রাহ্য করলে চলে না। প্রতিদানে নিমন্ত্রণ পাওয়া যায়। বাড়ীর খরচটাও বাঁচে, ভালমন্দে মুখও বদলানো হয় নিখরচায়। অভিজাতবংশের মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার অভিপ্রায়ে ভদ্রলোক নিজের সামান্য সুখ-সুবিধা তো প্রত্যহই বুদ্ধদেবের মত ত্যাগ করছেন, চাই কি, প্রয়োজন হলে প্রাণটাও ত্যাগ করতে পারেন বোধ হয়।

নর অপেক্ষা নারীসভায় ইনি অধিক শোভা পান দেখেছি। কোন বাড়ীতে পা দিয়েই ধীরে ধীরে ভদ্রলোক পুরুষ সঙ্গ ত্যাগ করে মহিলা-সভায় প্রধাবিত হ'ন, নিজের স্ত্রীকে আড়ালে রেখে পরস্ত্রী সাহচর্যে অবাধ মেলা-মেশার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। বাড়ীতে প্রাচীনপন্থী, বাইরে ইনি উদার মতাবলম্বী। অল্পবয়স্কা বধূদের তিনি সার্বজনীন দেবর ও কুমারীদের দাদা সাজেন। সেই সুযোগে তিনি সরল শিশুর মত হাত ধরে তরুণীদের টানাটানি

করেন, কিশোরীদের পিঠ চাপড়ান। কারুর বলবার কিছু নেই। ভদ্রলোকের মত :

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে—"

কিন্তু, নিজের সহধর্ম্মিণীটি বাদ।

ভদ্রলোকের জেনারেল নলেজ অসাধারণ। চিংড়ির কাটলেটের আভ্যন্তরীণ মাছের সাইজ; বেট্‌ ডেভিসের প্রস্থ খুকীভাবাপন্না বাঙালী নায়িকার সঠিক বয়স নির্ণয়ে তিনি বিশারদ, আবহাওয়া-নির্ণয়-বিশারদের মতই প্রায়। বিজ্ঞাপনে দেখা বই, না পড়ে সমালোচনার ওস্তাদ তিনি। সর্ব্ব বিষয়ে প্রাজ্ঞ, শুধু নিজের বিনয়টি ছাড়া।

তার মানে, ভদ্রলোকের অগ্রগতির প্রবৃত্তি তাঁর ধ্বংস আনছে। একদা সু-চেহারা ও বড় বড় কথার জোরে এবং দু'একটি উচ্চদরের আত্মীয়-মাহাত্ম্যে ভদ্রলোক উর্দ্ধতন-স্তরের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশায় আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারতেন অনায়াসে। তিনি তখন সংসারে জড়িত হয়ে পড়েন নি। মনে হ'ত, হয়তো ভদ্রলোক ভবিষ্যতে একটা কেউ-কেটা হয়ে দাঁড়াবেন। শিক্ষা কলেজের গণ্ডিতে হোঁচট খেলেও ফিচেলী বুদ্ধির অভাব ছিল না। মিথ্যাকে সত্যের বরমাল্যে বরণ করতেও দ্বিধা হয়নি। তাই, সে কালে অনেক দ্বারে মাথা গলাতে পারতেন। মাথা গলিয়ে শান্তি ছিল না, ধড় প্রবেশ করাবার প্রচেষ্টায় ভদ্রলোক ধড়ফড় করতেন। কখনও দাপাদাপিতে একটু এগোতেও সক্ষম হতেন। তারপরে ডালপালা লাগিয়ে চারাগাছকে মহীরুহে পরিবর্ত্তিত করবার সাধনায় ভদ্রলোক তটস্থ থাকতেন সর্বদা। সেই সব বাড়ী সম্পর্কে নানা অন্তরঙ্গ কথা জানবার দাবী করতেন ভদ্রলোক এবং যত্র-তত্র সে সব গোপনীয় কাহিনী বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিছুদিন পরেই কলিকাতার সমাজে ভদ্রলোকটি কিঞ্চিৎ পরিচিত হ'লেন। এই আনন্দের দিন কিন্তু স্থায়ী হ'লনা। কারণ, ভদ্রলোকের প্রকৃত স্বভাব ও শিক্ষা বেশী দেখার ফলে ধরা পড়ে গেল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উপরের পালিশও ধুয়ে উঠতে আরম্ভ হ'ল। প্রাত্যহিক জগতে তাঁর প্রকৃত সামাজিক মূল্যও নির্ণীত হ'য়ে গেল। সুতরাং কলিকাতার সমাজ ভদ্রলোকের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রল। কিন্তু তাতে দমবার পাত্র নন তিনি। সংসার করলেও

প্রতিদিন নিয়মিত বিকালবেলা বুড়ো বয়সে ছোকরা সেজে পূর্বপরিচিতদের বাড়ী ধন্না দেন ও বেছে বেছে নূতন করে পরিচয় জমিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। বাছা'র মানদণ্ড ছু'টি ছিল চিরকাল,—অর্থ ও খ্যাতি; তাছাড়া নারীর সৌন্দর্য। আজকাল দেখছি, আধুনিকতাও আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। মনে বোধ হয় এখনও দুরাশা আছে, নূতন সামাজিক জগতে বিশিষ্ট স্থান তিনি করে নিতে পারবেন। পথেঘাটে আলাপ হ'লে, যদি আপনার কোন সামাজিক মূল্য থাকে, আর রক্ষা নেই। ইচ্ছা থাক না থাক, ভদ্রলোক আপনার পরিচিতের মহলে কায়েমী হ'য়ে বসবেন। আপনি তাঁর 'দাদা' বা 'দিদি' হবেন, আপনার মা'কে তিনি 'মা' ডাকবেন। চান বা না চান আপনার কাজ হয়ে গেল। সিন্ধবাদের বুড়োর মত এই ভদ্রব্যক্তিকে আর ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না।

নিজের অবস্থার উপরের স্তরের জগতে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাবার উদ্যমে তিনি যে হাস্যাস্পদ হয়েছেন সে বোধ নেই ভদ্রলোকের। 'বোর' এই ভীতি-প্রদ সামাজিক কুখ্যাতিতে যে তিনি চিহ্নিত আছেন, এ জ্ঞান তাঁর বহুবিধ জ্ঞানযুক্তমনে প্রবেশ করে না। অথচ, তাঁরি মত সাধারণ স্তরের লোকজনকে তিনি সযত্নে পরিহার করেন। দরিদ্র-আত্মীয়-স্বজনকে দেখলে মাঝে মাঝে চিনতেও পারেন না, অথচ একদিন দেখা কোন জমিদারতনয়ের হাতের আংটির পাথরটিও মনে থাকে। সহধর্মীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার জু'দের প্রতি হিটলারের ব্যবহারের মত ঘৃণামিশ্রিত। যে বাড়ীতে ভদ্রলোক সম্প্রতি বাস করেন, একপাশে থাকেন একজন তাঁরই মত কেরাণী, অন্যদিকে একজন প্রসিদ্ধ সিনেমা ডিরেক্টর। ডিরেক্টরের কুকুর যে কি কি খায় সে তালিকা ভদ্রলোকের নিজের কণ্ঠস্থ, স্ত্রী-ছেলেমেয়েকেও তিনি কণ্ঠস্থ করিয়েছেন। কেরাণীটির নাম পর্যন্ত তিনি জানেন বলে স্বীকার করেন না।

বাংলা প্রবাদ আছে, 'কুকুরকে লাই দিলে পাতে বসে খায়।' ভদ্রলোক মানুষ, অবশ্যই কুকুর নন। কিন্তু, যদি একদিন একটু ভালমুখে কথা বলেন দ্বিতীয় দিন আপনার ব্যক্তিগত জীবন ভদ্রলোকের অ্যানোটেশন-পরিশোভিত অবস্থায় বাজারে বিক্রী হবে। একদিনের কথা ভদ্রলোকের মুখ থেকে তুলে দিচ্ছি।

এক বর্দ্ধিষ্ণু-বাড়ীর ড্রইংরুমে বহুলোক বসে আছেন। পান-জরদা

চিবোতে চিবোতে ভদ্রলোক গল্প বলে যাচ্ছেন অভিনেতার ভঙ্গিতে :—

"মাসীমা, দত্তদের কথা বলছেন না কি? ওদের সমস্ত খবর আমি জানি। মেজছেলে আমার বিশেষ বন্ধু কিনা। মিসেস দত্ত আমাকে ঠিক নিজের ছেলের মত দেখেন। বাড়ী গেলেই ছুটে আসেন, নিজের হাতে চা-খাবার দেন, কত সুখদুঃখের কথা বলেন। আহা, স্বামীর ব্যবহারে মনে সুখ নেই একতিল। না, না। ওসব হাসিখুশী মুখে, কেবল মুখে। আমি কি জানি না? আমাকে মিসেস্ দত্ত যে সব কথা বলেছেন, সে সব জীবনে কাউকে বলেন নি। সেবারে ছোটমেয়ে বেব্সি যা কাণ্ডটা করল, এক আমি জানলাম আর ওর মা। আমি মিসেস্ দত্তকে বললাম, "মা, মায়ের মত দেখি আপনাকে, কিন্তু এ আমি সইব না।" মিসেস্ দত্ত বল্লেন, "তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম, বাবা, যা হয় তুমি কর। তারপর বেব্সিকে যা বকুনীটাই দিলাম! কেন? বেব্সির কীর্তি জানেন না আপনারা? সেই যে মুসলমান আই-সি-এসটির সঙ্গে? সেও তো আমার বিশেষ আলাপী। তবে শুনুন—"

আমার আর শোনার প্রবৃত্তি হয়নি। এমন ভদ্রলোককে আপনারা অনেক দেখেছেন। তাঁর সম্বন্ধে কি করা উচিত সে আপনারা বুঝবেন। কিন্তু, আমি যে জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।

ভদ্রলোককে কোনমতে দমাতে না পেরে অবশেষে সন্ধ্যা লাগতে লাগতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি পাগলের মত। কোন দিন যাবার জায়গার অভাবে পথে যে দিকে দুই চোখ যায় চলি। কোন দিন বা লেকের মাঠে একা বসে থাকি। এতে বাড়ীর আড্ডা আমার ভেঙে গেছে—বন্ধুমণ্ডলী বিরক্ত হয়েছে। নরম সোফা, গরম কফির শোকে লেকের জলে আমার চোখের জল মিশেছে। তবু দুর্বল হইনি। ভদ্রলোক স্থিরনিশ্চিত আমার সঙ্গে মিশবেনই, আমিও স্থিরনিশ্চিত—দেবনা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু নিজের বাড়ীতে বসে থাকবার স্বাধীনতাটুকু আমি পেলাম না!

এক উপায় আছে—যা-তা বলে অপমান করা ভদ্রলোককে। ভদ্রগোছের অপমানে হ'বে না, চেষ্টা করে দেখেছি। মাঝে মাঝে ঘরে দরজা দিয়ে পৃথিবীতে মানুষী-ভাষায় যত গাল সৃষ্টি হ'য়েছে, যা আমি জানি, ভদ্রলোকের

উদ্দেশে প্রয়োগ করি। বই দেখে গালি-গালাজ মুখস্থ করে রাখি। সাময়িক শান্তি হয়। কিন্তু সে তো প্রকাশ্যে বলা সম্ভব নয়। সে সব বকুনী আমি জানি এ কথা লোকের মধ্যে বসে ভাবলেই আমার কান গরম হয়ে ওঠে। অসম্ভব! হায় ভগবান, কেন আমি ভদ্র হ'লাম?

সুকুমার প্রবন্ধ—বিদেশী ভাষার Belles-lettersএর অনুকরণে বাংলা ভাষায় সম্প্রতি রচনা-প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। নামটি ফরাসী, আভিধানিক অর্থ elegant or polite literature—সুকুমার সাহিত্য। 'সুকুমার সাহিত্য' কথাটির মধ্যে নানা রচনার সীমা পাই, উপন্যাস, কবিতা, সমালোচনা পর্য্যন্ত এই শ্রেণীগত। তবে, বর্ত্তমান প্রকার নিবন্ধকে 'সুকুমার সাহিত্য' এই অনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ করা সমীচীন নয়। তাই আমরা 'সুকুমার প্রবন্ধ' কথাটি এখানে রচনা করে নিলাম। যে রচনা নির্দ্দিষ্ট কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না, তখনই আমরা তাকে 'সুকুমার সাহিত্য' বলতে পারি। Belles-letters কথাটির ফরাসী অর্থ Fine Literature. যে রচনা মোলায়েম, মধুর ভাষায় লিখিত, বিভিন্ন রচনার উপাদানে গঠিত—তাকেই সাধারণতঃ 'বেল-লেৎর্' বলে একটা শ্রেণীতে ঠেলে দেওয়া হ'ত। কারণ, প্রকৃতপক্ষে বেল-লেৎর্ বলে সুনির্দ্দিষ্ট কোন বিশেষ শ্রেণী নেই। লেখার ভঙ্গি যখন বাঁধা-ধরা শ্রেণীতে ফেলা যায় না, যখন রচনার মধ্যে প্রবন্ধ, কাব্য, গল্প ইত্যাদির উপাদান মিশ্রিত হয়ে থাকে, তখন সেই রচনাকে বেল-লেৎর্ বলে দেওয়াই যুক্তি-যুক্ত। গয়টে, রুসো, ডিকুইন্সি প্রভৃতি লেখকের 'confessions' জাতীয় রচনাকে নিরাপদভাবে 'বেল্-লেৎর্' বলা চলে। কার্লাইলের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'Sartor Resartus'-কেও আমরা এই নামে অভিহিত করব। পোপের ভাষায়—'Proper study of mankind is man', বাক্যটি বেল্-লেৎর্এর উৎস ধরে উপরোক্ত রচনাদি অনুধাবন করলেই বেল-লেৎরের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হ'বে অতি সহজে। ১৭১০ খৃঃ ইংরাজি ভাষায় প্রথম বেল্-লেৎর্ লেখা হয় প্রসিদ্ধ 'ট্যাট্লার' পত্রিকায়। কল্পনাগ্রাহীরূপ বাঞ্ছনীয়।

চায়ের দোকানে

চায়ের দোকান স্মরণ করলেই পানীয়টির কথা প্রথমেই মনে হয়। বিশেষ করে মনে হয়, কারণ চা-ই হচ্ছে মহিলাদের পক্ষে একমাত্র নিরাপদ ব্যসন। জরদা সহযোগে তাম্বুলাদি সেবন করলে দাঁতের সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'বার সম্ভাবনা আছে। সিগারেট ধরালে কেটি মিত্তিরের 'গট্ ম্যাচিস্' উক্তির কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। অন্য কিছুর অভ্যাস থাকলে আপনারা সামাজিক জগতে আমাকে অপাংক্তেয় করবেন। সুতরাং, চা-ই খাওয়া যাক।

শুধু 'মহিলা' কেন বলছি? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিষেধ-বাণী সত্ত্বেও আজ চা আমাদের জাতীয় নেশা। বহুলোকের পেশা রক্ষা করছে পর্যন্ত। এক কাপ কড়া চা না পেলে সাহিত্যিক লেখনী অচল, সাংবাদিক মূক, গায়ক মৌন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে বালক-বালিকা চায়ের কবলগত। সুতরাং, আমাদের জীবনের যে একটি দিক সম্পূর্ণভাবে চায়ের দোকানে প্রতিফলিত হ'তে পারে, এবিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

যদি বলেন, কেবল ছেলে ছোকরাই চায়ের দোকানে ভিড় জমায়, আমি বলব—ভুল। খিটখিটে ডিস্পেপ্সিয়ার গঙ্গাযাত্রী ছাড়া একবার চায়ের দোকানে পদার্পণ করেননি এমন লোক নেই, অন্ততঃ এদেশে। চৌরঙ্গীর সুসজ্জিত প্রাসাদই হো'ক, আর গলির মুখে ভাঙা চালাই হোক, চায়ের দোকান জনাকীর্ণ কেবল চা-পানার্থীর সমাবেশে। কফিহাউস্‌কে অবশ্য সবিনয়ে নমস্কার জানাচ্ছি। কিন্তু, চায়ের দোকানই বা কম কি?

চট্ করে দোকানে ঢুকে পড়ুন। হ্যাঁ, কোনের দিকের ত্রিপদী খানা বেছে নিয়ে বসে যান। এক কাপ চা ও কিছু খাবার অর্ডার দিন। উদ্দেশটা অবশ্য চা-পানই, তবে বেশিক্ষণ থাকতে হ'লে শুধু 'পেয়তে' চলবে না, কিছু 'চব্য-চোষ্য-লেহ্যও' দরকার হ'বে, নইলে মালিক থেকে 'বোয়'-এর বক্রচক্ষুর নীরব ভৎর্সনা আপনার ওপরে বর্ষিত হ'বে। যদি আপনি মহিলা হ'ন এবং যদি দোকানটি অভিজাত শ্রেণীর হয়, তা'হলে আজকের বিশেষ মেনু আপনার সম্মুখে ধরে জিজ্ঞাসা করবে, 'মেমসাহিবির কিছু চাই কি?' অর্থাৎ, 'প্রস্থান কর, টেবিল আটকে বসে কেন?' যদি দোকানটি হয় মধ্যবিত্ত এবং আপনি পুরুষ হ'ন, তবে হাতকাটা গেঞ্জি-পরা ছোকরা সশব্দে ময়লা ঝাড়ন

দিয়ে রুক্ষভাবে আপনার টেবল্ ঝাড়বে। আর, যদি দোকানটি কৃষান-মজুর শ্রেণীর হয়, তবে কেউ কিছুই বলবে না। যাক্ বসে 'বোয়'কে পেলেন কি? দেখে তো এলোই না, ডেকেও সাড়া নেই। মালিক স্থির, অবশেষে আপনার অস্থিরতা দেখে দয়াপরবশ হয়ে প্রতিবেশী চা-খোর দয়া করে ডেকে দিলেন। কে বলে প্রতিবেশী মন্দ? অর্ডার দিয়েছেন কি? মান রাখতে চাইলে খুব কম দেবেন না, কিন্তু সাবধান, বেশী দেবার বাসনাও সম্বরণ করবেন, বিশেষতঃ যদি মহিলা হ'ন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

সে এক নিদারুণ গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিবসে কোন কারণে খাওয়া হয়নি দুপুরে। অপরাহ্ন গোটা পাঁচেকের সময় একটি বর্দ্ধিষ্ণু চায়ের দোকানে ঢুকলাম একজন বন্ধু সমেত। সারাদিন খাওয়া হয়নি, তার উপর সাত্ত্বিক আহারে অভ্যস্ত থাকায় মোগলাই খানা মন্দও লাগছিল না। খেয়েই চললাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম বন্ধু মেয়েটি খাওয়া বন্ধ করে মাথা নামিয়ে বসে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি?"

উত্তর পেলাম, "আর খেতে ইচ্ছা করছে না, তুমি খাও।"

একটু পরেই একটা অনিমেষ দৃষ্টির আঘাতে সচেতন হয়ে দেখলাম, যে 'বোয়'টি পরিবেশন করেছিল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। আজকালকার তরুণদের মনের কথা 'দেবাঃ ন জানন্তি।' সুতরাং এ আকস্মিক মনোযোগের হেতু অন্বেষণ না করে আমার আপাত প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করে চললাম। একটু পরে একটা ঝটপট্ শব্দ শুনে দেখি—অন্য একটি 'বোয়' পরদা ঠেলে বেরিয়ে এল। প্রথমের পাশে দ্বিতীয় দাঁড়াল, লক্ষ্য আমি। তবু বিচলিত হ'লাম না! আরও একটা কোর্স চেয়ে নিয়ে চায়ের সঙ্গে আরাম করে খেয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ মাথা তুলে দেখি ক্যাসিয়ার একবার আমার টেবিলের সম্মুখ দিয়ে পায়চারি করে ম্যানেজারের ঘরের দিকে চলে গেলেন। তক্ষুণি ম্যানেজার বেরিয়ে এলেন, পাশে এলেন তাঁর বন্ধু। সকলের লক্ষ্যস্থল আমি।

নার্ভাস্ হয়ে গেলাম। এদিকে পাশের লোকজনও নিজেদের আহার বন্ধ করে তাকিয়ে আছে আমারি দিকে। ভয়ে ভয়ে চুপিচুপি বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, "আমার মুখে কিছু লাগে-টাগে নি তো?"

"না।"

"চুল ঠিক আছে ?"

"হ্যাঁ আছে, রাক্ষস।"

বন্ধুর এই চাপা রাগে 'রাক্ষস' কথাটি শুনে এক মুহূর্ত্তে চরম সত্য আমার কাছে প্রকট হল। আমি মহিলা হয়ে খাচ্ছি বেশী, এরা আমার খাওয়া দেখছে। অথচ, একজন বয়স্ক ব্যক্তির সারাদিনের আহারের পক্ষে আমার খাওয়া কিছু বেশি হয়নি, বিশেষতঃ যখন এখনও আমাকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতে ধরেনি। কিন্তু, বেশি খেলেও দোষ, কম খেলেও অবজ্ঞা। চায়ের দোকানের কর্তৃপক্ষের মেজাজ বোঝা শক্ত। আহার্য্য দুষ্প্রাপ্য এবং লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার পরে এ মেজাজ বহু ডিগ্রী চড়ে গেছে। অর্ডার ভারী দেবেন, খাবেন কম, নষ্ট করবেন খাবার। চায়ের আধকাপ ফেলে রাখবেন, তবেই মালিক ও পরিবেশকের চোখে আপনার মর্যাদা। তাছাড়া আমি দেখেছি মেয়েদের বড় বিপদ। আপনারা হয়তো আমাকে মিথ্যাবাদী ভাবছেন, ভাবছেন আমি একটি আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে চাইছি। কিন্তু আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেই সত্যমিথ্যা অবগত হ'তে পারবেন। যদি চান তো তার ঠিকানা দিতে পারি।

মেয়েদের হাতব্যাগে পয়সা থাকলেও, মনে চা-পিপাসা থাকলেও, চায়ের দোকানে একাকী প্রবেশ তাদের পক্ষে হারকিউলিসের অন্যতম কঠোর কর্ম। আমরা শুনেছি একজন প্রবীণ সাহিত্যিক ট্রাম-বাসের ভিড়ে মেয়েদের দেখে ঘোর নারী বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন। তাহলে, চায়ের দোকানে মেয়েরা কি করবে, শুনি ? সেস্থানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আর চা খাওয়া পর্য্যন্ত, যে দৃষ্টিতে পুরুষ তার দিকে তাকাবে, সে দৃষ্টিতে প্রথম দর্শনীয় ভাব-বৈচিত্র্য হচ্ছে বিস্ময়। যেন মহিলাদের পুষ্পমধু ও শিশিরাদি পান করাই সমীচীন। বড়জোর পুরুষের সহগামী হয়ে আসা চলে।

দুঃখবিলাস থাক। আপনার কথাই হোক। স্বাধীনভাবতে আত্মকেন্দ্রিক হ'তে চাইনা। চা পেয়েছেন কি ? অনেকবার তাগাদা দিয়ে, 'ও মশাই, একটু তাড়াতাড়ি করুন না', ইত্যাদি বচন ঝেড়ে, অবশেষে আধঠাণ্ডা চা এল, কিছু পিরীচে পড়েছে। চা ও ভেজাল খাদ্য নিয়ে বেশ ধ্যানে বসবার মত বসুন। হঠাৎ সামলাতে হ'বে ক্ষণভঙ্গুর পেয়ালা, বেপরোয়া তরুণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার সঙ্কুচিত হন, শাড়ীর পেখম মেলে ক্যাবিনের

উদ্দেশে ধাবিত হচ্ছেন তরুণী। জন-সমাগমে কনুইয়ের খোঁচাও খাচ্ছেন আপনি।

তারপর? আহা, মনে হয় 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার' রাজ্যে এলাম বোধহয়। এতই কি জ্ঞান জগতে সঞ্চিত ছিল, আর আমারি চারপাশে? এত দার্শনিক, এত সাহিত্যিক, এত রাজনীতিবিদ্‌ পাশ থেকে উঠে এসে চা-মাহাত্ম্যে স্বীয় জ্ঞান-কিরণ বর্ষিত করছেন। কোন স্বার্থপরতা নেই—সকলের কানের জন্যই এই সংবাদাদি দেওয়া হয়। একটু শুনুন—মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে কত কি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। যখন বেরিয়ে যাবেন, কয়েকটি মুদ্রাখণ্ডের বিনিময়ে কত না সংবাদ নখাগ্রে পাবেন। আপনি জানবেন, অমুক সাহিত্যিক কিভাবে আড্ডা দেন, অমুক অভিনেত্রীর ওজন কত, অমুক মন্ত্রী কত গুলি জরদা খান, অমুক শিক্ষয়িত্রীর হিষ্টেরিয়া, ইত্যাদি বহুকথা। যাদের সাধু বলে আজন্ম জানতেন, শুনবেন তারা পাকা চোর। যাকে ঘৃণিত জীব মনে করতেন, শুনবেন তাকে প্রত্যহ পুষ্প-চন্দনে পূজা করা উচিত। কত না ধারণা ওলট্‌পালট্‌ হয়ে যাবে চা-দোকানের আলোচনা শুনলে।

তারপর রাজনীতি। খবরের কাগজের হেডলাইন পড়ে কতলোক রাজনীতিজ্ঞ হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাবেন চায়ের দোকানে। কেন এই পার্টি এই কাজ করল; তার ফল কি হবে; কিসের আশায় সেই নেতা সেইকথা বল্লেন; সমস্ত গোপনীয় তথ্য, দেখা যায়, আর গোপন নেই। বড় বড় নেতাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে, দেশ শাসন ঠিক কিভাবে করা উচিত এই গবেষণার মধুচক্র মোড়ের চায়ের দোকান। শুনে মনে হয়, কে বলে দেশে নেতার অভাব? কেন এই সব অমূল্য তত্ত্বকথা যত্রতত্র বিতরিত হচ্ছে?

টেনিসন 'লোটাস ঈটারের' সম্পর্কে অপূর্ব কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। আমিও ভাবছি, নিরিবিলিতে বসে চায়ের দোকান নিয়ে একটি কবিতা লিখে অমর হ'ব। যত উৎসাহ, যত গতিবেগ, যত গলার জোর, যত ঠেলাঠেলি, যত জ্ঞান, যত সাহস দেখি চায়ের দোকানে, সেসব যায় কোথায়? শাদা পেয়ালার সোনালী জলেই কি চির-নির্বাণ লাভ করে? বিস্মরণী পদ্মমধু পান করি আমরা চায়ের পেয়ালায়।

বাড়ীতে বাঁধাধরা গোনা কয়েকটি পাত্র, তাও চিনির অভাব জানিয়ে গৃহিণীর ভ্রূকুটি-সহ প্রদত্ত। কুচ পরোয়া নেই—চলন চায়ের দোকানে যাই—

আপনি এবং আমি। যত কাপ খুশী চা খেয়ে যাব, টেবিল চাপড়িয়ে গলাবাজী করতে করতে। পাশের বাড়ীর মেয়ের নিন্দা করব, সামনের বাড়ীর ছেলের প্রশংসা করব। পথে চলতি নারীর দিকে বক্র কটাক্ষে চাইব, দোকানের ক্রেতাদের বিদ্রূপ করে হেসে গড়িয়ে পড়ব। আর কথা বলব সব বিষয়ে সবজান্তা হয়ে। কি তেজ, কি উৎসাহ! তারপর রাত হলে বাড়ী ফিরব—আপনি গৃহিণীর তর্জন লাভ করবেন, আমি মায়ের গালমন্দ। নির্বিবাদে সব হজম করে যাব। পরের দিন যে যার কর্মস্থলে গিয়ে কলম পিষব' শান্ত-শিষ্ট মূর্তিতে এবং ওপরওয়ালার দাপট সহ্য করব। চায়ের দোকানের আমি আর এই আমি কি একই প্রাণী? চা-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে আমার অবচেতন সত্তা, যা চায়ের নেশায় দোকানের আবহাওয়ায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। চিরকাল তাই হয়েছে। চীন দেশ ধ্বংস হয়েছিল অহিফেনের নেশায়, বাঙালী ধ্বংস হ'বে চায়ের দোকানে। তাই আমার একটি পরিকল্পনা আছে—সমস্ত চায়ের দোকান তুলে ফেলা হোক, আর সেইখানে বসানো যাক এক-একটি ছোটখাটো স্কুল। এইবার চুপ করি। এর পরে আমার গায়ে ঢিল-ছোঁড়া হবে। সুতরাং বিদায়।

কবিতা—"কাব্যের নূতনরূপ স্বীকার করে নিতে সময় লাগে, অনভ্যস্ত ধ্বনি ও ভাবের রসগ্রহণে মন স্বভাবতই বিমুখ হয়।" —রবীন্দ্রনাথ

"It is changes in the attitude, not subject-matter, which affect the course of poetry"—Parsons.

"Great poetry embodies the sublimest expression of the human mind. Of all the forms of expression, used by mankind, poetry is the most natural and direct."

—Hammerton.

কবিতা নিয়ে অধুনা নানা পরীক্ষা হয়ে গেছে। নানা আঙ্গিকে নানাভাষায় নানা কবিতার হাতে কাব্য নব-জন্ম গ্রহণ করে। বাংলাদেশ রবীন্দ্রকাব্যে বিহ্বল হ'লেও নিত্য নূতন পরীক্ষায় রুচি ছিল। 'সাম্প্রতিক কাব্য' বলে তাই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী পরিগঠিত হয়। জরাজীর্ণ প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে মুক্তি এই কাব্যের কাম্য ছিল। আঙ্গিক ও ভাষার দিকে কত পরিবর্তন এ কাব্যে সাধিত হয়েছিল, কোন বিদেশী ভাবধারা এ কাব্যের পশ্চাতে কাজ করেছে, বলতে আরম্ভ করলে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রচনায় প্রবৃত্ত হ'তে হয়। তাই কবিতার লক্ষণ সংক্ষেপে বলে নিরস্ত হ'ব।

এক একটি mood বা সর্ব্বাঙ্গীন ভাবধারাকে প্রকাশ করা কবিতামাত্রের ধর্ম্ম। এই ভাবধারার ক্রম-আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন বিগত যুগ ও অধুনা যুগের কবিতার পার্থক্য সূচিত করে। এ সঙ্গে আঙ্গিক ও ভাষার পরিবর্ত্তন লক্ষণীয়।

কাব্যের ভাষা আবেগের ভাষা হওয়া উচিত। কবি নিজের হৃদয়-জাত অনুভূতি প্রকাশ করেন ব্যঞ্জনাময় ভাষার মাধ্যমে। সেই ভাষার আবেগ পাঠকের মন স্পর্শ করে অনুরূপ অনুভূতি জাগ্রত করে তোলে। তাই তো কাব্যের ভাষায় আবেগের ঐশ্বর্য্য চাই। তবে সে ভাষা বিগত যুগের প্রথামত কাব্যের সুনির্দ্দিষ্ট একটি ভাষা না হ'লেও চলবে। আধুনিক ঐতিহ্যে গদ্যের ও কবিতার ভাষায়

বিশেষ পার্থক্য নেই। তবু আমার মতে, কবিতার ভাষা হৃদয়-স্পর্শক্ষম হওয়া দরকার।

কাব্যে ভাষা শুধু নয়—ছন্দও চাই। ভাষা যেমন হৃদয় স্পর্শ করে, তেমনি ছন্দ আনে আনন্দ। ছন্দের সহায়তায় কাব্য ধরে সঙ্গীতের রূপ। মিল বর্জ্জন করলেও, তাই রাখা হ'ক ছন্দ।

ভাবধারার বিপ্লবই যুগে যুগে স্বাভাবিক পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের মতে কাব্যের পরিবর্ত্তন অন্তর্বিপ্লবকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হ'বে। কিন্তু, বাহিরের কোন আদর্শ তার স্বাভাবিকরূপ, (যেটা একটা চেহারার সীমায় বাঁধা), বদল করবে না। কিন্তু, আধুনিক কাব্যে বাহিরের রূপও দ্রুত নিত্য নূতন ধরণে বদলে যাচ্ছে। বিশ্বসাহিত্যে, বিশেষ করে ইংরাজি ভাষায়, কবিতার বিবর্ত্তন বিস্ময়-জনক। যুগের সঙ্গে কাব্যের রূপ বদল আমরা প্রার্থনা করি। তবে যুগ-ধর্ম্মকে স্বীকার করার মধ্যে বেখাপ্পা অসঙ্গতির স্থান নেই।

কবিতার সংজ্ঞা অনেক। কবিতা আত্মার পিপাসার অভিব্যক্তি—সে পিপাসা ধরা-ছোঁয়ার বস্তু না হ'লেও সত্য। যে যুগে কাব্য আদৃত হয় না, সে যুগ হতভাগ্য।

প্রেম

কি দেবে আমায় ?

শুধু তুমি দাও, দাও—
বলিব কি চাই ?
নীড়ের আরাম দিও নাকো।
প্রাত্যহিক হাঁড়িবেড়ি ; র‍্যাশন-বাজার ;
কাপড়ের কোটা আর আত্মীয় তোমার ,
চায়ের বান্ধব দল , কাজের মিছিল ,
সন্তান-পালন , গৃহ-সংসারের দিন
আমার স্বরভি-ঘেরা যামিনী ছায়ায়
এনো না বাহুর প্রায় ।
আমার আকাশে এখনো চাঁদের ছোঁয়া,
এক ফালি চাঁদ,
পূর্ণিমার নহে স্বপ্ন, নয় মায়া ফাঁদ,
তবু এতটুকু এই তৃতীয়ার শশী
এখনো মাথার আড়ে প্রহরাতে বসি।
তোমার অনেক ক্ষুধা, অসংখ্য চাওয়াতে
দিও না মুছিয়া বন্ধু, সেই ক্ষীণ চাঁদে।

তবু বলি, দাও, দাও— হায়, কিবা দিবে !
শূন্য কাঁদে দিবারাত্রি,
পূর্ণতা-বন্ধনে যদি না বন্ধন চাই—
যাত্রী দিনগুলি তোমার রচিত গৃহ-পথিক শালায়
যদি না বিশ্রাম নেয়,—
কি দিবে আমায় ?

পৌরুষের কামী বাহু, সতৃষ্ণ অধর,
হৃদয়ের তপ্ত স্পর্শ,
যদি নাই আনে বাসনা-নিবৃত্তি শান্তি হৃদয়ে আমার ;
আমারে বা কিবা দেবে ?
কি আছে তোমাব ?

তবু যে রঙিন দিন গেঁথে তোলে জাল ;
সকাম নিস্পৃহ মন বসন্তে , বর্ষায ,
মনেব ভিক্ষুক হস্ত নিত্য কিবা চায ?
সে তো ভিক্ষু, ওগো বন্ধু, তোমাবি দুয়াবে।
সকল সত্তাব মম বৈদেহী সঙ্গীত
তীব্র, তীব্রতর তার জ্বালা-দাহ সনে
প্রতিক্ষণে, প্রতিক্ষণে
চায় কিবা চায় ?
দাও, দাও, দাও তুমি—
গোধূলি বেলায়
ছিদ্র, ওগো জলপাত্র এ ভৃঙ্গাব মম ;
রাত্রির পিপাসা জাগে,—
পিয়াসের বারি
এক বিন্দু জল দাও ভিক্ষা, প্রিয়তম।

কথা

শুধু কথা বলিবারে চাই—
কানে কানে কথা,
যত কথা আছে মম হৃদয়ে সঞ্চিত,
বাসনা-বেদনা দিয়ে একান্তে পুঞ্জিত,
সকলি ঢালিব প্রিয়, তোমারি শ্রবণে।
মন রাখো মনে,
দেহ থাক দূরে দূরে, মন রাখো মনে।
সময়, সময়! কোথায় সময়, বল?
চলে কাল রথ,
চক্রনেমী-তলে তারি নিষ্পেষিত প্রাণ।
মরণ-সমান
তীব্র এ পিপাসা ফেলে যন্ত্রনা-বেষ্টনে।
তোমারি শ্রবণে
কম্পমান অধর যে ব'লে দিতে চায়
কত কি অজানা বাণী?
লইছে বিদায়
গোধুলির রাঙা আলো ঘন অন্ধকারে।
সাগরের পারে
আমি একা প্রতীক্ষায়।
জীবন-সাগর তরঙ্গে তরঙ্গে মত্ত, বিভ্রান্ত বেলায়।
কালের কুটিল ছায়া মৃত সভ্যতায়
টেনে দেবে যবনিকা?
আমার নয়ন হারাবে নিমেষ-শিখা;

অগাধ বিস্মৃতি সকলি ফেলিবে গ্রাসি।
তাই কাছে আসি,
তাই চাই যত কথা আছে বলিবারে।
দুর্লভ মানব-জন্ম মূক কথা ভারে।
বুকের নিরুদ্ধ বাণী শোন কানে কানে,
প্রাণ রাখো প্রাণে।

জাগো

আমি যারে ভালবাসি, সে নহে একাকী—
আমারি মতন সে তো রজনীর মাঝে
জাগে না উন্মুখ-বাহু, নিদ্রাহীন-আঁখি।
সে নহে একাকী।
তার দীর্ঘশ্বাস
কখনো করে না উষ্ণ সন্ধ্যার বাতাস।
পূর্ণিমায় নির্মম সে চন্দ্ররশ্মি জাগে,
আমারি নয়ন ভরে বিরহ ব্যথায়,
মর্মতলে বিরক্ষত অসহ-বেদনা
তারে কি কখনো কভু করেছে উন্মনা?

আমি যারে ভালবাসি, সে নহে একাকী-
একাকী হিয়ার ডাক কভু কোন ক্ষণে
বিরাগী কি করে তারে?
—নয়, আমি জানি।
তৃষিত অধরপার্শ্বে অন্যের অধর
লগ্ন চির-নিশিযামি;
আলিঙ্গনে তার বাঁধা থাকে অন্য তনু,
সে নহে একাকী।

আমি যারে ভালবাসি, সে নহে একাকী-
তাই একা কণ্ঠ মম গাঁথিছে কবিতা
অগ্নি আর জ্বালা দিয়ে,
অশ্রুচিহ্ন নাই,
বিক্ষুব্ধ মনের বাণী ছন্দে গেঁথে যাই।

রজনীর তমোময় কামুক প্রহরে
আমারি মনের কথা ঝঞ্ঝারূপ ধরে,
চ'লে যায় অন্বেষিয়া তুমি যেই গৃহে,
কাঁপে নাকি গৃহদ্বার সে ঝঞ্ঝা-প্রহারে ?
সুখসুপ্ত ওই দেহ, শোন তুমি শোন,
আলস্য-জড়িমা ছাড়ে ঝঞ্ঝার সে ডাকে ?
রক্ত আর মাংস ল'য়ে অনন্ত বিলাস
তখনো কি বেঁধে রাখে সরীসৃপ-পাকে ?
কখনো কি সাড়া দাও ?
দেহত্যাগী প্রাণ,—
যে প্রাণ অমৃত-কণা করেছে সন্ধান,
যারি লাগি আজো আমি রচি মম গান ;
—সেই মন ভুলেছে কি অবাস্তব দিন
ভোগের যামিনী অন্তে ধূলিমুঠো শুধু ?
দেহ তুমি ফেলে দিয়ে দিয়েছ কি সাড়া,—
—'অমৃত যে মৃৎপাত্রে—সে দান তোমার।
আমিও একাকী জাগি, হে ঝঞ্ঝা আমার !'

একলা দিনে

হয়তো এমনি দিন কাটিবে কতই !
তোমার প্রতীক্ষা-ম্লান বসি বাতায়নে
মিলিবে নিশ্বাস মম দক্ষিণার সনে।
তোমারে পাবনা শুধু পাশে।

বর্ষা যবে আমার এ জগতের 'পরে
টেনে দেবে যবনিকা বৃষ্টির অক্ষরে ;
রাত্রি জাগে মোহময় চাঁদের আভায়,
তারায় তারায় যবে স্বপন ঘুমায় .
সঙ্গীহীন দিবারাত্রি ঝরাবে নয়ন।
তোমারে পাবনা তবু পাশে।

অনাগত যত দিন আছে
তাহারা কখনো কেউ পাবে কি তোমায় ?
শরতের আগমনী বসন্তের হোলি,
হৈম কোজাগরী আর প্রথম বৈশাখ ,
—সবদিন ছন্দহীন আসিবে বৃথায়।
তোমারে পাবনা কভু পাশে।

বালি

বালি, বালি, বালি !
ধু ধু করে খালি ।
সাহারার মরুভূমি নয়,
পেওনাতো ভয়,
আরবের মরুপথ নয় ।
সহরেব শেষে জমা বাশি বাশি বালি,
হতেছে তৈরী বাড়ী গুটি পাঁচ ছয় ।
তুমি পেওনাতো ভয়,
অক্ষয়-অব্যয় নয়, কিছু নয় ।
গলে যায় জল হয়ে বর্ষণ লেগে,
ভেঙ্গে পড়ে বালিবাঁধ বাতাসেব বেগে ।
নির্ম্মাণ যাহা হয়, সে-ও স্থায়ী নয়—
বোমাতে হয়তো যাবে—পেওনাতো ভয় ।

—শুধু শুধু বালি, তবু ভয় পাও ?
পিপাসায় যায় প্রাণ শুধু বালি দেখে ?
মরুতে চলোনা, তবু মরীচিকা ছবি
বাবে বারে চোখে আঁকো ভুল করে, কবি ।

অতীত প্রহরে চলো—যবনিকা তুলি
দেখাই বালির ঘড়ি, ধীরে ধীরে ঝরে
সোনার রেণুর মত বালুকার কণা,
তারো সাথে ঝরে যায় সময়ের ফুল ।
বন্ধু, বন্ধু, কোরোনাতো ভুল ।

আমারো দিবস ঝরে বালুকার মত,
চেয়ে দেখ ছিদ্রেতে আর বাকী কত।
তোমার আমার দেখা বালির মতন
ঝরে যায় ক্ষণে ক্ষণে, ঘনায় মরণ।
অভ্রের চিকিমিকি তবু রবিকরে,—
তবু তো নিশীথ রাতে কালছায়া ম্লান!
বালির রয়েছে রূপ, দেখি তাই আমি,
—এত ভাল লাগে যার সংক্ষেপ জীবন!
জানি, জানি অন্তরীক্ষে ঝরে বালুঘড়ি,
ঝরে যায় শুভক্ষণ ফুলেব মতন।

আমরা দুজনে বেঁধেছি ঘর
এই বালিব ভিত্তি 'পর,
ঘর কবে টল্‌মল্‌—
দুযাব রুদ্ধ, অন্ধকাবেতে খুঁজে মরি অর্গল।
উত্তব হাওযা হানিছে আঘাত,
বালি হোল চঞ্চল,
ঘব করে টলমল।

•

যদিও বালিব ঘর,
তবুও দেহলী 'পব
জ্বলিবে আমাব বিনিদ্র বাতে মনের কামনাগুলি,
অর্গল তবু পাইনা খুঁজিয়া—যায় না দুয়ার খুলি।

নূতন কিছুই নয়,
পেয়োনা, পেয়োনা ভয়

সহস্র যুগে সহস্র প্রাণী বেঁধেছে বালির ঘর,—
স্থায়ী নহে কিছু, তবু কত গৃহ রচিত বালির 'পর।
তুমি পেয়োনাতো ভয়,
এমনি করেছি বহুদিন মোরা,
এওতো নূতন নয়।
স্বপ্নেতে দেখি বিরাট প্রাসাদ অভ্রেতে তুলি শির,
সিংহদুয়ার, বাতায়ন সারি, সোনার মিনার তার,
প্রবেশ করিছ সিংহদুয়ারে—আমিও চলেছি সাথে,
সহসা দোঁহার মাথার উপরে গৃহ হোল চুরমার।
যুগ যুগ ধরি এইতো নিয়ম,
এইতো করেছি হায়,
বালির ভিত্তি, তাইতো বন্ধু,
প্রাসাদ খসিয়া যায়।

মৃত্যুর পরে

কি করিবে জানি, তুমি পেলে এ সংবাদ।
ব'সে আছ বাতায়নে,
খাতাপত্ররাশি সামনে সাজানো আছে।
কলমের মুখে ক্ষিপ্রগতি তীক্ষ্ণ নিব।
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
মস্তিষ্ক কর্তন হয় কত জনে জনে।
কি করিতে পার তুমি পেলে এ সংবাদ
ভ্রূকুঞ্চিত আঁখি,
কাজের সময়ে বাধা ভাল তো বাস না;
অপূর্ব এ হস্তাক্ষর, কষ্টসাধ্য পড়া,
অথচ পড়াও চাই—
ভ্রূকুঞ্চিত আঁখি,
অবশেষে উঠে যেয়ে ডাকিলে, "সাউথ—"
"হ্যালো!...নেই? কোথা গেছে?...কি!—"
রেখে দিলে ফোন, (কল্পচোখে দেখি আমি),—
দাঁড়ালে ক্ষণেক টেবিলের কোণা চেপে;
দেখিলাম কাঁপে সক্রিয় অঙ্গুলি,
যাহা কোন সন্ধ্যাবেলা পরশ করিয়াছিল
আমার ললাট।
আদর করিয়াছিলে প্রথম ও শেষ।
ফিরে এলে আসনেতে,
কি দিব উপমা?
বজ্রাহত দ্রুম যেন? শরাহত পাখী?

রাখিলে টেবিলে মাথা ;
কাঠের টেবিল, কালি-কলুষিত কাঠ
জীবনে প্রথম চিনিল চোখের জল,
—কাব্য-অশ্রু নয়।

সে গৃহের চারিপাশে ভাসে স্মৃতি মম,
একা তুমি নও, নও ,
মৃতের নিশ্বাস কখনো অধরে লাগে ;
উৎকণ্ঠ শ্রবণে কখনো আশ্রয় মাগে
হাসি-কথা যত।
কত ভাবে রূপ কত !
কভু ম্লানমুখ, কখনো বিদ্রূপদীপ্তা,
কখনো মানিনী ;
যতবার দেখেছ যে, সব রূপে যেন
জনাকুল হ'ল সেই শ্রাবণ-যামিনী।

কিছুদিন চ'লে গেল বৈরাগ্য-বিষাদে,
উন্মনা সকল কাজে ;
শূন্য লাগে সব ;
অকারণে কাজভঙ্গ করে না তো কেউ
টেলিফোনে ডেকে নিয়ে কৃত্রিম কলহ।
পক্ষাধিক পরে, কিংবা মাসাধিক পরে,
—(সঠিক আমার মূল্য জানি না তো আমি !)—
শান্তি কিছু ফিরে পেলে।
কাজ, কাজ, কাজ !
কাজের সমুদ্রে, বন্ধু, ডুবে গেল শোক !

নির্লিপ্ত ঔদাস্য এল—লিখি[illegible]বতা,
দেহাতীত লোকে যার হয়েছে বসতি,
তাহারে উদ্দেশ ক'রে, (শুনি স্পষ্ট আজি)—
'অন্তরের অন্তর্লক্ষ্মী, ধরহ মালিকা ;
তোমারি উদ্দেশে তোলা হৃদয়-কুসুম
লহ সখি। আমারি মানসে
বিরহ-চিতাব বুকে জাগ নবরূপে।
মিলিল না আজো হায়, আকাশ-সাগর!
মহাকাল-স্পর্শতাপে লুটায কলিকা ;
প্রাণ তবু পূর্ণ, আহা, তাহারি সুবাসে।'
লিখিলে অনেক আরো।
পরিপূর্ণ খাতা মুদ্রণে প্রকাশ হ'ল।
যত পঞ্চদশী নিরালা শয়নঘরে
নীলাম্বরী শাড়ি চাপি নয়নের 'পরে
পড়িল সে গাথা।
অনেক প্রশংসা পেলে।
এমন কি যারা শত্রু ছিল, কাছে এসে
বলিল বাখানি, "অমর এ প্রেম-কাব্য
বিরহ-গীতিকা। হার মানে 'ভিটা-নুভা'
ধন্য কবি তুমি।"

শান্তি তো পেয়েইছিলে। পেলে যে পুলক!
সার্থক এ বিরহের মর্মঘাতী ব্যথা ;
দুঃখ সে করেছে তোমা আরও মহীয়ান ;
জাগায়েছে চিরসুপ্ত অন্তর্লোকে সাড়া।
একান্ত প্রসন্ন হ'লে।

অদর্শন দিয়ে তোমারে করেছি ধন্য
'লাবণ্যের' মত।
'অমিতের' নির্বুদ্ধিতা আশ্রয় করিয়া
হ'লে, হ'লে আত্মপ্রীত।
জানালে প্রশংসা আমারে অনেক শত
অকাল মরণে।
(আমার কৃতিত্ব, প্রিয়, সর্বশ্রেষ্ঠ এই !)

সুতরাং শোন বন্ধু, মরিব না আমি।
প্রেমের লাগিয়া মম নহে মৃত্যুপণ।
জানিয়াছি জীবন যে মর নিত্যযামি।
অনিত্য এ কমলের তরল সলিল।
কিন্তু, প্রেম আরও তুচ্ছ, আরও ক্ষণস্থায়ী ॥
ভালবাসা থাকে, দেহ থাকে যতক্ষণ।
দেহ নিয়ে যতটুকু স্থান জুড়ে রই
ততটুকু স্থান পাই মানব-অন্তরে।
সুতরাং, এ জীবনে সেই লক্ষ্য ধ'রে
যত পারি প্রাণসূত্র দীর্ঘ ক'রে যাই,
যত সুখ আছে লই।
মিলিবে প্রেমিক, যতদিন শ্বাস, হায় !
যদি দেহ যায়,
দেহাতীত লোকে প্রেম উঠিবে না জানি ॥

চিরজয়ী

তুমি যদি শোনাও সঙ্গীত ;
দিশেহারা হয়ে যাই—
ধূলিলীন অন্তরেব গোপনীয় স্তবে
আজো জাগে উর্ধ্বমুখী চাতকের চিব আশা,
জাগে ভালবাসা ।
যৌবনের মদিরতা, বাসনা মলিন
নিস্তব্ধ লজ্জায় মবে ।
প্রগল্ভ চিত্তে
নেমে আসে তারালোক চিবশান্তি দিতে ।

তুচ্ছ-দীন এই প্রাণ
ধরণী-ধূলায থাকে তার তুচ্ছতর
বিলাসিতা নিযে ।
কাটিছে প্রহর
লঘু চপলতা দিয়ে ;
কেটে যায় দিন ;
তুমি রাখো কি সন্ধান ?

তোমার সুরের বাণী হয়তো, প্রেমিক,
রেখেছে লুকায়ে বক্ষে দেহের কামনা,
হয়তো তোমারও গান
সহস্র সমান
নিরুপায় ভিক্ষাজালে শরীর সম্ভনা ।

তবু থাকি অন্ধ হয়ে—
ভাবি মনে মনে,
আমারে বেসেছে ভাল কেহ এতদিনে ;
যে প্রেম আলোক স্বপ্নে,
তারই রূপ ল'য়ে
অমর-সঙ্গীতে কেহ নিতে চায় চিনে।

আমার প্রমাদ প্রিয়, ট্রাজেডি আমার,
জেনেছি অনেক কিছু।
ভীরু আঁখি নীচু
অভিসারী পদে আসে সলাজ কিশোরী
প্রিয়ের সান্নিধ্যে তার,—
নহে মোর গতি।
জেনেছি অনেক আমি ;
প্লেটনিক প্রেমে কতখানি থাকে খাদ,
সোনা কয় রতি !

যদি বলো ক্ষুদ্রমনা ;
কভু মানিব না।
জেনেছি সকল তথ্য নিজেরেও দিয়ে।
প্রেমের মুকুর 'পরে
আপন অন্তরে
চমকি উঠেছি দেখি বাসনার ছায়া।
স্পন্দহীন বিশ্ব শোনে যে কাব্যের মায়া,
সে কবিতা আসে নাই চিত্তদ্বারে মম
দেহাতীত রূপে বাণী আকাশের নিয়ে।

কিছু আছে সত্য তার, কিছু বর্ণারোপ,
অর্ধেক কল্পনা আর অর্ধেক বাস্তব।
যে মনের একপাশ সুধার প্লাবনে
ভুলে যায় নিখিলের শত অসঙ্গতি।
প্রতিভা-পূজারী সে যে কোন শুভক্ষণে
বিলায় নিজেরে কোন চারণ-চরণে।
সে মনেরি অন্য পাশ সিনিক অধরে
সবজানা মৃদু হাস্যে চুপিচুপি বলে,
এখনও প্রেমের গান!
জানি, পংক্তি তলে
গুমরযা কেঁদে যায় যৌন আবেদন।

তবু থাকি অন্ধ হয়ে; কেন প্রিয়, জান?
পিপীলিকা পক্ষভরে মরে কেন জান?
কেন জান সূর্য্যমুখী সূর্যে দেয় মন?
কেন জান চাতকের আশা যে গগন?
ধূলো ওঠে সোনা হয়ে—
অতৃপ্ত এ প্রাণ
পেতে চায় মাঝে মাঝে অমৃত-সন্ধান।

শিবরাত্রি

চাহিনা ঐশ্বর্য্যদীপ্ত ধ্বজা ঊর্দ্ধগামী ;
মর্ম্মরের কক্ষতলে রৌপ্যের দেহলী ;
স্বর্ণাসনে নিবমম বিগ্রহেরে আমি,
হীরকে আবৃত শিলা,—আঁখি যায় জ্বলি ।
আমি তো চাইনে তারে
সহস্র ভিখারি, যে দেউলে কেঁদে মরে ব্যর্থ প্রার্থনায় ;
মুণ্ডিত মস্তক শত ভক্তনামধারী
আগুলিয়া রাখে নিত্য প্রসাদ তোমারি ;
হে ঈশ্বর, সেই লক্ষ ভক্ত জনতায়
সমারোহে শিবরাত্রে ডেকোনা আমায় ।

তুমি ডেকে নাও মোরে,
এর চেয়ে ভালো
সুদূরে নিঃসঙ্গ কোন সামান্য দেবতা,
বনালয়ে যাপে দিন বনফুল ক্রোড়ে
ভক্তহীন স্বস্তি লয়ে ।
বায়ু যায় কয়ে
বিস্মৃত অতীতে তার মহিমা-বারতা ।

শিবের চত্বরে আজ যাব না তো আমি,
যারা যায়—যাক তারা তুচ্ছ বরকামী ।
পুরাণের শিবলিঙ্গে
পুষ্প-বিল্বদল
অভিষেক বৃথা দাও—ও পূজা নিষ্ফল ।

হে কুমারী,
লও শুধু নয়নের জল।
ত্রিশ কোটী দেব মাঝে শিবরূপ ধ্যানে
আজো নারী মাগে কেন প্রিয়তমে তার ?
যে দেবতা উদাসীন, কণ্ঠে সর্পহার,
কেন সেই দেব লাগি ব্রতের পালনে
উপবাসী দিবারাত্রি কাটে জাগরণে ?
তুমি একব্রতী বলে, গৌরীর প্রেমিক !
অনেকের বহু আছে—একনিষ্ঠ শিব।

হে মোহন, শোন মম কথার আঘাতে
ইন্দীবব নেত্রযুগে প্রশান্তি নিবিড
দীর্ণ হয়ে চূর্ণ হোক—
তীক্ষ্ণ বাক্যাঘাতে
ক্ষণিকের দৃষ্টিপাতে
জ্বলুক অনল, ওগো চন্দ্রচূড়, ওই তৃতীয় আঁখিতে।
নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে
আর পারিবেনা তুমি ভোলাতে আমায়।
বহ্নিআলেয়ায়
প্রলয়ের নৃত্যতালে হোক পরিচয়,
আজ শান্তি নয়।
বার বার করেছ বঞ্চনা,
তোমার বরণ মাল্য ছিঁড়ি যে ধূলায়
ভেবেছি তো আর গাঁথিব না।
রাজবেশ ধরি
দ্বারে কত এসেছে ভিখারী !
আপনা পাশরি
সঁপিতে গিয়েছি মাল্য হীনকণ্ঠে তারি।

কঠিন ধিক্কার
মোহভঙ্গে দিয়ে বারবার
সে মালাবে দলিয়াছি চবণের নীচে।
পূজা মম হয়েছে যে মিছে।

হে মোহন, দেখ মম গতাসু দিবস
থরথব কাঁপিতেছে বিদায়-বিবশ।
বিশুষ্ক মালিকা আজো হস্তে শোভে কম,
পরাইনি গলে কারো।
ক্ষুব্ধ আত্মা মম
শিবরাত্রি যাপিতেছে পিপাসা দহনে।
সুস্নিগ্ধ পারণে
জানি, তুমি এনে দেবে চরম সন্ধান।
তাই এই প্রাণ
অন্তহীন শিবরাত্রি করে ফিরে ফিরে ;
ব্রহ্মচারী প্রাণ
বরমাল্য কণ্ঠে তব করিতে প্রদান,
অন্তহীন পিপাসায় সলিলের তীরে।

বর্ষশেষের গান

কোথায় তুমি, কোথায় তুমি,
আকাশে ওড়ে সুর—
পাশের বাড়ির আলিসা ধরে
ওঠে সে অনেকদূর।
গির্জাঘরের ঘড়ির আগে,
অক্‌টোলিনির চূড়ার আগে,
নীল আকাশে সে সুব আজি ব্যথায় চুরচুর।
তোমারে চাই, তোমারে চাই,
—কাঁদিয়া কহে সুর।

চৈত্রশেষেব বেদনা দিযে গড়া এ সুর মম,—
অনেকদূরে যাবে ;
রেলের সাঁকো, বনেব ধাব ,
জোয়ারে ভাঙা তটের পার ;
সাগবপাশে বিরহে লুটি আমাব সুর গাবে,—
কোথায তুমি, কোথায তুমি ?
কোথায গেলে পাবে ?

চিলের ওড়া শিখেছে সুব ;
কাকের ডানার গতি ;
এরোপ্লেনেব পাখার বেগ ধবেছে সুব মম।
অনেক দূরে যেতে যে হবে,

যেখানে প্রিয়তম,
পাথরপুরে একেলা নিশি জাগো।
অনেকে আছে সেখানে, শুধু আমার ছায়া নাই ;
বল তো প্রিয়, নিরালা ক্ষণে পরশ আজও মাগো ?

বাঁধন হারা এ সুর আজি বাতাসে মেলে যায় ;
সুবাস সম, বীজাণু সম
ছড়ায় চারিদিক।
চৈত্রনিশা অবশ প্রেমে নূতন বাহুডোরে
আকাশে কাঁপে পহেলা রবি মাগি,
তোমারি লাগি, তোমারি লাগি,
কাঁদিয়া কহে সুর—
আমারি সুর আকাশে অনিমিখ—
আজিও শুধু তোমারি লাগি
—আমার সুর কহে—
তোমারি লাগি
বিরহে আমি জাগি।

চেতনার প্রভাতে

শুধু স্মরি গত অপরাধ—
নিঃসঙ্গ কারার কক্ষে নিঃসঙ্গ নায়ক,
এ ভারতে, হে বিশ্বের মুক্তির বাহক,
স্থবির-দুর্ব্বল দেহে নিত্য উপবাস,
তবু মুখে তুলেছি যে বিলাসের গ্রাস ;
একবেলা অনাহারে করিনি স্মরণ !
বন্ধনেরে জয়-করা প্রেমের সাধনা,
মৃত্যুরে পরাস্ত-করা নিরস্ত্রের রণ,
একা একা করে গেলে।
বেদনার কণা
উপহার দিলাম না।
অসার চেতনা
কোনদিন হ'লতো না সে প্রেমে বিহ্বল !

নিরুদ্ধ পাথর-চাপা দেয়ালে নিষ্ফল
কত কালো রাত্রি এল !
বাদুড় উড়িল ; বুভুক্ষু শকুনী দল
ভারত শ্মশানে
শবদেহ ত্যাগ করে,
রাত্রির প্রহরে
তমসার বার্ত্তা আনে
নিস্প্রদীপ সেলে।
অগ্নি দিলে জ্বেলে
সূচীভেদ্য অন্ধকারে।

দীর্ঘ-দৃঢ় ব্রত পদচিহ্ন অনুসারে
করিলে গ্রহণ।
আনন্দমঠের সত্য হ'ল উদ্‌যাপন।

তোমারি জীবনে তারা
জন্ম নিল, যারা
মরণে বরণমাল্যে ডাকে বারবার।
সহস্র বিপ্লব জাগে ;
শত ঢেউ লাগে ;
কত দীপ জ্বলে, নেভে হৃদয়ে তোমাব।
কক্ষে কক্ষে তবু কেন জ্বালি দীপান্বিতা,
বহ্নি দিয়ে লিখি নাই জীবনের গীতা ?

অজানা সমুদ্র তীরে,
হে বিপ্লবী তুমি,
ডাক দিলে ইশারায় ;
ঘুমন্ত উষায়,
প্রদোষের মূর্চ্ছাহত মোহ-চন্দ্রিমায,
কপোলে-ললাটে চুমি,
ডেকে গেল স্বর।

আজ স্মরি অপরাধ—
দেই নাই সাড়া ;
তোমার স্রোতের বেগে ভাসায়ে শরীরে,
স্বর্গের সোনার দ্বারে হয়ে অগ্রসর,
আমরা যাইনি পেতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,
মুক্তি যার জন্মসত্ব—সেই মুক্ত প্রাণ।

অলকার একপাশে ছিল ল্যাজারাস,
আজ তারা ব্যাধিমুক্ত, এলো স্বপ্রকাশ।

কাব্যধর্মী মনে তবু আসে দ্বিধা-ভয়—
শ্মশান বৈরাগ্য নাকি, শ্মশানেই লয়?
এই মত দেশপ্রেম, বল, শেষ হয়?
আবার কি ফিরে যাব তমসার পারে?

তোমারে করেছি হত্যা বিমূঢ় অজ্ঞানে,
শংকার ভুল-বোঝা, স্পর্দ্ধিত বিচারে।
তমসার জ্যোতিরেখা, পথের সন্ধানে
তোমার সাথের থেকে ফিরে কতবারে।

তবু আজ ডেকে যাই—
দিয়ে যাই ডাক;
প্রাণ ভরে পাই বন্ধু, বাজের শপথ।
সহস্র জনতা এক কণ্ঠে ধ্বনি পাব,
প্রলয়ের বুকে পাব খুঁজে শেষ পথ।
ভারতের গিরিচূড়া, বনে উপবনে,
প্রতি বিহগের সনে,
প্রতি ধূলিকায়
আমার গলার স্বর ডেকে ডেকে যায়—
হাত দাও, হাত দাও,
প্রেমে দীক্ষা নাও।
জোয়ারের রুদ্ধ বেগ,
গতির আবেগ,
আমাদের পায়ে পায়ে তুলে দিক সাড়া।

হাতে শুধু হাত দাও,—
ডেকে গেল যারা,
বিনিদ্র নিশির তারা প্রহরী নির্ভীক
তাদের ডাকের সাড়া আজ ডাক দিক
মিলনের পূর্ণিমায় আজি ডাক দিক।

সাম্প্রতিক

কাহার বিদায় যেন জীবনের তলে
জড়ানো রয়েছে, আহা, নয়নের জলে!
যখনি আঘাত বাজে, কেঁপে ওঠে তার,
ধ্বনিত বিলাপ হয়—'যাই যাই' বলে।

তবু খোল পুষ্পমাল্য কাল কেশ হ'তে,
—শ্বেতপুষ্প সৌরভেতে মূর্চ্ছে দেহমন।
এবার রাগিণী হোক ভৈরবী উদাস,
বীণাতে বেঁধনা পুনঃ ললিত-বিভাস

অবলুপ্তি শান্তিস্নানে করিনি সন্ধান,
বাজেনা মিলন এই রুদ্র বীণা বুকে.
বেজেছে সুদূর এক গভীর ইঙ্গিত,
ভস্মজাল ভেদি' জ্বলে চিত্তে হুতাশন।

চেয়ে দেখ মৃত মন—
সপ্তসিন্ধুপারে
দুর্ব্বল বাসনা দিয়ে গড়া হিমপুরী,
শীতল আরামে তার বিছাবে শয়ন?
মালাগাঁথা তুলে নেবে ফেলি প্রহরণ?
সেখানেতে পথ চাহে বিরহী কুমার
নয়নের নিদ্রাহীন অনিমেষ পলে।
ধূপধূমে ছায়াচ্ছন্ন নিদ্রিত প্রহর।
বাতায়নে গাহে বসি প্রেমিক কোকিল।
সে প্রাসাদ গাঁথা থাক অবচেতনায়,
আমারে জগৎ ডাকে—নিলাম বিদায়।

যে অনল নিজহাতে জ্বালিয়াছি আমি
শেষদান জানি তায় এই আত্মাহুতি,
তবুও অন্তরে জ্বলে অনির্ব্বাণ শিখা,
ছায়াপথ বক্ষে হয় অগ্নিপথ লিখা।
অবলুপ্তি চাহি নাই প্রেমের শয্যায়—
বাজুক বীণার তারে বিদায়-বিলাপ,
অদেখা প্রণয়ী মম কবে হাহাকার—
আমারে জগৎ ডাকে—বিদায় এবার।

প্রশস্তি

'প্রবাসী পরদেশী হে'—

প্রবাসী, পরদেশী হে, আমি দ্বারেতে সমাগত,
ভুবন-ভরা শোভার মাঝে কোথায় তুমি আজি ?
ফুলের বনে তোমারে খোঁজে ভ্রমরা আঁখি মম।
মমতাহীন দিবসরাতি তোমার অবসানে।
ভরিয়া দিতে ফুলের গানে প্রতি ও ক্ষণ নিতি,—
ফলের বোঝা নামাতে আসি কুটীর আঙিনাতে ;
আমার বনে তোমার লতা বাতাসে দোলাদুলি,
ফুলের বনে ফুলের বঁধু, কেমনে আছ ভুলি ?

অতল-নীল আকাশতলে পাহাড়-চূড়া জাগে,
বিলীনরেখা চক্রবাল পায়ের ছোঁয়া মাগে।
সকল আশা, ভরসা তব হ'ল কি দূরাহত ?
ফুলের বনে ঝরিয়া গেলে প্রবাসী ফুল মত।

প্রবাসী পাখী, বাঁধিলে বাসা অচল-চূড়া 'পর,
প্রবাস হ'ল আপন ঘর—ডাকিলে সবে ঘরে।
প্রীতির তাই সুবাসকণা এখনো ভেসে আসে,
যদিও তুমি ফুরায়ে গেছ—আমারি গৃহপাশে।

কোন অভিনেতার প্রতি

আজি মম নিদ্রাহীন আঁখি
রজনীর নিদ্রাহীন যামে অন্ধকার পটভূমিকায়
স্থির দৃষ্টি দিয়া এঁকে যায়
তোমার প্রস্থিত সেই অতুল লাবণ্য।
শুষ্ক-শক্ত প্রাচীরের মত
অবান্তর দিবারাত্রি যত
বেড়িয়া ধরেছে মোরে চারিপাশ হ'তে ;
রজনীর স্বপ্নডোরে
তাই বার বার
বাঁধা পড়ে হৃদয় আমার,
সমারোহ জেগে ওঠে তারি কল্পনার।
দেখি যেন প্রসারিত কার শুভ্রকর,
প্রসারিত জীবনের প্রতি,
অনন্ত জীবন-স্রোত বহে চারিধার,
তুমি একা মৃত কেন, হে বন্ধু আমার?

তুমি কি দেখিয়াছিলে স্বর্গের ইসারা
আমার বিশীর্ণ এই করাঙ্গুলি 'পরে?
জেগেছিল আহ্বান এই কণ্ঠস্বরে
তোমারে ফিরায়ে নিতে, হে যক্ষপ্রবাসী?

পৃথিবীতে নিদ্রাহীন যাপিলে প্রহর
চির-অভিনেতা তুমি, আলোর উৎসবে।
প্রলেপ-লাঞ্ছিত মুখে
চির-অভিনেতা ;
নৃপতির সজ্জাতলে ভিখারী-হৃদয়।

সে হৃদয় পেয়েছিল যা কামনা তার,
চিরদিন ভুলে-থাকা ভালবাসা আর?
চিরদিন দূরেরাখা অতৃপ্ত প্রণয়
একটি মুহূর্ত্ত মম করেছে অক্ষয়!

তাই আজও দেখ চেয়ে—
শুভ্র মুক্তা সম দীপ্ত পঞ্চ করাঙ্গুলি
ব্যগ্র প্রার্থনায়।
দেহ যদি ধরা হতে নিয়েছে বিদায়
ভালবাসা আজও ফেরে ধরণীর শ্বাসে।
দূর থেকে চলে আসে,
অসতর্কক্ষণে উন্মনা আজিও, বন্ধু, করে যে আমায়!

হাতে হাতে রাখি নাই সকলের মত,
—জানিতাম দেহদ্বারে অনেক পথিক,
তাই, তাই অন্য পথ করেছি সন্ধান;
বাহির সকলে পেল,—পেলাম যে প্রাণ!

বলে যাও অভিনেতা,—
নিদ্রাহীন যামে
অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা মম উর্দ্ধ অভিমুখী—
সত্য সেই ভালবাসা?
সত্য কাছে আসা?
অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা আজও দহিছে হৃদয়—
বলে যাও অভিনেতা—
—সে কি অভিনয়?

জীবন

লুসিফার

আজও মম মলিন ললাটে
প্রভাশূন্য ম্লান তারা জ্বলে,
মেঘময় যামিনীর হীনতেজা তারা।
জন্মলগ্নক্ষণে
আত্মার আলোকরেখা তমো ভেদ করি
জ্বলেছিল এ ললাটে মাহেন্দ্র লগনে।
আজও তাই ক্ষীণ আলো জ্বলে
অন্ধকারে মৃত্যু হানি প্রতি পলে পলে,
মেঘজালে নিষ্প্রভ তারকা

আমি লুসিফার।
অরণ্য আঁধারে মরি পথচিহ্নহীন,
ঝরে যায় দিন
বিশীর্ণ পুষ্পের মত অজানা বিরহে
শুধু চিত্ত দহে
পথভ্রষ্ট—শাপগ্রস্ত দেবদূত-শাপে।
অন্ধকারে যাপে
অভিশপ্ত দিবা মম আলোকের জ্যোতি।
তবু জানি মনে মনে
স্বর্গভ্রষ্ট আমি।
আমি লুসিফার।

স্বর্গের আসনে, শোন দেবতা আমার,
লোভ করিয়াছি বহু।

কত বারে বার
চাহিয়াছি অধিকার
উচ্চ সিংহাসনে !—
জন্মলগ্নক্ষণে আলোকের দেবদূত .
—এই অন্ধপাপে
আদিম আঁধারে যাপে
অভিশপ্ত দিন আমারি আলোর জ্যোতি !
ক্রমে নীচে যাই—
সুখপূর্ণ কি সহজ ভ্রমণের গতি !
ডাকিছে অতল মোরে পরম আদরে,
পাতালে রচিত আছে রাজসিংহাসন,
সাঙ্গপাঙ্গ জুটিয়াছে ।
শোন অন্তর্য্যামি, এবারে তোমার মৃত্যু !
অন্ধ রসাতলে
লৌহের বন্ধনী দিয়ে বাঁধিয়া তোমারে
লভিব সাম্রাজ্যশক্তি একচ্ছত্র আমি,
সাবধান এইবার তোমারে অন্তর্য্যামি !

তুচ্ছ যত দর্শনের লক্ষ তর্কজালে
ধূলা উড়ায়েছি, আজ মুমূর্ষু তপন
নিজের অন্তর খুঁজি মনোমত সাধ
যুক্তির আকারে গড়ি বেঁধেছি নয়ন ।
বাঁধিয়াছি তোমারেও, শোন তুমি প্রিয়,
আপনার অবিশ্বাসে হীনবুদ্ধি দিয়া
নিক্ষেপ করেছি তোমা কোন পঙ্কস্রোতে,
সাথে হায়, নিজসত্তা দেছি বিসর্জ্জন ।
মনোমত যুক্তি দিয়ে বেঁধেছি নয়ন ।

ভুলের গাঁথিয়া মালা কণ্ঠে পরি নিজ,
ভুলের কুসুম-সাজে সাজি নিরন্তর।
জীবনে মরণে ভুল—তবু অকস্মাৎ
চেতনা চকিতে আনে স্বর্গভাষী স্বর।
—'মাহেন্দ্রলগন আজও বিফল প্রয়াসে
তোমারি স্মরণে কাঁদে,
পারিজাত-বনে আজও রতি ক্রীড়া করে,
আজও সুরসভা
উৎসবের রাত্রে হাসে দীপাবলী জ্বালি ;
সঞ্জীবনী-পাত্রে আজও লুকায় বাসনা,
বেদনার তীব্রদাহ ;—
সে স্বর্গ তোমার।
নহ তুমি তার।
এ অরণ্য, হায় মূঢ়, সপ্তস্বর্গে যার,
একদা প্রবল তেজে ছিল অধিকার,
এ অরণ্য, অন্ধকারা মোহান্ধ সত্তার,
আজ তারি বাসভূমি।
হায় লুসিফার।'—

শুনেছি সঙ্গীত আমি,
দিয়েছি উত্তর।
সে উত্তর জানেনাতো দিবারাত্রি মম,
জানে শুধু স্বপনের চরম বিস্মৃতি,
আর তুমি জানো একা, হে অন্তরতম।

শরণং গচ্ছামি

দেহ হ'তে দেহান্তরে করেছি সন্ধান,
ব্যগ্র-ত্রস্ত পায়ে পায়ে করেছি ভ্রমণ
কি পরম সত্য লাগি ?
মিথ্যা মরীচিকা
নামাল সত্যের মুখে কালো যবনিকা,
ঐশ্বর্য্যের ভরা ভাণ্ড করিল গোপন।
লুব্ধ অজানার লাগি দেহ হ'তে দেহ
নখরে করিয়া দীর্ণ খুঁজেছে রতন
সাগরে ডুবুরী সম।
অন্বেষণ মম
তবু দেহ-রত্নাকর দেয় নি কখনো ;
এ জীবন-বালুতটে আজো ঢেউ গ'নে'
কাটাই তমসাচ্ছন্ন বিরহ-রজনী।

হে মোহিনী, সুরা-পাত্র আবরিত হাতে
এসেছ, এসেছ তুমি কোজাগরী রাতে।
হে যৌবন, পূর্ণিমার অতন্দ্র প্রহরে
আমার সাগরে শোন, জোয়ার-কল্লোল,
প্রেমের শরীর বক্ষে এখনও হৃদয়
ধরা দিতে বারবার হয় যে চঞ্চল।
হে যৌবন, স্বর্ণপাত্রে স্খলিত সুরায়
বার বার দেহমন সিক্ত মদিরায়।
ধরার বাঞ্ছিতা তুমি,
আকাশের পারে
তারকা-সনাথ রাত্রি কম্পিত যেথায়,
যেথা চির দক্ষিণের অশান্ত সমীর

'নীল মেঘে ঝুলনের দোলা দিয়ে যায়,—'
শত বিরহীর আঁখি সেই অলকায়
প্রাণের প্রতিমা খুঁজি উন্মনা ব্যাকুল ;
স্বপনের ভাঙা-ভাঙা পরীর পাখায়
যেখানে মনের আশা চির প্রেমাকুল,
সেই কল্পলোক পারে, মোহিনী যৌবন,
ব'সে আছ, আধহাসি বিবশ-অধরে।
শত অলক্ষিত সূত্রে তুমি ক্ষণে ক্ষণে,
হে যৌবন, স্পর্শ কর ধরণীর মনে।
তাই তো নীরস যত দর্শনের পাতা
প্রবল দক্ষিণা বায়ে ছিঁড়িয়া উড়াই।
নিরাশা তো পরিণাম,
তবু ফিরে যাই
দেহ হ'তে দেহান্তরে অন্ধ বাসনায়।

•

এ যৌবন মৃত আজি দূর-অস্তাচলে,
প্রভাতী তারার মত মাগিছে বিদায়।
তারি মত ক্ষীণজ্যোতি মুমূর্ষু ব্যথায়,
উদয়-আকাশে চাহি নয়নের জলে।
আসন্ন বিদায়ক্ষণ ;
হরকোপানল
আমার স্মরেরে ভস্ম করেছে সময়ে।
আজি কৈলাসের শিরে আকন্দ কেবল,
রক্ত সুরাপাত্রে দেখি শুভ্র গঙ্গাজল।

•

তবু কেন, তবু কেন কোদণ্ড-টঙ্কার ?
অশোক-পলাশ গাছে হ'ল নিষ্পেষণ ?

পড়িল অলকে ঝরি কুরুবক-দল ?
শিহরে ভুবন আজো মন্মথ-স্মরণে !

হে যোগী, নয়ন মেল ;
হৃদয়ে আমার
আবার, আবার দহ প্রমত্ত মদন ,
ক্রোধ প্রভু, ক'রো না তো আর সংবরণ
নিমেষে ঘুচাও মম প্রণয়-বিকার ।

ধীর-শান্ত বনস্থলী ,
ধীবে বয বায়ু ;
দেহ হ'তে দেহান্তরে ব্যাকুল ভ্রমণ—
এই তো অর্পণ কবি পায়েতে তোমাব
হে বিবাগী, বৈবাগ্যতে নিলাম আশ্রয় ।

বৎসরের গান

এক

পুরাতন বৎসরের ক্লান্ত পদধ্বনি
শুনি নাই, শুনি নাই আমি।
শুষ্কপত্র-মর্ম্মরসভায়
চলে যায়, চলে যায়
রৌদ্রদগ্ধ বৎসরেব জীর্ণ-শ্রান্ত কায়।
বাতায়নে রেখে কান, শুনেছ কি গান ?
নীলপাখী, আশাপাখী, পক্ষ ঝাপটায,
নূতন দিনকে ডাকে গানের সীমায।
রৌদ্রের বক্তিম বর্ণে আপেল ফলায়।
কত ফুল ফুটে যায়। মৌশুমী ফুল।
সবুজ লনেরে ঘেরে ডেইজি-গোলাপ।
বিদেশীব উচ্চকণ্ঠে বর্ষ-আবাহন
সহসা ডাকিয়া নেয় এই দেশী মন।
কত ডেজি ঝরে গেছে পরাগ ঝরায়ে;
সোনালী বক্ষের আভা মিশেছে মাটীতে;
ক্ষণস্থায়ী ডেজি শুধু ফুটেছে ঝরিতে;
বিশীর্ণ পরাগ-শয্যা বিস্মৃতির ছায়ে।
চলে এস বাতায়নে, ঝরে যাক ফুল:
চেওনা ফুলের পানে ;—দেখ চোখ তুলে,
আশাপাখী, নীলপাখী, করে কলগান।
গানে গানে জেগে ওঠে বৎসরের প্রাণ।

দুই

সে পাখীর চক্ষে কভু ঝরে অশ্রুবারি,
যে পাখী গেয়েছে গান মম বাতায়নে ?
(অসামান্য আজও তুমি আমার অন্তরে,
বাহিরে ভুবন জানে তুমি সাধারণ,
ভাবরাজ্যে পরদেশী, তুমি নাগরিক।
কি কাজ মস্তিষ্কে, যার রূপের ভূষণ ?)
পাখীর চোখেতে কভু ঝরে আঁখিজল।
ক্রিস্‌মাস্‌-কার্ড-রংএ পড়েনি তো ধরা।
আমার পাখীর চোখে জলের ইসারা।
আমার আশার পাখী একডানা ভাঙা।
প্রেমের বিদায়ে গাঁথা বর্ষশেষ গান,
নিবন্ত আলোর মত কম্পিত ব্যাথায়।
তবু ডানাভাঙা পাখী পক্ষ ঝাপটায়,
তবু তারি গানে গানে শিহরে পরাণ।

তিন

ক্রোকাসের ঝোপে ঝোপে বিদেশী বন্দন
শোন বন্ধু, কান পেতে ;
আসিছে জীবন,
নূতন জীবন লয়ে নব বর্ষাগম।
আমন, আমন !
সুমহান বাজে দূর চার্চ্চায় শিখরে।
খৃষ্টীয় প্রণয়ে কর প্রবেশ বৎসরে।

জাপানী ফানুষ প্রেম ছিঁড়েছে আমার ;
নিভেছে মোমের বাতি।
ছোট ছোট মোম,
লাল-নীল-পীত-সাদা,—
জ্বেলেছিনু আমি
তোমারি বেদীব তলে, দেবতা আমার।
যে দেউল আলো কবে চন্দ্র-সূর্য্যভাতি,
বিশাল যজ্ঞের শিখা দীপ্ত বহ্নিমান
যে দেউলে নভোগামী ;
সেই দেবালয়ে
ছোট ছোট, নানারঙা মোমবাতি-সাজে
উজ্জ্বল কবিতে আমি, চেয়েছি, ঈশ্বব!
যে প্রেম অনন্তকাল নিজেব শোণিতে
পতিতেব মুক্তিকামী,
সেই প্রেমশিখা
জাপানী ফানুষে আমি
চেয়েছি ধবিতে
ক্ষুদ্র বর্ত্তিকাব মাঝে!
হে প্রেমের দেব,
আজি বৎসরের শেষ,—খৃষ্টীয় বৎসর—
সারা চিত্ত ব্যগ্র হয়, চাহে অবতার—
—প্রেমের প্রতীক্ চায়!
মুগ্ধ চিত্ত ধায়
ভুলি জাতি-বর্ণ-দেশ ধরিতে তোমায়।

চার

(পাখীরে দিয়েছ তুমি সীমাহীন স্থান,
আমারে দিয়েছ তুমি সীমাহীন প্রাণ।
কতবার মরে মরে আসিলাম ফিরে ;
শঙ্কিত-কম্পিত-পায়ে তমসার তীরে।
মরেছি হাজার বার প্রেমের মরণে
নূপুর বেজেছি কত চরণে চরণে।)
পরিশ্রান্ত আজো যার,
ধরণী-সীমায়
বিষাদের ঘন মেঘে জীবন-বোঝায়
টেনে চলে অশ্রুচোখে,
নিদ্রার লাগিয়া
পাখীর ডানার সুপ্তি নিয়ত মাগিয়া
আকাশে পাঠায় তারা কণ্ঠ প্রার্থনায় ;
তাদের পুরোণো বর্ষ দিতেছে বিদায়
ডেইজির ঝরানো দলে।
যে নারীর বুক
আজো ভরে নাই কোন আকাঙ্ক্ষার সুখ,
যা'র চোখে নামে নাই মধুর স্বপন
প্রণয়-সম্ভোগ শেষে,
যে নারীর দেশে
দুইটি আঁখির জ্যোতি করে নাই আলো ;
তাহারে বিদায় দাও, হে বর্ষ প্রাচীন।
আনো নব দিন,
নবীনা ধরার বক্ষে নূতন বরষ ;
নবীন মানুষ লাগি।

প্রেম অবতার
তোমার শোণিতে জন্ম লভিবে আবার

পাঁচ

(আমার প্রেমের গীতি আজও চিরঞ্জীব,
তারায়-তারায়-গাঁথা বিরহ-বিলাপ,
ধরাতে ফিরিয়া আসে, ডুবে যায় সুর,
বৎসরের শোভাযাত্রা, বিরহে আমার।
পরায়ে দিয়েছি বন্ধু, যেই কণ্ঠহার,
আরক্ত গোলাপ-গাঁথা বাসনা-রঙীন,
সে ফুল ঝরেছে আজ ম্লান ধূলিলীন,
কেকের কামড়ে ফেরে স্মৃতি-পিপীলিকা।
বিদেশী ভাবেতে মুগ্ধ বিদেশীর প্রেমে,
বৎসরে বন্দনা করি অন্তর-বাহির,
একজনে ভালবেসে করেছি জাহির
সে প্রেম মিলালো আজ,---হায় মরিচীকা।)
আমার আশার পাখী এক ডানা ভাঙা।
কেন তুমি ফিরে এলে, হে বর্ষ আবার?
নিয়ে এলে নীলাকাশ স্মৃতিরাগে রাঙা,
নিয়ে এলে সেই ফুল প্রেমে জন্ম যার।

শেষ

শীতের হিমানী-সিক্ত পাহাড়ে পাহাড়ে
বাজে আজি মেঘমন্দ্রে—শোন কি যে বলে—
'নূতন দেবতা এস নবছন্দোসুরে,
প্রাচীন, বিদায় নাও, নব খ্রীষ্ট এস।'
তোমার দেবতা আজ আমারও দেবতা,

হে বিদেশী ;
প্রাণ মম খুলেছে মৈত্রীতে,
সমগ্র জগৎ আমি চাহি বক্ষে নিতে,
আমার প্রেমের শিখা আজি সর্ব্বগামী।
ফুল যদি ঝরে যায়,
বিদায়-সভায় যদি মোর গীতি গায়
প্রেমের বিদায়,
যায় যাক্ তুচ্ছ প্রেম, জানি নব প্রেম
আমারে চাহিয়া আছে দিগন্ত-সীমায়
বৎসরের জীর্ণ ভস্মে জাগো, জাগো আশা
ভালবাসা তুচ্ছ—গাও জীবনের ভাষা।

সমালোচনা—"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়মপি।"

"A critic is not to say all he can, but only all he ought"—

সমালোচনা

প্রমথ চৌধুরী

যদি লিখি—'সুদীর্ঘ আটাত্তর বৎসর পরে সাহিত্য জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইয়াছে। স্বকীয়তা, নির্ভীকতা ও মৌলিকতার দ্বারা স্বর্গগত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহার পূরণ আর কোনো সম্ভবপর কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।'—তখনই কলম নিস্তব্ধ হ'বে। কারণ, মনে মনে জানি 'চার ইয়ারী' এবং 'নীল লোহিতের' জন্মদাতা প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্কে কিছু লিখবার ভাষা এবং প্রণালী এ নয়।

সাহিত্যে আমরা নবাগত মাত্র। এ নব-যুগের পাকে ছ্যাকরা গাড়ী চাপা পড়ে যথেষ্ট চ হয় নাই প্রত্যক্ষভাবে কখনও প্রমথ চৌধুরীর নিকটবর্তী হ'বার প্রচেষ্টা করিনি। সুতরাং তাঁর বিষয়ে আমি যা লিখব তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল হবে। মানুষ হিসাবে তাঁকে দেখে কোন নূতন আলোকপাত করবার সম্ভাবনা নাই। তবে, সাহিত্যিকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনা সমূহে একথা স্বীকার্য।

সাহিত্য পাঠের সময় মনে মনে সমগ্র আলোকচিত্রখানা ফুটে ওঠে। প্রমথ সাহিত্য আমার মনে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছে তাঁর ঝকঝকে-চকচকে ভাষা, এবং সেই ভাষার পশ্চাতে একটি স্বচ্ছ ও বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত মন। সেই মন এতই স্পষ্ট যে ছাপার কালির আড়ালে সে কখনও অন্তর্হিত হয়নি। সেই ভাষা এতই শক্তিশালী যে পাঠমাত্রেই পাঠককে আবিষ্ট করে। তাই আজ আমার ভাষাও আমার নিজের ভাষা থাকতে চাচ্ছেনা, প্রতি মুহূর্তে 'বীরবলী ঢং' এর অক্ষম অনুকরণের মোহে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছে।

প্রমথ-সাহিত্যে অনুসন্ধিৎসুর তাঁর রচনার শোভন সঙ্কলন নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না, লাইব্রেরীর ধূলিমলিন তাক থেকে অনাদৃত 'সবুজপত্র' খুঁজে নিতে হ'বে। পরে অন্য পত্রিকা সম্পাদনা করলেও আজও প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখ মাত্রে সাহিত্য রসিকের চিত্তে স্বতঃই 'সবুজ পত্রের' নামও উদিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ১৩২১ সনে ২৫শে বৈশাখ 'সবুজ পত্রের' প্রথম সংখ্যা ২০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের 'কান্তিক প্রেস' থেকে প্রকাশিত হওয়ামাত্র বাংলার সাহিত্য জগতে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়।

প্রায় দুই বৎসর রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' ভিন্ন অন্য কোন পত্রিকায় কিছুই লিখতেন না। সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। 'বীরবল' নাম গ্রহণ করে এই পত্রে তিনি অজস্র রচনা করেন। একটি বিশেষ ভাষা ও ভঙ্গির উদ্ভব প্রমথ চৌধুরীর দান, সেই ভাষা 'বীরবলী ভাষা' নামে তখন খ্যাতি-অখ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছিল। 'সবুজপত্রের' প্রায় প্রতিটি সংখ্যা ও সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার স্বনামধন্য পণ্ডিতদের এই ভাষাকে কেন্দ্র করে বাদ প্রতিবাদ পাঠ করলে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রচুর শিক্ষার খোরাক পাওয়া যায়।

'সবুজপত্রের' এক একটি সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হ'ত। সেই রচনাগুলি এত স্পষ্ট যে তাঁর সাহিত্যিক আদর্শে কোনরূপ কুহেলি-গুণ্ঠন ছিল না। প্রমথ চৌধুরী কেবল লেখক ছিলেন না, তিনি মনে-প্রাণে প্রকৃত সাহিত্যিক ছিলেন। বিধাতাদত্ত লেখন-প্রতিভার অধিকারী হয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তিনি লেখনী পরিচালনা করেননি। অনুশীলন দ্বারা সেই প্রতিভার চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। তাঁর রচনাবলীতে তাঁর উচ্চশ্রেণীর বিস্তৃত সাহিত্যানুশীলনের ছাপ পড়েছিল। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক এবং কলাবিদ্যাকুশল। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক লিখে গেছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় প্রতিটি বিষয়েই তাঁর নিজস্ব বক্তব্য আছে। প্রমথ চৌধুরীর অপরিমিত রচনাশক্তি এবং রচনাউৎস ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরেও কয়েকটি পূজাসংখ্যা সাময়িকীতে তাঁর তাঁর নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে দেখেছি। তিনি গদ্য ও কাব্য উভয় রচনাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। গদ্যে তিনি গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন, কাব্যে সনেট ও সাধারণ কবিতা।

'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রায় দশ বৎসরকাল সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম চার বৎসরের পত্রিকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে যে কোনও অনবহিত পাঠক পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনাপথের সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাবেন। তারপরে সেই সব মতামতের ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বহুদিনের মধ্যে অনেক বলবার কথা জমেছিল এবং নূতন কথা ছিল বলেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন শাখায় এই 'সবুজপত্রটি'র আবির্ভাব হয়। সম্পাদক

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের ধারণায় একটি সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। সে সত্য তাঁর কাছে এতই সুস্পষ্ট যে প্রকাশের পথ অবশ্যম্ভাবী। প্রথম সংখ্যা 'সবুজপত্রের' 'মুখপত্র' দেখা যাক—

"সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরুক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের পত্র মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তাহ'লে আমরা বাঙালী জাতির সব চেয়ে যে বড় অভাব তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের যে কতটা অভাব, তারি জ্ঞান।... দেশের অতীত ও বিদেশের বর্ত্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।... আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই সাধ্য।...বড়কে ছোটর মধ্যে ধরে রাখাই আর্টের উদ্দেশ্য।'...

এখন দেখা যাক 'ভোরের পাখী' এই সাধনা সিদ্ধির জন্য কি পথ অনুসরণ করেছিলেন। বিষয়বস্তুর দিকে মন দেওয়ার পূর্ব্বে ভাষাভঙ্গির দিকেই মন দেওয়া আবশ্যক। কারণ এই বিশিষ্ট ভাষা ভঙ্গিই বঙ্গসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

এই ভাষাভঙ্গির নাম হচ্ছে 'চলিত ভাষা' অথবা মৌখিক ভাষা। অধুনা আধুনিক সাহিত্য যে ভাষায় আশ্রয় নিয়ে বর্দ্ধিত হচ্ছে সে ভাষা নিজ স্বরূপ লাভ করেছে প্রমথ চৌধুরীর কলমে।

"আমি বহুকাল হ'তে এই কথা বলে আসছি যে বাংলাসাহিত্য বাংলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। বাঙালীর ভাষা বাঙালীর চৈতন্যের অধিষ্ঠান।" বাঙালীর আত্মাকে সংস্কৃত ভাষার দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে হাস্যকর দুর্দ্দশা হবে, বিশদভাবে লেখক সেটি 'সবুজপত্রের' দ্বিতীয় সংখ্যায় দেখিয়েছেন। এই সূত্রে তাঁর অন্যান্য মতামত উদ্ধৃত করি—"মৌখিক ভাষার স্বরাজলাভের তৃতীয় পরিপন্থী হচ্ছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষা—অর্থাৎ সাধু ভাষা।"

"আমরা লেখায় সকলকে মুখের ভাষার অনুসরণ করতে বলি, অনুকরণ করতে নয়,—তার কারণ লেখার ভাষা মুখের ভাষা হতে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন।"

"সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিপদ, উৎসাহ, আশা, নৈরাশ্য, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি যে সকল মনোভাব আমাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ, সে সকলের প্রকাশের জন্য আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দ সকলই বিশেষ উপযোগী, আর আমাদের বাহ্য মনোজগতের যে অংশ সংস্কৃত ভাষায় গড়া, তার কথা কাব্যে আনতে হ'লে উপযুক্ত সংস্কৃত শব্দই আমাদের ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে তার Association এর ঐশ্বর্য্য আমরা না হারাই—'

"সাহিত্যের ভাষা" প্রবন্ধে সংস্কৃত ভাষা মিশিয়ে মৌখিক ভাষাকে সম্পদশালী করে নূতন লেখ্য ভাষা বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করবার পথ নির্দ্দেশ দিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখার সঙ্কলনগুলি পাঠ করলে উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া যাবে।

মোট কথা হচ্ছে, কৃত্রিম সাধুভাষা বর্জ্জন করে মৌখিক ভাষায় রচনা লিখে বাংলা ভাষাকে গড়ে তুলতে হবে। অথচ সেই মৌখিক ভাষা নিছক অনুকরণের বস্তুরূপে কুশ্রী গ্রাম্য প্রাদেশিক ভাষাতে যাতে পরিণত না হয়ে পড়ে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা সমীচীন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায়, বিবেচনা পূর্ব্বক, মৌখিক ভাষার অঙ্গরাগ করা প্রয়োজন। এক কথায় সাধুভাষা এবং মৌখিক ভাষার উপযুক্ত মিশ্রন আবশ্যক।

এই মতামত 'সবুজপত্রের' সাহিত্যিক জগতে নিদাঘে আইসক্রীমের মত সাদরে গৃহীত হ'ল। এমন কি,—"রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী রীতি পরিত্যাগ করিয়া 'সবুজপত্রের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবলের আদর্শে বা অনু-প্রেরণায় চলতি ভাষাকে লেখ্য ভাষার একমাত্র অবলম্বন করিয়া গ্রহণ করিলেন।" ('বাংলা বুলি'—শনিবারের চিঠি,) 'সবুজপত্রের' প্রথম বৎসরের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ এই 'বীরবলী ভাষা' গ্রহণ করেছেন। তারপর 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডের কিছু কিছু গল্প ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসখানি এই ভাষাতে লিখিত হয়ে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। এই ভাষারই ক্রম-বিবর্ত্তন দেখি 'শেষের কবিতা' ও 'মালঞ্চে'।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ভাষার পার্থক্য এই যে, প্রমথ চৌধুরীর ভাষা একটি বিদ্যুৎস্ফুরণ।* রবীন্দ্রনাথের হাতে কবির ভাষা, বীরবলের ভাষা [illegible] বাগ্‌রসিকের।

[illegible] আশ্চর্য্য ভাষার সাহায্যে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন

সমালোচনা, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। ভাষা তাঁর হাতে যন্ত্র-গাড়ীর মত যে কোন পথে চালকের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হ'ত। কখনও এই নবগঠিত 'চলতি ভাষাতে' দৈন্য দেখা যায়-নি। আজ আধুনিক সাহিত্যে এই ভাষারই জয়গান। প্রকৃত পক্ষে, আধুনিক সাহিত্য বীরবলের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী।

বীরবলীয় ভাষার পূর্ব্বেও অবশ্য এই চলতি ভাষা ছিল, এ ভাষা ভুঁইফোঁড় নয়। শতাব্দীর সঞ্চয় আত্মসাৎ করতে পারলে তবে এক একটি ভাষার জন্ম হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্সা' সম্পূর্ণভাবে কথ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ। পুস্তকের ভূমিকা পড়লে জানা যায় সেই সময় থেকেই ভাষা নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা চলছিল, (১২৮৪ শকাব্দ)। ১২৮৫ সালের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য কথিত ভাষার প্রবেশ দেখে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে প্যারিচাঁদ মিত্রের স্থান' নামধেয় ক্ষুদ্র নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কথ্যভাষা ও সাধু ভাষার সংমিশ্রণে যে আদর্শ ভাষা জন্মলাভ করে এবং করতে পারে সে বিষয়ে আভাস দিলেন, যথা—"আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে এই উভয় জাতীয় উপযুক্ত ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী রচনাগুলিতেও এই 'প্রকৃত' অর্থাৎ 'কথ্য বাংলা' ভাষার বুলি মিশ্রিত দেখি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাবিষয়ক মত এবং তৎকালীন লেখকের প্রচেষ্টা বিশদ্ বর্ণনা করলে কতটা প্রমথ চৌধুরীর ঋণ অথবা কতটা তাঁর মৌলিকতা সেই আলোচনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় এবং বঙ্কিমী যুগ থেকে 'ক্রিয়াপদে' প্রমথ চৌধুরী কতটা অগ্রসর হয়েছেন বোঝা যায়। কিন্তু প্রয়োজন কি? এমার্সনের মতে মৌলিকতাই প্রতিভার একমাত্র পরিচয় নয়। বিগত অতীতকে হৃদয়ে গ্রহণ করে আগত নবযুগের প্রতি সজাগ দৃষ্টিক্ষেপ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। বিভিন্ন দেশের জ্ঞানসম্পদ ও দেশের সাহিত্যের অতীত অভিজ্ঞতা একত্রিত হয়েছিল তাঁর রচনায়। সুতরাং প্রথমে উদ্ধৃত 'মুখপত্রের' উদ্দেশের সার্থকতা তাঁর সাহিত্য-সাধনায় পাওয়া যায়।

'সবুজপত্রের' যুগ রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাইজ পাবার পরের যুগ। বিশ্বসাহিত্যে অত বড় আসন লাভ করার পরে বিশ্বের প্রতি কৌতূহল

বাঙালীর জাতীয় জীবনে স্বাভাবিক। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' মনকে নাড়া দিলেও সম্যক্ তৃপ্তি আসে না। অথচ ভাষার সেই আধুনিকতম ভঙ্গি আধুনিকের মনে প্রাণে গৃহীত হয়েছে। জগতের আসর আরও বিস্তৃত; হুতোম নিজের জগৎ বর্ণনা করেছেন। বাহিরের জগৎ যে আমরা তখন দেখতে চাই।

সেই সময়ে একদল পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি স্বদেশের সাহিত্যে অনুরক্তি দেখান। তাঁদের রচনাবলী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। অন্ধ অনুকরণ তাঁরা করেন-নি, বিদেশের জ্ঞানকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। যে গুণের জন্য মধুসূদন আজও অমর সেই গুণ তাঁদের ছিল—assimilation. যে পাঠকের মন জেগে উঠেছে, যে অনেক চায়, সে পাঠক তৃপ্ত হ'ল।

এই দলের অন্যতম বিদগ্ধ লেখক প্রমথ চৌধুরী। তিনি ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান্ পড়েছেন, পাশ্চাত্য ক্লাসিকের আদর্শ গ্রহণ করেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন করেছেন। তাঁর হাতে সাহিত্যিকের সাহিত্য রচিত হ'ল। পরিমার্জিত ও উজ্জ্বল তার রূপ।

—"লেখাপড়া তোমার পেশা, লেখাপড়া আমার নেশা,
কাজ আর খেলা—" ('পত্র')

ভাষা ও ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নূতনত্ব, বাংলার সাহিত্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ দ্বারা বক্তব্য বিষয় বর্ণিত হ'তে লাগল, অভূতপূর্ব বাচনভঙ্গির সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল শব্দচয়ন। শব্দই ভাষার প্রাণ। 'আত্মকথা' থেকেই আমরা জানতে পারি নানা শব্দ নানা শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে গ্রহণ করে প্রমথ চৌধুরীর ভাষার 'মূলপুঁজি' বাড়াবার দিকে ঝোঁক ছিল। তিনি বলেন, "আমার ভাষার বনেদ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনাগরিক ভাষা"—'মুস্কিলআসান' সনেটে দেখা যাক তিনি অবাঙালা শব্দ কেমন আত্মসাৎ করেছেন —

"আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা
হৃদয়ে ফকির জপে "লা-আল্লা-ই'লাল্লা,"
আকাশেতে শুনি বাণী "মুস্কিল-আসান" !"

(সনেট-পঞ্চাশৎ)

এই 'শব্দ' কথাটি ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর দ্বিতীয় অবদানের কথা আলোচনা করবার ক্ষেত্র পাই। সেই অবদান তাঁর অনন্য-সাধারণ ভাষাভঙ্গি ও বাচনভঙ্গি। উপযুক্ত শব্দ সমাবেশ করে প্রমথ চৌধুরী এই ভঙ্গির গঠন করেছিলেন। কোলরিজ বলেন—"Good prose is proper words in their proper places; good verse is...the most proper words in proper places.' প্রমথ চৌধুরীর রচনায় এই proper words এর সমাবেশ দেখি। তিনি কখনও বাহুল্য ও অর্থহীন শব্দে নিজের ভঙ্গিকে ভারাক্রান্ত করেন-নি, কখনও এমন শব্দ ব্যবহার করেন নি যার সেই স্থানোপযোগী ব্যঞ্জনার অভাব আছে। তার ফলে তাঁর রচনার কাঠামো অতি সুনিবদ্ধ, স্বল্প পরিসরে সম্যক প্রকাশিত। স্থানে স্থানে তাঁর গল্প ও কবিতায় এমন কথা পাওয়া যায় যা প্রবাদবচনের মত শাণিত ও সংক্ষিপ্ত জীবনসত্য। আর্নল্ড-এর মতে এটি সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষণ; কারণ একে Criticism of life' বলা চলে।

"বিশ্ব সনে দিন রাত শুধু বোঝাপড়া,
সে ত নয় বর বরা, করা সে ঝগড়া।" (সনেট পঞ্চাশৎ)

"একটি বর্ণচোরা দৈহিক প্রবৃত্তিই যে পুরুষের নারী-পূজার মূল, একথা অবশ্য তিনিও কখনও স্বীকার করেন।" ('চারইয়ারী কথা') "আধমরা স্বস্তাই যে শাসা, একথা ত এদেশে সকলে মা সম্মত—" ('পত্র')

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দুই একজন লেখকের কলমের চমৎকার ভঙ্গি দেখি; কেননা এই সব লেখকের রচনায় অশ্লীলভাবশূন্যতা প্রতীয়মান হলেও শুদ্ধ বাচনভঙ্গির জন্য তাঁরা সাহিত্যিক জগতের উচ্চ মঞ্চে সমাসীন হতে পারেন বলে সাধারণের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বাংলা ওই ভাষা নয়! সুতরাং মনে করি, এই আধুনিক সাহিত্য নূতন কিছু এনেছে, যা এ দেশে ছিলনা—অর্থাৎ ভঙ্গিতে এই Bauter, কিন্তু যখনই প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ফিরে যাই তখনই উপলব্ধি করি এই ভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে অনেক পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই বাচনভঙ্গি, যার সর্ব্বাঙ্গীন অনুধাবন হয় মস্তিকে, তার জন্মের জন্য বীরবলকে ধন্যবাদ।

এখন প্রমথ সাহিত্যের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করে দেখালে বোঝা যাবে আধুনিক সাহিত্যে কতটা প্রমথপ্রভাব পড়েছে:—

—"তারপর কলম হাতে নিয়ে দেখি যে, আমার মাথার ভিতর এখন আর কিছুই নেই—এক কংগ্রেস ছাড়া। আর কংগ্রেসের গল্প আমি পারি শুধু পড়তে, লিখতে নয়। কেননা, দিল্লীতে আমি যাই-নি।"—'সে লাড্ডু আকারে ভাঁটার মত, আর সে চিজ দাঁতে ভাঙবার যো নেই, গিলে খেতে হয়, আর তা গেল্‌বার জন্ম গলার নলী হওয়া চাই ড্রেন পাইপের মত মোটা। আর "পুরি?" তার একখানা ছুঁড়ে মারলে নাকি প্রেসিডেণ্টকে আর দেশে ফিরতে হ'ত না"— ('নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা')

"হাঁ—এদেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান। এরা চান যে আমরা শুধু গদগদভাবে আধ-আধ কথা কই।"—('সবুজ পত্র')

—পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটীতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে, হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই "মেঘনাদ বধ" কাব্য পরগাছার ফুল। অর্কিডের মত তার আকারে অপূর্ব্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাকলেও, তার সৌরভ নেই খাঁটী স্বদেশী বলে "অন্নদামঙ্গল" স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য। এবং কাব্য দেশজ নয় বলে "বৃত্রসংহার" মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য নয়।"—('মুখপত্র—সবুজপত্র')

—"ছোটলোকী বড়মানুষীর এমন চোখে আঙ্গুল দেওয়া চেহারা বিলেতে বড় একটা দেখা যায় না।"

—"সে চোখ যেমন বড়, তেমনি জলো, যেমন নিশ্চল, তেমনি নিস্তেজ। এ চোখ দেখলে সীতেশ ভালবাসায় পড়ে যেত, আর সেই কবিতা লিখতে বসত। তোমাদের ভাষায় এ নয়ন বিশাল, তরল, করুণ প্রশান্ত। তোমরা এ রকম চোখে মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি কত কি মনের ভাব দেখতে পাও কিন্তু তাতে আমি যা দেখতে পাই, সে হচ্ছে পোষা জানোয়ারের ভাব।"—

—"এই রমণীটির শরীরের গড়নে ও চল্‌বার ভঙ্গিতে শিকারী চিতার মত একটা লিক্‌লিকে ভাব আছে।"—

"ঐ গেরুয়া রঙের রিনে করা মুখের পিছনে কি ধাতু আছে"—

—"তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার

উপর অঙ্কিত গ্রীকরমণী মূর্ত্তির মত দেখাচ্ছিল, সে মূর্ত্তি যেমন সুন্দর তেমনি কঠিন।"—

"তুমি এলে দেখতে পেতে যে, আমার চেহারা ঠিক Botticelliর ছবির মত হয়েছিল। হাতপা গুলি সরু সরু আর লম্বা লম্বা, মুখ পাতলা, চোখ দুটো বড় বড়, আর তারা দুটো যেমন তরল তেমনি উজ্জ্বল। আমার রং হাতির দাঁতের রংয়ের মত হয়েছিল, আর যখন জ্বর আসত তখন গাল দুটি একটু লাল হয়ে উঠত।"—

"সেদিনকার সেই রাত্রির ছায়ায় তাঁর প্রকাণ্ড দেহ অষ্টধাতুতে গড়া একটি বিরাট বৌদ্ধ মূর্ত্তির মত লাগছিল"—

—"কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বলছিল এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে।"—

"—নিজে পুতুল সেজে আর একটি সালংকারা পুতুলের হাত ধরে এই পুতুল-সমাজে নৃত্য করবার কথা মনে করতেও আমার ভয় হত"—

—"এই ঢেউ খেলানো জ্যোৎস্নায় দিগদিগন্ত ফেনিল হয়ে উঠেছিল-সে ফেনা শ্যাম্পেনের ফেনার মত আপন হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে"—

—'কত ফুলের মত কোমল, কত তারার মত উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখেছি"—

"গলা থেকে-পা পর্য্যন্ত আগাগোড়া কাল কাপড় পরা একটি স্ত্রীলোক লেজে ভর দিয়ে সাপের মত ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে"—

"এই স্পর্শে আমার শরীর মনে আগুন ধরিয়ে দিলে—"

"তুমি আমার কাছে আজ বসন্তের হাওয়ার মত এসেছে, আমার মনের মধ্যে আজ ফুল ফুটে উঠেছে—"

"এ বর্ষার আধখানা উপর থেকে নামে আর আধখানা নীচে থেকেও ওঠে, আর দুইয়ে মিলে আকাশময় একটা বিশ্রী অস্পৃশ্য ব্যাপারের সৃষ্টি করে⋯এ রকম দিনে ইংরাজরা বলেন, তাঁদের খুন করবার ইচ্ছে যায়; সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের যে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

"এমন কলে তৈরী রসিকতাও যে মানুষে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে এই ভেবে অবাক হলুম—" ('চারইয়ারীর কথা')

উপরোক্ত কোটেশনগুলি থেকে প্রমথ চৌধুরীর ভাবাভঙ্গী সবিশেষ প্রকট

হচ্ছে, যা সহস্র কথা বলে বোঝানো যাবে না। প্রমথ চৌধুরীর এই আশ্চর্য্য ভাষাভঙ্গীই তাঁকে চিরকাল বঙ্গ সাহিত্যে অমর করে রাখবে সন্দেহ নাই। তাঁর মানসিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মৌলিক। যে কোন বিষয়েই হোক তাঁর বক্তব্য বিষয়ের হাস্য-পরিহাসের আভাস দেখা যায়, সেই জন্যই তাঁর রচনা পরিহাস ও বিদ্রূপধর্মী কিন্তু এই বিদ্রূপে কোথাও ক্রোধের জ্বালা নাই। ঠাট্টা করতে করতে সত্য কথা বলে যাওয়া তাঁর Satireএর ধর্ম। সে পাঠক সত্য বলে স্বীকার করুন আর নাই করুন ভঙ্গির মাধুর্য্যে রসগ্রহণে বাধা হয় না।

প্রমথ চৌধুরী প্রধানতঃ চিন্তাশীল লেখক, স্থানে স্থানে চিন্তার সঙ্গে প্রবল ভাবুকতাও মিশেছে। ('যৌবনে দাও রাজটিকা')

এই অন্তর্নিহিত ভাবুকতা কবিত্বের সঙ্গে সন্ধি করে প্রমথ চৌধুরীকে উল্লেখযোগ্য কবি করেছে। অবশ্য তাঁর 'পদচারণ' গ্রন্থের কবিতাগুলি সবাই "গদ্যের কলমে" লেখা। সহজ সাবলীল ভাষা ও প্রকাশ কবির ঈপ্সিত ছিল।

থাকে না কবির সাজান ভাষায়
ফুলের ঘ্রাণ,
পড়ে না কবির সাজান পাশায়
মনের দান।" ('পদচারণ')

'সনেট পঞ্চাশৎ' বই খানিতে আমরা কাব্যের উপাদান বেশী পাই; সনেটের বাঁধাধরা ইতালীয় কাঠামো থেকে কবি ইংরাজী ও ফরাসী সনেটের পথে মুক্তি অনুসন্ধান করেছিলেন। পুস্তকের মুখবন্ধে পেত্রার্ককে মধুসূদনীয় প্রথায় বন্দনা করলেও কবি যে পেত্রার্কের অনুসৃত সনেটের বাঁধাধরা রূপ অনুসরণ করেন নি একথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। চৌধুরী-সাহিত্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তারও এই একটি উদাহরণ। এই সূত্রে বক্তব্য যে সেনেটের সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশীছন্দকেও কবি তাঁর সাহিত্যে শ্রেণীভুক্ত করে গিয়াছিলেন, ('ত্তেপাটী' Terza Rima' ইত্যাদি)

কাঠামো শিথিল হ'লেও কবিত্ব ও মাধুর্য্যে প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলি সুখপাঠ্য। রূপ ও রসের সন্ধি 'ভুল' সনেটটিতে দেখি—

"ভাল তোমা বেসেছিনু, মিছে কথা নয়।
সে দিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
বকুলের তলে বসি বুনে মন গাঁথি।

বকুলের গন্ধ বল কতক্ষণ রয় ?
সে দিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,
ঘন মেঘে ঢেকেছিলো নক্ষত্রের বাতি,
সে তিমির চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।—
বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণ রয় ?" ইত্যাদি।

কবিতাটির মূল্য সনেট হিসাবে নয়, চিত্রক কবিতা হিসাবে

তবু প্রমথ চৌধুরীর বিশেষত্ব বেশী পরিলক্ষিত তাঁর গল্প প্রবন্ধগুলি বিদ্যুতের কলমে লেখা। গল্পগুলিতে গল্পাংশ আছে, চরিত্র আছে, গতি আছে, তবু তাদের মর্য্যাদা যেন ওসব কিছুতে নয়, যতটা ভঙ্গি ও ভাষায়। লেখক লৌকিক, অলৌকিক এই উভয়েরই সুন্দর পটভূমিকা একত্রে অঙ্কিত করতে পারেন। কখনও বা অতীন্দ্রিয়ের স্থানও দেখা যায়, ('আহুতি')। কিন্তু তবু বলতে ইচ্ছা করে,—"অন্য কোনখানে", "অন্য কোনখানে"। অর্থাৎ চৌধুরী সাহিত্যের মূল্য অন্য কিছুর উপর নিহিত। যদি ভাষাভঙ্গি বাদ দেওয়া যায় সে সাহিত্য পঙ্গু হয়ে যাবে। তাই প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় গল্পগুলি যেমন স্বাবলম্বী হ'তে পেরেছে ক্রিয়েটিভ রচনা তত হয় নি। কেন ?

'আত্মকথাতে' (১৮ পৃঃ) দেখি,—'আমার লেখার ভিতর যদি বাক্‌চাতুরী থাকে ত তার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।" বাক্‌চাতুরীকে প্রমথ সাহিত্যে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। বাক্যকে মার্জিত করে, উপযুক্ত শব্দ চয়ন করে প্রকাশের কাঠামোকে উৎকৃষ্ট করে তোলা হয়েছে। এ যে কথা বহুবার বলেছি,—ভাষা ভঙ্গির এক অনন্যসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়েছে। গোড়াতে একেই তিনি 'আর্ট' বলেছেন। যখন পড়ি বীরবল কোন লেখা সম্পর্কে বলেছেন যে, এ সুকুমার সাহিত্য তো নয়ই, কুমার সাহিত্য অর্থাৎ ছেলেমানুষী ; তখন বীরবলীয় রচনার মর্মকথা বুঝতে বিলম্ব থাকে না।

এই লাইনটি যেমন কান তৃপ্ত করে, তেমন প্রাণকে করে না। মনে হয় 'কি চতুর', কিন্তু মনে হয় না 'কি তত্ত্ববান', অর্থাৎ নূতন কিছু জানলাম। এতো জানা কথাই, শুধু বলবার ভঙ্গিতে নূতনত্ব নিয়েছে। এর মধ্যে গভীরতা অথবা সার কোথায় ?

ঠিক এইখানেই প্রমথ-সাহিত্যের অপূর্ণতা। গভীরতা ও দিব্যদৃষ্টির

অভাব। তাঁর দৃষ্টি বহিঃ এবং অন্তঃ জগতে সীমাবদ্ধ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর কাম্য ছিল। তিনি অন্তরে ফরাসী।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্য পাঠ করতে করতে সহসা কোন না কোন জাতিতে নিজের মনের অ্যাফিনিটি খুঁজে পাওয়া মানব ধর্ম। ফরাসী সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী প্রবল অনুরক্তি স্বীকার করে গেছেন। এ ছাড়া, তাঁর রচনার বৃহত্তর অংশ ভালভাবে অনুধাবন করে গেলে ফরাসী সাহিত্যের দিকে প্রবণতা দেখা যাবে। ভাষা-ভঙ্গির স্পষ্টতা, তীক্ষ্ণতা; আবেগহীনতা, পরিহাসপ্রিয়তা সমস্ত লক্ষণ মিলে যায়, তা ছাড়া নির্মাণ কৌশল ও বহিরঙ্গের দিকে একান্ত মনোযোগও ফরাসী পালিশের ইঙ্গিত দেয়। ভলতেয়ার, মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রাঁসে, মলিএয়ার প্রভৃতি ফরাসী লেখকের সহধর্মী বলে প্রমথ চৌধুরীকে আমার মনে হয়।

এখন দেখা যাক উল্লেখিত লেখকদের বিশেষত্ব কি? তা হ'লে সহজেই প্রমথ চৌধুরীর তাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রকট হ'বে।

মোপাসাঁর লেখায় পাই হাল্‌কা সুরে সত্য বলা সিনিসিজমের রংএ। তাঁর টেকনিক ও পর্য্যবেক্ষণ নিখুঁত। কিন্তু, গভীরতা ও কল্পনার অভাবে সমস্ত লেখাগুলো পাঠ করবার পরে একরকম অতৃপ্তি মনে জাগে। প্রতিভার অনুরূপ দিব্য দৃষ্টির অভাব বলেই একটা অতৃপ্তি অনুভূত হয়।

মলিএয়ারের ধর্ম ঠাট্টাতামাসার মধ্য দিয়ে জীবনের গলদ ও ত্রুটিগুলি উদ্‌ঘাটন করে লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরা, যাতে সামাজিক সংস্কার হয়। 'হুতোম প্যাঁচার' নকসারও মোটিফ তাই। বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সত্য বলা মলিএয়ারের বিশেষত্ব। প্রফেসার গ্রীণ বলেছেন, কমেডির প্রকৃত উদ্দেশ মলিএয়ার বুঝেছিলেন—'The author must seize & fix the universal & eternal truth, which lies at the root of human conduct. This Moliere achieved." কিন্তু মলিএয়ার বীরবলের মত জীবনের সত্য রূপকে দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশেরও নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন।

'বীরবল' নাম প্রমথ চৌধুরী গ্রহণ করেছিলেন, "লোকের অন্তরে মিছরীর ছুরি ঢুকিয়ে দিতে," ('আত্মকথা' পৃঃ ১৯)। "বিদূষকের বেশে মনোরঞ্জন [illegible] ছলে তিনি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন আমাদের মনের ও চরিত্রের

কতটা অভাব। বীরবলের সাহিত্য সাধনার পথ কখনও বামমার্গে হলেও তিনি আগাগোড়া সে সাধনায় সত্যসন্ধ ছিলেন।

আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মিল প্রধানতঃ ভাষাভঙ্গিতে। সমসাময়িক লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের (১৮৪৪—১৯২৪) প্রভাব চৌধুরী সাহিত্যের ভঙ্গিতে পড়াই স্বাভাবিক। আনাতোল ফ্রাঁসের ভঙ্গিতে এমন একটি ভাব আছে যাতে তাঁর মনের প্রকৃত ভাব—নিন্দা বা প্রশংসা, সারল্য অথবা ব্যঙ্গের ইচ্ছা সহজে বোঝা যায় না। প্রমথ চৌধুরীর রচনাতে প্রায়ই এ ভাব দেখা যায়। আনাতোল ফ্রাঁসের একটি কথা অনুবাদে দেখা যাক :—

—"I was eating a pâte de Chartres, which is alone sufficient to make one love one's country. —('Le Crime de Sylvestre Bonnard'.)

ঠিক এই ভঙ্গি, প্রকাশ হচ্ছে প্রমথ-সাহিত্যে "বড় বাবুর তাদৃশ সৌন্দর্য্য বোধ না থাকলেও তাঁর স্ত্রী যে সুন্দরী, শুধু সুন্দরী নয়, অসাধারণ সুন্দরী, এ বোধ তাঁর যথেষ্ট ছিল।" ('বড়বাবুর বড়দিন')

এ ছাড়া, হার্ণএর কথা শুনি—"His (Anatole France's) light grace of emotional anaylsis, his artistic epicureanism and the vividness and quickness of his sensations are French as his name.' এই গুণগুলি প্রমথ-রচনায় পাই।

ভলতেয়ারের পালিশ (প্রধানতঃ ভাষা ও ভঙ্গিতে) দেখি প্রমথ চৌধুরীতে —ভাষাকে মার্জিত এবং তীক্ষ্ণ করবার অনুশীলনে এবং বিদ্রূপের সঙ্গে বৈদগ্ধের সমাবেশ।

সাধারণে কেন প্রমথ চৌধুরীর রচনা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নি? কারণ, তিনি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল লেখক। তাছাড়া, "সংস্কারলেশহীন দৃঢ়, ঋজু মনের ঈষৎ বাঁকা বহিঃপ্রকাশ", (শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত) সর্ব্বসাধারণের আদরণীয় বস্তু নয়। তাঁর রচনা সত্যই মনকে অস্বস্তিকর ভাবে 'জাগরুক' করে তোলে। ('মুখপত্র' দ্রষ্টব্য)

আর্টের মত সত্যের সংজ্ঞা-বিভিন্ন দেশ কাল প্রভৃতিতে যা একভাবে গ্রহণীয়। সেই সত্য অনেকের, সকলের; তাতে 'অহমের' স্থান নেই। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় অহংকার না থাকলেও অহম্‌ আছে। কোথায় যেন অন্তরে

আঘাত, লাগে। তিনি যেন বলছেন : আমি যা দেখেছি সেই দেখাই দেখা। [illegible] তাই সে সত্যে যাচিয়ে আসছে, নয় কি? সহানুভূতিশীল পাঠকের [illegible] তাঁর অন্তর্ভেদী আত্মপ্রত্যয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে। তাই এই লেখার সার্ব্বজনীন আবেদনের অভাব।

রাত্রি মধ্য, ঘড়িতে বারোটা বেজেছে। কলমে খাপ পরাতে পরাতে মনে হল শিশুপাঠ্য ভূগোলে পৃথিবীর সংজ্ঞা। একটি কমলালেবু বলে ভূগোলকার পৃথিবীর সম্বন্ধে বর্ণনার দায় এড়িয়েছেন। সংক্ষিপ্ত সমালোচনার প্রণালী ঠিক তাই।

প্রহসন-চিত্র—"প্রহসন সামাজিক উপপ্লব ও অশান্তির নিদর্শন।"

প্রহসন অথবা Farce রচনার মূলগত উদ্দেশ ছিল প্রধান নাটকের অংশ হিসাবে ছোট ছোট হাস্যাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক নাটীকার সংক্ষেপ অভিনয়। সেই অর্থ এখন নেই, এখন হাস্যরসাত্মক অথবা ব্যঙ্গ-রসাত্মক যে কোন নাটীকাকেই 'প্রহসন' বলা হয়। প্রহসনের সংজ্ঞা: "A style of comedy, marked by low humour and extravagant wit."

বঙ্গভাষায় প্রথম প্রচলিত প্রহসন মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' অনাচারীদিগের চিত্র অঙ্কন করে বিদ্রূপের কষাঘাত দ্বারা সমাজ-সংস্কার এই জাতীয় রচনার উদ্দেশ ছিল।

নোয়েল্ কাওয়ার্ড্, একজাতীয় হাল্কা রচনা লিখেছেন—Revue বলা হয়। নৃত্য-গীত-বহুল শোএর মধ্যে অভিনেতাদিগের বিরাম বা অভিনয়ের সুবিধার জন্য ছোট ছোট অংশ লেখা হ'ত কয়েক মিনিট অভিনয়ের জন্য। 'রেভ্যু' যদি 'Spectacles, starring current events' হয় তাহ'লে এই হাস্যরসাত্মক প্রহসন-জাতীয় অংশকেও মূলের সুরে ধরে রেখে লেখা সমীচীন। Revue সম্পর্কে আলোচনায় নোয়েল কাওয়ার্ড একটি বড় কথা বলেছেন: "The biggest laugh must be on the last line before the black-out."

'স্মৃতি-সভা' প্রহসন মূলগত অর্থে। বড় নাটীকা বা Revueএর অংশবিশেষ মাত্র এই ক্ষুদ্র চিত্রটী, অবশ্য ভাব ও ভঙ্গীতে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রহসন

স্মৃতি সভা

(ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে ছয়টা বাজিল। মালতী গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ থামিল)

মালতী—আচ্ছা মল্লিকা, ছ'টা বেজে গেল, অথচ সভার সুধীবৃন্দের সাক্ষাৎ নেই !

মল্লিকা—কি জানি, দিদি। মাও তো সেই ঘরে দোর দিয়ে টয়লেট্ করছেন, এখনও বেরোবার নামটি নেই। আমি তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা পেলাম তাই প'রে এলাম। এই কাল শাড়ীখানায় আমাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে, নয় ?

মালতী—যোগ দিচ্ছিস তো স্মৃতি-সভায়। এত সাজসজ্জার চিন্তা কেন ?

মল্লিকা—পরের বেলায় তো খুব বলছেন। অথচ নিজে এই দামী শাড়ীখানা পরে এত সাজ করেছেন কেন, মালতী দেবী ? সুশান্ত দে আসবেন বলে, নয় ?

মালতী—নিজের দিদির সঙ্গে ইয়ার্কি করতে লজ্জা করে না, মল্লিকা ?

(তাহাদের মাতার প্রবেশ)

মা—তোমরা দু'জনে এখানে দাঁড়িয়ে করছ কি, বাছা ? মল্লিকা, চায়ের যোগাড় দেখগে।

মল্লিকা—যাচ্ছি মা, যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

মা—দেখ মালতী, যাতে নাটক-অভিনয়ে ওঁরা তোমাকে একটা ভাল পার্ট দেন সেই চেষ্টা কোরো।

মালতী—(আহ্লাদের সুরে) বা রে, আমি কি করব ?

মা—সবটাতে বেশ উৎসাহ দেখাবে, মুরুব্বিদের কাছাকাছি বসে কথাতে সায় দেবে। তার পরে যা করবার আমি করবো। আর দেখ, এরি মধ্যে সময় করে সুশান্তকে বলবে যে তার নূতন কবিতাটা জায়গায় জায়গায় তুমি বুঝতে পারোনি সে যেন একদিন এসে বুঝিয়ে দেয়।

মালতী—আচ্ছা মা। এই যে সব লোকজন আসতে আরম্ভ হয়েছে।

(বহু লোকের প্রবেশ। 'কেমন আছেন', 'অনেক দিন পরে দেখা', 'বাঃ, আপনিও যে এখানে' ইত্যাদি মিশ্র ধ্বনি উত্থিত।)

(মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লিকা—দিদি, আমি বেয়ারাকে চায়ের জল করতে বলে চলে এলাম। দেখ দেখ, চ্যাকারে বিভা দেল আসছে। সঙ্গে এ মেয়েটি কে? এই যে বিভাদি, এসো। ইনি কে?

বিভা—ও ভাই আমার পিসতুতো বোন আন্নাকালী। কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। সবই দেখা হ'ল, এটাই বা বাদ পড়ে কেন? তাই ওকে বললাম যে কবি বিরূপাক্ষ বটব্যালের স্মৃতিরক্ষাকমিটীর আজ একটি সভা হবে, চল তোকে দেখিয়ে আনি। অসুবিধে নেই তো কিছু। তোমাদের বাড়ীর ড্রইং-রুমেই সভা! (হাস্য)

মালতী—মল্লিকা, বিভা চুপ। সুশান্ত দে বক্তৃতা দিতে উঠেছেন।

সুশান্ত দে—আজ স্বর্গীয় কবি বিরূপাক্ষ বটব্যালের স্মৃতিরক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার উদ্দেশে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। স্মৃতিরক্ষাকমিটী থেকে আমরা ঠিক করেছি তাঁর রচিত নাটক 'পুষ্পমঞ্জরী' সবাই মিলে অভিনয় করে টাকা তোলা হবে। (হাততালি) তাঁর গানগুলির মাধুর্য·· তাঁর গানগুলির······

বিভা—এই মল্লিকা, 'পুষ্পমঞ্জরী' নাটক পড়েছিস?

ম—বাঃ, তুমি হচ্ছো সাহিত্যিকা বিভাদি, তুমিই পড়োনি! আমি আবার কি পড়বো?

সকলে—চুপ, চুপ।

সুশান্ত দে—···এখনও সমস্ত বাঙালীর শ্রবণমন আচ্ছন্ন করে আছে। সেই গানগুলি গাওয়া হবে। আহা, সেই গানগুলির কথা মনে করলে হৃদয় মধুর রসে আপ্লুত হয়—

জনৈক যুবক—সুশান্ত দে বেশ বলেছে। স্মৃতিরক্ষাকমিটির সেক্রেটারী সুশান্ত দে-কে নির্বাচিত করে ভাল হয়েছে।

অপর যুবক—বেশ বলছে, না ছাই। লিখে মুখস্থ করে এসেছে। ফ্যাসান দেখ চুলের। হাতনাড়ারি বা ঘটা কি? কুমার কার্ত্তিক।

৩য় যুবক—ওহে, কুমার কার্ত্তিক যে এই বাড়ীতেই বাঁধা পড়েছেন, সে খবর রাখ কি?

১ম—কি ব্যাপার?

সকলে—হিয়ার, হিয়ার।

২য়—একি, সুশান্ত এতক্ষণ কি বললো। সবাই চীয়ার করছে কেন?

৩য়—কি জানি, ঠিক শুনিনি।

অনৈক বালক—কি করে শুনবেন মশায়। সর্ব্বক্ষণ বক্‌বক্ করছেন।

৩য়—কি আস্পর্দ্ধা এইটুকু ছেলের।

২য়—বাপের বয়সী লোককে বলছে, দেখ।

২য়—এমন চীজ না হলে কি এখানে জোটে?

বালক—আপনিও তো বেশ জুটেছেন, মশায়।

২য়—চোপরাও ছোকরা, বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি—

সকলে—সাইলেন্স্।

সুশান্ত—আমাদের অদ্যকার সভাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত নবসিংহ কান্তিলাল মহাশয় প্রস্তাব করেছেন যে কেউ দয়া করে কবি বিরূপাক্ষ বটব্যালের একটি কবিতা আবৃত্তি করুন। তারপরে গৃহস্বামিনী মিসেস্ বসু সবাইকে চা পানে আপ্যায়িত করবেন।

পরে শ্রদ্ধেয় সমালোচক মাণিক্যধন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নাটক অভিনয়ের ভূমিকাদি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করবেন।

(হাততালি)

বিভা—আজ হঠাৎ কিপ্টে বোসগিন্নি চা খাওয়াচ্ছেন কেন?

২য় যুবক—আহা, মিসেস্ বোসের রাবিশ বই-খানার একটা ভাল সমালোচনা হওয়া চাই যে।

বিভা—ওমা, কি বুদ্ধি। তাইতো। আচ্ছা, 'প্রগতি' কাগজের এডিটোরিয়াল বোর্ডে তো আপনি আছেন? আমার একটা প্রবন্ধের টাকা ওরা এখনও পাঠায়নি। কি আশ্চর্য্য লোক, টাকা ঠিকমত দিতে চায় না—টাকা—

সুশান্ত—কেউ একটি কবিতা আবৃত্তি করুন দয়া করে। মোটামুটি মাঝে মাঝে থেকে বল্লেই হবে। ওহে অজিত, তুমি তো অভিনেতা। তুমিই বল। ওঠ, ওঠ।

অজিত— বণিমেলার মধ্যমণি তুমি সুশান্ত। তুমি থাকতে আমি? তুমিই বলো। দেখছ না জোড়া কুমারী বোসের সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ?

সুশান্ত—আঃ, স্মৃতি-সভায় ওসব কথা কেন? তোমার কাণ্ডজ্ঞান বড় কম, অজিত।

মালতী—দেখেছিস মল্লিকা, অজিত লাহিড়ী আমাদের দিকে তাকিয়ে সুশান্তদাকে কি সব যেন বলছে।

মল্লিকা—ভারি খারাপ লোক ওই অজিত লাহিড়ী, দিদি! সুশান্তদা ওকে দেখতে পারেন না। তিনি বলেন ও নাকি খালি সুশান্তদাকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করে।

মালতী—হিংসুক!

অজিত—সত্যি আমার কাণ্ডজ্ঞান বড় কম, সুশান্ত, তা নইলে এই বিচিত্র সভায় উপস্থিত হই! যাই হোক, তুমিই একটি কবিতা বল।

সুশান্ত—আরে, আমার বিরূপাক্ষ বটব্যালের কাব্য এত ভাল করে সমস্ত পড়া আছে যে কোনও বিশেষ কবিতা মুখস্থ বলা সম্ভব নয়।

অজিত—সত্যি সুশান্ত, সভাপতি তোমাদের বড় বিপদে ফেলেছেন। কবিতা আবৃত্তি করতে বলবেন আগে জানালে তোমরা বই হাতে প্রস্তুত হয়ে আসতে, না?

সুশান্ত—তুমি বড় বাজে বকো, অজিত। বিরূপাক্ষ বটব্যালের মত কবির কবিতা যে তাঁর স্মৃতিরক্ষা-কমিটীর সদস্যদের কণ্ঠস্থ আছে সে কথা সভাপতি জানেন। তোমাকে বিশেষ করে বলছি এইজন্যে যে তুমি অভিনয় কর। তোমার পক্ষে আবৃত্তি সহজ হবে।

অজিত—ঠিক বলেছ, সুশান্ত। অভিনয়ের এমন সুযোগ আর পাব না। তুমি তো খুব ভাল করে কবি বিরূপাক্ষের কাব্য পড়েছ। সেই কবিতাটি বলি, কেমন? 'হে ঈশানী শোন—"?

সুশান্ত—'হে ঈশানী শোন?'··· 'হে ঈশানী শোন?'···

অজিত—সে কি, এমন প্রসিদ্ধ কবিতাটা তোমার মনে পড়ছে না? সেই যে, 'হে ঈশানী শোন, ক্ষোভ নাই কোন?'

সু—তাই বল! হ্যাঁ, হ্যাঁ। চমৎকার কবিতাটি। খুব উচ্চদরের। বিরূপাক্ষকাব্যে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এইটিই হোক।

অ—তবে এইটাই বলি। (উঠিয়া) আমি আজ স্বনামধন্য কবি বিরূপাক্ষের একটি কবিতা আপনাদের শোনাব। শ্রীযুক্ত সুশান্ত যে এটি মনোনীত করেছেন।

(হাততালি)

অ—(আবৃত্তি) হে ঈশানী শোন,
ক্ষোভ নাই কোন।
এই নিরাশার দ্যুতি মিলাবে সহসা,
আসিবে ভরসা
যুগান্তের ক্লান্তি নিবা বুকে।
হবি সকৌতুকে
ধূসর ম্লানিমা ভেদি জাগে কোলাহল;
পাণ্ডুর কাস্তের মত চাঁদের প্রকাশ;—
শকুনীর শ্বাস
বিষণ্ণ করেছে হায়, রাতের আকাশ।

সকলে—চমৎকার, চমৎকার। (হাততালি)

সু—এবার মিসেস বোস আপনাদের পাশের ঘরে যেতে অনুরোধ করছেন। চা দেওয়া হয়েছে।

(একটা হুড়োহুড়ির শব্দ। 'ও মশাই, পা-টা যে মাড়িয়ে গেলেন,' 'ওহে, এটা আমার জুতো', ইত্যাদি কথা শোনা গেল।)

১ম যুবক—বাঁচা গেল। এখন ভাল মন্দ কিছু খাওয়া যাবে।

বিভা—ওরে আন্না হাবি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এ হচ্ছে কলকাতা শহর। এগিয়ে যেতে হয়। আয়, আয়। শেষে গেলে দেখবি সব শেষ।

বালক—উঃ গেলাম, গেলাম। (হাসি)

২য় যুবক—ওহে ডেঁপো ছোকরা, এমন গড়াগড়ি দিয়ে হাসছো কেন?

বালক—পেট গেল, পেট গেল! উঃ, আর হাসতে পারি না। ও মশায়, কি বোকা হলেন আজ আপনারা সব! (হাস্য)

গুরু—তার মানে?

বালক—উঃ, ওই কবিতাটা মশায়, সেই কবিতাটা!

১ম যুবক—বেয়াদপ ছোকরা! জানো ওটা বিরূপাক্ষ বটব্যালের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা?

বা—ওটা মশাই, আদৌ বিরূপাক্ষবাবুর লেখা নয়, ওটা অজিত বাবুর নিজের লেখা কবিতা।

২য় যুবক—ক্ষেপলো নাকি ছোকরা?

বা—আমি জানি মশায়। আমাদের পাড়ার সাহিত্য-সভায় এই কবিতাটিই পড়ে অজিতবাবু মেডেল পেয়েছেন। হাঃ হাঃ।

তিনজন যুবক (সমস্বরে)—কি সর্ব্বনাশ! (যবনিকা)

কাব্য—নাটকীয় উক্তি হিসাবে এই ছোট কাব্যটি গ্রহনীয়। প্রত্যেকটি কবিতা সনেট। পঁচিশটি সনেটে সম্পূর্ণ কাব্য। সূচনা ও সমাপ্তি দুইটি সনেটে। নাটকীয় ব্যক্তি—বন, পোড়োবাড়ী, পৃথিবী ও কবি। পরস্পরেব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটি জীবন-দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। জীবন-দর্শনটি কবিব নিজস্ব।

উপন্যাসের লক্ষ্য যেমন ক্রম-পবিণতি, তেমনি ছন্দে গাঁথা উপন্যাস কাব্য। কাব্যেব লক্ষণ কি বিচারে প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন ভাষাব লিখিত ছোট-বড কাব্যেব আদর্শ পর্য্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় যুগাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের রূপও পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। কখনও নাটকের রূপ প্রধান হচ্ছে কাব্যে, কখনও উপন্যাসের বা কথিকাব রূপ। আবার গীতি-কবিতারূপের প্রাধান্যই দেখা যায় অনেক কাব্যে। আধুনিক কাঠামোতে একটি অতি সংক্ষিপ্ত কাব্য 'অরণ্য-মর্ম্মব।'

সনেটগুলি সম্পূর্ণ ইতালীয় পেট্রাকান আদর্শে লেখা হয়েছে। সনেটেব জন্ম ইতালী দেশে বলে খ্যাত। Guiotony নামক ব্যক্তি সনেট-কবিতাব জন্মদাতা। দান্তে ও পেত্রার্কের হাতে সনেটের চরমোৎকর্ষ।

সনেট গীতি-কবিতার একটি বিশেষ রূপ। বাঁধাধবা কাঠামোতে একটি সম্পূর্ণ ভাব-প্রকাশ সনেটের ধর্ম্ম। সনেটেব আঙ্গিকেব বিশেষ রূপ, কখ খক, কখ খক, গঘঙ, গঘঙ (ab ba, ab ba, cde, cde) চতুর্দ্দশ লাইনের চতুর্দ্দশ অক্ষরের কবিতা। প্রথম আট লাইনে একটি ভাবের সমাপ্তি (Octave), দ্বিতীয় ভাগ ছয় লাইনেব Sesletএ নূতন ভাববিন্যাস। মধুসূদন দত্ত প্রথম বাংলাভাষায় সনেট আনেন ও নাম দেন 'চতুর্দ্দশপদী'।

কাব্য

অরণ্য-মর্মর

সূচনা

আজ এই রাত্রে আমি ঘুমাব এমন !
মস্তিষ্কের কোণে কোণে ঢালি দিবে ঘুম
স্মৃতির পল্লব আর স্মৃতির কুসুম ।
আজ এই ক্লান্ত চোখে নামিবে স্বপন ।
সহসা শ্যামল করি আমার জীবন
জেগেছে, জেগেছে আহা, ফুল-মরসুম !
সে কটি দিনের স্মৃতি মনের কুঙ্কুম
জমা থাক, জমা থাক [illegible] যমন ।

হে বন, আজিও কি তুমি কাঁপ থরথর ?
হে সুদূর, অশ্রু ঝরে আজো অভিমানে ?
আজো তো সহস্র শাখে স্পর্শ প্রতীক্ষায়
আমার মনের কোণে জাগাও মর্মর,
ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে বাঁধা বিষাদের টানে ;
সভ্যতার ধ্বংসলীন নাগরিকতায় ॥

বনের গান

তবুও শীতের তীব্র হিমানী এড়ায়ে
ফুটেছে গোলাপ গাছে একটি কুসুম ;
প্রতিটি পরাগে তার যদিও বা ঘুম,—
তবু সে জেগেছে বন্ধু, মাধুরী ছড়ায়ে ।

আমের মুকুলশাখে অলক এলায়ে
ফুটাল কি বনলক্ষ্মী সোনালীর চুম।
নূপুর বাজিচে শোন, রুম ঝুম-রুম,
বাতাপির শাখে শাখে, সে লক্ষ্মীর পায়ে।

তবুও হৃদয়ে কেন জড়ের কুয়াশা;
ঝাউয়ের কম্পনব্যথা জমা স্তরে স্তরে;
নাই নাই কোনখানে বনের ইশারা;
মধুমাসে নামে না তো মাধবীর আশা,
দোলে না বকুলছায়া শিলাবেদী 'পরে;
বসন্তে এ মন আজো হিমানীর কারা॥

দুই

কাঁপায়ে সহস্র কোটি পাতার আঙুল,
এত কি আঙুল আছে।—নিল মোরে ডাকি
সবুজ বনেতে আহা, বনানীর শাখী:
এক পথে যেতে যেতে পথ হ'ল ভুল।
পায়ের নীচেতে দেখি কত ঘাসফুল,
কানে কানে গেয়ে গেল কত ছোট পাখি,
ধূলি-কণা ঝেড়ে ফেলে ফুলবাস মাখি
সহসা বেড়িল মোরে বাতাস আকুল।

আধুনিক মন গেল কত দূরে স'রে।
খুঁজিলাম বনে বনে রাজার কুমার,
বনে বনে সাড়া যায় গাছে গাছে লেখা।
অশ্রুতে ফুটিল ফুল পথের কাঁকরে,
দেখিলাম পায়ে পায়ে পদচিহ্ন তার,—
নিবিড় বনের বুকে উনমনা একা।

তিন

আমারে ডাকিল বন দিগন্তের পারে,
যেখানে শুয়েছে সুখে নীলার পাহাড় ;
যেখানে পান্নার চিক দেবদারু-সার,
গোলাপের চুনি কাটে হীরা-রবি ধারে।
যে বন নিশ্চল ছিল শীতের প্রহারে,
বসন্ত জাগাল প্রাণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার,
গলানো সোনার ছাপে কাটিল আঁধার ;
নুয়ে পড়ে কচিশাখা পল্লবের ভারে।

লালের প্রাচীর ঠেলি অশোক-পলাশে,
লেবুফুলে মাতোয়ারা রাঙা পোড়ামাটি,
একদিন দেহভস্মে আছিল শ্মশান,
আজ সে উদ্ভিন্ন তৃণে শিশুমুখে হাসে ;
আজ শ্যাম লতাগুচ্ছে ফুল পরিপাটি ;
শৈবালে ঢেকেছে তার নিষ্ঠুর পাষাণ।

চার

'নিজেরে চেন না তুমি ?'—কানে কানে বলে,
যে আজ গোপনে বহে পত্র ঝরোকায় :
'তুমি চাও একদিন প্রেমের চুমায়,
সহসা আমারি মত সাজ ফুলে-ফলে।
বসন্তের দীর্ঘশ্বাসে ধমনীর তলে
নবীন রসের জন্ম সবুজ পাতায় ;
প্রেমের নিশ্বাস যেন তোমারে জাগায়,
সহসা অজানা বাণী প্রাণে আসে চ'লে।

হে নারী, হৃদয় খোল আমারি মতন
তবে কেন শীত আজো অন্তরে তোমার ?

আমারে কঠিন [illegible] দিয়া [illegible]?
কথায় [illegible] তো কঠিন;
[illegible] মনের মাঝার;
নিজেরে বিলায়ে দাও বসন্তের হাতে।'

পাঁচ

হে প্রেম, শিখেছি আমি আত্ম-সমর্পণ,
শিখেছি তোমার ভাষা বনের শিক্ষায়:
সহজ হয়েছি কত শ্যাম বনচ্ছায়,
সভ্যতার পাশ কাটি বনেরি মতন।
অরণ্যের মর্মবাণী আজি চিত্তে শোন:
সে যেমন জেগে ওঠে যবে ডাক পায়;
প্রতিটি কোষেতে তার জীবন জাগায়,
ডালে ডালে কুঁড়িরূপে দুরন্ত যৌবন

আজ আমি পা রেখেছি লতার তলাতে,
আজ আমি বুকে ধরি গোলাপের লাল,
কলার পাতায় পড়ি প্রেমের লিখন।
বসন্তে যেমন বন উৎসবেতে মাতে
তেমনি সহসা ফিরে নিজেরে পেলাম,
দেখিলাম প্রেমও আছে পাশে অনুক্ষণ।।

পোড়ো বাড়ির গান

বহুদূরে আকাশেতে তুলিয়াছে শির
লালের আমেজমাখা সবুজের পাতা,
নীল আকাশের নীচে সবুজের ছাতা,
ইউক্যালিপটাস্ করে আকাশেতে ভিড়।।
ঝম্‌ঝম্ বাজে পাতা বাতাসে অধীর;
আশেপাশে দেখা যায় চিলেদের মাথা:

জড়ায়ে ধরেছে তারে লতাগাছ সাদা ;
শুঁয়োপোকা হেঁটে চলে ডালে নিঃশব্দে।

কত পাখি আসে যায় ছোট পাখা মেলে,
সকালে নয়ন খুলে যবে চেয়ে দেখি,
বনের অন্তরে বাজে পাখিদের সাড়া।
আকাশে দাঁড়ের মত কালোপাখা ফেলে,
দিনরাত দলে দলে আসা-যাওয়া এ কি।
সন্ধ্যের আঁধারে এসেছে যে তারা॥

দুই

বিকালের দীর্ঘ ছায়া নামে গাছে গাছে ;
সপেটার ফলে ফলে জমিছে আঁধার ;
সহসা বাতাসে হেলে কলাকাঁদি সার ;
সন্‌সন্‌ ডালে ডালে হাহাকার বাজে।
নিজেরে গুটায়ে চিত্রখোলসের মাঝে
যে শামুক তৃণগুল্মে চ'ল আগুসার,
মানুষের পায়ে পায়ে নিষ্ঠুর প্রহার
ঠেলিয়া এনেছে তারে ইঁদারার কাছে।

পোড়ো বাড়ি বাটালিব ঘায়ে থর্‌থর্‌ ;
বেলকেটী খ'সে পড়ে কুড়ুলের চাপে ;
বনের মর্ম্মেতে তারা জ্বালাল অনল,
বনের মৃত্যুতে বাঁধি মানুষের ঘর।
অপুষ্ট খেজুরগুচ্ছ আতঙ্কেতে কাঁপে।
বনভূমি আঘাতের বেদনা-বিহ্বল॥

তিন

সহসা নিশ্বাস এক ওঠে আলোড়িয়া
গোলাপের দল হ'তে করবীর 'পরে,

আমার ললাটে চোখে গেল স্পর্শ ক'রে
সমগ্র কাননভূমি হৃদয় মথিয়া।
'কেন যাবে, কেন যাবে? যেও না চলিয়া',
হলুদ ঘাসের ফুল পায়ে পায়ে ধরে,
পথভোলা ঝরা পাতা বাতাসেতে ওড়ে,
ডাকে অশথের গুঁড়ি অর্ধেক পুড়িয়া।

বনে তো অনেক স্থান, আঁধারে শীতল,
তবু কেন চ'লে যাবে আলোর পীড়নে?
এখনও বনানী দেখ, ছায়াময় কত!
স'রে এস—যারা দিল এ বুকে অনল,
যারা চায় বাঁধিবারে ইঁটের শাসনে,
তুমি তো, তুমি তো নও তাহাদের মত॥'

চার

কাঠের ধোঁয়ায় গায় জলের কেট্‌ল্—
'কত লোক এসেছিল, কত লোক যায়,
এখনও তাদের স্মৃতি রাতের পাখায়
এ বাড়ির কোণে কোণে করে চল্‌বল্‌।
ক'ত লোক এই ঘরে তাতায়েছে জল,
সে সব লোকের স্মৃতি কোথায় মিলায়!
ক্ষণ বিরামের এই পথিকশালায়
কে তুমি গানের সুরে জ্বালালে অনল?

শিখার ধোঁয়ায় আমি হয়ে যাব কালি,
বহ্নি তো নিবিয়া হবে ভস্ম-অবশেষ।
পাতা-ফুল সব কিছু মিশাবে ধূলিতে।
তোমার অনলে তবু নিত্য শিখা জ্বালি,
বাজিবে ভুবনে ওই সঙ্গীতের রেশ;
ঊর্ধ্বে সে ভাসিয়া যাবে নক্ষত্রে মিলিতে॥

পাঁচ

'টিক্ টিক্ টিক্ টিক্' —বলে টিকটিকি,
'হলুদপাতার স্তূপে পুরাতন দিন,
ধূলার মাকড়জালে হয়ে থাকে লীন,
মুমূর্ষু নিশ্বাস তার ভাঙা ইটে লিখি।
তারকার মুখ থেকে এলে গান শিখি?
যে গানেতে মাথা তোলে চারারা নবীন,
যে সুরেতে বেজে ওঠে ফুল-ফোটা বীণ,
পোড়ো বাড়ি সেই সুরে আজ গেল বিকি

অনেকে এসেছে, তারা ঝালে নি তো আলো,
আজও তাই ভিতে ভিতে নিবদ্ধ তিমির,
ঘাসের চোখেতে তাই শিশিরের ব্যথা।
সহসা আলোর গানে আঁধার ঝরালো,
উড়ে গেল ব্যর্থ দিন বাদুড়ের ভিড়।
কে তুমি শোনালে নব জীবনের কথা?'

ছয়

গাছের ছায়াতে ঘোরে আজও টিপ্‌টোক,
কাল সেও চ'লে যাবে অতীত মিছিলে,
কুন্দের সাদাতে লাল ল্যাভেণ্ডার মিলে
সাজাবে না বেশিদিন ফুলের ঝরোকা।
আজ এই আম লিচু-পেয়ারার থোকা
কাল তো শুকায়ে যাবে গোড়া কেটে দিলে।
ব্যাঙেরা পালায়ে যাবে দূর খালে বিলে;
কালের খাতায় এরা নাহি লেখা-জোকা।

তবু আজও ডালে ডালে বেজে ওঠে গান,
তবু আজও কাঁচপোকা চলে অভিসারে

শাখা মেলে বুকে চায় কারে বনভূমি ?
নারিকেল-পেয়ারার বিনিময় প্রাণ।
রেণু হ'তে নবজন্ম পল্লব মাঝারে।
ধ্বংসের পটেতে প্রেম, তবু জয়ী তুমি ॥

পৃথিবীর গান

'আমি তো দেখেছি বহু',—বলিল পৃথিবী,
কানে কানে চুপি চুপি চোরের মতন ;
ঘাসের সবান আমি দাঁড়ান্থ যখন
বুকের কাছেতে তার ;—বলিল পৃথিবী।
'শোন কথা, বহুদিন দেখেছে পৃথিবী'—
পৃথিবীর কণ্ঠে আজ ভীরু আবেদন,—
'কেউ তো দেখে না তবু আপনি আপন
গড়াই রূপের সোনা—আমি যে পৃথিবী।

আমার রূপের রীতি ফুলের বিলাস,
বৃন্তে ফোটে, শাখে ফোটে নবজন্ম লভি,
কেউ তো আসে না কাছে—তবু দিনযামি
চামেলী-চম্পক-কুন্দে বিলাই সুবাস।
ব'স এইখানে যদি এসে তুমি কবি,
শোন অন্তরের বাণী—বলে যাই আমি ॥

দুই

ঝোপে ঝোপে বাতাসেতে দোলে লেবুডাল,
আমের মুকুল করে স্বর্ণ বরিষণ,
কাঁঠালের কলিগন্ধে মাতে সারা বন,
অলকে পড়ুক খসি প্যান্‌সির লাল।

এইখানে লতা আর শালের আড়াল
পাতায় পাতায় গৃহ করেছি বন্ধন,
শোন আজ কান পেতে মাটির ক্রন্দন,
তৃষিত মাটির ভাষা সুপ্ত চিরকাল।

বাতাপি যুগলে দোলে প্রতি শাখে শাখে
ভাঁটিফুলে মউমাছি বসেছে বিহ্বল।
এই বনে বুক রেখে শোন কথা বলি,
সোনার মিনার বনে নীচে চাহি থাকে ;
প্রজাপতি রঙ দেখে হয়েছে পাগল ;
প্রতিটি কথায় মম ফোটে পুষ্প কলি।

তিন

সভ্যতার ধাপে ধাপে হয়ে অগ্রসর
জল্লাদ-দণ্ডে কত লোক বেঁধেছে আমায়
কখনো প্রাসাদচূড়ে : কুটিরের ছায়,
লভেছি সহস্র রূপ দেশ-দেশান্তর।
কারখানা, শিক্ষালয়, নৌকার বহর,
বিজলির জোয়াল তো বেঁধেছি গলায়।
ফেলেছি নিশ্বাস গ'লে চিম্‌নি-ধোঁয়ায়।
আবার হয়েছি ফুল, হয়েছি অম্বর।

তখনি ফুলের বাসে, আকাশের নীলে
পৃথিবীর কত রূপ তোমার অন্তরে
ধরেছে নিমেষে জানি, গড়েছে তো ছবি।

এইখানে নীল আর সবুজের মিলে
আদিম অরণ্যে খেলে আসিলাম স'রে ।
তোমারে ডাকি তাই, হে আমার কবি !

চার

বাদামের পাতা ঝরে তবু লাল হবে,
ঝরিবে সজিনাপাতা ডাকেতে মাটির :
পাখির ডানার গতি হয়ে যাবে স্থির,
পাকা ফল মাটি হয়ে মাটিতে মিশাবে ।
তুমিও ঝরিয়া যাবে একদিন যবে—
কোমল-করুণ সুর শুনি পৃথিবীর ,
'এইখানে বুক পেতে—এই নদী তীর—
ভুলে যেও একদিন চ'লছিলে যবে ।'

ঘুম-পাড়ানিয়া সুরে বলিল পৃথিবী—
'তাই তো ডেকেছি কবি, ঘুমাবে যখন
মাটি হবে এ মাটিতে শ্রান্ত মনপ্রাণ ।
সেদিনও রহিব জাগি আদিম পৃথিবী ;
বাজাব ঘুমের গান [illegible] মনে [illegible] ।
ঘুমাবার আগে শুধু গেয়ে যেও গান ।'

পাঁচ

আমার উদাসী বক্ষে চৈত্রের সন্ন্যাস,
সহস্র ফুলের চুমা তবু পদতলে !
ঘাসেতে রোদের সোনা শান লেগে জ্বলে,
বুকেতে এঁকেছে ক্ষত তবুও পলাশ !

হে কবি, গানেতে তাই ধাঁধার প্রকাশ,
জীবন ঝরিছে তবু নব বীজ ফলে,
রহস্য-নির্ণয়ে বুঝি কাঁদ পলে পলে
খাতাতে খুলিতে চেয়ে নব মধুমাস ?

আমার একটি খাতা আদি হতে খোলা,
একটি অঙ্কেতে সব জমা বুকে রাখি ;
প্রতিটি নিমেষ মম যুগ হয়ে থাকে ;
অতীতের সুতো দিয়ে বর্তমান তোলা ।
অধরা ধরেছি আমি মাটি দিয়ে ঢাকি,
হে কবি, আশ্রয় নাও মৃত্তিকার মাঝে ॥'

আমার গান

আমার গানের তারা আকাশ ফোটায়,
পৃথিবীর ফুল তারে দেয় না তো প্রাণ ।
পৃথিবী, চেয়েছ তুমি শুনিতে এ গান,
খাঁচা ভেঙে গান মম উড়েছে পাখায় ।
বনে বনে, ফুলে ফুলে পৃথিবীর গান—
ক্যানাফুলে, বকফুলে, প্যান্‌সি, জবায়,
চাঁদের হীরার ফুলঝুরির ঝরায়,
নদীর দু'কূল ছেপে জলের উজান ।

আমারে ধরে নি কোন মাটির কুসুম,
কোন বনানীর শাখে শ্যামল পাতায় ;
ধরে নি আমারে প্রেম, হে পৃথিবী শোন,

মাটি হয়ে মিশে-যাওয়া এ মাটির ঘুম;
চায় না আমার গান ধরণী-সীমায় ।
এ গানের ভাষা তুমি শেখ নি এখনো

দুই

হে পৃথিবী, বুকে কত শ্যামল স্বপনে ;
আমের মুকুল-ঝরা কত তৃণদল ;
ভাঁটির ঝোপেতে কত পতঙ্গ বিহ্বল,
ছায়াঢাকা রোদমাখা সকালের ক্ষণ !
কচি-লাল আমপাতা নাচায়ে পবন
ব'য়ে গেল দোলা দিয়ে বাতাপির ফল :
সুবাসের ভারা ল'য়ে বন টলমল ;
বসন্তের ফুলঘ্রাণে, পতঙ্গ উন্মন ।

এরি মাঝে ঝোপেঝাড়ে রেখেছ কি পাতি,
বিভ্রান্ত কবির লাগি নিরালা আবাস ?
তোমার বুকের ঘন অঞ্চল শিথিল
হে পৃথিবী, সেথা সুপ্ত মায়াবিনী বাতি ।
আমারে ডাকিল কাছে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
জন্মান্তের গূঢ় এক সম্বন্ধ জটিল ॥

তিন

অবোধ্য রহস্যে কোন্ পাতা ঝ'রে যায়,
পুরাতন বৎসরের কঙ্কাল যেমন ;
দীর্ণ পত্ররাশিতলে প্রবল যৌবন
নূতন পাতার প্রাণ আবার জলায় ।
ফুল ফোটে গুচ্ছে গুচ্ছে ; ফলেরে পাকায় ;

আতাফলে, নোনাফলে রস-প্রস্রবণ ;
মাটি ঠেলি মাথা তোলে নবীন জীবন ।
মুকুলের ভারে আম পল্লব নোয়ায় ।

জন্মবহস্যের এই গোপন ভাণ্ডার
আজি হ'ল উন্মোচিত পনয়নের হাতে ;
বীজ হতে অঙ্কুরিত দেখিলাম ফল
গন্ধের ইঙ্গিতে আসি বুকেতে তোমার ;
ধ্বংস সৃষ্টি এক সাথে বাঁধা হাতে হাতে,
স্তরে স্তরে উন্মোচিত প্রাণের মিছিল ।

চার

দুই হাতে ডাকে মোরে, 'আয়, আয়, আয়,
উদাসী, বনের বুকে মৌনপদ ফেলে ।
সহসা ধরেছে বন সব শোভা মেলে ।
পোড়ো বাড়ি শ্যামলিত সবুজ মায়ায় ।
ভাঁটিফুলে আলিপনা গাছের তলায় ;
বোঁটা খসে ঝিঙেফুল কাছে স'রে গেলে ;
সবুজ হলুদ ফুল ওঠে ঘাস ঠেলে ;
সুবাসিত লেবুফুল সুবাস বিলায় ।

তবু আমি পাতা নই, নই আমি ফুল ।
হে পৃথিবী, মানুষ যে কতবড় আরো ।
পাতার নিশ্চিহ্ন লুপ্তি মাটির অন্তরে,
সে মাটির বুকে নাই মানুষের মূল ।
লতার আড়াল শুধু বৃথাই বিস্তারো,
ভালবাসি, তবু আমি যাব দূরে স'রে

পাঁচ

সহসা সূর্যের আলো খোঁচার মতন
আঁধারে খসায়ে ফেলে যে বনের বুকে,
প্রজাপতি কাঁচপোকা বসে মুখে মুখে,
সে বনও আমার বাসা করে নি রচন।
শান্তির নীরব ভাষা পড়িবার মন
মানুষের জীবনের নিরঙ্কুশ দুখে
অর্জন করি নি আজও আপনার সুখে।
তাই বুঝি চলে মম ব্যগ্র অন্বেষণ।

আমি চ'লে যাব দূরে প্রদীপ [illegible]—
সবুজ আঁধারে এই অস্থির নয়নে
কতটুকু শান্তি তুমি পার [illegible] দিতে?
শুধু পার শিকড়ের শিকল পরায়ে
জাগ্রতেরে বন্দী রাখা আদিম মরণে।
জীবনেরে পার তুমি নিবায়ে নিতে ॥

ছয়

হে পৃথিবী, দিকহারা পাখিদের ঝাঁক
সন্ধ্যায় সকালে করে আকাশেতে ভিড়;
ডানার কম্পিত চাপে বাতাস অধীর;
পাখিতে ভরেছে আর ও-নদীর বাঁক।
'এইজন পথহারা, ডাক্ তারে ডাক,'
বন-টীয়া ব'লে দিল নাচাইয়া শির;
শালিকের বুলি শুনি কিচির-মিচির;—
'ওরে আয়, এইখানে পা দুখানি রাখ্।'

আমি ইথারের মত, বাতাসের মত

মাটি মোর ঘর নয়—পাতার আসরে
আমি রহিব না জেগে ফুলেদের মত ।
আমারে পাবে না তুমি পাখিদের দেশে ।
হে পৃথিবী, ঘর মোর আকাশেরও 'পরে ।

সাত

পূর্ণিমা অতন্দ্র জাগে বনের প্রহরী ;
ডালিমের বীথিকায় আলোছায়া-খেলা ;
চাঁদের জোয়ারে বনপাতা-গাঁথা ভেলা ।
আসিছে বনের রাণী বাতাসে সঞ্চরি
আসর ফাগুয়া যেন দুই মুঠি ভরি
ডালে ডালে নন্দনী ছড়ায়েছে রঙ্গ ;
সুবাসে মাতাল কাঁপে সারা রাত্রিবেলা,
কদম্বের স্তবে স্তবে সুবাস বিতরি ।

তবু আমি দূরে যাব, ওগো অরণ্যানী,
সাধ আর ফুল দিয়ে বেঁধ না আমায় ।
আমার চলার পথ বহুদূরে খোলা ।
যদি থাকি—চিরদিন থেকে যাব জানি ।
ডুবে যাব বিস্মরণী পদ্মের দোলায় ।
তাই গো বিদায় চাই—চাই আমি ভোলা ।

শেষ

শেষগান গাও কবি, বিদায়-বেলায়,
কাঁঠালিচাঁপার বুকে রবে প্রতিধ্বনি ।
এইখানে ভাঁটিঝোপে ভাঁটিফুল গনি'
বনের আলস্য তুমি নিয়েছ হিয়ায় ।

তবু পৃথিবীর ডাক বাঁধে নি তোমায়,
তৃণের প্রতিটি শীর্ষে কুসুমের মণি,—
ডালে ডালে প'ড়ে গেলে পাতার জীবনী,
তবু পড়িলে না বাঁধা—হায় বন্ধু, হায়।'

'হে পৃথিবী, নক্ষত্রের আমি চিরসাথী,
তবু বসন্তের দিনে মম বাতায়নে
নামহীন ছোট ফুলে বিজয় তোমার ;
যেমন উল্লসি ওঠো বসন্তেতে মাতি,
তেমনি উল্লাস মনে আন অকারণে।
মাটির মায়াতে মুগ্ধ মানি আমি হার ॥

রঙ্গ—"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা" !

—ঈশ্বর গুপ্ত

রঙ্গ

নীলা ঝী

এক

যাই বল বাপু, এমনধারা বাড়ীতে কাজ করা চলে না, হ্যাঁ। ফরমাসীই এদের বেশী-বেশী, সময় নেই, অসময় নেই। ভর দুপুরে চোখটি মোদার যো নেই। সকল সময় 'নীলে, নীলে' হাঁক লেগেই আছে। খাওয়া-দাওয়া ছাই কবরেজি হ'বার পর থেকে এমনধারা কমে গেছে। খারাপ হয়েছে বড্ড। মেজদাদাবাবু কাজ ছেড়ে বাড়ী বসে থাকাতে আবার এদের খরচার টানাটানি দেখছি। আগে রোজ নিত্যি হরবখৎ করে মাছ আসত, এখন মাত্তর একবখৎ, তাও একটুখানি। এক কুচি পেলাম কি পেলাম না। আগে তরকারী দিব্যি এই এমনটি দিত। এখন ছিটেকোঁটা একটুর আগা মাত্তর। ডালে খোট্টা বামুন জল দিয়ে দিয়ে পাতলা করে ফেলে—সাঁতরে পার হব না কি, মাগো! প্যাজ একটু চাইলে পাওয়া দায়, আগে হাতের গোড়ায় থাকত, যে যত পার খাও। গিন্নী এখন তেল সাবান চোখে চোখে রাখেন। বউদের বাস-সাবান দিয়ে যে গরমের দিনে চান করব তা হয়ে ওঠে না। লোকজন কমিয়ে মাত্তর চারটি পেরাণী আছি, বামুন, আমি, ভূতো আর সীতেরাম। খাটতে খাটতে গা-গতর টাটিয়ে গেল, মাগো! এমন কষ্ট আর সহ্যি হয় না। এরা আমার মুখের দিকে না চাইলে আমিই বা থাকব কেনে? হলামই বা পুরনো লোক, কিসের অপিক্ষেয় ধরে-পরে থাকব? সব বাড়ীতে আমায় খাতির করে। গেলেই 'নীলে, নীলে' করে বসায়। কত কথা কয়, কত কি জিজ্ঞেস করে! যে বাড়ীতে যাব সেধে রাখবেখুনি। এখানে আর থাকার ইচ্ছে নেই। ভাল খাওয়া-পরার অভ্যেস আমার। বাড়ীর লোকের মত থেকে এসেছি, এখন চাংরা ছেলে বউএর চোখ-রাঙানী আমার সহ্যি হয় না। দু'চারটে বাড়ীতে সেধে থাকার কথা কয়ে দেখি। এমন দিনে মাথায় করে আমায় রাখবেখুনি। আজই বিকেলে

...বাড়ীর মায় করে গিন্নীর কাছে ছুটী নোবে। যখন চলে যাবই দেরী করে কাজ কি ?

দুই

ওমা, দেখ দেখ দত্তবাড়ীর নীলা-ঝি আসছে। কেমন হেলতে দুলতে মোটা হাতীর মত থপথপে পা ফেলে আসছে দেখ। বাবাঃ একখানা গাড়ীর চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে যেন। দিনরাত বসে বসে খায় আর পাড়া বেড়িয়ে বেড়ায়। আচ্ছা মা, ওরা কিছু বলে না ওকে ?

হলই বা পুরনো লোক। ঝি তো। অত আস্পর্দ্ধা ওর কিসের ? যেন ধরা সরা দেখেছে। আর দেখ মা, আমাদের বাড়ী এসে কেমন সমানে-সমানে ভাবে মেশার চেষ্টা করে ? যেন ও সাধারণ একটা ঝি মাত্র নয়, যেন ওর মধ্যে অনেক কিছু বস্তু আছে। বাবুভাবীভাবে শাদা ধপধপে কাপড় পরে বেড়ায়। এই দিনে এত সাবান ওর মনিবেরা জোগায়। কি ভাল লোক মা দত্তেরা ! এমন গুণের ঝি আমাদের বাড়ী থাকতে এলে দূর্দূর্ করে আমরা তাড়িয়ে দিতাম। ছুতোয় নাতায় এ বাড়ী ওর আসা চাই—ই। কি করি, দত্তদের ঝি, কিছু বলা চলে না।

তিন

ও দিদি, দত্তবাড়ীর নীলা-ঝি ব্যানার্জ্জি বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আমাদের বাড়ী আসছে। দরজাটা খুলে দাও না, ভাই। ভারী মজার গল্প করে লোকটা। মনিব বাড়ীর ঘরের সমস্ত কথাখানি যেদিন আসে ঢেলে দিয়ে যায়। অথচ ওদের নুন খেয়ে কত দিন আছে। পাড়ায় পাড়ায় কেবল মনিবদের নিন্দে করে বেড়ায়। দত্তেরা জানলে তাড়িয়ে দিত। আমার এমন ঝি হলে ঝাঁটা মেরে দূর করে দিতাম। মুখে একটু আলগি দিয়ে ওর পেটের কথা টেনে বার করে ফেলি। এমন মজা লাগে সব শুনতে। সেদিন বড় বউয়ের সঙ্গে ছোট বউয়ের ঝগড়া এমন রগড় করে বলছিল ! যত সব নোংরা কথা বলে মনিবদের নামে বেটী। খাওয়া কি ? যেন রাক্ষস ! এধারে আবার হাত-টানও আছে। দত্তেরা বলেই ওকে এখনও রেখেছে।

চার

নীলা-ঝি বিমনাভাবে ঘরে ফিরে এল। কিছু কাজ হ'ল না, কেবল অনভ্যাসে বেশী হাঁটাহাঁটি করে পায়ে বাত চাগিয়ে উঠল। ছোট একখানি ঘর তার নিজস্ব, পরিষ্কার মানুষ সে দিব্য সাজিয়ে রেখেছে। কল থেকে হাত-পা ধুয়ে হাতপাখার বাতাস জল দেহে লাগাতে লাগাতে ঝি তার তক্তপোষের বিছানাতে বসে নিজের কর্ম্মজীবনের কথা গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগল।

আজ বারবছর যে দত্ত বাড়ী আছে, বড়লোকের বাড়ী থেকে অভ্যাসটা বেশ বড়লোকী দাঁড়িয়ে গেছে। এ বাড়ীতে কাজ করার সুবিধা এই যে একখানি ঘর পৃথক পাওয়া গেছে, অন্য বাড়ীর ঝি চাকরের মত সিঁড়ির তলায় কিম্বা বারান্দার কোণে তোলা বিছানা পেতে কুকুর বেড়ালের মত থাকতে হয় না। কলও কি চাকরদের আলাদা। দত্তবাড়ীর মত দক্ষিণ-খোলা বড় বাড়ী পাড়াতে একটিও নেই। চাকরদের ঘরগুলোও চমৎকার। মাইনে বার বছরে নীলা-ঝিএর বেড়ে বেড়ে পনেরোতে দাঁড়িয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর নিত্য বিশ্রাম, চা-জলখাবার, বিনামূল্যে ডাক্তার-ওষুধ, পয়লাতে বেতন, অগ্রিম মাইনে ইত্যাদি। একজন এম-এ পাশ করা যুবকের শুনে লোভ হয়। তবু নীলা-ঝি আজ অন্যত্র কাজের প্রত্যাশায় সারা বিকেল হন্যে হয়ে ঘুরে হাত-পা টাটিয়ে এল।

কিন্তু, আশ্চর্য্য, কোথাও কাজ সে পেল না। যারা বাড়ী গেলে আদর করে তাকে বসিয়ে কথা বলে আবার আসতে বলে দেয়, সেইসব গৃহিণীরাও কেউ তাকে রাখতে রাজী হ'ল না। দত্ত বাড়ীর বিভিন্ন দৌত্য কার্য্যে বিভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে সে সমাদর পেয়েছে। কিন্তু হায়, আজ তার অর্থনৈতিক মূল্য কেউ দিল না। দুই-এক বাড়ীতে ঝি-চাকর অভাবে ব্যাকুল গৃহিণী তাকে আপাততঃ রাখতে রাজী হলেও বেতন ও টার্মস শুনে সে রীতিমত অপমানিত বোধ করলে। ভাল বাড়ীতে ভালভাবে থেকে এখন গলিঘুঁজির বাসা বাড়ীতে নোংরা কলতলায় বাসন-মেজা আর যার হোক নীলা-ঝিএর পোষাবে না। বাবুভাবী মন হয়ে গেছে তার, যাকে তাকে লোকের বাড়ী বাজে কাজে রুচি আসে না। অনেক বাড়ীতে আবার লোক রাখে একটি মাত্র। অথচ, লেখাপড়া জানা চৌকশ আয়াগিরিও সে পারে না—গেঁয়ো ভূত সে। সুতরাং নীলা-ঝিএর অসন্তোষপূর্ণ স্বার্থপর মন নিজের কর্ম্ম জীবনে কোনও সাফল্য না দেখে

ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। তার ধারণা ছিল ভাগ্যের রূপোর চামচে বোধহয় জন্মক্ষণে বিধাতাপুরুষ তার মুখে লাগিয়ে দিয়েছেন। এই বাড়ীতে এত সুবিধা সে পাচ্ছে, অন্যত্র নিশ্চয় আরও বেশী পাবে। যুদ্ধের বাজারে যার যা করে নিচ্ছে, সে-ই বা চেষ্টা করে দেখবে না কেন? যুদ্ধ ব্যপদেশে শ্রমিক শ্রেণীর গভীর অসন্তোষ দত্ত বাড়ীর নীলা-ঝিকেও স্পর্শ করেছিল নিসন্দেহে।

কিন্তু সোণার স্বপ্ন তার বাস্তবে মিলিয়ে গেল। কিসের আশায় পথে পথে বিফল মনোরথে সে ঘুরে এল তা সেও জানে না। এমন একটা কিছু তার ধারণায় ছিল যার বাস্তব পরিণতি সম্ভব নয়, সুতরাং, 'পরিণাম নিরাশা'।

নীলা-ঝি হাতে পায়ে বাতের তেল মালিশ করতে বসল, কিন্তু তার আজ বিস্ময়ের অবধি নেই। যারা তাকে এত আদর করে তারাও এই চরম পরীক্ষার ক্ষণে তাকে ফেল করলে? কেউ তাকে আশ্রয় দিলে না। কেন? তবে?—সহসা নীলা-ঝিএর আত্মচেতনাহীন, অশিক্ষিত ইতর মনে একটা সন্দেহ ঈষৎ অবচেতন ভাবে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল—তবে কি তার নিজের কোন পৃথক মূল্য নেই? দত্তবাড়ীর ঝি হিসাবেই তার মর্য্যাদা?

তখনি দত্তগৃহিণীর উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল—"ও নীলা, বেড়িয়ে ফিরে ধরে বসে আছ কেন? আমার পানটা ছেঁচে দিয়ে যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে নীলা-ঝির বিষণ্ণ আত্মচেতনা রূপান্তরিত হল ক্ষতিগ্রস্তের অস্ফুট গজগজানীতে—

"বাবাঃ, বাবাঃ, কি লোক এরা। এক মিনিট হাত পা যোড়া করে বসার জো নেই। চলে যাব আমি।"

ইঁদুর

গণতান্ত্রিক গল্প নয়—যে ইঁদুর গোলা-ঘরে সিঁধ দেয়, তার কথা বলতে বসিনি। যে ইঁদুর মুখে করে শস্য বয়ে বিরাট সঞ্চয়ে একদিন গোলাদারের আপশোষ ঘটায়, সে ইঁদুরকে আমি চিনি না। সেই সব অসমসাহসী ইঁদুর, মসৃণ চিকচিকে শরীর নিয়ে যারা গুণ্ডামী করে বেড়ায়, আমি তাদের দূরেই রাখি। সম্প্রতি একটা লিকলিকে দেহ, মরকুটে ইঁদুর দাগা দিয়ে গেছে। তার কথা স্মরণ করে আমার কলম আর্তনাদ করে উঠতে চায়। সেই ইঁদুরের কাহিনী আপনাদের শুনিয়ে—আসুন মনোভার নামাই।

বেশ ছোট-খাটো ঝরঝরে মেয়েটা, একমুঠো ফুল না হোক পল্লবের মত; গালটা রোগার দরুণ ভেঙ্গে গেছে, চোখ হয়েছে জ্যোতিহীন। চেহারা পাতলা রোগাটে। সোজা চুল পরিপাটি খোঁপাতে বাঁধা। বয়স একুশ কি কুড়ি হবে। অফিসে কেরানিগিরি করে। সব সময় একটা ভীরুভাব। কেমন একটা অসহায় দৃষ্টি। দেখে সত্যি বলছি, মায়া হয়েছিল।

আমার নামটা ধরুন রাগিণী। আমি রাগিণী চক্রবর্ত্তী, ছোট বাড়ী নিয়ে এ সহরে থাকি। ছোট ভাই কলেজে বি, এ, পড়ে। রাগিণী চক্রবর্ত্তী গাইয়ে। রোজগার তার যথেষ্ট।

রাগিণী চক্রবর্ত্তী, ওরফে আমি, বেশ গৃহস্থ মানুষ। বাপ পাড়াগেঁয়ে জমিদার। প্রয়োজনে অর্থ পাওয়া যায়। নিজের রোজগার নিজের কাজে ব্যয়িত হয়। বাসাখরচ বাবা পাঠান। সুতরাং বেশ গুছিয়ে বসেছি আমি। বন্ধু-বান্ধবও মাঝে মাঝে আসে। কারণ, বাজারে আমার গাইয়ে নাম আছে। বলতে কি, এই গানের জন্য মীরাবাইয়ের মত ঘর ছেড়েছি। জানি, এ গলার মূল্য পাড়াগেঁয়ে জমিদার বাপ দিতে পারবেন না। মা তো জন্ম থেকে বিয়েই খুঁজছেন। ওখানে গান শেখবার সুযোগও বিশেষ ছিল না। সামান্য দু' একটা গেঁয়ো গাইয়ে, স্বরলিপির বই আর রেডিও ছিল আমার শিক্ষার উৎস। তবু বলতে কি, নিজের মুখেই বলছি, গান আমার হয়েছিল। কলকাতার লোকজনের যাতায়াতে, কিম্বা নিজেদের কলকাতাতে আসা-

[illegible] বড়ো মানুষও আমার গানের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করেছিল—সে মূল্য [illegible]তায়ই প্রাপ্য।

যাই হোক, সুযোগ খুঁজছিলাম। এক মেয়ে অনেক ভাইএর মধ্যে। তাই স্বাধীনতা ছিল। ছোট ভাইএর যেই গেঁয়ো কলেজে পড়া শেষ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ ঝোঁক ধরে বসলাম, কলকাতায় বাসা করে ও পড়াশুনা করুক, আমি ওর তত্ত্বাবধানে থাকি। আমারও গানটা ভালভাবে হোক্। ছোট ভাইকে হস্টেলে রাখবার সাহস আর বাবার ছিল না। আমার বড় দু'ভাই হস্টেলে বিদ্যা' অর্জন করতে এসে অবিদ্যাই অর্জন করে গেছে। জমিদারী নেড়েচেড়ে খাচ্ছে। তাস পাশার আড্ডা খুলেছে। বি, এ,-র গণ্ডী উত্তীর্ণ না হলেও বাবা বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তবে দুই বউএর শূন্য ঘর আগুলে বাসরশয়ন বিফলেই যায়। তবু মানিনীদের ভাবন কত? স্বামীর সঙ্গে এক নাগাড়ে দু'তিন দিন পর্য্যন্ত দেখা না হোলেও, প্রসাধনে ত্রুটি নেই। একটু কটা রং আছে কিনা, তাই ধরাকে সরা দেখেন। ঠ্যাকাবে বাড়িতে পা-ই পড়ে না। এই চুল নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাজার বার পাতাকাটা, এই পা-ঘষে নূতন করে আলতা পরা, দিনে দশবার গয়না-শাড়ী পালটানো। আ-মরণ, করিস কার জন্যে? একদিন বলেছিলাম টিপটেন কেটে, "মানভঞ্জনের গিরিবালা"। ব্যস আর যাবে কোথায়? শ্রীমতীরা স্নানাগারে দ্বার দিলেন। দাদারা আবার ব্যাপার শুনে আমাকে দুষতে লাগল। দেখুন কাণ্ড? স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও স্ত্রৈণ হতে বাধে না।

আমাকে বিয়ে দেবার চেষ্টা হলেও আমি এত বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রয়ে গেছি, কারণ একটু আছে। প্রকৃতপক্ষে রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশের মত ওইটুকু ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ইঁদুর আমার সর্ব্বনাশ করে গেল। সে রহস্য এখন গোপনই থাক। বিয়ের প্রবৃত্তিও ছিল না আমার। পাত্র জুটছিল যা, তা পছন্দ হচ্ছিল না। তা ছাড়া বড় গাইয়ে হ'বার স্বপ্ন ছিল মনের কোণে কোণে। তাই অবশেষে আমার জিদের কাছে হার মানতে হোলো মা-বাবার। কলকাতায় চলে এলাম লেকের ধারে বাসা বেঁধে।

আমার বয়স? ধরুন পঁচিশ। শুনেছি এখানে মেয়েরা শুধু নয়, ছেলেরাও দশ-পাঁচ কিম্বা দুই বছর গোপন করে তবে বয়স বলেন। পুকুর চুরি করতে পারলাম না, ঘটিই চুরি করছি। অনায়াসে বয়সে দুই যোগ করে নিন।

আমার বিদ্যা? হ্যাঁ, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছি। পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে শুনলাম সহপাঠিনীরা আমাকে 'হাড়গিলা' বলে ডাকছে, আমি আবার একটু রোগা কিনা! সেই যে কেঁদেকেটে—বিদ্যায় ইতি দিয়ে বাড়ী এসে বসলাম, আর এগুনো হ'ল না। আমার দরকারই বা কি? এক ডাকে লোকে আমাকে চেনে।

কিন্তু বকে মরছি কেন? আমার গল্প, কাত্যায়নী চক্রবর্তীর গল্প শিকেয় তোলা থাক। নিজের নাম রেখেছি নিজেই—রাগিণী। রাগিণী চক্রবর্তীর কথা শুনুন।

রাগিণী চক্রবর্তী বেচারী সাজগোজ করে যথেষ্ট। কিন্তু কিছুতেই তাকে যেন মানায় না। অথচ যার যেটি ভাল দেখে সেটি তার চাই। রেডিও অফিসে কোন মহিলা শিল্পীর পায়ে সে দেখলো লাল টুকটুকে ভেলভেটের চটী—ওই যে গো গোড়ালী উঁচু চটী, যেগুলো নূতন উঠেছে। সে চটী কোথায় পাওয়া যায়? ধবধবে পায়ের পাতা মেয়েটির, কিউটেক্স দেওয়া নখগুলো ঝকঝক করছে। কি শোভাই হয়েছে টুকটুকে চটীতে। সেই লাল রং রাগিণীর মনে আগুন ধরিয়ে দিল। গেঁয়ো মানুষ, সবে এখানে এসেছে, দোকান পাটের হদিশ জানে না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করে? অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব নেই—সব সামান্য 'কেমন আছেন?' গোছের আলাপ।

এই সময়ে ইঁদুরের সঙ্গে আলাপ হল ...আহা, ওই সেই মেয়েটী বুঝলেনই তো! ইঁদুর নামেই ওকে মানায় বেশী।

ইঁদুর ওকে চটীর দোকানের সন্ধান দিল, এমন কি নিয়েও গেল। সেই চটী কিনে পরা হ'ল। আরে বাপো, বাপো! ছি, ছি! দেখা গেল যেন টাকতে আগুন ধরেছে। খুলে রেখে দিল রাগিণী। দেশে যাবার সময়ে বৌদিদের উপহার নিয়ে যাবে।

কিন্তু ইঁদুর ততক্ষণে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। নিরাসক্ত, নীরস রাগিণী চক্রবর্তী, গান ছাড়া যার কোনো গুণ নেই, গান ছাড়া যার অন্য কোন আসক্তি আছে বলে বোঝা যায় না, সেই রাগিণীর দুর্বলতা ইঁদুর ধরে ফেললো। যেখানে যে ছিদ্র আছে, ইঁদুরের যে সেদিকেই নজর। সেইটুকু ধরে তার হানা দিতে হবে। রাগিণীর সুন্দরী সাজবার বাসনা প্রবল—প্রায় চিত্রাঙ্গদার তপস্যা বললেই হয়। তখনও অবশ্য পার্থ রঙ্গমঞ্চে আসেন নি। তাতে কি? তপস্যায় বাধা নেই।

চিত্রাঙ্গদার মত ভগবান রাগিণীকে রূপ দেন নি। চিত্রাঙ্গদার অসামান্যতা রাগিণীর কণ্ঠে সঙ্গীতরূপে ধরা দিয়েছে। 'হাড়গিলে' ছিল যার নাম যৌবন-উন্মেষে, ডাঁটা-ধরা দিনে আর সে কি হ'তে পারে? [illegible] কাল রং হ'ল ধসূধসে, দাঁতগুলো বেরিয়ে গেল। 'অরক্ষণীয়া' জ্ঞানদার মত গাল দুটো কে যেন চড়িয়ে ভাঙলো। বিদ্যার অভাবে কথাবার্তা উজ্জ্বল হ'ল না। জীবনে যে কিছু [illegible] স্বভাবে মাধুর্য এল না। জগতের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকলেও [illegible] তাতে রুচি নেই—যে শিক্ষা হয়নি তার। [illegible] শিল্পী রাগিণী [illegible] চায়। অন্তর্মুখীন হয়ে [illegible] সেই—বহির্জগতে [illegible] মত আপন [illegible] [illegible] তার [illegible] [illegible] চাইবে পাগল হয়ে গেল।

[illegible] 'Woman and Beauty' 'Woman and Home' 'Ladies' Journal', 'Eve' [illegible] রাগিণী পড়ে নিত। [illegible] মাসী-পিসীর [illegible] মুষ্টিযোগ [illegible] ছিল [illegible] যোগের প্রয়োগ দেখেই তো ইঁদুর [illegible] একদিন অপরাহ্নে ইঁদুর বেড়াতে এসেছে। রাগিণীর [illegible] পেছনে একটা কালো পাথরের বাটি লুকোনো ছিল—বোধহয় লোকের [illegible] পেয়ে রাগিণী লুকিয়ে ফেলেছিল—ইঁদুরের ধূর্ত দৃষ্টি এড়ালো না। সেই সোফাটাতেই সে বসলো। কথা বলতে বলতে যেন আপসে [illegible] চলে গেল সোফার নীচে "ওমা, এটা কি লাগলো পায়ে?" নীচু হয়ে ইঁদুর টেনে বার করে নিল বাটী। দই—দই মত, শশার কুচি দেওয়া। ইঁদুর অবাক্

হল। সে ভেবেছিল বাঘিনী বোধহয় গলা ভাল রাখবার কোন ওষুধ খাচ্ছে [illegible] জেনে [illegible] কাছে [illegible] যাবে। "এ কি, বাঘিনীদি [illegible]"

[illegible] বাঘিনী স্বীকার করল যে, ও হচ্ছে মুখের চামড়ার [illegible] [illegible] গেছেন। কাঁচা হলুদ [illegible] দেখা যাবে নেই [illegible]

[illegible] আজ।

[illegible] মুখে [illegible]

[illegible] বাঘিনী এক [illegible]

[illegible] বললেন [illegible]

[illegible] হাতে [illegible]

[illegible] কোথাও [illegible] দেখাবে—[illegible] বাঘিনী রীতিমত অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। [illegible] কলকাতার মানুষ, [illegible] বন্ধু-বান্ধব তার। [illegible] বড় ঘরে পড়েছে—[illegible] যোরে সে। [illegible] বন্ধুও অনেক। সুতরাং, এ জ্ঞান ইঁদুরের পক্ষেও। [illegible] বাঘিনীদির শ্রীচরণে।

ইঁদুরের কি লাভ? রাগিণী অভ্যাগতদের এককাপ চা পর্য্যন্ত দেয় না। টাকের সময় তার বিরল বন্ধুদের কেউ এসে পড়লে তাদের বসবার ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে গিয়ে একা একা চা খেয়ে আসত। মুখ মুছে বলত, "চাকরটাকে একটু রান্না বলে দিয়ে এলাম।" কোন ক্ষুধার্ত্ত বন্ধু এসে পড়লে রাগিণী খাবার আনাবার অভিপ্রায়ে দেরাজ খুলে পয়সা বার করে আবার ঢুকিয়ে রাখত। তার মনে হ'ত—ওই পয়সায় এক গজ লেস কেনা যাবে। একে তো চেহারা খারাপ, তাতে অত ছোটলোকী! রাগিণীর আশে পাশে যেন এক চাংড়া বরফ। কাছে এলে রক্ত জমে যায়। পরম গম্ভীর মুখ, বুড়োটে ভাবের চলাফেরা দেখে কারুরই বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছা করত না, প্রেম তো দূরের কথা। দ্বিগুণ আগ্রহে রাগিণী নিঃসঙ্গতাকে ভুলতে চাইত রংচং মেখে। শুধু গলার জোরে আর কত চলে?

আচ্ছা, এ হেন রাগিণী, দেহ-মনে, স্বভাবে কৃপণ, তার কাছে কেন ইঁদুর এত আসত? সারা দিন অফিসে কলম পিষে, সন্ধ্যার পরে কিছু কি উৎকৃষ্টতর করবার ছিল না তার? সে থাকত আশায় আশায় রাগিণী বড় গাইয়ে, এক ডাকে তাকে লোকে চেনে। ইঁদুরের মত নগণ্য লোকের রাগিণী বন্ধু। বলেও গৌরব। তায় রাগিণীর বাবা জমিদার, অবস্থা ভাল, সুবিধার হলে ধার পাওয়া যেতে হয়ত পারে। রাগিণীদির মনোরঞ্জন করে চললে রাগিণীদি কি ফেলতে পারবেন? রাগিণীদির অনেক—'তুতো' ভাই, মাঝে মাঝে আসে খবর নিতে। অফিসের কাজে বিরক্তি বড়, ভবিষ্যৎ সীমাহীন শূন্যতা। কিছুদিন পূর্ব্বের অসার্থক প্রণয় ইঁদুরের মনপ্রাণে দাগা দিয়ে গেছে। রাগিণীদির দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাঁকে হাত করতে পারলে, চাই কি অফিসে কাজ করে খেতে হবে না—মধ্যবিত্ত গৃহলক্ষ্মী পাওয়া যাবে।

হন্তে হয়ে দৌড়তে লাগল ইঁদুর বরি-বাচি করে।—"রাগিণীদি, অফিস থেকে ফেরবার পথে দেখলাম হোয়াইট-অ্যাওয়েতে সেল্ হচ্ছে। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই।"—"রাগিণীদি, কমলালয়ে সস্তায় জুতো দিচ্ছে। আপনার চটির দরকার বলছিলেন না? পায়ের মাপ দিন, এক জোড়া [illegible]"—"ও রাগিণীদি, [illegible] কি সুন্দর কবাব পাওয়া যাচ্ছে, ভাই!" [illegible] রাগিণী [illegible] সঙ্গে ঘুরতে লাগল দোকানে-দোকানে, দোকানে-

দোকানে। জামা-কাপড়, ছাতা-জুতো, ব্যাগ-টয়লেট, স্তূপ হয়ে উঠল রাগিণীর ঘরে। আলমারী একটা কিনতে হ'ল তার। কিন্তু হায়! কে পরবে ওগুলো, সে যে সে-ই রইল। লাভের মধ্যে ঘোরাঘুরির ফলে রোগা হয়ে গেল আরও, রংও আরো একটু কাল হ'ল।

ইঁদুরের এসব অভিযানে কি লাভ হ'ত? একদিন অতি কষ্টে একখানি সিল্কের রুমাল কিনে রাগিণী উপহার দিয়েছিল তাকে। হাসি চেপে অভিভূত ভাব দেখিয়ে ইঁদুর সেটা নিয়েছিল। দু'দিন পরে দ্বিগুণ দামের একশিশি এসেন্স কিনে রাগিণীকে পাল্টা দিয়ে বলেছিল, "রোজ স্বপ্ন দেখেছি আপনার গায়ে সুগন্ধি মাখাচ্ছি। তাই এটা এনেছি, রাগিণীদি। নেবেন না—বলবেন না যেন।'

রাগিণী 'না' বলবার লোক নয়। সুদে আসলে রুমালের দেড়টাকা উঠে এল দেখে স্বস্তি পেল। মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করছিল তার। ইঁদুর কি তা বোঝে নি? কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাগিণী ইঁদুরকে চা দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে নিজের থেকে কম দুধ-চিনি মিশিয়ে,—পরে সমান, শেষে বেশী। ইঁদুর মনে মনে ইঁদুরে হাসি হেসে নিল।

কিন্তু আবার বাজে বকে মরছি কেন? রাগিণীর গল্প তো আরম্ভ হল তখন থেকে, যখন চিত্রাঙ্গদার জীবনে পার্থ এল। জামা-জুতো-পাউডারের সাধনায় তন্ময় রাগিণী দেখল সাধনার শেষ — পার্থের কথা হোক।

এক বিষণ্ণ বর্ষার বিকেল। মেঘে আকাশ অন্ধকার, পথ ভিজে। রাগিণীর দরজার কড়া নড়ে উঠল। চাকর দোর খুলে দিল। কার্ড ভেতরে পাঠিয়ে আগন্তুক তরুণ বসবার ঘরে বসে চারিদিক চেয়ে দেখতে লাগল। চোখে মুখে তার মুগ্ধ বিস্ময়। চারপাশেই বাদ্যযন্ত্র।

রাগিণী শোবার ঘরে ততক্ষণ পড়ে নিয়েছে কার্ডটা। নামের নীচে যা পরিচয়, তা বিশিষ্ট লোকের। এই বিশিষ্ট ব্যক্তির রাগিণীর সঙ্গে কি কাজ থাকতে পারে, বিশেষতঃ যখন সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই? এমন লোক তো এমন ভাবে কখনও রাগিণীর কাছে আসেনি। রাগিণী পরদার আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখল। মনে [illegible] উঠল, কিশোর। বিস্ফারিত উজ্জ্বল চোখ—আর একটা [illegible]

[illegible] এখন হয়েছে, তোমে [illegible] চোখ। [illegible] দীর্ঘ [illegible]

[illegible] চলে গেল প্রসাধন করতে। সবচেয়ে মানানসই শাড়ী-জামা [illegible] আলাদাভাবে রং মেখে যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল, তখন নিজের [illegible] নিজেকে সুন্দর দেখাল খুবই। এক শিশি এসেন্স [illegible] করে [illegible] ঢেলে দিল। [illegible] মনে তার, আজ এ [illegible] করতে [illegible] না। যার জন্য সকল—সে তো এসেছে। [illegible] করে যাও। রাগিণীর সাধা কণ্ঠে গান [illegible] হল :

"[illegible] চরণতলে [illegible]
চায় [illegible] —

[illegible] রাগিণীর মত [illegible]
[illegible] শুনানিতে। [illegible]

রাগিণী!

[illegible] দরজার চৌকাঠে [illegible]
তার। [illegible]
শাড়িও এনেছে কিছু [illegible]

[illegible] তাকাল, [illegible]
একটু কণের মধ্যে সামনে [illegible]
কণ্ঠের একজন ভক্ত। রেডিওতে [illegible]
টিকানা জোগাড় করে দেখা করতে এসেছি। [illegible]

রাগিণীর পায়ের পাঁচ কিল। [illegible]
প্রতিভার অভাব হবে না। এতো জানা কথা। কিন্তু [illegible]
রাগিণীর অজ্ঞোতমতা এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, [illegible]
লোকে যৌ থাকলেও সযত্নে পরিহার করেছিল। এ ব্যক্তি [illegible]
[illegible]। আহা, ডাইনী [illegible] বাড়ীতে পথ ভুলে এসে পড়েছে [illegible]

[illegible] রাগিণীর [illegible] হয়েছে, নিঃসঙ্গ জীবন, তাতে [illegible] লোক, সব কিছুর

নিবেদিত ছিল উপচার। সে লোক আসেনি। কিন্তু যাকে-[illegible] রাগিণী চক্রবর্তী। তার কণ্ঠে [illegible] আছে। অসামান্যতা সে [illegible] [illegible]

[illegible] একটু [illegible], সরকার। অতিরিক্ত [illegible] করল। কথাবার্তা [illegible] যা ছিল সমস্ত মতিকে [illegible] বাসনা ভরিয়ে [illegible]

[illegible] হঠাৎ। [illegible] দিয়ে এল [illegible] আর-আর [illegible]

[illegible] পরিপাটি [illegible] কণ্ঠে রাগিণী [illegible] অভিভূত করেছেন। [illegible]

[illegible] চতুর বুদ্ধি [illegible] আলিয়ে রাখার [illegible] সবচেয়ে বাছা [illegible] বুদ্ধিমতী রাগিণীকে [illegible]

[illegible] আকর্ষণ করতে লাগল [illegible] অনেক যত্ন করল। টাকাকে টাকা জ্ঞান [illegible] সাময়িকভাবে। [illegible] খোপাটি করে সাজতে লাগল [illegible]

পার্থ কিছু আকৃষ্ট হল। কারণ, সে ছিল নিঃসঙ্গ। [illegible] বন্ধু অনেক সব ছিল। বড় মারা গেছেন যুদ্ধের দুর্ঘটনায়। যারা [illegible] ছড়িয়ে গেছেন। নিকটজনের মৃত্যুতে তরুণ প্রাণে যারা [illegible] রাগিণীর কণ্ঠমণিরা শোক ভুলিয়ে দিত [illegible] [illegible]

[illegible] রাগিণী। 'হস্ত থাকিতে কেন মুখে কহ কথা?' আবার ভুলে [illegible] পার্থ।

কিন্তু, ইঁদুর হচ্ছে গল্পের মুখ্য ব্যক্তি। তার কথায় আসা যাক। এসো ইঁদুর, এসো। 'হ-য-ব-র-ল'-এর রুমাল থেকে বেড়াল বেরোনোর মত তুমি সহসা এসে অধিষ্ঠান কর পার্থ-চিত্রাঙ্গদার প্রেমোপাখ্যানে।

কিছুদিন থেকে ইঁদুর রাগিণীর ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করছিল, আগের মত কে গেলে খুশী হন না রাগিণীদি। চা-খাওয়ানো আবার ছেড়ে দিয়েছে[illegible] তখনও ইঁদুরকে অবশ্য মাঝে মাঝে লাগত প্রসাধনী [illegible]। কিন্তু রাগিণী স্পষ্ট বলে দিল তাকে, "[illegible] ভাই, সন্ধ্যার পরে এসো না, আমি তখন গানের রেওয়াজ করি। [illegible] যাচ্ছে। তুমি বরং ছুটিছাটার দিনে দুপুরে এস, [illegible]"

প্রথমে বিশ্বাস করেছিল ইঁদুর। [illegible] পারেন সে তা জানত। কিন্তু, [illegible] এত আনন্দ কেন রাগিণীদির [illegible] ফেরা-ফেরা হয়েছে। [illegible] হঠাৎ [illegible] ভাল লাগল না ইঁদুরের। [illegible] চক্রবর্তীকে, এমন সময় কি [illegible]? [illegible] ইঁদুরের। সঠিক ঘটনা জানতে ইঁদুর বদ্ধপরিকর হল।

রাগিণীর বাড়ীর আশে-পাশে [illegible] ছিল ইঁদুর. [illegible] পার্থকে বলা বাহুল্য, ভাল লাগল। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, ওর মনে [illegible] প্রবৃত্তি জাগলেও ও আমল দিল না। রাগিণীদি মানুষ [illegible] অবাস্তব হোন, জমিদার-দুহিতা গাইয়ে রাগিণী চক্রবর্তী সুপাত্রী। পার্থ-এর [illegible] নগণ্য হতদরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন কেরাণীর প্রতিযোগিতায় পারা চলে না। কিছুকাল পূর্বে আকাশের চাঁদ চাওয়ার ফল হাতে হাতে পেয়েছে ইঁদুর। [illegible] দুলাল তার ঘরের সম্মুখে পথ দিয়ে চলে গেছে রথ না থামিয়ে। [illegible] রাগিণীর কণ্ঠে এই গান শুনলে ইঁদুর চোখে জল রাখতে পারে না।

"অচল চাহিয়া উচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে—

তাহলে রাগিণীদির জুটেছে। কিন্তু অত রূপ যার, সে পুরুষ কি কারো রাগিণীতে মোহিত? দেখা যাক। পায়ের ধুলো ঝেড়ে ধূমকেতুর কণ্ঠ ইঁদুর [illegible] রাগিণীর গলা [illegible]

"এসো, রাগিণীদি।"

[illegible] ভ্রুকুটি [illegible] রাগিণী। সবে পার্থ জীবন-কাহিনী [illegible] উপযুক্ত সময়। [illegible] রাগিণী আনো। [illegible] ইঁদুর।

[illegible] চাইছে [illegible] [illegible] কে মনে করুণা [illegible] [illegible]

[illegible] ইঁদুর [illegible] কুটকুট করে দেখতে [illegible] রাগিণীর অতি সরল, ছাকা-ছাকা [illegible] গোছ বদন দেখে শীর্ণ [illegible] ইঁদুর। রাগিণীদি কি বোকা! [illegible] সহধর্মিণীর মর্যাদা দেবে [illegible] নিঃসঙ্গ পুরুষের সঙ্গিনী [illegible] রাগিণীদির বুদ্ধি [illegible] চাইছেন। [illegible] ইঁদুরের দৃষ্টি। করুণ সুরে রাগিণী গাইছে :—

[illegible] তোমার যত গুণ গেয়েছিলাম [illegible],

[illegible] আমি চাইনি কোন দান—'

[illegible] চাওয়া দানের প্রার্থনায় রাগিণীর গলা কিন্তু কাঁপছে। পার্থ বুঝি [illegible] পড়ে। ইঁদুর হাসি চাপতে ভেতরে উঠে গেল।

রান্নাঘরে বিরাট কাণ্ড! বাপপিতোমো আমলের পাকা রাঁধুনী ঠাকুর নানা জলখাবার তৈরী করে সাজাচ্ছে রূপোর রেকাবে। আজকাল এই বুদ্ধি ধরেছে রাগিণী। ঠাকুরকে দিয়ে জলখাবার করিয়ে বলে, "আমি নিজে বসে করেছি আপনার জন্যে।" [illegible]

[illegible] অন্যান্য পুস্তিকার চেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে, 'Men, How To Manage Them' জাতীয় বই। একটা খোপ ছিল ইঁদুরের। যে কোন অন্ধ আলোবাতের কাছে থাকে। সেটা ইঁদুরের স্বভাব। [illegible] ইঁদুর সামলাতে পারত না। [illegible] সে যথাসাধ্য [illegible]। [illegible] চেহারা দেখলে মনে হ'ত বুঝি [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible] যাই। কিন্তু খোরাক [illegible] ইঁদুরের। [illegible] কথা, [illegible] সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকতো। [illegible] দারুণ [illegible], ক্ষীণ স্বাস্থ্যের কারণ।

আজও আহার-সজ্জার [illegible] ইঁদুর। [illegible] অফিস-ফেরৎ দুই-চিঁড়ে-কলা [illegible] এক [illegible] সেকথা বেমালুম বিস্মৃত হ'ল। [illegible] সে পূর্বে দেখেনি। [illegible] খোরাকের প্রাচুর্যে ইঁদুর [illegible], [illegible] কাল মন্দ জুটবে। [illegible]

[illegible] আবার অভক্ত-যুক্ত! [illegible] দেখেছিল ইঁদুরের আবেশে [illegible] [illegible]।

[illegible] ইঁদুর [illegible] [illegible]। কিন্তু, জানে না যে! ঠাকুরকে নির্দেশ [illegible] পাঠাবে না, সাজানো থাকবে। [illegible] একটু [illegible] ইঁদুরকে [illegible] উচিত ছিল। একদিনের [illegible] ইঁদুর [illegible]? কিন্তু, কুপণ মন [illegible]। [illegible] ইঁদুর [illegible] পারে। তারপরে প্রথমত [illegible] তুষ্টি-ভোজন করানো হবে। [illegible] অন্তরে প্রবেশ করতে হ'লে জিহ্বার দ্বার দিয়ে যেতে হয়। [illegible] [illegible] বাণিশী।

[illegible] দিকে তাকাতে [illegible] বাণিশী বলেন, [illegible] ইঁদুরের [illegible], চিরকালেই [illegible] ইঁদুর [illegible], বড়িজ। বুঝেও সে বুঝল না।

[illegible]

[illegible]

করলে, "আচ্ছা রাগিণীদি সুশীলা দত্তকে চেনেন ?"

"হ্যাঁ, কেন ?"

[illegible]

[illegible] আচ্ছা, ওঁর বয়স তো বলেন ছাব্বিশ, কিন্তু আপনার চেয়ে [illegible] এটা কি রকম ?"

[illegible] বিরক্তি গোপন করে রাগিণী কটুস্বরে বলল, "জানিনে, ওঁর বয়সের [illegible] রাখিনি।"

[illegible] যেন মলিন হয়ে পড়ল। ঈষৎ কাঁদ-কাঁদ হয়ে পার্থের দিকে [illegible] চাইল। তারপর ধীরে ধীরে, 'আজ আসি রাগিণীদি', বলে উঠে গেল। রাগিণীর রুক্ষতায় পার্থ অস্বস্তি বোধ করল।

আর একদিন। পার্থ গল্প করছে, "আমি রোগ [illegible] পারিনে। [illegible] অবশ্য আমার দোষ, কিন্তু জীবনে [illegible] বড় ভয়।"

মাথা নামিয়ে রাগিণী বলল, [illegible] স্বাস্থ্য ভাল রেখেছি।"

[illegible] যথানিয়মে উপস্থিত ছিল। [illegible] সত্যি ভাল নয়। ও রাগিণীদি, [illegible] আপনাকে [illegible] দিয়েছিলেন।

পার্থ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। [illegible] আর পারল না। রুক্ষকণ্ঠে বলল, [illegible] আমার কি দরকার আমি জানি।" [illegible] চোখ [illegible] চুপ করে গেল। একদৃষ্টিতে সে রাগিণীর [illegible] রাগিণীর দাক্ষিণ্যহীন কটূক্তিবর্ষণে।

চকিতে ইন্দু যেন ভেঙে পড়ল। অপরাধীর [illegible] ওঠানামা করতে করতে করুণকণ্ঠে বলল, "আমি—আমি আপনার শরীরের কথা ভেবেই বলেছিলাম। আপনার শরীরে এত বড় রোগ"—

রাগিণী হঠাৎ ক্ষেপে গেল। বাধা দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ, তোমার উপদেশ বন্ধ কর। সব সময় কথা বলতে যাও কেন সকলের [illegible]?"

[illegible] মাথা নামিয়ে রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মুছল। তারপরে উঠে [illegible]

অসুখ তোমার, রাগিণী? কই, কোন দিন বলনি তো?" সম্প্রতি [illegible] নেমেছে 'তুমিতে'।

রাগিণী ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আপনিও যেমন! ওর অমনি সর্দারী কথা স্বভাব। আমাকে ডাক্তারবাবু—এই ভিটামিন বড়ি খেতে বলেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন নিতে পারি না [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible], "[illegible], এ [illegible] [illegible] রাগিণীকে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? ও তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুমি কি জন্যে যেন ওকে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], "[illegible] [illegible] [illegible] যেন আমি [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'রাগিণীদি শুধু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বয়স ছাব্বিশ।' [illegible] [illegible] রাগিণী।

[illegible] [illegible] "[illegible] কি? তুমি আমি তো ও-বয়সের [illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible] অবচেতন মনে কিছু একটু [illegible] [illegible] পার্থের উপস্থিতিতে আসে ইঁদুর। [illegible] [illegible] একটা অকল্যাণ [illegible] রাগিণীর মন [illegible] [illegible]। রাগিণী স্থির করল সে ইঁদুরকে 'বাড়ী বন্ধ' করবে। [illegible] [illegible] [illegible] অভিনয় হয়ে গেল।

আর একটি [illegible] দিন, পার্থের প্রথম আবির্ভাবের দিনের মত। সন্ধ্যা বর্ষাভিজোড়া ইঁদুর পা টিপে টিপে রাস্তার দিকে রাগিণীর বসবার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়াল। ঘর বন্ধ, পার্থ আসেনি আজ। অবশ্য এ প্যাচপেচে বর্ষাতে কে সহজে আসে না। পাশের ঘর রাগিণীর [illegible] ঘরের একটা জানালা রাস্তার দিকে পড়ে। সেখানে [illegible] [illegible] দাঁড়াল ইঁদুর। উৎসুক কানে ভেসে এল একটি হাসির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঝুঁকাঝুকি, ধীরুভাবে চলে গেল [illegible]। [illegible]

[illegible] দেখে গেল অভাগীর বেপরোয়া আলো। হ্যাঁ, ইঁদুর [illegible] পেয়েছে।

[illegible] দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকে হাজির হ'ল ইঁদুর, শোবার ঘরে রাগিণীর। "কখন থেকে হ'ল, রাগিণীদি?"

বিছানায় তাকিয়া আঁকড়ে ছটফট করছিল রাগিণী, [illegible] কেঁদে কথা বল্ল, "সকাল থেকেই। [illegible] ইন্‌জেকশান নেওয়া দরকার। আর সহ্য করতে পারছি না [illegible]" রাগিণীর, অসহায় ভিক্ষায় ইঁদুরের দিকে তাকাল।

"দেখছি আমি। বন্ধুর বাড়ী থেকে [illegible] টেলিফোন করে দিচ্ছি।"

পাশের বন্ধুর বাড়ী থেকে [illegible] ইঁদুর [illegible] ডাক্তারকে নয়, পার্থকে।— "[illegible] আপনাকে ডাকতে [illegible]। এক [illegible] আসুন।"

[illegible] ডাক্তারের ইন্‌জেকশানের [illegible] হয়ে এসে পড়ল।

সে কি দৃশ্য! পাখা হাতে ইঁদুর, [illegible] চাকর, সিরিঞ্জ হাতে ডাক্তার। বিছানা ছিড়ে [illegible] খাটে বসে রাগিণী, আলুথালু বেশ, [illegible] চুল [illegible] বেরিয়ে আসছে, হাপরের মত [illegible] চোখ ছিঁড়ে গলার শিরা ফুলে উঠেছে, মুঠো পাকিয়ে [illegible] ঘুসি মারছে রাগিণী। কাল রঙের কালঘাম দেখা দিয়েছে। [illegible] [illegible] মূর্তিমতী।

রাগিণী চক্রবর্তীর পর্ব এখানেই শেষ হল। [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] তেবেছিলে গেলাম, কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে। তাছাড়া, [illegible] পরের দিন [illegible] গায়ে শাক্তা [illegible] না। তারপরে [illegible] [illegible] [illegible] সেদিন [illegible] [illegible]

রূপ-গুণ কিছুই নেই। তবে পাত্রী 'নিখিল ভারত ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় [illegible] কুস্তি করে 'পালোয়ান' নাম পেয়েছে। যাক্‌গে, যার যা পছন্দ!

[illegible] তোমার শেষ মুহূর্তে, প্রায় [illegible] [illegible] টুকু আমার [illegible] যাবার সর্বনাশ [illegible] দিয়ে যাকে পোষ [illegible]

[illegible] ভেবোনা কখনো
[illegible] সে রাতি আবার [illegible] দিবে
মনে ভুলে পুন প্রেমের খেলায়
মাতিব, হে প্রিয়, তোমায় নিয়ে।
অনেকে এসেছে, অনেকে আসিবে,—
যতদিন আছে আসায় আশা,
ভেবোনা কখনো পুরানো ভাঙেতে
বাঁধিব আবার প্রেমের বাসা।

অনুশাসন

প্রজাপতিপনা মেয়েদের নাকি ভাল নয় শুনি সকলে বলে,
শুঁয়োপোকা তবে ভাল নাকি বল, এঁকেবেঁকে যারা মাটিতে চলে!
পাখায় গজালে হরেক বরণ,
ভালো নয় সেটা শুনেছি কানে।
মাটির ছায়ায় মাটি হয়ে থাকা—
শোঁয়াপোকা বুঝি ভালো তার মানে!

স্বর্ণ সীতা

মাটির পুতুলে মানুষের স্বাদ
পাওয়া যে যায় না সকলে জানে,
মাটি আর মাসে প্রভেদ অনেক,
সত্য কথাটা সবাই মানে।

কলিকাল

বাপরে বাপ!
প্রকাণ্ড সাপ!
মাঠে করে আনাগোনা, চলে চটপট্
লোকা-বোকা প কাছেলে পায় ঝটপট্।
ও দৌলি ভাই,
সাপের চোখেতে যেন জ্বলে রোশনাই।
যদি সাপ কাটে
পুকুরের ঘাটে,
ডেকে তাই নিয়েছিনু সুবিমলদারে
পুকুরের পাড়ে।
তা, ছেলে এমনি বোকা,
সাপ শুনে পেল ধোঁকা;
মিছেমিছি খুঁজে খুঁজে হোল নাজেহাল;
পুরুষ এমনি হাবা!—হায় কলিকাল!

বেশ ভালো আছি

বেশ আছি, বেশ আছি,
বেশ ভাল আছি;
সামনেতে ছোট বাড়ী, তুমি [illegible]
আমি থাকি [illegible]
বেশ ভাল আছি।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তুমি [illegible]
[illegible]

সামনে হলদে বাড়ী, তারকাঁটার বেড়া,
খেলা করে আশেপাশে জাপানী কুকুর;
জিনিয়ার রাঙা আভা, মোরগের ডাক,—
[illegible] উচ্চ হাসি ভাইবোন দলে।
চকিতে দেখেছে আমি,
চোখে ভালবাসি,
আর হাসি [illegible] আছে।

বেশ ভালো আছি

ইদারা হয়নি শেষ,
[illegible] আরাম নেই।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] নাই [illegible]
[illegible] তুমি [illegible]
[illegible] তুমি আমি [illegible] ?
হয় নাকো পরিচয় সিনেমার খাঁচে ;
শোনেনি বিদেশী বুলি চোস্ত মোর মুখে ;

[illegible]

[illegible]-[illegible] দিয়ে,

ভদ্রতার বৈদেশিক আবহাওয়া মাঝে

মিলি নাই—তাই কথা সুর হয়ে বাজে ;

আমি মেয়ে তুমি ছেলে—এই পরিচয় ;

দুইটি মনের দেখা—

বেশ ভাল আছি।

উপন্যাস—

"In which the greatest powers of the mind are displayed, in which the most through knowledge of human nature, the happiest delineation of its varieties, the liveliest varieties of wit and humour, are conveyed to the world in the best chosen words".

Jane Austen.

উপন্যাস

উপসংহার

[illegible] রাজপথের [illegible] বা [illegible] বিদ্রূপ করব না, [illegible] আমরা [illegible]

[illegible] আশার আলো [illegible] জীবনের [illegible] সৌকর্যহীন [illegible] প্রতিফলিত [illegible] তবু, কেন [illegible] ওঠে কোন [illegible] সমগ্র সত্তা [illegible] আমি [illegible] তো ভারী [illegible]

এস নিস্তব্ধ নদীতীর, বকুল-বিছানো নির্জন বনপথে। নগরীর কোলাহল দূরে রেখে এস, দূরে রেখে এস যান্ত্রিক সভ্যতার যন্ত্রশাস্তি। এখানে সময় নেই, দুঃখ নেই, অভাব নেই, হতাশা নেই। দূর থেকে আমরা দেখব পেছনে ফেলে আসা নগরে, তার কয়েকটি কক্ষ। আজ আমাদের গল্পের পটভূমিকা অতি ক্ষুদ্র পরিধি চায়। কয়েকটি বর্ষারাত্রি, কয়েকটি বসন্তদিন চায় সে, তোমার জীবন থেকে মাত্র ততটুকুই [illegible]। এতই কি বেশী? তোমার অগণ্য দিন, অসংখ্য রাত্রি [illegible]

[illegible]। আমরা পলে পলে মরছি প্রাণহীন কঠোরতায়, প্রেমহীন জীবনে। তাই, আমাদের বিগত বা অনাগত বসন্তের গান শোনাই; এসো।

তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি চাই না এখানে। বিশেষ কিছু আমার বক্তব্য নয়, অতি সাধারণ মানুষের জীবনের সাধারণ একটি গল্প মাত্র। সেই অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা। প্রথমেই বলে দিচ্ছি গল্পের ছক। আমি লেখক, যাদুকর নই। মনকে সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের ঘোড়দৌড়ের মধ্য দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় দৌড় করিয়ে হঠাৎ তাজ্জব কিছু দেখিয়ে অবাক করে দেওয়া আমার ধর্ম্ম নয়। আমি নূতন কিছুই বলতে পারব না। নূতন কিছু নেইও পৃথিবীতে। আমি যা বলব সে তো [illegible] সে তো তোমারই কথা। আমার মধ্য দিয়ে [illegible] তুমিই তো প্রকাশিত হচ্ছো। তোমার মধ্যে আমি [illegible] অতীতের প্রবাহমান ধারাকে। অতীতের সঙ্গে আমার [illegible]। আমার লেখা তুমি পড়ে নিজেকেই তো দেখো, [illegible] নিজের স্থিরীকৃত সত্তার খণ্ড-খণ্ড অংশকে। কথা তো একই [illegible] রয়ে। বলবার ভঙ্গিটা পৃথক এইমাত্র। তবে কেন লিখছি, [illegible] নূতন আস্বাদ নাই দিতে পারি? লিখছি কেন, [illegible] পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা? লিখছি [illegible] মানুষ ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায় [illegible] গণ্ডির বাইরে সে ব্যগ্রকর-প্রসারণে খুঁজে বেড়ায় [illegible] সুন্দরকে—প্রেমকে: যে জীবনে একবারই আসে অথচ [illegible] পঞ্জিকার। ব্যাকুল বিভ্রান্ত মানবমনকে উদ্দেশ করে [illegible] এই পুরাতন কাহিনী। জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রহর, আত্মার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য প্রেম। [illegible] নূতন যদিও সে পৃথিবীর মতই পুরাতন। আমার এ কাহিনী [illegible] জীবন থেকে একটু সময় দাও। নিরাশার আবর্তনে, এস, একটু ভুলে থাকি।

এক নিমেষে আত্মাকে যে চরম ঐশ্বর্য্যবান করে তোলে, সমগ্র কুশ্রী [illegible] বাস্তবিকতার উপরে মোহন স্বপ্ন বিস্তার করে, সেই প্রেমের কথাই আমি [illegible]। বিকৃত প্রেম নয়, অবৈধ আসক্তিপীড়নের দহনে যে প্রেম [illegible] সে প্রেম আমি জানি না। মনঃসমীক্ষণের কেরাণী [illegible]।

আমি বলব তিনজনের কথা, সেই eternal triangle, ত্রয়ী। এ তো তুমি জান। কত এমন ঘটনা দেখেছ তুমি। হয়তো বা তোমার নিজের জীবনেই ঘটে গেছে। কে জানে? এক আইভি-লতা বিকশিত [illegible] সমাবেশ, পরিণাম তিন [illegible]। আর এক বৈদেহী [illegible] প্রাণ [illegible]। [illegible] আজগুবি রূপকথা বলে, [illegible]।

[illegible] জীবনের [illegible]

[illegible] ঘটনাচক্রের দক্ষ। [illegible] করছে অলক্ষ্য শক্তির [illegible] গল্পের উপসংহার। [illegible] পুষ্পস্তবক, [illegible] অগোচর পরক্ষেপ [illegible] তাঁকে প্রণাম করি। [illegible]

এক

বৈদেহী রায়—

শোনা গেল গায়িকা যবনিকার অন্তরাল হ'তে গান গাইবেন। [illegible] খেয়াল; কিন্তু খেয়াল কি না, সুতরাং গুণীজনোচিত। [illegible] উদ্দেশ্যে সখের দল গানবাজনার আয়োজন [illegible] মহানগরীতে। মোটামুট [illegible] এখনও বাজনার তাল [illegible]

শ্রীমান পবিমল লাহিড়ীর [illegible] কল্যাণে একখানা টিকেট [illegible] আছে সে। সুন্দরী [illegible] নক্ষত্রকুলে [illegible] হয়, আমার [illegible] কুন্তল, আকর্ণ অক্ষি [illegible] বিলাস-[illegible]? [illegible] আহা, [illegible]

কিন্তু কাছে [illegible] ঘুরে ধরে [illegible] অমায়িকভাব [illegible] অলস। বঙ্কিম [illegible] হাস্য। একটু অসংযোগ, [illegible] গোপনে বাস করছে। সুতরাং, [illegible] রাখবো।

হাতের বর্মাচুরুটের ছাই ঝেড়ে পবিমল বলে উঠল, "[illegible] বৈদেহী রায়। নামটা শোনা। আমি এ নামের একজনকে চিনি। তার চেহারা আমি ভুলব না। যত কুশ্রী মানুষ হ'তে পারে, সে তাই।"

গান আরম্ভ হ'ল। গায়িকাকে দেখা গেল না বটে কিন্তু শোনা গেল। [illegible] আকাশের ব্যাকুল বর্ষণ আবৃত্ত করে সেই মোহময়ী মল্লার রাগিণী [illegible] হয়ে উঠল। ভেঙে পড়ল সে সুর বিশাল কক্ষের

চতুর্দিকের [illegible]। [illegible] গেল না [illegible] মুখ, তাতে কি? [illegible] [illegible], [illegible] মুখে আছে [illegible], তাই বোধহয় লোকলোচনের [illegible] [illegible] [illegible] বারও। [illegible], [illegible] আহ্বানে [illegible] হতে শোনা যায় [illegible]

[illegible]

[illegible] কিনা দেখে [illegible] ক্ষতি কি?'

[illegible] রায়ের গানের খ্যাতি [illegible] লাগল। [illegible] প্রথমেই প্রবেশদ্বারের পাশে অপেক্ষা করছিল। [illegible] রায়কে না দেখে তারা আজ [illegible] না।

[illegible] স্বেচ্ছাসেবকের পাঞ্জাবীটা টেনে ধরে চঞ্চল হঠাৎ বলে উঠল, "[illegible], বৈদেহী রাজটি কে বলতে পারেন ?"

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে একটা কিছু বলতে গিয়ে পরিমলের মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন। রাত্রির কাল অন্ধকার পটভূমিকায় বর্ণ-সঙ্কুল রাজবীথিতে ফুটে উঠেছে নক্ষত্রের মত দীপ্ত সেই মূর্তি। পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের জয়পত্র তো তার ললাটে লেখা। স্বেচ্ছাসেবক সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "ওই কালো গাড়ীখানা বৈদেহী দেবীর। [illegible] উনি আসছেন উঁর বাবার সঙ্গে।"

পরিমল একদৃষ্টিতে গাড়ীখানার দিকে চেয়ে [illegible] [illegible] বিচিত্র গলার সঙ্গে ঠিক [illegible]। [illegible] হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু [illegible]।

ওঃ! পরিমল এই বৈদেহীর [illegible] [illegible] এলাহাবাদে থাকছিল। [illegible] সেই অদ্ভুত কুশ্রী [illegible] [illegible] এরই কণ্ঠের মোহিনীমায় [illegible] পরিমলকে [illegible] ফেলেছিল। তাইতো বর্ণিকা, তাইতো [illegible] [illegible] ভয়ংকরতা না থাকলেও কুশ্রীতা আছে [illegible]। [illegible] একদিকে কার্পণ্য করেছেন অন্যদিকের ঐশ্বর্যের বিনিময়ে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠলেন। চঞ্চল টীকাকারী [illegible] বলল, "[illegible] তোমার গায়িকাকে দেখে নাও। আহা!

"বৈদেহীর মত দেখিতে যাহারা
বৈদেহী যাহার নাম—"

পরিমল অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। উত্তর দিল, "[illegible] দেখছি।"

তারপর উদ্ভ্রান্ত তীরের মত বৈদেহীর কাছে চলে গেল। সে ফিরে [illegible] গাড়ীর দিকে চলেছে চলতে। পরিমলকে দেখে নিমেষে তার মুখ [illegible] আলো লেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পরক্ষণেই সে আলো নিভে [illegible] গেল।

দুই

[illegible] পরিমলের [illegible] জীবন-বীমা কার্গের [illegible] তবে, [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] চেষ্টা করে [illegible]

[illegible] পরিমলের [illegible] একবার [illegible] অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বকে ধরবার [illegible] নিজেকে [illegible] একবার [illegible] পরিমল [illegible]

[illegible] ভালবাসত পরিমলকে, কিন্তু [illegible] তাকে [illegible] বলত ভালবাসার খাতিরে বড় ত্যাগ স্বীকার করলে ভালবাসাই [illegible] হয়ে যাবে।

মা পরিমলের হাত ধরে ডাকলেন, "খোকন, স্নান করে খেয়ে নে। বেলা যে দুপুর গড়িয়ে গেল। রান্না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।"

পরিমলের [illegible] বলে ডাকবার [illegible] [illegible]

[illegible] ধরে রাখতে চাই প্রাণপণে নামটি ধরে ডেকে। ফিরে পান [illegible] জন্ত তন্দর শিশুকে, যে মা ছাড়া জানত না। আজ তার জগৎ [illegible] বাদ দিয়ে গড়ে উঠেছে, মায়ের মুখাপেক্ষী নয় সে। [illegible] যুবক [illegible] জননীমূর্তির কাছে চায় না কিছুই। বিধবা পূজার [illegible], রান্নার আয়োজনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

মা ছেলেকে ডাক দিয়ে ভাত বেড়ে খাওয়ান। [illegible] ঠাকুর ছিল, কিন্তু তাতে [illegible] পাকঘর গেল বিগড়ে, [illegible] পড়তে লাগল। [illegible] মা ঠাকুরকে [illegible]

থালায় [illegible]

[illegible] যাচ্ছিল [illegible]

[illegible] খেয়েছেন। [illegible]

[illegible] করছেন [illegible]

নিজে [illegible]

[illegible] করতে [illegible]

[illegible]। [illegible]

[illegible]। নিজের পূজো-আচ্চাও [illegible]

না, ঘরদোর [illegible]

কাটানোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে [illegible]

বিবাহ দিয়ে উপযুক্ত পুত্রবধূ [illegible]

এক সম্বন্ধ আসছে, ছেলে ফেরৎ দিয়ে [illegible]

[illegible] জানতে জননীর বাকী নেই। [illegible]

স্বামীহারা রমণী। [illegible] একটি মাত্র সন্তান কোলে [illegible]

অন্তরের ব্যর্থ পিপাসা ঢেলে দিয়েছেন ওর উপরে। কখন [illegible] কখন কাকার কাছে মানুষ হয়ে মফঃস্বল কলেজ থেকে বি. এ. [illegible] করল সে। কলকাতায় এল—চিরকাল ঝোঁক ছিল নাগরিক [illegible]। [illegible] তার কান্ত রূপ, সপ্রতিভ ব্যবহার পছন্দ করলেও দিলনা [illegible]। জীবিকা-অর্জনের ক্ষেত্রে কোন সুবিধা হ'ল না; তবে [illegible] জীবন-বীমা কম্পানীতে

মাইনে-করা দালালীর কাজ পেল একটা। দেশী কম্পানী, [illegible] বিদেশী কম্পানীর [illegible] আশানুরূপ নয়। তবে মাঝে মাঝে উপরি জোটে। [illegible] বিমল।

[illegible] রোজগারপাতি করছে। [illegible] ছেলে সংসারী [illegible] লাগিয়ে [illegible] এসেছিল [illegible] আর [illegible]।

[illegible] ঠাকুর বাবা [illegible] মায়ের। [illegible] খরচের আশঙ্কায় [illegible] সকালবেলা অর্ধেক দিন জলটুকু [illegible] দিতে পারেন না। সকালে বিছানা ছেড়ে সংসারের কাজ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় যা একবার পারেন, [illegible] নেই। ছেলে তো সংসারের দিকে কোন লক্ষ্য রাখে না। ভাগ্যি রাখে না, নইলে মায়ের ছেলের অধোগতি অবশ্য চোখে পড়ত। চিকিৎসাপত্রে ব্যয় করতে [illegible] একেই বাছার খরচ কুলোয় না। এক এক [illegible]

[illegible] বয়সে [illegible] যে মরুকের তো ভাবনায় পড়তে হয়। অবশ্য, অনিচ্ছা-
[illegible] স্বীকার করতে হয়, ছেলের সৌখিনতা আছে। আহা, করুক,
[illegible] আজীবন পরের জোরে মানুষ, যোয়ান বয়েস, কত সখ আহ্লা-
[illegible] [illegible] বোঝা তো ঘাড়েই আছে।

[illegible] একটুকরো কাপড় পরে বারান্দায় তোলা উনুনে ডিমের
কালিয়া রাঁধতে রাঁধতে মা ভাবলেন, আজ ছেলের [illegible] [illegible]
নিয়ে মনে প্রবেশ করবেন। এই পাত্রীটি ছাড়া মূর্খতা হবে। পাত্রীর [illegible]
[illegible] ব্যবসাদার। হয়তো জামাইএর কাজকর্মের সুবিধা [illegible]
[illegible] কেন, নিশ্চয়ই দেবেন ঘটকী বলেছে এটি [illegible]
[illegible]। মেজ জামাইটি হয়েছে কাল, বড়টির জামাইও সুন্দর
[illegible]। তাই গিন্নী [illegible] [illegible] ছোটর [illegible]
[illegible] কার্ত্তিক। লক্ষ্মীর মুখে [illegible]
[illegible]। লক্ষ্মীর কাছে [illegible] পুত্রের একটি [illegible]
[illegible] ছেলের [illegible] কার্ত্তিকের [illegible], তাঁর [illegible] ওই [illegible]
[illegible] খুব পছন্দ হয়েছে। এমন কি, [illegible] পর্য্যন্ত [illegible]
[illegible] দৌড়ে ঘরে পালিয়ে গেছে অর্থাৎ, [illegible] পছন্দের লক্ষণ। [illegible]
[illegible] এত আগ্রহ, নইলে কলকাতায় নিজের বাড়ী [illegible]
আপত্তি ছিল।

[illegible] গলদ আছে। মেয়ের বয়স মাত্র [illegible] [illegible]
[illegible] হয়, বারবছরের খুকুমণি। একেবারে 'টুকটুকে বৌ' হবে।
লেখাপড়া যা ওই বাড়ীতে করেছে। ওদের স্কুলে যাওয়ার রেওয়াজ
নেই। যাবেই বা কেন? ওরা তো মাষ্টারী করে খাবে না। তবু [illegible]
[illegible] কলেজে ছোটাছুটি করে বুড়োটে মেরে যাওয়ার কি দরকার?

[illegible] গিন্নীর বেশ যুক্তিযুক্ত হলেও গোলমাল তো ওখানেই।
[illegible] [illegible] [illegible] যে। অত ছোট মেয়ে শুনলেই চটে যাবে।
[illegible] [illegible] [illegible] সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব তুলে মাতা [illegible]
[illegible] সুতরাং, তিনি স্থির করে ফেললেন, পাত্রীর বয়স চড়িয়ে
[illegible] [illegible]। [illegible] বলা চলে না। মেয়েটির [illegible]

চেয়ারে বসে আছে উঁচু-হীলের জুতো পায়ে। সুতরাং, ফ্যাশানে [illegible] নেই কেউ বলতে পারবে না। চুলগুলো ফাঁপিয়ে প্রকাণ্ড খোঁপা বাঁধা [illegible] কাছে। পায়ের নীচে জোরা-কাটা সন্তর্ষি পাতা, পেছনে আর একখানা ঝোলানো। হাতের কাছে টেবিলে প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া। একটু রোগা মেয়েটি। লক্ষ্মী বলেছে ও কিছু নয়—ছেলেবেলায় জমির খান্ত ছিল, [illegible] ওপরে [illegible] বয়স; লেখাপড়াও [illegible] মেয়েদের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ [illegible] বিয়ের জন্ত [illegible] চেষ্টা করে [illegible] রূপ দেখতে [illegible] নেমে [illegible] সম্বন্ধ [illegible] কলকাতার লোকেরা [illegible] চাতুরী। ছেলের তো সে সব [illegible]

[illegible] দিয়ে রেখে যা [illegible] ছিলি [illegible] যে খাবার পরেই [illegible] গঙ্গাজল স্পর্শ [illegible]

[illegible] বললেন। বৌ [illegible] জীবনটি কেটে [illegible] হাতে সংসার [illegible]

মেয়েটি [illegible] সুন্দরী [illegible] চকিতে চোখের সামনে [illegible] মেয়েটিকে আবৃত করে জেগে উঠল [illegible] আশ্চর্য্য সুন্দর সে মুখ! তাঁর ছেলের মুখের পাশে ওই [illegible] অপরূপ মানায়।

মা আইভিকে দেখেছিলেন। একবার এসেছিল সে এ [illegible] রকতা, দুই বাড়ীর মধ্যে আলাপের আশায়, পরিবর্ত্ত [illegible] দিয়েছিল মাকে, আইভির [illegible]

সঙ্গে আলাপ করাতে। মুখে খারাপ ব্যবহার না করলেও, মিসেস চক্রবর্তী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভবিষ্যতে মেলামেশা সম্ভব নয়।

"The East is East, the West is West,
And the twain shall never meet"—

সুতরাং, সে আশায় পরিমলের ইতি পড়েছিল। আইভিও দ্বিতীয় দিন আসেনি। শুধু কি অনাত্মীয় কুমারের বাড়ী বলে? মা তো স্বয়ং রয়েছেন উপস্থিত। আইভি তো সমশ্রেণীর যুবকদের বাড়ী যায় [illegible] প্রকৃত কারণ, ওই "East is East"...ইত্যাদি। পূর্ব পশ্চিমের ব্যবধান।

মায়ের অনুরোধে পরিমল [illegible] করতে উঠল। অত [illegible] হবে না। তাই অসময় হলেও [illegible] গিয়েছিল আইভি-কুঞ্জে [illegible] যায়। কখনো [illegible]

মন যতই বিরস হোক, [illegible] একমাত্র ঐশ্বর্য্য তার। [illegible] ও সুগন্ধি সাবান সহযোগে [illegible] জড়িয়ে রান্নাঘরে [illegible]

খাবার আকৃতি দেখে, [illegible] পরিমল [illegible] বিরস হোক না কেন, [illegible] তাই মায়ের মনোরঞ্জনের প্রচেষ্টা [illegible] সফল হোল।

মা ছেলের পাতে আরো খানিকটা [illegible] দিয়ে [illegible] বসলেন, ছেলের মুখের দিকে লক্ষ্য করে আস্তে বললেন, "আজ আবার লক্ষ্মী-খুকী এসেছিল।"

পরিমলের ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল, "ওবেটীকে তুমি আবার বাড়ী ডেকে এনেছো?"

"না, না আমি ডাকবো কেন? নিজেই এসেছিল। খুব ভাল একটা [illegible] এনেছে। আমার দিন তো ঘনিয়ে এসেছে, তোর বিয়েটা দেখে"—

[illegible] পরিমল জ্বলে উঠল, এতক্ষণের সঞ্চিত বিরাগ প্রকাশের [illegible]

সেপবার জন্যে একটা বোঝা ঘাড়ে বইতে পারব না। হাজার বার বলেছি, আমি বিয়ে করব না, তাতেও তুমি শোন না। ঘটকীর সঙ্গে কথা চালাচ্ছ [illegible] ঝুকী বিয়ে করে পরকালের পথ পরিষ্কারের ইচ্ছা আমার নেই।"

[illegible] কথায়, [illegible] পাওয়া গেল না। [illegible] না। [illegible] এক একদিন [illegible]

[illegible]

[illegible] বাড়িতে [illegible] আছে [illegible] না, যখন ভিক্ষার ঝুলি [illegible] এবং ও আমার [illegible]

[illegible] ইচ্ছা ও [illegible] প্রাণে সাধ [illegible] একজাত।"

[illegible] "[illegible] একজাত? [illegible], আমি [illegible] আমি গরীব, পৃথিবীতে আর জাত আছে নাকি?"

মা চুপ করে রইলেন। হঠাৎ পরিমল উঠে দাঁড়াল, ডিমের, বাটীটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, "আর খাব না। যথেষ্ট হয়েছে! এত অশান্তির চেয়ে হোটেলে খাওয়া ভালো।"

ডিমের ঝোল উছলে মায়ের পায়ে পড়ল। [illegible] ছেলের হাত চেপে ধরলেন তিনি, "আমার মাথা খাস, [illegible] ভাত ফেলে উঠিস না। আর কখনো তোকে বিয়ের কথা [illegible]।"

বুড়ী-ঝি থর-থর করে উঠল, "ছিঃ, বাবা লক্ষ্মী, [illegible]

[illegible] বুড়ী মা রাজ্যির রান্না তোমার লেগে রেঁধেছে। মায়ের মন [illegible] দিলে ভগবান গোসা করেন।"

পাশের বাড়ীর জানলা খুলে গেল, অপ্রতিভ পরিমল আবার আসনে বসে পড়ল। বিরক্তভাবে ডিমের কালিয়া পাতে ঢেলে নিয়ে বলল, "বিয়ের কথা ছাড়া কিছু তোমার বলবার থাকলে বল। নইলে চুপ করে থাক।"

মা নীরবে সরে গিয়েছিলেন। ছেলের পথ্য উদ্রেকের আশায় যে কথা কখন বলেন না তাই বললেন, "আমার শরীরের কথা বলব ভাবছি তোকে। অম্বলটা বড় বেড়েছে। কবরেজ ডেকে একটা ওষুধ খাওয়া দরকার।"

অন্যমনস্কভাবে পরিমল বললে, "হুঁ, ত ডেকো কবরেজ। [illegible] তো আছেন।"

ছেলের ব্যবস্থার পরিপাটি দেখে মা চুপ করে রইলেন। [illegible] কবিরাজ আছেন বটে, তবে অন্তঃপুরিকা [illegible] কাছে [illegible] তাঁর দেওয়া হজমী বড়ি একশিশি তৈরী [illegible] বাঁচবে।

ছেলের মন অন্যদিকে [illegible], "[illegible] আমাদের পেছনের রাস্তার ওপারের [illegible] কারা।"

পরিমলের এ কথায় কোন [illegible] লাগল। কোন মনোযোগের চিহ্ন দেখা [illegible]। মা বললেন, "[illegible] এলাহাবাদের প্রসন্ন রায় থাকতেন, [illegible] তো তাঁর বাড়ী ছিল—তিনিই এসেছেন এই বাড়ী কিনে। [illegible]"—

সমস্ত শ্রবণ-মন আচ্ছন্ন করে আকাশ থেকে উঠলো সেই সকরুণ [illegible] রাগিনী। সেই বৈদেহী রাগ?

পরিমল মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "ওই যে যাঁর মেয়ে খুবই ভাল গান গায়? তিনি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি। মেয়েটা বেশ। আজ সকালে এধার দিয়ে যাচ্ছিল [illegible]। আমি তখন কোন বেলায় দোরগোড়ায় জলের ছিটে [illegible] বললে, 'আজ আর ঢুকব

না। আর একদিন পিসুপিস এসে আপনার সঙ্গে দেখে যাব।" তোর কথা জিজ্ঞাসা করল।"

পরিমল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, "কি ? আমার কথা কি জিজ্ঞেস করল ?"

"এই তুই এখন কি করিস এই সব।"

পরিমল বলল, "হুঁ"। তারপরে মা ও ছেলেতে রায়পিতাপুত্রী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। অবশেষে পরিমল উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কি জানি কি ভেবে আয়নায় নিজের চমৎকার চেহারাটা দেখল একবার। মা পুনর্বার স্নান করতে গেলেন। ছেলের রাগের প্রায়শ্চিত্ত !

যেদিন পরিমল বাড়ী থাকে সেদিন সে পান খায় প্রাণভরে। আজও মিঠে পানের ডিবে প্রস্তুত ছিল। জরদা-সহযোগে তাম্বূল ভক্ষণ করতে করতে সে চিন্তা করল, দিবানিদ্রা আবশ্যক। বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় নিদ্রা। অবশ্য, যদি নিদ্রা নির্দয় না হ'ন। আজ ভর-পেটে নিদ্রা-কর্ষণ বিচিত্র নয়। দোর জানালা বন্ধ করে পাখা পূর্ণগতিতে চালিয়ে পরিমল শয্যাশ্রয় করল।

উপাধানে মুখ রেখে ভাবতে লাগল সে। বিবাহ সে করতে চায় না জানিয়ে মায়ের কাছে মিথ্যা বলেছে। চায় সে, প্রতিমুহূর্ত্তে চায়। নিঃসঙ্গ জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। কাজের জোয়ালে বাঁধাদিনে তার অবসর কোন সুমধুর সমাপ্তিতে নয়। প্রাণ চায় তখন নারীর বাহুডোর। সামান্য চাকুরী করে সে, বিত্তায় অসামান্য নয়, গরীব ঘরের ছেলে। তার উপযুক্ত পাত্রী সুলভ বাংলাদেশে। বাড়ীতে আসবে সাধারণ একটি মেয়ে, সর্ব্বাংশে উপযুক্ত তার। রান্না করবে, ঘর গুছোবে, প্রয়োজন হ'লে বাসন মাজতেও হ'তে পারে। পতিপরায়ণা সতী স্বামীর সেবায় তৎপর থাকবে। নিশ্চিন্ত আরামে দশজনের মত কেটে যাবে দিন তার।

এইতো ছিল ভবিতব্য। ইন্সিওরেন্সের দালাল পরিমল [illegible] অনিবার্য্য পরিণতি ছিল এই। তবে কেন বিধাতা উপহাস [illegible] সঙ্গে ! এমন রূপ কেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে [illegible] দিল তার ? শুধু [illegible] [illegible] হ'ল সে। রাস্তা দিয়ে গেলে সবাই তাকিয়ে দেখে। [illegible] [illegible] মত [illegible] আত্মবিসর্জ্জন করছে [illegible]।

পোষাক-পরিচ্ছদ চাই রূপের উপযুক্ত। ধরণ-ধারণ, ব্যবহার অসামান্য আশা করে সকলে। মুখ খোলামাত্র প্রত্যাশা করে এমন কোন কথা বলবে সে, যা চেহারারি সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে। সাধারণের প্রত্যাশা বজায় রেখে, দৈহিক আকৃতির উপযুক্ত ব্যবহার দেখাতে কত কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়, পরিমল একা জানে। ছিটকে পড়েছে সে এমন সমাজে, এমন পরিবেশে, যা ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ দেখেনি। রূপই মূল তার অশান্তির, তার যন্ত্রনার, নইলে, কেন আকাশ-কুসুমে লোভ হবে? গরীবের ছেলের এ ঘোড়ারোগের জন্য দায়ী সৃষ্টিকর্ত্তা নিজে।

মুখ গুঁজে ভাবতে লাগল পরিমল। নার্সিসাসের মত নিজের রূপ-বিহ্বল ছিল দিনগুলি। যখনি অনুভব করল সে সাধারণ নয়, জন্মলগ্নক্ষণে অসামান্যের অধিকার নিয়ে জন্মেছে সে, তখনি মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল আত্মোপলব্ধির গৌরবে। সংসারের পথে চলেছিল মোহমত্ত নার্সিসাসের মত। কি চমৎকার সে দিনগুলো! আকাশে-বাতাসে তারি জয়সঙ্গীত। চারিপাশে পুরাঙ্গনার স্তুতি তারই জয়গান। পথের দু'পাশে ভগ্নহৃদয় ছড়িয়ে বিজয়ী পরিমল লাহিড়ীর জয়যাত্রা চলেছিল। অধরা কোনদিন ধরা পড়বেনা, এটাই জানা ছিল। রূপের উপযোগী বাহ্য শিক্ষা-সংস্কার অর্জ্জন করেছিল সে, উচ্চ সমাজে অবাধ মেলামেশার অধিকার পেয়েছিল। ভেবে-ছিল এমনি দিন কেটে যাবে। কামনার গহন অরণ্যে যে দুর্লভ রক্তপুষ্প বিকশিত হয়, তার অঙ্গে অনেক কাঁটা থাকে। সুতরাং, আরাম-লোভী, আয়েসীর ও পথ বর্জ্জনীয়। হৃদয় দেবার ব্যথা-বেদনা ভোগ করতে হবে না তাকে।

রুদ্ধ ঘরে পাখার বাতাসে রজনীগন্ধার গন্ধ। এনেছিল কিনে দু'দিন আগে। উপযোগী পরিবেশটি প্রেমের, কিন্তু কোথায় প্রেমিকা? শূন্যশয্যা, শূন্য হৃদয় পথ চেয়ে বিভাবরীর বৃথাই কাটায়। দিবাস্বপ্ন খুঁজে মরে তাকে; কিন্তু, হায়, কোথায় সে দুর্লভা?

লতাগুল্মে ঢাকা জীবনের পথ। বাঁকে বাঁকে কি অপেক্ষা করে আছে বোঝা যায় না। চলেছিল রূপাভিমানী নার্সিসাস। সহসা দেখিল নিজের প্রতিচ্ছায়া, স্বচ্ছ তড়াগসলিল ফেরৎ পাঠিয়ে দিল তারই মুখ—সেই অতুলনীয়ের তুলনা। অপূর্ব্ব ছায়ার পশ্চাৎধাবন করে পাগল ফিরছে

এখনও। আয়াস-আরাম ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। নির্লিপ্ত উদাসীন মন মোহগ্রস্ত। এই ভালবাসা! সহজ সাধারণ দিনযাপন অসাধারণ হয়ে উঠল। গর্ব্ব ধুলায় অবলুন্ঠিত হ'ল। জীবন-মরণ অর্থহীন অথবা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল বাঞ্ছিতার সরাগ বা বিরাগ ব্যবহারে।

বেশ ছিল সে, ছিল পরিমল লাহিড়ী। মায়ের আদর-দত্ত আহার্য্যপুষ্ট কমনীয় দেহ, শত সুন্দরীর ঈপ্সিত সে কান্তি, অপরাজিত মানস নিয়ে। কেন এমন হ'ল তার? মধ্যযৌবনে দেখা পেল একজনের, যে তাকে পরাস্ত করল, কিন্তু ধরা দিল না। সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনে এ আভিজাত্য কেন? সুখ না পেলেও স্বস্তি পেত সে। জীবনে তারই মত অন্যান্য গরীবের মত অল্প আয়োজনে তৃপ্ত দিন অনায়াসে কেটে যেত তার। প্রলয়ের আবর্ত্তে প্রেম কেন জীবনে এল?

নার্সিসাসের পরিণাম নিশ্চয় তার ভাগ্যে আবার লিখেছেন বিধাতা। নিজের ছায়ার ব্যর্থ অনুসন্ধানে বিফলতা। উপসংহারে পরিমল লাহিড়ীর ভাগ্যে 'পরিণাম নিরাশা'। জোড়া জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। এ ওর হৃদয়ের সন্ধান পেলেও জানে কি উপসংহার জীবনের? ইচ্ছামত কি তারা পারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে? পুতুল-নাচের দড়ির টানে যে মানুষ ওঠা-নামা চলা-ফেরা করে, তারা তো সেই মানুষ মাত্র। অমরত্বের অধিকার হৃদয়ে ধারণ করেও তারা পারেনি তিলমাত্র ভাগ্যের চক্র ফেরাতে। কলুর চোখবাঁধা বলদের মত জীবন-চক্রে গাঁথা চলছে তারা একই আবর্ত্তনে। কিন্তু, তারা ভাগ্য-নিয়ন্তা নয়। ঘানির শেষে পুরস্কার কি তিরস্কার বরাদ্দ, জানে না তারা। বিধাতা অলস মুহূর্ত্তে সৃজন গড়েছেন—সৃজনকে চালাবার উদ্দেশে চালাচ্ছেন অন্ধ নরনারীকে নিজের ইচ্ছামত। বিধাতা তো সবচেয়ে বড় 'autocrat', তাঁকে কই সিংহাসনচ্যুত করতে আসছে না কেউ? দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম কি না!

পরিমল বালিস থেকে মুখ তুলে ঘড়ির দিকে তাকাল—বেলা তিনটে। একটু পরেই মা চা তৈরী করে দেবেন। আজ যাওয়া যায় কোথায়? সকালে তো আইভির বাড়ী হয়েছে। একদিনে দু'বার যাওয়া চলেনা, তা সে প্রেম যতই দুর্ব্বার হ'ক না কেন। এখন বেরোতে দেরী আছে, আকাশ-ভরা রোদ না পড়লে যাওয়া চলবেনা। ভেবেছিল সে নিত্য নিয়মিত

[illegible] দিনের বেলায় একটু ঘুমিয়ে নেবে। পুরুষেরও তো Beauty sleep প্রয়োজন হয়। আজ সকালের উত্তেজনায় শান্তি বহন করে দিন কাটাল সে। ঘুম আর এল না।

ঘুম আর এল না! আহা, যদি এখন আইভি থাকত এখানে? পরিমলের রক্তে আগুন ধরে গেল। আইভি যদি থাকত ওই চেয়ারটাতে বসে, কাঁধ পর্য্যন্ত কাটা চুল পাখার বাতাসে আন্দোলিত হ'ত বাতাসে শস্যকাণ্ডের মত। যে তীব্র ভায়োলেটের সুবাস আইভিকে ঘিরে থাকে, সে সুবাস ঘরের বাতাসে মূর্চ্ছিত হয়ে থাকত। লালচটীপরা পদ্মের সমান দু'খানি রক্তাভ পদপল্লব সঙ্গীতের তালে তালে ধরণী স্পর্শ করে থাকত। দুই চোখে সে মাধুরী দেখে কুলিয়ে ওঠা যেত না। নাঃ, অতদূরে কেন? এইখানে, এইখানে। এই বিছানায় ব্যাকুল বাহুবন্ধনে চাই তাকে। বিজয়ীর সযত্নে রক্ষিত মন তারই আশায়। এই রূপ-যৌবন তারি জন্য। সে তুলে নিলেই ধন্য হ'বে।

বিগত চুম্বনস্মৃতি, বিগত আনন্দ মনে পড়ে দেহমন অবশ হয়ে এল। পরিমলের অধরের নীচে নরম সেই মনসিজগঞ্জন অধরোষ্ঠ। দেহ যেন নবনী, আলিঙ্গনে যখন ধরা দেয়, মনে হয় জগতে এত নরম, এত কমনীয় বস্তু নেই কিছু। অনাস্বাদিত নয় এ রস পরিমলের, তবু আইভি যেন নূতন অর্থ দিয়েছে দৈহিক সংযোগের। পূর্ব্বকৃত অভিজ্ঞতা নিমেষে মলিন হয়ে গেছে এ অভিজ্ঞতার কাছে। বাড়ীতে একজন বৈষ্ণবী ভিক্ষা করতে আসত পদাবলী গেয়ে। বৈষ্ণবীর মুখে শোনা পংক্তি মনে পড়ে গেল :—শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নারী আছেন, কিন্তু "কোই নই রাইকো সমানা।" শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র গোপিনী ছিল, যদিও শ্রেষ্ঠা রাধা। কিন্তু, আইভিকে দেখবার পরে পরিমলের জীবনে দ্বিতীয়া নারীর স্থান হয়নি।

পরিমল পাশবালিশে মুখ লুকিয়ে কামনা-ক্লিন্ন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। উপায় নেই। সেই অপরূপ চুম্বন, সেই উন্মাদনাময় আলিঙ্গন পাওয়া যাবে না। প্রত্যহ সুযোগ হয় না—আইভিও মেজাজে থাকে না। যেদিন থাকে সে, উজাড় করে নিজেকে ছেড়ে দেয় পরিমলের হাতে। কিন্তু, অতি ক্ষণস্থায়ী সে আত্মসমর্পণ। চরম মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে আত্মসংবরণ, বন্ধনবিহীন সম্পর্ক। তবু, সে দিনগুলি কালের কাল যবনিকায় উজ্জ্বল সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

আইভি! আইভি! না, একটা কিছু করা প্রয়োজন মানসিক উত্তেজনার নিবৃত্তির নিমিত্ত। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পরিমল। এখনি আইভির স্মৃতি-কণ্টক-পীড়িত গৃহ ত্যাগ করে চলে যাবে সে যেদিকে হ'ক। ভোলা চাই, নইলে পাগল হয়ে যাবে পরিমল। ভোলা চাই। যেমন করেই হ'ক। অন্য নারীর সাহচর্যে ভোলা চাই।

সহসা আকাশ অন্ধকার করে মেঘ নেমে এল। ভাদ্রের খররৌদ্র তিরস্কৃতা কিশোরীর নয়নের সজলতা ধারণ করল। বৃষ্টি আসেনি, কিন্তু বাতাসে আভাস বৃষ্টিবিন্দুর। সহসা কাণের কাছে করুণ মল্লার রাগিণী ভেসে এল :—

"গানগুলি মোর কাঙালের মত তোমার দুয়ার পাশে
বার বার যায় বৃথা অভিসারে, বেদনায় ফিরে আসে।
ওরে কি তাহারা সীমাহীন পথ-পান্থ,
নীড়হারা পাখী, ঝঞ্ঝা-বিবশ ক্লান্ত ?
ঊর্দ্ধ আঁধারে ঘন-গরজন, নিঠুরা চপলা হাসে।
নৃত্যছন্দে রিমিঝিমি ঝরে ধারা,
গানগুলি চির-অগীত কি রবে তারা ?
হায়, মিলন-পিয়াসী বিরহবাদলে
আঁখিধারে শুধু ভাসে।"

গান ছাপানো হয়েছিল অনুষ্ঠান-পত্রে। গায়িকার বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথাগুলো মনে আছে। চেতনা আচ্ছন্ন করে আজও বাজছে মোহময় শ্রাবণ রজনীর মল্লার গান? আশ্চর্য্য।

এইতো গানের সুর পথ দেখাল। নয় কেন? রাস্তা পার হ'লেই গায়িকার বাড়ী। তাদের পাড়ায় এসেছেন প্রসন্নবাবু। এলাহাবাদে বিদেশে যথেষ্ট উপকার করেছিলেন তাদের। পরিমলের খবর নেওয়া উচিত।

ওই কুশ্রী বৈদেহীর সাহচর্য্য! মন বিরূপ হয়ে উঠতে গান বেজে উঠল আবার :

"গানগুলি চির অগীত রবে কি তারা?"

ঐ সঙ্গীত, অপার্থিব সঙ্গীত আছে সেখানে, তার কণ্ঠে। এখন যে মন

ব্যবহারিক জগতের উর্দ্ধে কামনা-ভরে আকুল হয়ে উঠেছে, অধরাকে প্রার্থনা করে ব্যর্থ বঞ্চনায় বারে বারে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে ধূলায়, সে মন হয়তো সার্থক তৃপ্তি পাবে গানের আবেদনে। হয়তো সঙ্গীত তাকে পথ দেখাবে ব্যর্থ কামনার তৃপ্তি কোথায়।

তিন

বৈদেহী তার তেতালা ঘরের একটা জানালা খুলে পরিমলকে দেখছিল। পরিমল তাদের বাড়ী তার বাবার সঙ্গে পুরোণো আলাপটা ঝালিয়ে নিতে এসেছে। সুন্দর চেহারা বটে, পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা সুকোমল লাবণ্য পরিমলের দেহকে আশ্রয় করে আছে। প্রশস্ত, প্রশান্ত, রেখাহীন ললাট থেকে দীর্ঘ কালো চুল উপরে তুলে আঁচড়ানো। ভ্রূ বোধ হয় একটু বেশী ঘন কিন্তু সেটা তার দোষ না হয়ে গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি গৌর-বর্ণের ওপর ওই ভ্রূ আর মেয়েদের মত ঘন কালো পক্ষ্ম দেওয়া চোখ বড় মানিয়েছিল। পরিমলের নাকটা গ্রীক, রোমান আর আমাদের কবি বর্ণিত "খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল" এই তিনের মত না হলেও মনোহর। ওর অধরোষ্ঠ, মনে হয় যেন শতদলের দুটো পাপড়ি।

পরিমলের উন্নত, সৌম্য দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে বৈদেহীর কেবল আজ বেশী করে নিজের রূপহীনতার কথা মনে পড়ছিল। আমরা মুখে বলি "রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে ?"

কিন্তু কবি পর্য্যন্ত বলেন—

"চোখের দাবী মিটলে পরে তখন খোঁজে মন,
তাইতো প্রভু! সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।"

বৈদেহী দেখছে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখে এত রূপের বিকাশ হয়! কখন হাসিতে উজ্জ্বল, কখন বিনয়ে নম্র, কখনও বা ভাবমাধুর্য্যে পূর্ণ! পরিমলের কোন কথা তার কাণে এলনা কিন্তু পরিমলের অধরোষ্ঠের মোহন ভঙ্গিমায়, মুখের প্রত্যেকটা পরিবর্ত্তনে বৈদেহী পরিমলের কথার ধরণ বুঝতে লাগল। বৈদেহীর বাবা পরিমলের পিঠ চাপড়ে কি যেন বল্লেন তাতে পরিমলের মুখ নবীন শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যে কৃতজ্ঞ হয়ে কিছু

বলছে তা তার মুখের উজ্জ্বল রেখায়, অধরের সহাস্য ভঙ্গীতে, চোখের কমনীয়তায় দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর! বৈদেহী রোজ মানুষ দেখে, কিন্তু মানুষের মনের প্রকাশ বোধহয় কারো মুখে লক্ষ্য করে না! আজ বৈদেহী মুগ্ধ হ'ল। গানের জলসার দিনে যে এই মুখেই ব্যঙ্গচ্ছায়া দেখে সে মর্মাহত হয়েছিল, মনেও রইল না তার। চোখ সেদিন ভুল দেখেছিল, ভেবে নিল বৈদেহী।

চাকর এসে জানাল বাবু দিদিমণিকে ডাকছেন, সুন্দরপানা একটি বাবুর সঙ্গে কথা কইতে। বৈদেহীর বুকের ভিতর দোলা লাগল। পরিমলের সামনে দাঁড়িয়ে সে কি কথা কইবে। তার রূপহীন দেহটা রূপের রাজার কাছে কেমন করে বার করবে? বৈদেহী কলেজে পড়ত। তার আজ নতুন করে সুন্দরী সমপাঠিনীদের কথা মনে পড়তে লাগল। আঃ, যদি সে রেণুর মত দেখতে হত! অমনি পুষ্পমঞ্জরীর মত দীর্ঘ, সুঠাম দেহ, অনুপম মুখশ্রী নিয়ে দাঁড়ালে হয়ত তার বাবার টাকা আর তার নিজের কণ্ঠের সুর-লহরীর সঙ্গে পরিমল তাকে পছন্দ করত।

বৈদেহী নিজের মনে ভাবল, "কি যে ভাবছি। অন্য লোকের পছন্দ দিয়ে আমার কি হবে? তবে ভদ্রলোকের সামনে যাব, একটু পরিষ্কার হ'তে হবে।"

বৈদেহী চুল খুলে নীচু করে সমস্ত কপাল ঢেকে এলোখোঁপা বাঁধল। কানে দিল লম্বা কর্ণভূষণ। কাঁপা হাতে ঝাঁজরীমুখদেওয়া কাঁচের পাউডারের শিশি থেকে পাউডার বের করতে যেয়ে দিল ফেলে। কালো আবলুষ কাঠের ড্রেসিং টেবিলের ওপর রূপোর গুঁড়োর মত পাউডার ছড়িয়ে পড়ল।

প্রসাধনপর্ব শেষ করে সবুজ ঘাসের চটি পরে বৈদেহী বসবার ঘরে গেল।

পরিমল বাঁকা কটাক্ষে বৈদেহীর দিকে চেয়ে দেখল। তুমি করেছ কি বৈদেহী? প্রসাধন যে তোমার দেহকে শোভা দিতে পারে-নি, লজ্জাই দিয়েছে। যার কাছে শোভন হ'তে এসেছ, তার পুষ্পডালিতে তোমার মত অপরাজিতার স্থান কোথায়?

পরিমলের নমস্কারের প্রতিদান দিয়ে বিব্রত বৈদেহী একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। বসবার সময়ে আঁচল লেগে পাশের টিপাই থেকে ফুলের তোড়া

পড়ল মেজের। একটা গোলাপ ছিটকে পরিমলের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। বৈদেহী অজানিতে বুঝি পরিমলের পায়ে অঞ্জলি দিল।

পরিমল সাহসী, নারীর মন সে ভোলাতে জানে। সে কথার ব্যবসাদার, কেমন ব্যবহার চিত্তহারী হয় তা তার জানা আছে। সে নত হয়ে তোড়াটা তুলল, ফুলটা তুলল, আঘ্রাণ করে তোড়াটা বৈদেহীর হাতে দিয়ে বলল, 'মিস্ রায়, ফুলটা কিন্তু আপনি এসে আমার পায়ে পড়েছে, এটা আমার পাওনা।'

প্রসন্নবাবু প্রসন্ন দৃষ্টিতে পরিমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই তো বৈদেহী, ও তো তোমাকে চেনে, বসে ওর সঙ্গে কথা বল বাবা, আমি আসছি। নীচে বিস্তর লোক অপেক্ষা করছেন। এক্ষুনি আসব।"

পরিমল ভাবল, আর একটি মেয়ে! যদিও সে অতি কুরূপা তবুও সে তো মেয়েদেরই জাত; তাকে নিয়ে একটু সময় কাটাতে দোষ কি? সকালের ব্যর্থতা, দ্বিপ্রহরের উত্তেজনা এদিকেই ইঙ্গিত পাঠায়। একজনকে ভুলতে যে চাই অন্য; হ'কনা কেন কুরূপা সে। নাই বা মনোহারিণী সে হ'ল। ভুলিয়ে শুধু রাখুক সে আমায়। দোষ কি?

পরিমল একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললে, 'মিস্ রায়, এলাহাবাদে আলাপ বেশী জমতে পারে-নি এবার কলকাতায় সেটা করা যাবে। কাছাকাছিই তো বাড়ী।"

বৈদেহী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে পরিমলের দিকে চেয়ে ভাবল সুন্দর লোকের সবি সুন্দর! কি চিরপরিচিতের মত কথা বলবার সহজ ভঙ্গী? আর সে নিজে একটা কথাও বলতে পারছে না। প্রাণপণ চেষ্টা করে বৈদেহী বল্লে, "আপনার মা ভালো আছেন?"

"হ্যাঁ, তিনি আপনার সঙ্গে শীগ্‌গীর দেখা করতে আসবেন।'

বৈদেহী ত্রস্ত হয়ে বলে উঠল—"হ্যাঁ—না—কিন্তু আমারই আগে যাওয়া উচিত।"

পরিমল চকিত দৃষ্টিতে তারদিকে একবার চেয়ে বললে, "ও:! আচ্ছা!"

পরিমল অন্যমনস্কভাবে গোলাপটা ছিঁড়ছে, সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গুলীর ত্রিকোণাকার নখর হীরের মত চক্‌চক্ করছিল। বৈদেহী পরিমলের সুদৃশ্য আঙুলগুলো দেখল, আঙুলের ওপর গোমেধ-বসানো আংটিটা লক্ষ্য করল। পায়ের ভেল্‌ভেটের গ্রীসিয়ান্ স্লিপার, গায়ের মুগার পাঞ্জাবী আর ধুতির চিকন

কালো পাড় কিছুই বৈদেহীর চোখ এড়াল না। পাঞ্জাবীর নীচের পকেটে যে পরিমল সোনার ক্লীপ্ লাগানো নীলরঙের একটা 'লেডিস্ জুনিয়র' পার্কার আটকে রেখেছে সেটা পর্য্যন্ত বৈদেহীর অজ্ঞাত রইল না।

আর পরিমল কটাক্ষে চেয়ে দেখল বৈদেহীর মত কুশ্রী দেখা যায় না। চোখ তার সাধারণ, ভ্রূরেখা নেই বল্লেই হয়। গড়ের মাঠের মত কপালখানা ঢেকে স্বল্প কয়েকগাছা চুল নাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, বাকী চুলগুলো দিয়ে পেছনে বড়ির মত ছোট খোপা করা। নাক তার সুউচ্চ গণ্ডদেশের মধ্যে অবস্থিত হয়ে যেন আরো ছোট দেখাচ্ছে, কালো কালো পুরু অধরোষ্ঠ অত্যুচ্চ দন্তশ্রেণীকে ভাল করে আবৃত করবার বৃথা প্রয়াস করছে। সংক্ষিপ্ত চিবুক মুখকে একটুও রূপ দিতে পারে-নি, আর রং তো অমাবস্যার আকাশে কালী ঢাললে যা হয়। পরিমল ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবল, মানুষ এত কুচ্ছিৎ হয়।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পরিমল অনুনয়ের সুরে ডাকল, "মিস রায়!"

বৈদেহী আগ্রহের সঙ্গে তাকাল। পূর্ব্বের মতই মিনতিপূর্ণ স্বরে পরিমল বলল, "আপনার গলার সুর আজো ভুলতে পারি-নি। এলাহাবাদে সেবার যা শুনেছিলাম এবার এখানে এসে তার শতগুণ ভালো গলা শুনলাম। সেদিন ইনস্টিটিউটে তো আপনি আর গান গাইলেন না। এখন যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়—যদি আমার চাওয়াটা অসঙ্গত না হয়—তবে একটা গান শোনান।"

বৈদেহীর মন আনন্দের সপ্তম-স্বর্গে যেয়ে উঠল। পরিমল তার গলার সুর ভুলতে পারে নি। পরিমল তার গানের কথা ভাবে। পরিমল তার গান শুনতে চাইছে। বৈদেহী পুলকিত কণ্ঠে বলল, "আমি আর কিই বা গান করি।"

"হ্যাঁ, ফুল জানেনা তার কতটা গন্ধ আছে।"

বৈদেহীর মন উল্লাসে চমকে উঠল। পরিমল তাকে কেন ফুলের সঙ্গে তুলনা করে? চুপি চুপি চেয়ে দেখল পরিমল তারি দিকে তাকিয়ে আছে। এ সুখচিন্তাকে এখনকার মত চাপা দিয়ে উঠল সে গান গাইতে। পিয়ানোর সামনে বসে একটু ভেবে বৈদেহী গান ধরল—

"কাজল চোখে চাইলে চোখে,
মন ভোলালে, অপরাজিতা,
স্নিগ্ধ-মধুর অধর তোমাব
অমনি আমায় বলল 'মিতা।'
আমি চাইনি, জানি চাইনি
গন্ধ রঙের গরবিনী,
চাঁদেব আলোয় মাতাল হিয়া
চিনল তোমায়, অনিন্দিতা।
কে জানে কোন ভাগ্যদোষে ভাঙল স্বপন, চমকে দেখি,
বাহুব বাঁধন শিথিল করে পালিয়ে তুমি গেছ, একী।
বাখছে ঘিবে আজকে আমায
চম্পা-গোলাপ-কমল-বেলায়,
এখন তুমি ব্যথার স্মৃতি,
কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিতা।"

বৈদেহী প্রাণ দিয়ে গাইছিল। এমন গান কখন বৈদেহী গায়-নি, পরিমলও শোনে-নি। দুঃখের সুরে দরদ দিয়ে গাওয়া দুঃখের গান এমন আর সে কারো মুখে শোনে-নি। এমন কণ্ঠে মধুর দূরতার আভাষ, সঙ্গীতে রোমাঞ্চ কারো গানে ফুটে ওঠে-নি। প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চাবণেব কি উদার ভঙ্গী! গানের ভিন্ন ভিন্ন ভাব এই মেয়েটির গলায় যেমন সহজলীলার সঙ্গে বিকশিত হ'ল এমন বিকাশ আর কারও কণ্ঠে হয় নি।

পরিমল চঞ্চল হযে বৈদেহীর মুখে তাকাল। একি। এ মুখে তো ভাববৈচিত্র্য নেই! পাথরের মত ভাবহীন, স্তব্ধ মুখ আনত করে বৈদেহী গান গাইছে। পরিমল আশ্চর্য্য হ'ল, তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। একি, তবে কি বৈদেহী যন্ত্রের মত অনুভব না করে গান গেয়ে যাচ্ছে! কিন্তু এই গানের প্রত্যেকটি টানে, প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণের সুকুমার ভঙ্গীতে গায়িকার কি অখণ্ড হৃদয়ের সম্পূর্ণ ভাব-লহরী একান্তভাবে ফুটে উঠছে।

গান শেষ হ'ল। বৈদেহীর মুখে পাথরের ভাব কেটে যেয়ে সজীবতা প্রকাশ পেল, চেয়ার থেকে হাসিমুখে সে পরিমলের দিকে ফিরল।

পরিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, "এমন গান কারো মুখে শুনিনি বললে কি বিশ্বাস করবেন? কবি হয়ে জন্মাইনি, তাহলে প্রশংসার ভাষা হারিয়ে ফেলতাম না।"

বৈদেহী কৃতার্থ হাসি হাসল।

পরিমল প্রশ্ন করল, "কিন্তু গানটার কথার মধ্যে সনেটের মত পরস্পর বিরোধী দুটো ভাব দেখলাম। এ ধরণের গান কোথায় শিখলেন?"

বৈদেহী হাসিমুখে উত্তর দিল, "আমাকে যিনি গান শিখিয়েছেন তিনি বলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাব গানে থাকলে তবে গানের যথার্থ বিকাশ হয়। এক ভাবের গানগুলো সোজা। তিনিই আমাকে এটা শিখিয়েছেন।"

পরিমল বললে, "এমন ছাত্রী পেলে অনেক শিক্ষকেরই প্রতিভার বিকাশ হয়।" বৈদেহী পরিমলের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, কোন প্রতিবাদ করল না।

পরিমল তিনটের সময় এসেছিল। সাতটার সময় প্রসন্ন বাবু ও বৈদেহীর সঙ্গে গল্পগুজব করে প্রচুর জলযোগের পরে বের হয়ে যেতে যেতে ভাবল "দিনকতক মেয়েটাকে নিয়ে বেশ মজা করা যাবে।"

হ্যাঁ, এখনও পরিমল লাহিড়ীর মনে-মুখে এমন অমার্জিত ভাব আসে। নিজের বহিপালিশ, উচ্চ সমাজের অন্তরঙ্গতা, আইভির প্রেম তার জন্মগত দৈন্যকে আবরিত করতে সক্ষম হয়-নি। চরিত্রগত নিষ্ঠুরতা যুক্ত হয়েছে! নার্সিসাস একোকে তো চিরকাল প্রত্যাখানই করে এসেছিল। প্রতিচ্ছায়ার প্রতি প্রেম তো অন্য নারীকে ভালবাসতে শেখায় না। যে সংস্কৃতি থাকলে নারীমাত্রকে সম্মান করা যায়, সে সংস্কৃতি পরিমল লাহিড়ীর নেই। নিজের জগতে বেশ ছিল একো, কেন নার্সিসাসের সঙ্গে দেখা হ'ল? সুমধুর প্রতিধ্বনির স্বর-লহরী বনের শাখায় শাখায়, ফুলে ফুলে ছড়িয়ে পড়ত। সঙ্গীতময়ী ছিল নিজের মনে। সে সঙ্গীতময়ী নিজেকে ভুলে গেল নিষ্ঠুরের অন্বেষণে। কণ্ঠ হ'ল নির্ব্বাক, চরণ মুখর। হায় একো!

আর বৈদেহী অনুভব করল পরিমলের কথা ভাবতেও তার ভালো লাগে।

চার

"খোকন" মার ডাকে পরিমল উঠে বসল। মা বল্লেন, "অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিস এখন ওঠ, তোর না আজ কোথায় ইন্‌গেজমেন্টো আছে"— ছেলের কল্যাণে মা কথাটার মানে শিখেছিলেন কিন্তু উচ্চারণ শেখেন নি এখনও।

পরিমল উঠে বসল। যৌবনোদীপ্ত মুখের উপর বিষাদের স্তিমিত ছায়া ক্ষণেকের জন্য পড়ে মুখ যেন একটু কোমল হয়ে গেল। আবার আইভির বিদ্রূপ, সংযমের কঠোর সাধনা।

মা বল্লেন, "আইভিদের বাড়ী যাবি তো।"

আইভি! আইভি! নামটা যেন পরিমলের মনে মন্ত্রের কাজ করে। পরিমল আলস্য-জড়তা ফেলে উঠে বসল। শ্রান্ত সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে। পরিমল আজও ছুটীর দিন বলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজ আইভি তাকে সিনেমা যাবার নিমন্ত্রণ দিয়েছে।

আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পরিমল শ্রান্তির নিশ্বাস ফেলল। শীতের বেলা, ঘুমিয়ে পড়ে বড় শরীর খারাপ লাগছে। দিগন্তশেষ আজ তার মনকে মায়াপাশে বদ্ধ করেছে বুঝি। প্রশস্ত, মর্ম্মর-শুভ্র ললাট হ'তে চুল ব্রাশের সাহায্যে তুলতে তুলতে পরিমল ভাবল, যেখানে অন্য মেয়ে তাকে পেলে ধন্য হয়, সেখানে আইভি তাকে কেন ঘোরাচ্ছে। আর তো ভাল লাগে না।

পরিমল এই বিষাদক্ষুন্ন ভাবটা মনে নিয়ে একটু ম্লানমুখেই বাহির হ'ল। বৈদেহীদের বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায়। সেই বারান্দায় বৈদেহী দাঁড়িয়েছিল। বৈদেহী রাস্তার দিকে চেয়ে দেখতে পেল যে পরিমল আসছে। প্রতি অঙ্গে তার যেন একটা দারুণ শ্রান্তির বৈক্লব। বৈদেহীর এখন যে অবস্থা তাতে পরিমলের ম্লান মুখ দেখে তার দুঃখিত হওয়া উচিত কিন্তু বৈদেহী হ'ল সুখী। সে তার বাবার কাছে শুনেছিল যে পরিমলের দিন বেশ স্বচ্ছন্দে যায় না, টাকাকড়িরও অভাব হয় মাঝে মাঝে। তাই আজ বৈদেহীর মনে হল হয় তো' টাকাকড়ির টানাটানিতেই পরিমলের ফুলের মত মুখ শুকিয়ে গেছে!

তা'হলে পরিমল এক অংশে তার চেয়ে অবনত আছে। নিজের ক্ষুদ্রতার অসহ ব্যথা যেন বৈদেহীর কাছে লঘু হয়ে এল।

আমি বলি বৈদেহীর ভালবাসায় ঈর্ষা আছে। প্রেমাস্পদের পরম যোগ্যতায় তার মনে অনাবিল আনন্দ জেগেছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে ঈর্ষার সমাবেশ হয়েছে। সে নিজে কেন এত রূপে ক্ষুদ্র হ'ল আর পরিমল কেন রূপের রাজা হ'ল? কেন এক অংশেও পরিমলের অপেক্ষা বৈদেহী বড় হ'লনা? রূপের অভাব সে কিসে পূর্ণ করবে?

আজ যেন একটা কিছুর সন্ধান পেয়ে বৈদেহী হৃষ্ট হ'ল। পরিমল এগিয়ে আসছে, এক্ষুণি সে বৈদেহীর দিকে তাকাবে। বৈদেহী চকিত দৃষ্টিতে একবার নিজের বেশ লক্ষ্য করল' ঠিকই আছে! হাত দিয়ে চুল ঠিক করে বৈদেহী আগ্রহের সঙ্গে নীচের দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হ'ল যেন তার কাণ লাল হয়েছে, চোখমুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, বুকের ভিতরে দ্রুততাল আরম্ভ হ'ল। না জানি কেমন করে পরিমল তার দিকে তাকাবে? কিন্তু কিছুই আশ্চর্য্য ঘটল না। পরিমল প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল না। একটু ম্লান হেসে চলে গেল।

পরিমলের হাসিটা কি সুন্দর। আইভির কথা ভাবতে ভাবতে সে বৈদেহীর দিকে চেয়ে হাসল। বৈদেহী যে মুখ কেবল আনন্দে ভাস্বর দেখেছিল আজ সেই মুখ বিষাদের ছায়ায় করুণ দেখে স্তম্ভিত হ'ল। আকুল কামনায় তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। তার এত ঐশ্বর্য্য আর পরিমল এই শীতের সন্ধ্যায় বিষণ্ণ মুখে কোথায় যাচ্ছে রিক্ত ভাবে? অনটনে চিন্তিত হয়তো সে। কিসের অভাব পরিমলের? কিন্তু সে একবারও ভাবল না যে পরিমল সুন্দরীর দ্বারে বন্ধক দেওয়া চিত্তের সুদ দিতে যাচ্ছে।

"এসে পৌছতে পেরেছ পরি? Too late। তোমার জন্যে Seventh Heavenটা আজ আর দেখা হ'ল না। একেরে অকেজো তুমি!

পরিমল হাতের রিষ্টওয়াচটার প্রতি চেয়ে বলল, "কই, বিশেষ দেরী কি হয়েছে?"

"না তাকি আর, মাত্র আধ-ঘণ্টা যাক্ চল Sunrise-টাই দেখে আসিগে।"

ড্রেস সার্কেলে দুখানা জায়গা নিয়ে পরিমল বসল, আইভির পাশেই। আইভির গোলাপী শাড়ীর আঁচলখানা উড়ে এসে পরিমলের মুখে লাগছে। আলো নিভানো হয়েছে, অন্ধকারের মধ্যে আইভির কানের ও গলার হীরেগুলো জ্বলে উঠল। একখানা গান হচ্ছিল, কিন্তু পরিমল কিছুই শুনতে পেলনা; তার মন তখন চিন্তাবিষ্ট।

আইভি সুগন্ধাকুল এমব্রয়ডারী করা রুমালে মুখ ঢেকে বলল, "পরি ? সিলি গান ? না ?"

"কি জানি।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিমলের দিকে চেয়ে আইভি বলল, "Hallow ! what's the matter with you ? সিনেমা তোমার ভাববার জায়গা নয়, যা দেখতে এসেছ দেখ। পরে যতখুসী আকাশপাতাল ভেব।"

কোন কথা হ'লনা আর। বিরামের সময়ে আইভি গম্ভীর হয়ে বসে রইল। তারপরে আলো নিভলে আস্তে সরে এল পরিমলের কাছে। চেয়ারের হাতলে রাখা পরিমলের হাতের ওপরে আঙুরের মত নরম হাত এসে পড়ল—যেন ক্লান্ত বিহগী কুলায়ে ফিরে এল। আইভি ধীরে ধীরে ডাকল, "ডার্লিং !"

পরিমল চকিত হয়ে তাকাল। আলো না থাকায় আইভির মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তবু মনে হ'ল আইভির হীরার মত দীপ্ত মুখ মুক্তার মত কোমল, করুণ হয়ে এসেছে, সহানুভূতি-বিধুর স্পর্শ আইভির, কণ্ঠ মৃদু।

নড়বার সাধ্য হ'লনা। হয়তো এ মায়াজাল একটু আঘাতেই ছিঁড়ে যাবে। হয়তো বা এই একত্ববোধ, সংযুক্ত হস্তের মধ্য দিয়ে যা দেহের প্রতি অংশে সঞ্চারিত হচ্ছে, নিমেষে দ্বিত্ববোধে পরিণত হয়ে যাবে। দেহের শোণিতবিন্দু সিন্ধুর আবেগে লুটিয়ে পড়তে চায় প্রেয়সীর দেহতটে। সে পাগল করে শুধু, ধরা দেয় না। এই পাণির ইঙ্গিত মনেপ্রাণে অসহ উত্তাপ সৃষ্টি করে, চায় দেহমন আরো নৈকট্য। কিন্তু আইভির খেলাই এই। যৌবনের ঘনবনে ইসারায় ডেকে নিয়ে সে পত্রপ্রচ্ছায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। উন্মাদের ব্যাকুলতায় খুঁজে মরে পরিমল।

অধর দংশন করে নিজেকে সংবরণ করে নীরবে পরিমল বসে রইল। পুষ্পসুকুমার হাতে এত শক্তি! অন্তরাত্মাকে নিমেষে সংহত করে দিতে

পাবে আইভিব স্পর্শ। উত্তাল যৌবনেব অশান্ত আবেগে গেল বুঝি পরিমল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে। এখনি সংযমের বাধন ভেঙ্গে যাবে। সংহত আত্মরক্ষাব লক্ষ্য একদিকে। জগৎ লুপ্ত হযে গেছে, জীবনের কোন উদ্দেশ নেই। এখনি জনতা বিস্মৃত হয়ে, প্রকাণ্ড স্থান ভুলে সে বক্ষে গ্রহণ করবে বসন্তের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা আইভিকে। আব বোধহয়, বক্ষা হয় না।

আইভিব হাত পরিমলেব হাতে চাপ দিল সজোরে—নিমেষে সমগ্র উত্তেজিত দেহমন সুধায় প্লাবিত হযে গেল, দেহজ্ঞান লুপ্ত হ'ল অমৃত—সাগরে। পৃথিবী ধোঁয়ায় মিশিয়ে ধোঁয়া হয়ে গেল—জেগে বইল শূণ্যতার পাথারে দুইটি অনুমাত্র—আইভি, পরিমল।

সৃষ্টিব আদিম প্রহর ছিল এমনি তমোবৃত। এমনি অন্ধকারের রাজ্যে আদি প্রেমিক-প্রেমিকা, অ্যাডাম-ইভ। সভ্যতাব সুবিধা পায়নি তারা, পায়নি তেমনি সভ্যতার পীডন-প্রশ্রবতা। ছবির পর্দ্দায় ছায়ামূর্ত্তি চলাফেরা করছে, চোখ মেলে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখছে তাবা শত যোজন দূর থেকে—অন্য জগতেব পাব থেকে যেন। পরিমল মনে মনে কামনা করল, চিরকাল যেন এমনি সুকোমল তমো কঠোর বাস্তবকে আবৃত করে থাকে। চিন্তাব প্রযোজন নেই—অন্ধকাবেব স্রোতে গা ভাসিয়ে চলবে তাবা।

কিন্তু, আবাব আলো জ্বলল। লীলাময়ী কৌতুকপাবা আইভি আবার নিজেব রূপে ফিরে এল।

গাড়ীতে বসে পরিমল সন্দেহাকুল চিত্তে আইভির দিকে তাকাল। আংটি-পবা সরু আঙুলগুলো দিযে আইভি চুল ঠিক করছে।

"কেমন লাগল, আইভি?" নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পরিমল প্রশ্ন করল।

মুখ বক্র করে আইভি উত্তর দিল, "মাঝামাঝি, গল্পটা প্রথম দিকে বেশ হচ্ছিল, শেষের দিকে একটা আদর্শবাদ খাড়া করে সব মাটী করে ফেলল।"

পরিমল গায়ের শাদা চাদরটা টেনে নিয়ে বলল, "বেশ তো মিলনান্ত হ'ল।"

"আমার মিলনান্তে অরুচি ধরে গেছে—those commedies! সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই সব। আদর্শকে বজায় রাখতে যেয়ে আর্টকে নষ্ট করেছে। Bye the bye, পরি; তুমি যেন একটু—what shall I say—একটু ভাবছ বেশী? ব্যাপার কি?"

পরিমল একবার চকিত সভয় দৃষ্টিতে আইভির মুখে চেয়ে বলল, "ভাবছি অন্ধকারের রাজ্যে আজ ভালই ছিলাম।"

আইভি কঠিন মুখে উত্তর দিল, "বাজে কথা বলা বন্ধ করবে?"

পরিমল একটু আহত হ'ল, তবু ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "কি বলতে চাই, ভাল করে শোন আগে।"

"চুপ করবে তুমি, পরি?"

পরিমল নিরুপায়ভাবে আইভির দিকে তাকাল। আইভির মুখের উপর বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী একটা রূঢ় হাসির রেখা চলে গেল। পরিমল চুপ করল।

গাড়ী আইভিদের বারান্দার নীচে থামল। ওপরের গাড়ী-বারান্দা থেকে একটা কে সরে গেল। আইভি ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "নীতাটা আজো বোধহয় এসে হাজির হয়েছে। তোমাকে এতক্ষণ না দেখে হয়তো নিরাশ হ'ল।"

ট্যাক্সি বিদায় করে পরিমল বলল, "আচ্ছা চললাম। ট্রাম ধরতে হবে তো।"

আইভি পরিমলের হাতটা টেনে হাত ঘড়ি দেখল, "মোটে সাড়ে আট। পরি, এসনা এককাপ কফি খেয়ে যাও।"

পরিমলের ইচ্ছা ছিল না, কারণ, বেশীক্ষণ থাকলে চিত্রগৃহের আইভি আর চক্রবর্তীদুহিতা আইভি গরমিল হয়ে যাবে, একটু একটু করে যাচ্ছেও। যত বেশী সময় যাচ্ছে, তত তমসার মোহজাল দূরে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে বাস্তবের প্রখর আলোক-পীড়নে। ব্যঙ্গনিপুণা, আইভির স্বরূপ দেখে মনে হবে একটু আগেই যে হস্ত-ধারণ করে আইভি তাকে 'প্রিয়' ব'লে ডেকেছিল সেটাও ব্যঙ্গ ভিন্ন কিছু নয়। তবু, আইভির অনুরোধ তার কাছে অলঙ্ঘ্য। সে অনুগমন করে মিঃচকের বাড়ী প্রবেশ করল।

সুসজ্জিত ড্রইংরুম, আধুনিক পাশ্চাত্য-গন্ধীসংসারে যেমন হয়ে থাকে। সোফার উপরে উজ্জ্বল নীলাম্বর পরে এক তরুণী সচিত্র বিলিতি মাসিক পড়ছিল। এক হাতে ধরা তার জলন্ত সিগারেট।

আইভি ঘরে পা দিয়েই চীৎকার করে বলে উঠল, "নীতা, নীতা, দেখ, দেখ এসেছে কে—তোমার সে!"

মেয়েটি মুখ তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "Shut up। মিঃ লাহিড়ী, আপনি কিছু মনে কোরবেন না। আইভির দুষ্টুমীর কথা আমি মাসীকে বলে দিচ্ছি।"

নীতা আইভির মাসতুতো বোন।

পরিমল সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিল, "মনে কোরব? আইভি যা বলল, তার খানিকটা বাদ দিয়েও যদি আপনার কাছে তা হতে পারি, তবে সে আমার সৌভাগ্য।"

আইভি জেনে রেখেছিল পরিমল তার নিজস্ব সম্পত্তি, তাই সে নীতার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য নিয়ে অসঙ্কোচে পরিহাস করত। আর পরিমল তো নিজে একজন সুশিক্ষিত প্রতারক। আইভির নির্দ্দেশে চিরদিনের অভ্যাসমত সে নারীজাতির সঙ্গে খেলায় অবতীর্ণ হ'ত এখনও।

নীতা আইভির বোন সম্পর্কে, কিন্তু রূপে বহু পরিমাণে ন্যূন। বোকার মত মুখ তার, অবশ্য পরিমলের প্রতি দুর্ব্বলতা ভিন্ন বোকামীর অপবাদ তাকে দেওয়া সুকঠিন। কণ্ঠস্বর সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ, রাগ প্রকাশের সময়ে তো তীক্ষ্ণ লাগেই, আনন্দ-প্রকাশের হর্ষোচ্ছ্বাসও তীক্ষ্ণতা বিদূরিত করে না। অবশ্য অনুরাগ প্রকাশকালীন কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়, কি আবেগে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, জানা নেই। এ কাহিনীতে নীতা অবান্তর কিন্তু আইভির চতুষ্পার্শ্বের নক্ষত্র-মণ্ডল কেমন জানা দরকার, তাই নীতাকে একটু দেখি।

নীতা এককালে ছিল বেশ গোবেচারা, ঘরোয়া মেয়ে। আইভির মা ও নীতার মা সহোদরা হ'লেও, নীতার পিতৃদেব ছিলেন গোবেচারী অধ্যাপক। অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, বিশ বৎসর কেটেছে সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর চালে। নীতার মা রূপসী ছিলেন না ভগিনীর মত; স্বামীর ওপর জোরও ছিল না। স্বামী-গোবেচারী হলেও জেদের অন্ত ছিল না। পদ্মাপারে বাড়ী, বাঙালের গোঁ। সুতরাং, হাত খরচের অর্থ মোটেই সুলভ ছিল না, যাতে নীতা গীতা দু'বোনের বিলাস-সজ্জা হয়। নীতার মা বহু অ্যাজিটেশন করেও ব্যবস্থা উন্নীত করতে না পেরে হতাশায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেন। এ ধারে নীতার বিয়ের বয়স হয়ে গেল। পুরণো ফ্যাসানের মায়ের শাড়ী কয়খানি আর দু'একখানা মুর্শিদাবাদ-ঢাকাই নিয়ে নীতার বিশেষ সুবিধা হয়ে উঠল না পাত্র অন্বেষণে। শ্যামবর্ণ-সাধারণ চেহারা, রূপের অনন্যসাধারণতাও

ছিল না, যে পাত্র মুগ্ধ হয়ে আপনি ধরা দেবে। পিতা নিজের পছন্দ অনুযায়ী পাত্র ঠিক করলেন নীতার বিবাহ-যোগ্য বয়স হয়েছে দেখে। কিন্তু, নীতা; গীতা ও তাদের মায়ের সবেগ-সাশ্রু প্রতিবাদ এক্ষেত্রে উপেক্ষা করা সম্ভব হল না পিতার পক্ষে। নীতার বিয়ে দেওয়া গেল না। যখন নীতার বয়স পঁচিশ পার হয়েছে, তখন দেখা গেল হঠাৎ মেনিনজাইটিস্ রোগে পিতৃদেব দেহরক্ষা করলেন স্বীয় পরিবারকে মুক্তি দিয়ে। রয়ে গেল, ব্যাঙ্কে বিস্তর টাকা। সকলে অবাক হয়ে গেল অধ্যাপকের এত টাকা দেখে। নীতার মা পর্য্যন্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হলেন; আহা, স্বামী এত টাকার মালিক জানলে তিনি স্বামীর সঙ্গে আর একটু শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন নিশ্চয়। হয়তো, স্বামী প্রসন্ন হয়ে জীবদ্দশায় অর্থের কিয়দংশ দিতেন তাঁদের। তাহ'লে, বিলাসের অবকাশ থাকত। এখন সদ্য বৈধব্যে এত টাকায় শাদা পোষাকে কি এমন কারুকার্য্য করা চলবে? তবু মেয়ে দু'টির হিল্লে হ'ল উপযুক্ত পোষাকের অভাবে একজনের তো বিয়েই হচ্ছে না।

টাকা জমাবার মূলে স্বামীর কত বিনিদ্র রাত্রির নোট-লেখা, কত গোপনে ছাত্র পড়ানো, কত পরীক্ষার খাতা দেখা, কত কার্পণ্য সঞ্চিত হয়ে আছে, তা অবশ্য নীতার মা জানলেন না। তবে স্বামীর সযত্ন সঞ্চয় হাতে এল তাঁর। নীতা-গীতাকে নিয়ে সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন তিনি এতদিনের অবদমিত বৃত্তিকে মুক্তি দিয়ে।

কিন্তু, নীতার অবস্থা সঙীন হো'ল। আঠারো বছরের গীতাকে সস্তা দিশী স্কুল ছাড়িয়ে মেমী স্কুলে ভর্তি করা হল। চট করে পোষাক-পরিচ্ছদ বদলে সে আধুনিক হয়ে উঠল। কিন্তু, নীতার তখন ঘড়িতে বারোটা বেজে গেছে। বয়স হয়েছে তার, সে বয়স ফেরানো যাবে না। ইংরেজ ভাবাপন্ন সমাজেও কিন্তু, বয়স চট করে হয়ে যায়। পঁচিশের পরে মেয়েদের সম্ভাবনা কম থাকে। তাই বয়স্কা নীতা সিফনজর্জেট জড়িয়ে জবরদাব হয়ে পড়ল। রাতারাতি এতদিনের গ্লানি মিটিয়ে অতি আধুনিক সাজবার প্রচেষ্টায় নীতা হয়ে উঠল অস্বাভাবিক। পঁচিশের পরে সিগারেট ধরে দিনকতক কেশে গলায় ধোঁয়া ঠেকে অবশেষে রপ্ত করে ফেলল সে। সিগারেট ধরে মনে হ'ল, তাহলে এতদিনের অধোগতি নীতা বুঝি এক-নিমেষে ধুয়ে-মুছে দিল।

কিন্তু হায় নীতার রোলকরা চুল, জুতোর হীল আর মুখের সিগারেট! পিতার মৃত্যুর পরে দু'বছর অতীত হয়ে গেল, কেউ তো এল না এ রমণী-রত্ন আহরণ করতে। শরীর-বারকরা ব্লাউজ কালরংকে উজ্জ্বল করতে পারল না, মুখের ম্যাক্সফ্যাক্টর পারল না তোবড়ানো গালকে নিটোল করতে। লম্বা নখে কিউটেক্সের রং মেখে শিরা ঢাকা গেল না। সাতাশের নীতা তাই বয়সের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পোষাকে ভুবনের ঘাটে ঘাটে বিচরণ করে ফিরছে।

আইভি হেসে উঠে কফির হুকুম দিল।

কফির পেয়ালায় মুখ ডুবিয়ে আইভি পরিমলকে নীতার অগোচরে চোখের ইসারা করল। পরিমল বুঝে নিল, কারণ পরমুহূর্তে সে উঠে নীতার পাশে বসল। নীতার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কেমন লাগল ছবিটা?"

পরিমল আইভির দিকে দ্রুত তাকিয়ে বলল, "আমার তো লাগল ভালোই, কিন্তু আইভি বলছে যে ওর ভালো লাগেনি।"

নীতা একটুক্ষণ কি যেন ভেবে নিল, তারপর বলল, "আমার ওটা দেখা হয়নি। একলা কি সিনেমা উপভোগ করা যায়? আইভি, আমাকে আগে বলনি কেন? তোমাদের সঙ্গে যেতাম।"

আইভি উত্তর দিল, "ব্যস্ত হোয়োনা। আমাদের একজনের সঙ্গে অন্তত: তুমি এখনও যেতে পার। I say পরি, তুমি কেন নীতাকে নিয়ে ছবিটা দেখিয়ে আন না একদিন?"

পরিমল হতাশ হয়ে আইভির দিকে তাকালো, একএক সময় আইভি যে কি করে? সারা সন্ধ্যা নীতার সঙ্গ? অসহ্য। কিন্তু এখন নীতা সাগ্রহে মুখের দিকে চেয়ে আছে, ইতস্তত: করে লাভ নেই। পরিমল সপ্রতিভকণ্ঠে বলল, "বেশতো, with Pleasure। কবে যাবেন, মিস্ মিটার?"

নীতা অপাঙ্গে তাকিয়ে ক্রীড়াজনিত কণ্ঠে বলল, "ধন্যবাদ। কিন্তু, আমি আপনার ওপরে জোর করব না।"

আইভি মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করল। পরিমল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে একটু

অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠল, "কি ? আমি আপনার সঙ্গ পাবার আশায় উৎসুক। আর, আপনি আমাকে প্রত্যাখান করছেন ?"

নীতার মুখ বেগুনী হয়ে উঠলো। পরিমলের জবাব শুনে আইভি হাতে তালি দিল, "চমৎকার, পরি !"

এই রকম বাগচাতুরী কিছুক্ষণ চলবার পরে রাত্রি গভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে নীতা উঠে বিদায়-জ্ঞাপন করে চলে গেল।

নীতা চলে গেলে পরিমল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আইভির মুখের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে নয়ন-তারকা স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল আইভির মুখে। অপরূপার অপরূপ মুখ।

আইভি অত্যন্ত বক্র ভঙ্গিতে বলল, "কি দেখছ ?"

"আইভি !"

"বল না, কি বলবে ?"

"একটু আগের তুমি, এখনকার তুমিতে কত প্রভেদ। আবার সিনেমা-হলের তুমি কত অন্যরকম। তোমাকে যে চিনতেই পারিনে, আইভি। মনে হয়, কত দূরের মানুষ তুমি। অথচ টেনে নিয়ে চলেছ আমাকে।"

"কি মধুর বাণী শুনলাম। পরি, তোমার সম্ভাবনা নষ্ট করছ অযথা। কবি হও না কেন ? তাহ'লে তো একথার মূল্য পেতে !"

"আইভি, ঠাট্টা কোরনা। একটু আগে ডাকলে, 'ডার্লিং', এখন আবার—"

আইভির উচ্চ হাসি ঘরের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায়, পরিমলের প্রণয়-বাণীর মধ্যে যেন ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল।—"কি বোকা তুমি ! ডার্লিং তো প্রায়ই বলি। কথাটার মানে আছে না কি ? বাংলা 'ভাই' কথাটার প্রতি শব্দ বলা চলে। এই তো, এখনও ডাকছি, ডার্লিং, ডার্লিং !"

পরিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে সুরে, এ সুরে কত পার্থক্য সে কি আইভি জানে না ? একটু ইতস্তত করে মরীয়াভাবে পরিমল বলতে আরম্ভ করল, "আজ স্পষ্ট কথা বলি। আইভি, জান তোমাকে কত ভালবাসি—"

বাধা দিয়ে আইভি ব্যঙ্গকণ্ঠে বলল, "তুমি যে আমাকে ভালবাস এটা কতবার বলবে ? এই নিয়ে ক'বার হ'ল ? গুণে দেখি—" আইভি আঙুল গুণতে আরম্ভ করল।

"একবার বটানিক্সে গাছের তলায়, দু'বার লেকের পাড়ে, বার তিনেক পিক্‌নিকে, বার ছয় পিক্‌চার দেখার পরে—পরি, তুমি পিক্‌চার-এ যাওয়া ছেড়ে দাও। গেলেই বড় সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়।"

পরিমল মর্ম্মান্তিক স্বরে বলল, "তুমিই সত্যিই ইচ্ছে করে বুঝবে না, আইভি।"

"সেটা সত্যি। অবশ্য ইচ্ছা করে নয়। আমি অনেক জিনিষ বুঝবই না, যেমন ল্যাটিন, হিব্রু, তেলেগু। বি, এ'তে দর্শন ছিল, তাও বুঝতাম না, পরি।"

পরিমল উঠে দাঁড়াল, "তাহ'লে যাই, আইভি।"

"এসো।" আইভি পরিমলকে সঙ্গে এগিয়ে দিতে নীচে নেমে এল। সিঁড়ির মুখে ঘোরানো দরজা কাঁচের। দরজা ঠেলে বাইরের চাতালে বার হ'তেই পরিমল মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে পড়লো। সেই কণ্ঠে, সেই সুরে আইভি ডাকছে, "ডার্লিং!" সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির আলো নিভে গেল। পরিমলের চেতনা অবশ করে আইভির কোমল অধর পরিমলের অধরকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করল মুহূর্ত্তের জন্য। পর মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত আইভি সরে গেল।

পরিমল আকুল আগ্রহে ফিরে আসবার জন্য ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু আইভি তখন অদৃশ্য—সিঁড়ি অন্ধকার। শুধু কাঁচের দরজাটা ফিরে এসে প্রবেশেচ্ছুকে রূঢ় আঘাত করে গেল।

অন্ধকারের যবনিকা স্পন্দিত করে দূর থেকে আইভির হাসির জলতরঙ্গ বাজতে লাগল ক্ষীণ মূর্চ্ছনায়।

পাঁচ

"ওগো নিঠুর দরদী, একি খেলছো অনুক্ষণ ?
তোমার কাঁটায় ভরা বন, তোমার প্রেমেভরা মন।"—

গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে বৈদেহী প্রসাধন-অন্তে নিজেকে দেখল। "আজ চুল বাঁধা কি সুন্দর হয়েছে!" বৈদেহী ভাবল—"ঠিক মণিদির মত সামনে চুল এসে পড়েছে। আজ যদি আসে!"

বৈদেহী পরিমলের প্রতীক্ষা করছে। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সুগন্ধি পাউডার বৈদেহী হাতে গলায় মাখছে। চুলটা আর একটু ঠিক করে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকুল আগ্রহে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল বৈদেহী।

বালিগঞ্জের রাস্তা! বৈদেহীদের বাড়ীর পেছনে বাগান তারপারে অন্য একটা রাস্তা। সেখানে পরিমলের বাড়ী। মোড় থেকে আসতে দেখা যায়।

কত লোক যাচ্ছে। কাছেই প্রকাণ্ড পার্ক। সেখানে ছেলেমেয়েরা বিচিত্র বেশে চলেছে। পথ দিয়ে মেয়েরা চলেছে রূপের তরঙ্গ তুলে, পুরুষ চলেছে সেই মেয়েদের দিকে চেয়ে। রাস্তার মোড়ে কয়েকটা গাছ আছে, বৈদেহী ভাবছে কখন গাছের নীচে পরিমলের দীর্ঘাকৃতি চলন্ত মূর্ত্তি দেখা যাবে।

কখন বা দূরে একটি লোক দেখে বৈদেহীর হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হ'ল, বুঝি তার প্রিয় আসছে। কাছে এলে বৈদেহী দেখল অন্য লোক। 'আরে দূর, কাকে কি ভাবি? এ লোক কি বিশ্রী দেখতে, ও তো কত সুন্দর। ওর সঙ্গে এর ভুল, এও কি হয়।'

আবার একজনকে দেখে বৈদেহী ভাবল, 'এবারে আর ভুল নয়, এবার ঠিক। কিন্তু, ও কি আর একটু লম্বা নয়? আর হাঁটার ভঙ্গিটাও ঠিক ওর মত নয় তো। ও যেন একটু টেনে টেনে হাঁটে। না, ও নয়। চলবার ভঙ্গিটাই বা ওর কী সুন্দর।'

বৈদেহী অবশ্যই কবিতা লিখতে পারে না। একমাত্র অসামান্যতা তার কণ্ঠের সঙ্গীত। তবে কবিতার ঝোঁক ছিল তার সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে যা স্বাভাবিক। সুরের কান ছিল, তাই যা পড়তো কাব্য, মনে থাকত বৈদেহীর। বাতাসে ভেসে ভেসে চলে আসত তারা বৈদেহীর কাছে। কবেকার পড়া কবিতার একটি লাইন মনে চলে এল—

"She walks in beauty like the night"—

এখন 'শী' না বলে 'হি' বল্লেই ঠিক হয়। বৈদেহীর মুখে হাসি দেখা দিল। এমন রূপবান্ পুরুষ আজ বৈদেহীর ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসেছে। প্রসন্নবাবু পরিমলের কাজ-কর্ম্মের সুবিধা করে দিচ্ছেন। জানা লোকদের কাছে পাঠিয়ে জীবন-বীমা করিয়ে দিচ্ছেন। প্রায়ই একবার করে আসে পরিমল। সুন্দর চেহারা, ভদ্র ব্যবহারে প্রসন্নবাবুকে মুগ্ধ করেছে সে।

বৈদেহী কয়েকবার গেছে পরিমলের মায়ের কাছে। তিনি এসেছেন অনেকবার।' এমন কি, পর্ব্বদিনে প্রসন্নবাবুর একাধিক মোটর পরিমল-জননীকে গঙ্গাস্নানে ও কালীঘাটে নিয়ে গেছে। পরিমল-জননী বৈদেহী ও প্রসন্নবাবুর উদ্দেশে ছানার জিলিপি, ক্ষীরের সিঙ্গাড়া নির্ম্মাণ করে পাঠিয়েছেন। কখন বা বাটীতে ঢাকা দিয়ে বাঙালদেশী নিরামিষ রন্ধন এসেছে এ বাড়ী। পাকা রাঁধুনী পরিমলের মা, খেয়ে তারিফ করেছেন প্রসন্নবাবু, মেয়েকে বলেছেন শিখে নিতে। কাছাকাছি বাড়ী হওয়াতে সখ্যতা জমেছে অল্পদিনেই।

না জানি কেমন দেখাচ্ছে? চুলটা বুঝি গেল। বারান্দা ছেড়ে বৈদেহী প্রসাধন কক্ষের বড় আয়নায় নিজের ছবি দেখল। পাউডারের তুলিটা হাল্কা হাতে মুখে বুলিয়ে আবার চলে এল বারান্দায় প্রতীক্ষায়।

এই বারান্দা তার সেতু। এখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় পরিমল আসছে যদিও বা না-ও আসে কাছে, তবু অনেকদিন দেখা যায় চলেছে সে। মোড়ের মুখে অদৃশ্যমান্ মূর্ত্তি কতদিন বৈদেহীর চোখে পড়ে গেছে। কার্য্যস্থলে হাজিরার সময় ঠিক নেই, দুঃখের বিষয়। নইলে নিত্য বুকেবেলিং বৈদেহী পরিমলের হাজিরার সময়ে হাজিরা দিত। তাও দু'চার দিন বৈদেহীর দৃষ্টি লক্ষ্যভেদ এড়িয়ে অফিসে যাওয়াও সম্ভব হোত না। দেখে ফেলতো বৈদেহী। কারণ, দিনের অধিকাংশ সময় আজকাল সে কাটাচ্ছিল তেতালার ঝুল-বারান্দায় তীর্থক্ষেত্রে তার।

বড় গাইয়েদের স্বভাবানুযায়ী বৈদেহীর গুন্‌গুন্ গান গাওয়া অভ্যাস নেই। গান এত বড় বস্তু তার কাছে যে হাল্কাভাবে যখন তখন স্মরণ করা চলে না। কিন্তু আজকাল গান যেন আপনা থেকে এসে যখন তখন বৈদেহীর কণ্ঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—বোধ করা যাচ্ছে না। তাই এখন ভ্রমর-গুঞ্জন-মধুর স্বরে বৈদেহীর গৃহ ও বারান্দা মুখর হয়ে উঠল :—

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্রছায়া ; বর্ষা আসে, বসন্ত।"

মাঘের শেষ। বসন্তেরও আসার সময় হয়েছে। শূণ্য মনে, শূণ্য শয্যায় বসন্ত রাত্রি বিনিদ্র কাটাতে হবে না বৈদেহীর। কেমন করে অজানিতে জীবন তার পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কিছুই না। কাছে আসা, গান শোনানো, কথা শোনা। কখন বা চা কি খাবার দিতে হাতে হাত লেগে যাওয়া। এই কি সব? না, আছে স্মৃতি সুখ, আছে পথ চাওয়া। পথ-চাওয়ার শেষ কি জানে না বৈদেহী, জানতেও চায় না। শুধু বোঝে, এই পথ-চাওয়া শেষ হ'লে বৈদেহীর জীবনের শেষ হয়ে যাবে। সে আসে, সে আসছে। এর বেশী চাওয়া ও পাওয়া নেই বৈদেহীর এখন। 'বী-অল্ এণ্ড-অল্' বৈদেহীর অস্তিত্বের।'

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"—

বৈদেহীর আজ অন্তরে আজ কেবলি ধ্বনিত হচ্ছে, 'পরিমল আসবে।' গত তিনদিন আসে-নি সে। সাধারণতঃ, দুই একদিন অন্তর আসে পরিমল। পিতার কাছে কাজে আসে অবশ্য। কিন্তু, দুহিতার গান না শুনে যায় না। গান পরিমল চিরকালই পছন্দ করত, এ-গান তো অসাধারণ। 'ভাগ্যি, গান গাইতে পারি।' বৈদেহী মনে মনে ভাবল।

আজ বৈদেহী শীঘ্র প্রসাধন শেষ করেছে। রূপহীন দেহকে নিয়ে চিত্রাঙ্গদার তপস্যা আরম্ভ হয়েছে। প্রসাধন-বস্ত্র মজুদ ছিল, কারণ বৈদেহীর চেতনার উন্মেষ হয়ে গেছে পূর্ব্বে। সে অন্য কাহিনী।

কি কি গান গাইবে বৈদেহী তা-ও স্থির করে রেখেছে। একমাত্র এই এক উপাচার আছে তার দেবপূজায়। এখানেই শ্রেষ্ঠত্ব তার। গানে গানে দিন ভরে দিতে পারে সে পরিমলের। গানের সময়ে মনে হয়, সে সামান্য কুরূপা মানবী নয়, তার করতলগত ধরিত্রীর ঐশ্বর্য্য। সে বরদাত্রী দেবী। পারে সে নিমেষে অসম্ভবকে সম্ভব করতে। এক বিরাট শক্তি তার আজ্ঞাবাহী দাস। ইচ্ছামত সে শক্তিকে পরিচালিত করতে পারে, পারে বৈদেহী। যা, যা ইচ্ছা তার, নিতে পারে সে। এ সঙ্গীত-প্রতিভা যেন কৃতিত্ব নয়—বিরাট শক্তি—সজীব শক্তি। এর নিজস্ব আত্মা আছে। দুরন্ত জীনের মত আরব্যোপন্যাসের নায়িকা বৈদেহী পুরে রেখেছে এই শক্তি কণ্ঠে। যখনি প্রকাশ পায়, শ্রীহীনা বৈদেহী হয়ে ওঠে অসামান্যা। গানের সময়ে অন্য প্রাণী হয়ে যায় সে। গীতান্তে আবার সাধারণ মানবী হয়।

বেলার দিকে তাকিয়ে বৈদেহী পরিমলের আসার নির্দ্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে তুলনা করল। পরিমল আর একটু দেরী করে আসে। সুতরাং, আশঙ্কা নেই, আসবে সে ঠিক। বৈদেহীর মনের এ সাড়া ব্যর্থ হবার

নয়। এইতো আসছে, আসছে সে। আর একটু অপেক্ষা করলেই পাওয়া যাবে।

ক্রমে বেলা যত শেষের দিকে গড়াতে লাগল তত বৈদেহীর মন অস্থির হয়ে উঠল। ছটফট করতে লাগল সে ঘরে-বাহিরে। প্রাণ তার উচাটন হ'তে লাগল আশা-নিরাশার যুগল দোলায়। হয়তো এল না, এল না আর।

যাই, বারান্দায় তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে থাকব না। যদি এখন ও এসে পড়ে, আমাকে দেখে ভাববে আমি বুঝি ওরই আশায় এমন সেজে-গুজে বারান্দায় পড়ে আছি। না, ভাববেই বা কেন ও কথা? এমনিও তো থাকতে পারি।

মনে পড়ে গেল বৈদেহীর অনেকদিন এই অজুহাত নিয়ে বারান্দা ছেড়ে নড়তে পারে নি সে। পরিমলের আসবার সময় হয়েছে জেনেও। কতদিন ধরা পড়ে গিয়েছিল সে। দিন দশেক তো হবেই—না, আরো দুদিন—।

যাই আমার পড়ার ঘরে। ওখান থেকে রাস্তাও দেখা যাবে, অথচ মনে হবে আমি যেন পড়াশোনাই করছি।

কলেজে যায় না বৈদেহী, বাড়ীতে বি. এ. পড়ে। অথচ, এই অসময়ে বিনা কারণে পড়ার ঘরে বসল।

এখন পড়া অসম্ভব। সারা সকাল অধ্যাপক গিলিয়ে গেছেন। প্রকাণ্ড ঘরভর্ত্তি বই—লাইব্রেরী একটা ছোটখাটো। সোনার জলে নাম লেখা মরক্কো চামড়ার বই-এর সারি বুককেশে সাজানো—উপন্যাস, কাব্য, নাটক। সেক্রেটারীর সামনে বইএর আলমারীতে পাঠ্য কেতাব। চামড়ামোড়া আসবাবপত্র।

বৈদেহী একখানা উপন্যাস বেছে নিয়ে জানালার পাশে চামড়া-মোড়া আরাম-চেয়ারে বসল, দৃষ্টি পথের দিকে।

বই ভাল লাগে না। অথচ নামী বই শুনে কিনিয়ে এনেছে সে। পড়া অর্দ্ধেক হয়েছে, কিছুতে শেষ হচ্ছে না। বই ফেলে উঠে দাঁড়াল বৈদেহী। জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে দেখল। লোকজনের চলা-ফেরার জনতা-সঙ্কুল পথ। শুধু একমাত্র সে-ই আসছে না, যার আবির্ভাবে জগতের সকল মানুষকেই জনতা বলে দূরে ঠেলে রাখতে ইচ্ছা হয়। মধুর

মিহিতার স্নান করে রমণীয় সন্ধ্যাটি পথের বাঁকে-বাঁকে নেমে আসছে। সন্ধ্যার কোমল ছায়াপাতে আলো জলবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পথঘাট অন্ধলোকের মূর্ত্তিধারণ করেছে। বৈদেহীর চোখে সন্ধ্যা বন্ধ্যা হয়েই দেখা দিল। সন্ধ্যা এল, সে এল না।

"And will he not come again ?"

'কি বাজে বই যে! সব নায়িকাদেরই কি সুন্দর হ'তে হবে? অ্যানী সুন্দর, কিটি সুন্দর। লেখকেরা কি আর কাউকে খুঁজে পান না? যারা খারাপ দেখতে তারা যেন আর নায়িকা হ'তে জানে না। পরিমল তো এখনও এল না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।' হতাশ অন্তরে বৈদেহী আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আবার ঘরে চলে এল ব্যস্ত হয়ে। এবারে আসবে নিশ্চয়। হয়তো কোন কারণে দেরী হচ্ছে, এখনি পরিমল সহাস্যমুখে দেখা দেবে এসে। বই পড়তে ভাল লাগে না। বৈদেহী চাকরকে ডেকে একতালা থেকে চায়ের ফরমাস দিল। চাকর দিদিমণির উৎকট সাজসজ্জা অবাক হয়ে দেখতে দেখতে চা এনে রাখলো। দু'চুমুক খেয়ে বৈদেহী চা-টা ফেলে দিল।

একটু গান গাওয়া যাক—মনটা অন্যমনস্ক হবে। পড়ার ঘরের পাশের ছোট ঘরটি গানের। একমাত্র সন্তানের উদ্দেশে গোটা তেতালাটাই পিতা সাজিয়ে দিয়েছেন। বাদ্যযন্ত্রে ভরা ঘর। বৈদেহী অর্গানের ধারে বসে এটা-ওটা অন্যমনস্কভাবে বাজাতে লাগল। অন্যমনস্ক নির্লিপ্ততায় গান এল আপনি কণ্ঠে—

"হায়, মিলন-পিয়াসী বিরহ-বাদলে আঁখিধারে শুধু ভাসে—" এ গান কেন? কবে গেয়েছিল?

'গানগুলি মোর কাঙালের মত তোমার দুয়ার পাশে,
বারে বারে যায় বৃথা অভিসারে, বেদনায় ফিরে আসে—'

সেই বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ-সন্ধ্যায় দামোদর-প্লাবন-ত্রাণ-জলসায় গান গেয়েছিল বৈদেহী। দীর্ঘদিন পরে দেখা হয়েছিল রূপ-দেবতার সঙ্গে। ম্লান সন্ধ্যায় প্রথম কলিকাতায় দেখা হয়েছিল। সে চিনতে পেরেছিল বৈদেহীকে—মনে রেখেছিল বৈদেহীর ন্যায় নগণ্যাকে—পরে বলেছে পরিমল। আহা, রূপ-দেবতার মুখের আনন্দ-হাসিকে ব্যঙ্গ ভুল করে বৈদেহী মুখ ফিরিয়ে চলে

গিয়েছিল। পায়ের ওপরে উপুড় হয়ে না পড়ে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এলাহাবাদে যে রূপ বৈদেহীর তরুণ চিত্তে গভীর রেখা এঁকে দিয়েছিল, সে রূপ আজও তো রূপ গ্রহণ করেছে হৃদয়-সীমানায়। সূচনা বহন করে এনেছিল সেই শ্রাবণ-সন্ধ্যা।

"নৃত্যছন্দে রিমিঝিমি ঝরে ধারা,
গানগুলি, চির অগীত কি বরে তারা"—

এতক্ষণে মল্লার রাগিণী সম্পূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করল কণ্ঠের সুর-প্রবাহে। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার আরো ঘনীভূত হ'ল, কোণে কোণে সুর ক্রন্দন ঝরে ফিরতে লাগল। বৈদেহী চকিত হয়ে গান বন্ধ করল। না এ সুর সে কখনই গাইবে না বহুদিন বিস্মিত হয়ে দেখেছে বৈদেহী সে মল্লার রাগিণী ধরবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, কখনও বা বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। 'আমি তানসেন নাকি?' সবিদ্রূপে বৈদেহী নিজেকে প্রশ্ন করল।

তানসেন হ'ক না হ'ক, আজ সে পরীক্ষার মধ্যে যাবে না কোন। যে কারণেই হ'ক, যদি তার মল্লার-রাগিণীতে বৃষ্টি নামে, তাহ'লে পরিমলের আসবার পথ ভিজে যাবে, সে হয়তো বর্ষা-বাদলে বা'র হ'বে না। মাঝে কীর্তন শিখেছিল বৈদেহী, একটি পদ গলায় এল তার—

"তরল জলধর বরিখে ঝরঝর্
গরজে ঘন-ঘন ঘোর,
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর?

আবার মল্লার। না, যদিও তার মল্লার গানে বৃষ্টি নেমে তাকে তানসেনের যোগ্য উত্তরাধিকারীর সম্মান দেয়, তাও, সে চায় না; চায় প্রিয়জনের সাক্ষাৎ সামান্য কিছুক্ষণের নিমিত্ত। অমরত্বের কণাস্বাদ অপেক্ষা প্রিয় তার প্রিয়তর। কিন্তু, বড় ইচ্ছা করছে মল্লার গাইতে, সুরটা পেয়ে বসেছে! এতক্ষণ এক সুর নিয়ে চর্চা করার ফলে গৃহের মধ্যে সুর জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সেই নিদারুণ শক্তি। কর-প্রসারণ করে বলছে: দাও আমাকে আমার প্রাপ্য দাও। দেখ, দেখ না। তোমার গানে মল্লারের প্রাণ আসে কি না।

দুর্দান্ত শক্তির আহ্বানে জোর করে ঠেলে উঠে দাঁড়াল বৈদেহী। তার মধ্যের ঘুমন্ত সেই সত্তা জেগে উঠেছে, জোর করে তাকে দিয়ে মল্লার রাগ

গাওয়াতে চায়। চায় তাকে পরিমলের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেতে—অন্যপথে। যাবে না সে, গাইবে না গান। তুচ্ছ গান!

জানালার ধারে চলে এল বৈদেহী। কিন্তু কোণের ফেলে-আসা যন্ত্র তাকে টানতে লাগল ক্রমাগত। গান গাইতেই হবে; তবে মল্লার নয়—অন্য গান সে গাইবে। প্রথম দিন এ বাড়ীতে পরিমলের সামনে গাওয়া গানটা কণ্ঠে এল বৈদেহীর—হাল্কা সুরের গান পিয়ানোতে খোলে ভাল। কিন্তু, পিয়ানো বসবার ঘরে। এ ঘরে প্রয়োজন হয় না বলে রাখা হয়নি।

পিয়ানো-শিক্ষয়িত্রী মিস হিষং ওখানেই শিখাতেন। অর্গানের সঙ্গেই গাওয়া যাক; না, বক্সে ভাল হবে। কোণে ষ্ট্যাণ্ডের বুকে বসানো বাক্স হারমোনিয়ামের ডালা তুলে বৈদেহী বাজাতে লাগল। কি ভুল? মল্লার তো গাইছে না, যে কালোয়াতি সুরের জন্য প্রয়োজন হবে এ বাজনা। অর্গানই ভালো। আবার অর্গানে আরম্ভ করল গান বৈদেহী মৃদুস্বরে—

"কাজল চোখে চাইলে, চোখে মন ভোলালে, অপরাজিতা,—
—আজকে ঘিরে রাখে আমার
চম্পা গোলাপ কমল বেলায়,
এখন তুমি ব্যথার স্মৃতি—কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত।"

বৈদেহীর চোখের পক্ষ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল—অপরাজিতা কাল, রূপহীনা, তারই মত। অপরাজিতার দুঃখে বিগলিত হয়ে কবি লিখেছেন এই গান! গানের শিক্ষকের কথা মনে পড়ে গেল—বৃদ্ধ বয়সে রোগের আক্রমণে তিনি চোখ হারিয়ে ছিলেন, কিন্তু প্রাণ ছিল। ছাত্রীকে চোখে দেখতে না পারলেও অকল্পনোচিত সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে বুঝে ফেলেছিলেন গোপন ব্যথা তার কোথায়। তাই, বিশেষ করে লেখা হয়েছিল এই গান। তবু শেষরক্ষা হল কই?

অপরাজিতা সত্যই পরাজিতা। কবি তাকে ভালবাসলেও শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছেন ওই চম্পা, গোলাপ, কমল, বেলার কাছেই। যার রূপ নেই, গন্ধ নেই, তাকে কতক্ষণ রাহুর ডোরে রাখা যায়, হ'ক না সে প্রতীক্ষায় অনিদ্রিতা! দেয়ারফোর, স্বতঃসিদ্ধ তথ্য বীজগণিতের এল—অপরাজিতা বেচারী কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিতা, ব্যথার স্মৃতি মাত্র হয়ে রইল। কবি গন্ধ রূপের গরবিণীদের নিয়েই উৎসবে মত্ত হ'লেন।

এই পুরুষ। যুগযুগ ধরে তারা এমনি। তাইতো ভালবাসা বৈদেহীর দীর্ঘ তেইশ বৎসরের জীবনে এল না। অপরাজিতা সে, শ্রীহীনা কালো। উদার উচ্ছ্বাসে তাকে নিয়ে কাব্য রচনা চলে, ভালবাসা যায় না।

যন্ত্রের পর্দায় বৈদেহীর চোখের জল ঝরে পড়ল। কোন আশা নেই বৈদেহীর। ঈশ্বর যে ব্যর্থ হ'বার জন্যই তাকে পাঠিয়েছেন। তাই তো প্রেম দিয়েছেন প্রাণে, চোখে দিয়েছেন রূপের স্বপ্ন। রূপের দেবতাকে তাই তো পাঠিয়েছেন দৃষ্টির সীমানায়।

এলাহাবাদ থেকে প্রবেশিকা পাশ করার মুখে বৈদেহী দেখেছিল পরিমলকে। তাদের প্রাসাদোপম বাড়ীর পাশে যে জীবনবীমা কম্পানীর অফিস ছিল, পরিমল সেই কম্পানীর কলিকাতা শাখার কর্মচারী। কাজে গিয়েছিল, সঙ্গে মা-ও ছিলেন। পাশের বাড়ীতে উঠেছিলেন তাঁরা। বৈদেহীদের সঙ্গে আলাপ হয়। প্রসন্ন বাবু ও অঞ্চলে বেশ নাম করেছিলেন কিনা। বাঙালী পরিমল লাহিড়ী প্রবাসে তাঁর সন্ধান পেয়ে আলাপ করেছিল, প্রসন্নবাবুর দ্বারা উপকৃত হয়েছিল সে। তখনি তার দীপ্ত রূপ কিশোরী বৈদেহীর মনে স্বপ্ন জাগিয়েছিল, কিন্তু সাহস ছিল না কাছে যেতে। নিজের রূপহীনতায় সর্বদা সঙ্কুচিত থাকতো সে। গানে তখনও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এলাহাবাদ প্রবাসিনী বাঙালীনীরা রূপ চর্চায় মনোযোগিনী। অবাঙালীদের খর রূপের প্রভায় নির্বাপিত হ'বার আশঙ্কায় বোধহয় এ সাধনা তাঁদের, জর্জেট-জরি লিপষ্টিক-প্যানকেকে। বৈদেহীর রূপহীনতা আরও প্রকট হয়ে উঠত, বিশেষতঃ অর্থশালী বলে প্রসন্নবাবুকে সমাজের ওপরের ও স্তরেই ফিরতে হত। রূপহীনতার বোধে কিশোর দ্বিধাও যুক্ত হয়েছিল, তাই বৈদেহী দু' চারটির বেশী কথা সর্বসমেত বলতে পারেনি পরিমলের সঙ্গে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। দুই চার মাস পরে পরিমল চলে এলে নিঃশ্বাস ফেলে ভেবে ছিল 'ও তো যাবেই।'

আজ এক বছর হ'ল কলিকাতায় চলে এসেছে তারা প্রবাসের জাল গুটিয়ে। বিদেশে শেষ বয়সে পড়ে থাকবার ইচ্ছা হ'লনা প্রসন্নবাবুর। টাকাও যথেষ্ট হয়েছে—তাঁর ও বৈদেহীর প্রয়োজনের পক্ষে অতিরিক্ত। বৈদেহীর বয়স হয়েছে। ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার! তাই ওখানকার বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করে চলে এলেন প্রসন্নবাবু। বাংলার বাইরে কোনদিন তাঁর

প্রাণ চায়নি থাকতে। এসে তাঁরা ভাড়া বাড়ীতে উঠলেন, তারপরে সুবিধামত বাড়ী কিনে চলে এলেন। ভাগ্যক্রমে বাড়ী হ'ল পরিমলের পাড়ায়।

প্রসন্নবাবু পরিমল লাহিড়ীর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অমন কত ছেলে প্রবাসে তার কৃপাভিক্ষু হয়েছে। কর্ম্মমুখর দিনের জনসমাগমে তলিয়ে গিয়েছিল সে। কলকাতা থেকে দু'চার বার চিঠি লিখে শেষ চিঠির উত্তর না পেয়ে পরিমল ক্ষান্ত হয়েছিল। তাছাড়া বাড়ীও সে বদলে ফেলেছিল দু'বার।

প্রবাসের রূপবান তরুণ, বয়স ছিল মাত্র একুশ, সবে কাজে ঢুকেছে। এখন আটাশ বৎসরের পরিণত পুরুষ, জীবনের নানাদিক দেখেছে। অভিজ্ঞ হয়েছে আত্মবিশ্বাস এসেছে। প্রসন্নবাবু মোহিত হ'লেন। কলিকাতায় দ্বিতীয় বার প্রবাসী হয়েছেন তিনি, এখনও প্রবাস অভ্যস্ত হয়নি, যদিও নাম হয়ে গেছে কলিকাতায় তাঁর পূর্ব্ব আলাপীর সূত্র ধরে ধরে। সাশ্রীর পরিমলকে এবার গ্রহণ করলেন তিনি।

আর বৈদেহী? ষোল বছরের ছায়া মিলিয়ে যায়নি তার। চাপা পড়ে ছিল মাত্র। অবচেতন সত্তা ইঙ্গিত পাঠাত কলিকাতার দিকে। সেখানে আছে সে। চলো, চলো। তাই বাবা কলিকাতাবাসের প্রস্তাব করলে সে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিল। অনেক দিন আগে দেখেছিল একজনকে, মনে হয়েছিল এত রূপ মানুষের হয়। চলে গিয়েছিল সে মনোহর, কিন্তু ছায়া রেখে গিয়েছিল। জেনেছিল বৈদেহী আবার দেখা হবে। পুরুষরূপের আদর্শ রেখে সে গিয়েছিল কিশোরীর মনে।

অনিবার্য্যভাবে দেখা হ'ল। উৎসুক মন সঙ্কুচিত হয়েছিল প্রথম সাক্ষাতে। পরিমল সাগ্রহে এগিয়ে আসেনি। তবু, যেন জানত বৈদেহী জলসা-প্রাঙ্গনে এর শেষ নয়। আরো আছে।

পরিমলের বাড়ীর কাছে তাদের নূতন বাড়ী কেনা হয়েছে জেনে তো বৈদেহী আশ্চর্য্য হয়নি। দৈবের নির্দ্দেশই সে পেয়েছিল।

চোখের জল মুছে বাজনার পর্দ্দায় ঘা দিল বৈদেহী। কম্পিত আঙুল বাজিয়ে গেল :—

"হায়, মিলনপিয়াসী বিরহবাদলে আঁখিধারে শুধু ভাসে—"

আবার সেই গান! সেই মল্লার আবার? বৈদেহী না পণ করেছে আজ কিছুতেই এ গান গাইবে না সে? এ তার জিদ একটা মনে মনে। কিন্তু

নয়নের জল তো বর্ষণের গানকেই ডেকে আনতে চায়। নাও বৈদেহী, আশ্রয় নাও মল্লাররাগিণীতে। মনের বাদল, সুরের বাদল, আকাশের বাদলে মিশে এক হয়ে যাক। সে আসবে না।

অদৃশ্য বায়ুস্রোতে তোমার-আমার চোখ দেখল একটি মূর্তি। সেই পুষ্পভূষণ, পুষ্পবাণধারী অনঙ্গ। ঈষৎ হাস্য অধরে। যেন তিনি বিদ্রূপ করছেন: জগতে সব শিল্পী প্রেমের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় শিল্পের দুর্গে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছে। ব্যর্থ প্রেমিকেরা নিজেদের চারিদিকে কাজ, আদর্শ, জনহিত ইত্যাদির প্রাকার নির্ম্মাণ করেছে। মধ্যে বাস করছে তারা, শুষ্ক তৃষিত দেহমন নিয়ে। সেই দুর্গ, সেই প্রাকারের কোন মূল্য আছে সৌন্দর্য্যের ইতিহাসে? প্রকৃত শিল্প বচনা হয় মানব-মনে। সে মন বাদ দিয়ে কি শিল্প গড়বে তুমি? প্রকৃত মহত্ত্বের জন্মদাতা প্রেম। প্রেম ভিন্ন আদর্শ, কর্ম্ম অর্থহীন শ্লোগান মাত্র। ওই পরিখা, ওই দুর্গ ধূলোর মত ধূলায় মিশে যায় আমার সুকোমল একটি মাত্র কুসুম-শরাঘাতে। বৈদেহী তোমাকেও অব্যাহতি দেব না—শিল্পী হ'বার আগে প্রেমিক হও।

যন্ত্র আর্ত্তনাদ করে নির্ব্বাক হ'ল। বৈদেহী ছেড়ে এল যন্ত্র। জানালার কাছে আসনে বসে পড়ল বৈদেহী, দুহাতে মুখ ঢাকল। চোখে জল।

ভাল করতে বৈদেহী, সুরলোকে আশ্রয় নিয়ে। তাই তো পরম আশ্রয় তোমার, নীরবে প্রতীক্ষা করছে। দুর্ব্বল মানুষ, প্রেমের আঘাতে বিহ্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু সেই মানুষই সৃষ্টি করে গেছে শিল্পের অবদান, ভবিষ্যতের মানুষের জন্য। যে পরিতৃপ্তি চাও তুমি সে তো মানুষ তোমাকে দিতে পারে না। ভালবাসা সাধনার প্রথম সোপান, শেষ সোপান তো ওই। তোমার মত মানুষের শেষ পথ ওখানে। যিনি তোমার কণ্ঠে দিয়েছেন অসামান্যতা, তিনি তোমার জীবনের উপসংহার লিখেছেন অসামান্যের সন্ধানে। কিন্তু, বৈদেহী পুতুল নাচের খেলার পুতুল হয়েও দড়ির টানের পথ থেকে বারে বারে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে অনঙ্গের শরসন্ধানে। চিরকাল এই তো কৌতুক তার। দেবাদিদেব মহেশ্বরের বক্ষে পুষ্পশরাঘাতে দ্বিধা হয়নি তার। ভস্ম হয়েও পরাক্রম হ্রাস হয়নি অতনু-রূপে ত্রিভুবনের ত্রাস সে—বিধাতার ওপরেও বিধাতা সে।

ছয়

সত্যি, কুরূপে বৈদেহীর যোড়া নেই। ঈশ্বর কেন যে তাকে এমন উপহাস করলেন বলা শক্ত। বৈদেহী বঞ্চিত, ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে বসেও সে যে জন্ম-বিধানে কাঙালিনী। জনতার সঙ্গ এড়িয়ে সযত্নে নিজেকে নিয়ে থাকে সে। জন্মাবধি সে দেখেছে লোকে তাকে নিয়ে কানাকানি করে, হাসাহাসি করে। পথে সে বার হ'লে একদৃষ্টে সবাই চেয়ে থাকে তার দিকে পরম দর্শনীয় বস্তু হিসাবে। লোকে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে কথা বলতে ভুলে যায় কুশ্রীতার একটা আকর্ষণ আছে কি না।

বৈদেহীর মন কোমল, শিল্পীর মনের মতই স্বাভাবিকভাবে রূপপিপাসু। তাই, সে মন মেলে দিতে গিয়েছিল জগতের দিকে, বন্ধুত্বের মাধুর্য্য-আহবণে। এক সন্তান, মা বহুদিন গত। বাড়ীতে আশ্রিত-আশ্রিতা ভিন্ন সঙ্গীসাথী নেই। তৃষিতচিত্ত ধাবিত হ'ত সমবয়স্ক মেয়েদের মাঝে, চাইতো ওদের প্রশ্রয় লঘু পুলকে জীবনটাকে বইয়ে দিতে। প্রাইভেট পড়ে প্রবেশিকাপাশ সে করেছিল। আগে অবশ্য স্কুলে যেত। তারপরে এলাহাবাদের মেয়ী-কলেজে ভর্ত্তি হ'ল আই, এ, পড়তে। সামান্য সময় মাত্র।

একদিন অবসর সময়ে মেয়েদের বসবার ঘরে সকলে জমা হয়েছে। নানা জাতির নানা রকমের মেয়ে। সাজপোষাক দেখে মনে হচ্ছে, এটা মোটেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বিয়ে বাড়ী। কলেজে অবশ্য নিয়ম ছিল সাদা পোষাক। কিন্তু, শাদার উপরেও কারুকার্য্য করা তো চলে।

বৈদেহী ম্লান মুখে একপাশে বসেছিল। গোলাপ-কমলের দরবারে যে সে নেহাৎ অপরাজিতা এ কথা বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। বেমানান সে, অতি বেমানান, তবু গভীর আকর্ষণের টানে এদের কাছেই ছুটে আসে, এদের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে বাঁচতে চায় সে। এদের কাছেই তার আনন্দের উপাদান লুকানো আছে।

ও কলেজে মেয়েদের প্রধান আলোচ্য বস্তু হচ্ছে রূপ ও রূপসজ্জা। কে কত ভাল দেখতে, অমুক প্যার্টিতে কে কি সাজ করে গেল—এই সব। আজও আলোচনাটা সেই খাতে প্রবাহিত হ'ল।

কণিকা বলল, "আচ্ছা, Suppose there is a Beauty Competition—যদি রূপ-প্রতিযোগিতা হয়, কে প্রথম হবে?"

দ্বিতীয় বার্ষিকের রূপসীতমা ছাত্রী শিরীন ব্রক্‌,—একবাক্যে সকলে তাকেই প্রথম স্থান দিয়ে রাখল।

স্বরূপকুমারী বলে উঠল, "বিউটি-কমপিটেশন তো হরদম হোতী হায়। বিউটি-কমপিটেশনকো যানে দেও। লেকিন যব আগলি-কমপিটেশন হোগী তব কৌন উসমেঁ জ্যায়দা"—

স্বরূপকুমারীর কথা হাসির রোলে ডুবে গেল। সুন্দরী রমা মধুর, বিনীত স্বরে বলল, "আমিই বোধ হয় কুশ্রীতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হই, না ভাই?"

লিলি পেজ বলে উঠল, "Tut, tut! Fishing for Compliments!"

"ন্যাকামী দেখ? নিজে রূপসী কিনা, তাই বুঝি শুনতে চাওয়া হচ্ছে?" সখীরা রমার কথাব প্রতিবাদ করল। রমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়াতে সে চুপ করে গেল।

শ্রীমতী নলিনী হচ্ছে গোলমাল বাধাতে ওস্তাদ। একপাশে নিঃশব্দে বসে থাকে, যেন ভাজা মাছটিও ওলটাতে অক্ষম। কিন্তু, দুষ্ট সরস্বতী তার স্কন্ধে প্রায় সর্ব্বদা আশ্রয় করে থাকেন। সে বলে উঠল, "আমি বলতে পারি কে পেত?" জয়ন্তীকে ডেকে নলিনী তার কানে নামটা বলল। জয়ন্তীর মুখখানা কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে একবার বৈদেহীর দিকে অপাঙ্গে চেয়ে নলিনীকে একটা ঠেলা দিয়ে ভর্ৎসনা করল, "এই চুপ! বড় অসভ্য তুই।"

বৈদেহীর দিকে এই চাওয়াই কাল হ'ল। সকলে স্পষ্টই বুঝতে পারল কে হচ্ছে সেই ব্যক্তি। ফলে হাসি চাপবার ব্যর্থ চেষ্টায় সকলে এমন একটা কাণ্ড করে ফেলল যে অপমানে বৈদেহীর চোখে জল এল। সকলের হাসিতে যোগ দিতে গিয়ে,—যেন সে আসল কথাটা বুঝতে পারেনি, যেন আসল কথাটা তাকে নিয়ে নয়,—বৈদেহী মুখের ভাব আরও শতগুণে বিশ্রী করে তুলল। কি ভাবে বাকী দিনটা তার কেটে গেল তা সে বুঝতে পারল হাতে হাতে। এমন একটা হাসির কথা আবিষ্কার করে মেয়েরা সারা স্কুল কানাকানি করে বেড়াতে লাগল। দলে দলে মেয়েরা অনাবশ্যক কারণে বৈদেহী যেখানে, সেখানে ঘুরে যেতে লাগল। মুখে চেষ্টাকৃত নিরীহ

আবে হাসি জড়ানো। বৈদেহী বেচারী প্রায় একটা school howler এর প্রসিদ্ধি লাভ করে ফেলল এক চপলমতি বালিকার কুক্ষণে উচ্চারিত নিষ্ঠুর কথার মাহাত্ম্যে।

বিকালবেলায় বাড়ীর গাড়ী নিতে এলে বৈদেহী জানালার ভেলভেটের পর্দাগুলো টেনে নিয়ে অপমানের অশ্রু গাড়ীতেই মুক্ত করে দিল।

বাড়ী ফিরতে আত্মীয়া, আশ্রিতা, দাসদাসীর দলে সমারোহ পড়ে গেল। নেভ্য চাকর হাতের বইগুলো সসম্ভ্রমে তুলে নিল, জানকীর মা দামী পশমের চটী হাতে এগিয়ে এল। লছমী আয়া মহারাজকে তাগিদ দিতে গেল পুরী বানাতে। বুক্তোমাসী একহাতে দোক্তার কৌটো নিয়ে অভ্যর্থনার হাসি হাসলেন। মোক্ষপিসী সস্নেহে অনুযোগ তুললেন, "আজ আবার টিপিন না খেয়ে ফেরৎ দিয়েছিস কেন, খুকী? মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে।"

এরা এলাহাবাদের আশ্রিতা। কারুর ছেলে প্রসন্নবাবুর এখানে কাজ পেয়েছে, কারুর ছেলে নেই মোটে। ভাল এরা কেউ বাসে না বৈদেহী, ওরফে খুকীকে। তার কুশ্রী চেহারা, অশোভন ব্যবহার সমস্ত নিয়ে হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে। তবু লক্ষপতি প্রসন্নবাবুর একমাত্র সন্তান—বিস্তীর্ণ অর্থের উত্তরাধিকারিণী, সুতরাং মৌখিক সমাদর দেখাতেই হয়। আশ্রয়দাতা, অন্নদাতার আদরের সামগ্রীকে ভবিষ্যতের আশায় স্নেহ দেখাতে হয়, করতে হয় বাৎসল্যের অভিনয়। কিন্তু, নিজেদের কন্যা বা নাত্নীর কথা ভেবে মন হয়ে যায় বিরস। এই রূপের ধুচুনী কেন এত সৌভাগ্য ভোগ করবে? কেবল জন্মের সুবিধায় এর কালো অঙ্গে হীরা-মতির ছড়াছড়ি, আর স্নেহপুত্তলীরা ছেঁড়া শাড়ী পরে বেড়ায়। অমন রূপে বানারসী-আনারসী জড়িয়ে লাভ কি? একচোখো ভগবানের বিধানই উল্টো। ভগবানের সঙ্গে ঝগড়া চলে না পরগাছাদের, চিত্তে কেবল বিরাগ সঞ্চিত হয়ে থাকে বিরুদ্ধে বৈদেহীর।

মিথ্যা স্নেহের অভিনয় এড়িয়ে বৈদেহী নিজের ঘরে চলে এল। কতদিন তৃষিত মন মিথ্যাকে সত্য ধরে নিয়ে পুলকিত হয়ে উঠত, কতদিন সে ভেবেছে মাতৃহারা, কুরূপা হ'লে কি হয়, ভগবান তাকে দয়া করেছেন স্বজনের মনে এত স্নেহ দিয়ে। কিন্তু, এ বিশ্বাস স্থায়ী হতে পারত না,

অনুভূতিপ্রবণ মন ধরে ফেলত ফাঁকি। বৈদেহীর সুখস্বর্গ ধূলায় মিশিয়ে যেত। ফিরে আসত চিত্ত নিজের কোটরে ব্যথা-বেদনার সঙ্গী হয়ে।

তবু, মন কঠিন হয়ে যায়নি তঁার। সিনিসিজম্ ছাপ ফেলতে পারেনি চিত্তে—কারণ সে শিল্পী, প্রকৃত শিল্পী সে, গায়িকা মাত্র নয়। গানকে সে যখন গ্রহণ করত কণ্ঠে, নবজন্ম দিতে পারত সাধনায়। শিল্পী কখনও কঠিন হয় না। তাই বাইরের জগতে বঞ্চিত হ'লেও মনের চারপাশে কঠিনতার খোলস গড়ে উঠল না বৈদেহীর। ভালবাসার, ভালবাসা পাবার প্রয়োজন রয়েই গেল। প্রতিমুহূর্ত্তে নব প্রতীকের দিকে উন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল চিত্ত। দিয়ে যেতে লাগল বৈদেহী, নিতে পারল না যদিও।

অন্যদিন মৌখিক ভদ্রতারও ভদ্র প্রতিদান দেয় বৈদেহী। কিন্তু, আজ আর সে পারল না। লোকচক্ষের অগোচরে পলায়ন ঈপ্সিত তার।

ত্রিতলের ত্রিকোণাকার ঘরটি বৈদেহীর শয়ন-কক্ষ। মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত, শাদা মর্ম্মরে আবৃত।

ঘরের মেজের দিকে তাকিয়ে আবার বৈদেহীর চোখে জল এল। এই মসৃন, দুগ্ধশুভ্র পাথরের ওপর কি রকম পা ফেলবে গৃহাধিকারিণী? সে চরণপল্লব শুভ্র কমলদলের সমান হলেই এ ঘরের সঙ্গে মানায়। শাদা মেজের ওপর নিজের কালো পায়ের বৈষম্য দেখে বৈদেহীর মন ধিক্কারে ভরে উঠল

ধীরে ধীরে বৈদেহী খাটের সম্মুখে বৃহৎ দাঁড-আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নার অতি সন্নিকটে নিজের মুখ নিয়ে দেখছে বৈদেহী।

কই, সে এমন কি খারাপ দেখতে? কেন যে মেয়েরা তাকে নিয়ে এমন বিদ্রূপ করল! রং তার কালো, কিন্তু তাতে তো উজ্জ্বলতা আছে। চোখ-ধাঁধানো শাদা রং অপেক্ষা চোখজুড়ানো শ্যামলিমা অনেক সুন্দর। মুখের সর্ব্বাংশ সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতে নিখুঁত না হ'লেও এই তো মুখে তার কেমন করুণ শ্রী—বিষন্ন, কাতর ভাব। লাবণ্য আছে তার। বৈদেহী মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে গেল যে আয়নায় মানুষ নিজের মুখ দেখতে পায় না, দেখে এক লাবণ্যময়ী প্রতিচ্ছায়া, যাকে সে আপন মনের মাধুরী দিয়ে রচনা করেছে।

সে তো কুশ্রী নয়। বৈদেহীর থেকে কত কুশ্রী আছে পৃথিবীতে, তাদের তুলনায় সে তো সুন্দরী। পথে-ঘাটে কত কুশ্রী নিত্য দেখে বৈদেহী। তারা তো সকলেই বৈদেহীর চেয়ে ভাগ্যহীনা। বাড়ীতে যে গোয়ালিনী, ধোপানী

আসে, আয়া—ঝি প্রত্যেকে ওর চেয়ে খারাপ। বাবার মুহুরী, কর্মচারী, সকলের স্ত্রী বৈদেহীর চেয়ে অনেক খারাপ দেখতে। মুন্সী কিষেনলাল তো মস্ত বড় লোক—ওঁর স্ত্রীর কেমন দাঁত উঁচু, গাল ভাঙা? এ বছরে প্রথম হয়েছে সিনিয়র কেম্ব্রিজে বিদিশা ব্যানার্জ্জি। নামটি সুন্দর হ'লে কি হয়? কালো আবলুষকাঠ গায়ের রং। অথচ কত নাম ওর? জাষ্টিস মিত্রের মেয়ে মঞ্জুষা মিত্র দেখতে হতকুশ্রী, কিন্তু কিছু তো ক্ষতি হয়নি ওর? কত লোক মঞ্জুষার পিছনে পাগল! অবশ্য মঞ্জুষা সাজে যা সময় ও অর্থব্যয় করে তা সাধারণে সম্ভব নয়। সে ও তাই করবে এখন থেকে। প্রবাসে রূপ রংয়ের ছড়াছড়ি। প্রবাসিনী বাঙালী, অবাঙালিনীরা রং আর সাজাই বোঝে। এবার থেকে ওদেরি অস্ত্রে দীক্ষিত হ'বে বৈদেহী। গাড়ী নিয়ে কালই যাবে সে, বাজারহাট করে ঘর ভরিয়ে ফেলবে।

ওদের ক্লাশের রঞ্জিতাও তো বৈদেহীর চেয়ে বড় খারাপ দেখতে—তবু কেন সবাই বৈদেহীর ভাগ্যে কুশ্রীতাব সভার শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে রেখে দিল অস্পৃশ্যতার গণ্ডি টেনে? অনেকে তো বৈদেহীর চেয়ে খারাপ দেখতে আছে। হয়তো যারা বলেছে তারা বৈদেহীর থেকে অত বেশী ভাল দেখতে বলে অপেক্ষাকৃত অসুন্দরকে তাদের চোখে লাগেনা। বৈদেহী ভাবল হয়তো সে দেখতে ভালোই, তবে অত সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে তাকে কুশ্রী লাগে।

এ চিন্তায় বৈদেহীর মনে শান্তি এল। কাজ কি তার অন্তের মতামত দিয়ে? সে নিজে নিজেকে নিয়ে থাকবে। তার কলেজ যেয়ে নাই বা হ'ল পড়াশোনা। বাবাকে বলে সে বাড়ীতে পড়াশোনার বন্দোবস্ত করবে।

খাবার টেবিলে বসে মাংসের কালিয়াতে লুচি ডোবাতে ডোবাতে বৈদেহী নিজের মনে হাসল। আঠারোর চৌকাটে পা দিয়েও কি তার নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস এল না? অন্তের কথার মাপকাঠিতে প্রতিক্ষণে তার নিজেকে মাপতে হ'বে?

মতিমাসী নিতান্ত দায়পড়া গোছের মুখ করে পাখার সুইচটা উল্টে একখানা চেয়ার টেনে খাবার টেবিল থেকে একটু বেশ দূরে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বসলেন। কি যে হিন্দুঘরের এতবড় ধেড়ে অরক্ষণীয়া মেয়ে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে খায়! মহারাজটা যেন আবার কি সব মাংস আনে, মুখে তো বলে

জোড়ার মাংস। প্রসন্নবাবু হাজার হ'লে পুরুষমানুষ, কাজের লোক। সাহেবের চালে চলতে হয় ওঁর মানরক্ষার খাতিরে। উনি টেবিলে খান, সেতো স্বাভাবিক। মেয়েটার এত সাহেবী কেতায় দরকার কি? বাপের টেবিলে বসে গো-গ্রাসে না গিলে, ও'দের খাবার ঘরে পাতাপেড়ে ওঁদের প্রথায় খেলেই পারে?

বৈদেহী খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "মাসীমা, আপনি কি আমার মাকে দেখেছিলেন? তিনি কেমন দেখতে ছিলেন?" মতি-মাসী মনে মনে বল্লেন, কেমন আবার ছিলেন? যেমন মা, তেমনি ছা! কিন্তু একথা তো বলবার উপায় নেই, তাই একটু বিবেচনা করে তাঁকে বলতে হ'ল, "তোমার মাকে যখন দেখেছি মা, তখন তুমি পাঁচ বছরের। তার বয়েস হয়েছিল, নেহাৎ কণে-বউটি তো নয়। চেহারা বুঝবার ঠিক উপায় ছিলনা। তবে শুনেছি, বিয়ের সময়ে রং কালো হ'লেও সে দেখতে সুশ্রী ছিল।"

এইখানে একটি পুরাতন কাহিনীর অবতারণা কর্ত্তব্য। প্রসন্নবাবু রূপহীনা স্ত্রীকে নিতান্ত দায়ে পড়েই গ্রহণ করেছিলেন। নিজের পিতা ছিলেন কপর্দ্দক-হীন, নিঃস্ব। ছেলেটি বি. এ. পাশ করার পরেই বিখ্যাত এটর্ণী অমৃত মজুমদারের একমাত্র কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে শ্বশুরের পসারে বসাবার স্বপ্ন নিয়ে পিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রসন্ন রায় দেখতে সুরূপ না হ'লেও বি. এ. তে প্রথম হয়েছিলেন। তাই কৃতিত্বে ধনী জামাতা হয়ে গেলেন। অবশ্য অমৃত মজুমদারের কন্যা অতি কুরূপা। তাই ভালো পাত্র তার জুটছিল না। ঘরজামাই রাখার ইচ্ছা নিয়ে অমৃত মজুমদার প্রসন্ন রায়ের হাতে কন্যাদান করলেন। তাকে এটর্ণীশিপ পড়িয়ে মানুষ করে তুললেন। এলাহাবাদে তিনি এটর্ণী ছিলেন, জামাইকেও সেইখানে বসালেন।

প্রসন্নবাবু দরিদ্র সন্তান হ'লেও ছিলেন কবিচিত্ত। প্রেমের বাসনা ছিল তাঁর যথেষ্ট। কলেজজীবনে অনেক তরুণের মত মানসীর স্বপ্ন তিনি দেখতেন। এলাহবাদ প্রবাসী শ্বশুর, বিবাহের পূর্ব্বে মেয়ে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু, পরিচিত লোকের মুখে ভাবী পত্নীর বর্ণনা শুনেই তাঁর বিতৃষ্ণা হ'ল। জীবনে যদি পত্নী মনোনীতা না হয়, তবে জীবনে সুখ কি? তাই তিনি সহপাঠি ও সমবয়সীদের দ্বারা মা-বাবার কাছে এ বিবাহ

বিষয়ে বিস্তর আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। পিতার আদেশে বিয়ে করে বাড়ী ঢুকলেন তিনি নিজের একুশবছরের তরুণ, রূপাকাঙ্ক্ষী মনের সঙ্গে মুখ অনেকটা ভারী করে। এই মুখ ভার তাঁর ঘুচল সেদিনই, যেদিন একমাত্র কন্যা বৈদেহীকে রেখে স্ত্রী দেহত্যাগ করলেন চল্লিশবৎসর বয়সে। প্রসন্নবাবুর বয়স তখন বিয়াল্লিশ বৈদেহী দশ।

কথাটা শুনতে বিশ্রী লাগে জানি, যে সহধর্ম্মিনী পত্নীর মৃত্যুতে কেউ প্রীত হয়। 'প্রীত' হননি প্রসন্নবাবু, ততটা হৃদয়হীন নন তিনি, তবে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তি পেলেন। কারণ স্ত্রী শুধু কুরূপাই ছিলেন না। রূপহীনতার সঙ্গে প্রেমহীনতাও ছিল তাঁর। তিনি বড়লোকের আদরিণী দুহিতা, নিজের অপূর্ণতা তাঁকে দেখতে শেখানো হয় নি। মাতাপিতার স্নেহ-যত্নে লালিতা। গরীব স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে শিখলেন না, পিতার গলগ্রহ জামাতার পৃথক কোন মূল্য তিনি দিলেন না। বরঞ্চ স্বামীর বিতৃষ্ণা উপলব্ধি করে কলহপ্রিয়া হ'লেন। প্রসন্ন বাবুর নয়ন অতৃপ্ত ছিল, মনও অতৃপ্ত হ'ল। স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা ছিলনা, একত্রে শয়নও বিরল ছিল। যৌবনে প্রসন্নবাবু কখনও বা পত্নীর প্রতি যৌবন-সুলভ আবেগে প্রধাবিত হ'তেন, কিন্তু অহঙ্কার ও তাচ্ছিল্যের দুর্গে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতেন। ক্রমে ক্রমে আবেগ ও ইচ্ছা চলে গেল, রইল অনাসক্তি ও মুখভার।

স্ত্রী দেহত্যাগ করবার পরে মনে মনে প্রসন্নবাবু সবিশেষ ব্যগ্র হয়ে উঠলেন একটি উদ্ভিন্নযৌবনা অনবদ্যাঙ্গীর পাণিগ্রহণ করবার জন্য। গোপনে গোপনে তিনি ঘটকী নিযুক্ত করলেন। তাঁর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ প্রায়। কন্যা তের। পাত্রী পেলেন বহু, কিন্তু পেলেন না তরুণ যৌবনের ধ্যানের মানসীকে। সে সুলভ হ'ল না দোজবরের কাছে। এ বয়সে বাংলার পুরুষ নিজেকে সুপাত্র ভাবলেও তরুণীরা ইউরোপীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূলতা করে এ বয়সের পাত্রকে ঘাটেরমড়া আখ্যায় অভিহিত করতে চায়। যারা সুলভ হ'ল, তাদের কাউকে প্রসন্নবাবুর পছন্দ হ'ল না। বন্ধুবান্ধব বিদ্রূপ করতে লাগল। ত্রয়োদশী কন্যা ঘরে প্রদীপের মত জলছে। নানা কারণে প্রসন্নবাবুর বিয়ে করা হ'ল না। বঞ্চিত কামনা তিনি পরিতৃপ্ত করলেন কন্যা বৈদেহীকে অতিযত্নে লালন-পালন করে। স্ত্রীকে কোনদিন

ভালবাসতে না পারলেও কন্যাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। সে যে তাঁর কন্যা, একান্ত তাঁরি। তাঁর পৌরুষ প্রেম একে জন্ম দেবার জন্যই উদগ্র হয়ে উঠেছিল কোন এক বর্ষারাত্রে। শ্রীহীনা, অপ্রিয়া পত্নীর অনাদৃত দেহতটে আঘাত করে তাঁর বৈরবাসনা জন্ম দিয়েছিল এই সন্তানকে। সেদিন পত্নীকে প্রেয়সী বলে ক্ষণিকের জন্য ভ্রম হয়েছিল। তাঁর ব্যগ্র অধরের নিরবিচ্ছিন্ন পেষণের নিম্নে রুক্ষভাষিণীর কলহ-কণ্ডুয়ন নিবৃত্ত ছিল। সহসা মনে হয়েছিল এ তাঁর পত্নী নয়, মানসী তাঁর। যৌবনমালঞ্চে একদা এরই প্রতীক্ষায় আহ্বান-মন্ত্র বেজে উঠেছিল, আবার নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছিল সহধর্ম্মিণীব সাক্ষাতে। সেই বর্ষারাতে প্রসন্নবাবু সব ভুলে গিয়েছিলেন। দেহমনের অবাধ মুক্তি দিয়েছিলেন। পিতাব কবিমন ও প্রেমলিপ্সা নিয়ে বৈদেহীব জন্ম সূচিত হ'ল সেই উন্মাদ বর্ষাবাত্রে। কুরূপা মাতা রূপহীন পিতাব কন্যা অতি কুরূপা হ'ল—কিন্তু মন হ'ল তাব প্রেমিক।

বৈদেহী আবার মতিমাসীকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, আমি কি আমাব মায়েব মত হয়েছি দেখতে?"

মতিমাসী বড বিপদে পড়লেন, কি বললে যে বৈদেহীব মনরক্ষা হ'বে সেটা বোঝা ভাব হ'ল।

ইতস্তত করে তিনি আবম্ভ করলেন, "হ্যাঁ, না, তা, তুমি তো মায়েব মতই হযেচ প্রায়"—

এমন সময়ে পরদা ঠেলে ঘবে ঢুকলেন বৈদেহীর পিসী। আশ্রিতাদের মধ্যে নিকট সম্পর্ক বলে এঁব প্রতাপ আছে। অনেকক্ষেত্রে পিতা-পুত্রীর মুখ না চেযেই মতামত দেবাব ক্ষমতা রাখেন তিনি।

ঘরে ঢুকে ভারীগলায় পিসী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, কার কথা হচ্ছে?" মতিমাসী বেঁচে গেলেন, বল্লেন, "এই খুকীকে বলছিলাম যে ও ওর মায়ের মতই হয়েছে দেখতে"—

পিসী বাধা দিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বল্লেন, "না, না, ও কেন মায়ের মত হ'বে? ওর মা'র রং কালো হ'লেও চেহারার তো ছিরিছাঁদ ছিল। ওর চেয়ে ওর মা অনেক ভালো ছিল দেখতে।"

পলকে বৈদেহী বিবর্ণ হয়ে গেল। উৎসুক চোখের তারা নেমে এল অর্দ্ধভুক্ত খাবারের ওপর।

তাহ'লে সে মায়ের চেয়েও খারাপ দেখতে? মাকে যতটা মনে আছে দেখেছে কুরূপা, শুনেছে মায়ের রূপহীনতার কাহিনী। ঘরে মায়ের যে বড় ছবি আছে তাতেও তো তাঁর চেহারা বিশেষ সুবিধার নয় ব'লে মনে হয়েছে। সে নিজে তাহ'লে কি?

মায়ের শেষস্মৃতি মনে পড়ে গেল। কালো মুখের উপর মৃত্যুর নীল ছায়া। মুখ আরও কালো, আরো শ্রীহীন দেখাচ্ছে! মায়ের মৃত্যু হয়েছিল আকস্মিক ভাবে কলেরায়। কলেরা লেগেছিল শহরে, প্রসন্নবাবু বাড়ীতে বাজারের খাবার আনা নিষেধ করে দিয়েছিলেন! স্ত্রী স্বামীর নিষেধে ভ্রূক্ষেপ না করে, স্বামীকে আঘাত দেবার উদ্দেশে গরম পকৌরি কিনিয়ে এনে খান। ফলে, রাত কাটল না। সেই মুমূর্ষু মাতার মুখ এখনও মনে আঁকা আছে বৈদেহীর। চোখের তারা শিবনেত্র হয়ে গেছে প্রায়—কালো তারায় মৃত্যুর নীল ছায়া, সাদা অংশ ঘোলাটে হয়েছে! পরদা যেন পড়ছে দৃশ্যমান জগতের উপর দিয়ে। বৈদেহীর হাত ধরে এই পিসী মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা করাতে গিয়েছিলেন। বর্ষণমুখর আষাঢ়ের দিন, রাত্রি নয়টা ঘরে নীল আলো জ্বলছে। বিছানায় স্বামী, মাথার শিয়রে চেয়ারে ডাক্তার বসে। নার্স কোনে দাঁড়িয়ে শেষ ইনজেকশান প্রস্তুত করছে। ঘুমভাঙা চোখ বিস্ফারিত করে দেখল বৈদেহী, দশ বছরের মেয়ে। মাতার অবস্থা দেখে কষ্ট হ'বার পূর্ব্বেই মনে হ'ল তার, কি কুশ্রী এই রমণী। মৃত্যু একে শান্ত বিষণ্ণতা দিতে পারছে না, দিয়েছে বীভৎসতা!

বৈদেহীর মা প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ মেলে চাইলেন মেয়ের দিকে। সে দৃষ্টি এখনও মনে আছে বৈদেহীর। তাঁর চোখ যেন বলতে চাইল, 'বৈদেহী, বড় দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে। তুমিও যে বঞ্চিতের দলে। যদি এত বঞ্চিত হও জন্মক্ষণে, তাহ'লে ভবিষ্যতে কি আশা থাকতে পারে, বল বৈদেহী? ভেবোনা অত কুরূপের বোঝা মাথায় চাপলে তার জীবন কাটে স্বাচ্ছন্দ্যে। যত গুণই থাক, যত কৃতিত্বই দেখাতে পার না কেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আপনা থেকে তোমার কাছে ধরা দেবে না। লক্ষে একজন পুরুষ তোমার মত কুরূপাকে ভালবাসতে, সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।

যতই না কেন গলা সাধো, ছবি আঁকো, মেডেল-বুকে বাড়ী ফেরো, এই একটি মাত্র পুরুষের কাছে তোমার মূল্য তুমি পেলেও পেতে পারো। তাও, সারা জীবনে সে পুরুষের সঙ্গে তোমার হয়তো দেখাই হ'বে না। যাদের সঙ্গে হ'বে, তারা তো তোমার গুণবাহুল্যের দিকে ফিরেও চাইবে না। তারা ছুটবে দুধে-আলতা-বরণ, হরিণ-নয়ন, মরাল-গমন, কমল-চরণ, এ সবের পশ্চাতে। অথচ তুমি চাইবে পুরুষকে—প্রেম-পরিতৃপ্তির আশায়, গৃহ ও সন্তানের বাসনায়। সুতরাং বৈদেহী, জীবনে দুঃখ-কষ্টের জন্য প্রস্তুত হয়ে থেক! দেখনা আমাকে, কিছুতেই তো স্বামীর মন পেলাম না।”

তখন অবশ্য শিশু বৈদেহী অত কথা বোঝেনি। এখন আড়ালে বসে মাতার অন্তিম দৃষ্টির স্মৃতি চিন্তা করলেই এই সব কথা পায় সে।

বৈদেহীর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে পিসী বুঝলেন। মনটা তাঁর নরম হয়ে এল। গলার স্বরে সান্ত্বনার রেখা টেনে এনে তিনি বল্লেন, “রূপ ছিল না বটে তোমার মায়ের, কিন্তু গুণ ছিল তার। আমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে, চমৎকার! দেবদ্বিজে ভক্তি, দুঃখী-দীনে দয়া। বিদেশে পড়ে থাকলেও একটা দিন ধর্ম্ম ছাড়েনি। পেরেছে প্রসন্ন তাকে টেবিলে বসে খাওয়াতে, সাহেবী নেমন্তন্নে নিতে? এত বড়লোকের বউ! মিলের আধ-ময়লা শাড়ী পরে কাটাত। তোর মায়ের মত যেন তুই হ'তে পারিস, এই কথাই বলি। বাইরে দিয়ে আর কি হয়, বল? ভেতরটাই তো মানুষের চেনা উচিত। যাদের রূপ নেই গুণ দিয়ে তাদের পূর্ণ করা উচিত রূপের অভাবটা।” পিসীর কথাগুলোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল, সান্ত্বনার প্রচেষ্টাও অবশ্য ছিল। বৈদেহী যে এত লোকজনের মধ্যে একা একা থাকে, নিজেকে নিয়ে পরিজনদের ভুলে যায়, এটা পিসী পছন্দ করতেন না। মা নেই ওর, অভিভাবকত্ব পিসীর স্কন্ধে পড়ে। কালো-কুচ্ছিৎ হ'ক, বিবাহ তো দিতেই হ'বে। পরের বাড়ী যেয়ে এমন গুমঠে থাকলে লোকে তো পিসীকেই দুষবে। তাছাড়া সাহেবী ভাবে চলবার দরকার কি হিন্দু মেয়ের? অত সাজ-পোষাকে পয়সা নষ্টও পিসী বুঝতে পারেন না। বৈদেহীর মা ছিলেন পিসীর আদর্শ—পেত্নী সেজে চিরকাল সৌখিন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। স্বামী নিয়ে মাতামাতি বাল-বিধবা পিসার ভাললাগত না। সুতরাং সেদিকে বৌ ছিলেন আদর্শ। শুয়ে থাকতেন আলাদা পৃথক শয়নকক্ষে, যদিও কন্যা থাকত বাবার

ঘরে। স্বামীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করতে কেউ দেখেনি তাঁকে, অথবা সেজে-গুজে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যেতে। বরঞ্চ, আশ্রিতাদের মধ্যে গল্প গুজবে থাকতে ভালবাসতেন তিনি। সাজপোষাকে রুচি ছিলনা—এটিও পিসীর পছন্দ। নিজের থান কাপড়ে বৌয়ের আধময়লা মিলের শাড়ীর মিল পেতেন কিনা। নিরাভরণ দেহের মিল পাওয়া যেত মিনমিনে চুড়ী কগাছা আর সুতলী হারে। সুতবাং পিসীর আদর্শ ছিলেন বৈদেহীর মা। গরীব আশ্রিতারাও পছন্দ করতেন গৃহিণীকে। ঐশ্বর্য্যের দম্ভ মজ্জাগত থাকলেও বাহ্যপ্রকাশ তো ছিল না। নিজেদের ও ধনী গৃহিণীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না পেয়ে তারা প্রীত থাকত। বসন-ভূষণেব দীপ্তি চোখ ঝলসে দিত না। মহাত্মা গান্ধী বস্ত্রহীনেব সঙ্গে নিজেব পার্থক্য কটীবাসমাত্র ধারণপূর্ব্বক বিদূরিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। নিজেদের সঙ্গে তাঁব প্রভেদ সামান্য দেখে দরিদ্র দেশ পুলকিত হয়ে উঠেছিল। এ-ও তাই।

পিসীব নৈতিক উপদেশ বৈদেহীব ভাললাগল না। সান্ত্বনার ভাষা সর্ব্বদা মধুময় হয় না। মুখের উপরে কদাকাব আখ্যায় চিহ্নিত করে তারপরে গুণের শ্রেয়তার ব্যাখ্যান শ্রোতার কাছে রুচিকর না হ'লে অন্যায় বলা চলে না। বৈদেহীর ভারাক্রান্ত মন এ ধরণের কথায় সান্ত্বনা মানল না।

কোনমতে খাওয়া শেষ করে বৈদেহী নিজেব মহলে উঠে গেল। আবার বৈদেহী আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। এবাব কিন্তু, ওর সেই আত্মপ্রসন্ন ভাব নেই।

কি বিশ্রী! কি বিশ্রী! নিজের মনে মনে বৈদেহী ভাবল। মুখেব প্রতিটি অংশ অসমান, সামঞ্জস্য নেই কারুব সঙ্গে কারুর। রুক্ষ, কঠোর মুখ-ভাব। নারীর কোমলতা নেই সেখানে, নেই মাধুর্য্য। কঠিনতার সাধনা চলেছে। কোথাও শ্রী নেই, শোভা নেই। 'God made human face divine'—কথাটা শোনা ছিল। এই কি সেই দেবতার মত সুন্দর মুখ?

বৈদেহীর মুখের রেখা কঠিনতর হয়ে উঠল, চোখ জ্বালাময়, দৃঢ়সম্বদ্ধমুষ্টী। এখনি যেন সে এই কদাকার দেহকে চূর্ণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে লুপ্ত করে দেবে। এ দেহ, এ কুরূপ যেন বৈদেহীর নয়, এ একটা ফাঁকি।

কেন, কেন এই প্রভেদ? ঈশ্বর তাকে আর অন্য মেয়েদেরকে তো একই হাতে তৈরী করেছিলেন। তবে, তারা কেন লাবণ্যে, প্রেমে ঝলমল করে

উঠবে, সেই বা কেন বিশ্বের সমস্ত কুরূপ একা বহন করে বেড়াবে? এত অবিচার কেন বিধাতার?

বেদনার চরম সীমা রুদ্ধ অশ্রু-প্রবাহ। এখন বৈদেহীর চোখে জল এল না। মনের দুঃখ অশ্রু রূপে ঝরে তাকে শান্তি দিতে পারল না। প্রখর রৌদ্রালোকে অসহ অনাবৃষ্টির আকাশ তার প্রখর দুইচোখ বিদ্রোহের জ্বালায় জ্বালাময় হয়ে নিজের কুরূপকে লুপ্ত করে দিতে চাইল। জীবনে আজ প্রথম তার এই আত্মানুভূতি।

সাত

আইভি সোফার উপরে কাত হয়ে বসে 'মাদাম বোভারি' পড়ছিল। পায়ের কাছে জাপানী কুকুর ওপ্যাল কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রাগত।

"ওপ্যাল"। সাড়াশব্দ না পেয়ে আইভি বইখানা ছুঁড়ে কার্পেটের উপর ফেলে দিল। সময়ে সময়ে গল্পের বই তার ভাল লাগে না, বিশেষ করে মতে না মিললে। বেচারী নায়িকা, রূপ-রুচির বালাই নিয়ে মরল সে। অত রূপগুণের যোগ্য সমাদর কেউ করল না, আশ্চর্য্য। গেঁয়ো ডাক্তারের বৌ হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিল ও।

সোফার হাতলে জুতো-পরা পা দু'টো তুলে নরম কুশানের আরামে ডুবে গিয়ে আইভি গান ধরল ভাঙা-ভাঙা বেসুরো কণ্ঠে—

"I ain't nobody's darling—"

আইভি গান গাইতে পারে না। এখানে সেখানে একআধটা যা শোনে তাই নিয়ে মাঝেমাঝে গুণগুণ করে। কথা বলার কণ্ঠ আইভির মহিলা-জনোচিত মিহি ও মসৃণ নয়, একটু চাপা। ভিজে কুয়াশায় যেন ভারী। সবাই বলে ও কণ্ঠের ওই আকর্ষণ—রক্তকে উদ্বেল করে তোলে ওই ভাঙা-ভাঙা চাপা গলার কথা।

এক লাইন ক্রমাগত গেয়ে গেয়ে আইভি ভ্রূকুঞ্চিত করে পরের লাইনটি মনে আনবার যথেষ্ট চেষ্টা করল। হতাশ হয়ে কোনে ত্রিপদীতে রক্ষিত বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে আইভি হিসাব নিল সময়ের। চা-খেবার এখনও

আধঘণ্টা বাকী আছে। এখন সাড়ে তিনটা মোটে। বাধ্য হয়ে আবার আইভি গান ধরল,—

"I ain't nodody's darling"

এক লাইন গান আর কতক্ষণ গাওয়া চলে? শ্রান্ত হয়ে আইভি বিরত হ'ল। এমন বাড়ী আছে কোথাও? যার যখন খুসী চা খাবে তা নয়, সকলকে এক সঙ্গে খেতে হ'বে। আইভির অভ্যাস ছিল তিনটায় চা খাওয়া, ভাই সুনীলের চারটায়, মায়ের পাঁচটায়। বাবা বৈকালিক চা-পর্ব্ব মিটিয়ে বাড়ী ফিরতেন। এখন মিসেসচক্রবর্ত্তি সবের সামঞ্জস্য করে সকলের এক-সঙ্গে চা-পানের ব্যবস্থা করেছেন চারটায়। কেন, আইভি ভালো করেই জানে। এক এক সময়ে এক একজন চা খেলে নাকি খরচ বেশী লাগে, খানসামা চুরির সুযোগ পায়। For shame! ভ্রূকুঞ্চিত করে আইভি মনে মনে ভাবছে। যে সব লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের চলতে হয়, তারা যদি এই সব ভেতরের গলদ টের পেত, তাহ'লে হয়তো আর মুখ দেখাবার উপায় থাকত না। কিন্তু, মিসেসচক্রবর্ত্তি সাবধান ছিলেন। বাহির দেখে মনেও হতনা চক্রবর্ত্তি-বাড়ীতে এই ধরণের সামান্য বিষয়ে মনোযোগ ব্যয় করা হয়।

মায়ের ব্যবস্থায় বাড়ী চলেছে চিরকাল। এ বাড়ীতে ম্যাট্রিয়ার্ক প্রথা। এ কাহিনীতে চক্রবর্ত্তিসাহেব অদৃশ্য। রূপ ছাড়া তাঁর কোন যোগ্যতা নেই। তাই সুন্দর ছবির শোভায় আমরা তাঁকে মিসেসচক্রবর্ত্তির শয়ন-মন্দিরে টাঙিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত থাকব।

সুনীল দীর্ঘকাল বিদেশে ছিল। মরি-বাঁচি করে খরচ জুগিয়েছেন মিসেস চক্রবর্ত্তি। তাঁর পুত্র 'ফরিনে' যাবে না, হ'তেই পারে না; তাহ'লে তো তিনি হরিজন হয়ে যাবেন। ঋণভার আরও বর্দ্ধিত হ'ল। আইভি রইল মায়ের হাতে; ছাঁচে তুলে গড়াব মত মা গড়ে তুলতে চাইলেন তাকে।

বাইশ বছরের জীবন আইভির—কিছু পরিমাণে গৃহগত, মাতৃনির্ভরশীল। মা তাকে গড়েছেন, সাজিয়েছেন। নিজের অপূর্ণ জীবনের সব আশা ও আকাঙ্খা মা আইভির মধ্যে মূর্ত্ত দেখতে চান। অভাবের সংসার, তবু বর্ম্মের মত মিসেস চক্রবর্ত্তী কন্যাকে আবৃত করে আছেন। বেশভূষার অভাব, [illegible]র অভাব কোথাও নেই। বড়লোকের মেয়ের মতই আইভি মানুষ [illegible], বড়লোকের মেয়ের চালেই চলছে এখনও। যাতে তার বড় ঘরের

ছেলেমেয়ের সঙ্গে সমান মেলামেশায় অধিকার জন্মে। যাতে সে উপযুক্ত বিবাহ করতে পারে। মিসেস চক্রবর্ত্তীর প্রচেষ্টা আইভির অসামান্যতাকে তুলে ধরেছে। আজ আইভির চতুস্পার্শে মধু-মক্ষিকার ভিড়। আইভির সান্ধ্য সম্মেলনে প্রত্যহ তরুণ-তরুণীর সমাবেশ। স্বাধীনা আইভি। মা কোন অভাব রাখেননি। একটি মাত্র গাড়ী, আইভি চাইলেই পায়। সিনেমা, পিক্‌নিক্ কোনটাতে সঙ্গী-মনোনয়নে তার বাধা নেই। কিন্তু মিসেস চক্রবর্ত্তী একটা তথ্য বুঝতে ভুল করেছিলেন। আইভির চারপাশে জনতার ভিড়ে অবাঞ্ছিত লোকও মিশে চলে আসতে পারে। এসেছেও। কিন্তু, পূর্ব্বে কোন গোল বাধেনি। আইভির উচ্চাভিলাষী মন তাদের বিতাড়িত করেছে। কিন্তু, উচ্চাশাও তো পরাস্ত হয় প্রেমের কাছে। জনতার ভিড়ে অবাঞ্ছিত পরিমল লাহিড়ী এসে পড়েছে রূপের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। আইভি তাকে ভাল-বেসেছে। মিসেস চক্রবর্ত্তী নিরুপায়। কন্যাকে অবাধ স্বাধীনতা দেবার ফল হাড়ে হাড়ে বুঝলেন। কিন্তু, সাবলিকা আইভি, আইভি সাহসিকা। তিরস্কার বা বল-প্রয়োগে ফল বিপরীত হবে। নরম-গরমে বোঝাবার পন্থা মিসেস চক্রবর্ত্তী গ্রহণ করলেন। অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তিনি তা করে যাচ্ছেন।

উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আইভি বেশীক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে না। বন্ধু-বান্ধবদের মতই সে জ্ঞান-ভাণ্ডারের পল্লবগ্রাহী মৌমাছি মাত্র। অথচ, জ্ঞান-রূপ গহনায় তাদের দীপ্তি থাক বা না থাক, ঝঙ্কার প্রচুর। বাজারে প্রকাশিত সাহিত্য পড়া হ'ক না হ'ক, মাঝে মাঝে উদার ভাবে আলোচিত হয় স্বীয় সাহিত্য-প্রীতি প্রকাশার্থে। বিদেশী সিনেমায় আগত বইগুলির বিষয়ে এ ওকে জিজ্ঞাসা করে নেয়, "পড়েছ তো?" অশ্লীল মার্কিন সাহিত্য অবশ্য অল্প বিস্তর সবাই পড়ে। ফরাশী সাহিত্যও কখনও আদৃত হয়। তবে বড়-বড় গুরুভার বই পড়ার সময় কোথায়? তবু, ফ্যাশান যেটা, মরে-কুটে দেখে নিতেই হয়। বেচারী মাতৃভাষা কদাচিৎ আমল পায়। ফ্লোবার বেচারী ফ্যাশানে পড়েছেন। তাই ছয়মাস ধরে আইভি চেষ্টা করছে 'মাদাম বোভারি' শেষ করতে।

সমাজস্থ অন্য মহিলাকুলের প্রথায় বিদেশী সাময়িকী অবশ্য আইভির ঘরে স্তূপাকৃত আছে। পড়তে ভালবাসে আইভি। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সে সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, নিজের জীবনে কোথাও ফাঁকি আছে, কোথাও

আদর্শের উচ্চতা নেই। কাঁচ আচলে বেঁধেছে সে হীরাখণ্ডের পরিবর্তে। মন আকুল হয়ে ওঠে। তখন 'Woman and Beauty', 'Glamour', 'True Story' নিয়ে ভুলে থাকে সে। আজও 'মাদাম বোভারি' ফেলে একখানা 'Mc. Calls' পত্রিকা তুলে শ্বেতাঙ্গিনীর জামার ছাঁটকাট জানতে ব্যস্ত হ'ল আইভি।

আচ্ছা, সমস্ত মার্কিণ ও ব্রিটিশ মহিলা-পত্রে গল্পের কয়েকটির বাঁধাধরা ছক আছে—আইভি ভাবল। সুন্দরী তরুণীর হৃদয়হীনতাব পাশে রূপ-হীনার গুণগরিমার ব্যাখ্যা। সুন্দরীকে বিশেষ ভাবে নির্গুণ করা হয়, যেন রূপসী সৎস্বভাবা হ'তেই পারে না! ওধাবে সাধারণ নায়িকার উচ্ছসিত প্রশংসা, নীরব প্রেম ও স্বার্থত্যাগ! অবশেষে রূপসীব স্বরূপদর্শনে মর্মাহত নায়কের রূপহীনার বাহু-বন্ধনে আত্মসমর্পণ। পাঠিকা এখানে অবশ্যই চোখে রুমাল দেন।

অন্য একটি ছক! নায়িকা জানে না সাজতে—নায়ক চেয়েও দেখেনা তাকে। সুসজ্জিতা নারীর পশ্চাৎধাবন করে সে। হঠাৎ, কোন সহৃদয় ব্যক্তিব কৃপায় সে মেয়ে নূতন একটি ফ্রক ও নূতন ধরণেব কেশসজ্জায় রূপসী হয়ে উঠল রাতারাতি! যুগল মিলন হ'ল।

আর একটি ছক—বড় প্রিয় এটি টাইপিষ্ট ও কেবাণী মেয়েদের। কাজের ফাঁকে ও নিসঙ্গ সন্ধ্যায় গল্প পড়ে মনে কল্পনাব জাল বোনে তারা! গরীবের মেয়ের অবশেষে কোটিপতিকে আকর্ষণ! টাকাব পটভূমিতে কি স্বর্গীয় প্রেম! ভারতবর্ষীয়কে মূঢ় বলে যাবা অবজ্ঞা করে, সেই সব বিদেশীনীরা এই ধরণের কাহিনী গোগ্রাসে গেলে! আইভির পড়ে হাসি পায়। তবু তো তার জীবনের আশাও এই—অন্ততঃ তার মায়ের আশা।

টাকা! টাকা! টাকা কি জিনিষ? অভাবে এত অশান্তি, এত দুশ্চিন্তা! অথচ সব থেকে অভিশাপ হচ্ছে অর্থহীনের সম্ভ্রান্ত হওয়া। 'ওল্ড ব্যালি-গ্যাঞ্জের অন্য দশটা বাড়ীর অধিবাসীদের সমকক্ষ চলতে হয় তাদেরকে! অথচ ব্রিফ্‌লেস্ ব্যারিষ্টারের পক্ষে সে ঠাট বজায় রাখা দুরূহ ব্যাপার! অসাধ্য সাধনের ব্রত নিয়েছেন মিসেস্ চক্রবর্ত্তি।

পৃথিবীতে টাকা বাদ দিলে আর থাকে কি? মিসেস চক্রবর্ত্তির বহুদিন-শ্রুত উপদেশাবলী কানে ভেসে এল আইভির। তখন অগ্রাহ্য করলেও প্রাণে

বাণী গেঁথে দেন জননী। জল পড়ে ক্রমাগত পাথরও ক্ষয় হয়ে যায়। নিরালা ক্ষণে মাতার নিষেধবাণী, সতর্কভাষণ মনে চলে আসে নির্বিচারে। আজকাল প্রায়ই হচ্ছে।

চুপ করে ছাদের দিকে চেয়ে আইভি ভাবছে রজতমুদ্রা-মহিমা। বিবাহ? সে-ও অর্থের নিমিত্ত। প্রেমের জন্য বিবাহ করবে কারা? নির্বোধ যারা, তারাই।

প্রেম গোধুলীর রক্ত-আকাশে একটা বর্ণচ্ছটা মাত্র। নিশীথের অবগুণ্ঠন নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে। রজনীর অন্ধকার পট পড়ে থাকবে পশ্চাতের জীবনের সমস্ত আশা ও আনন্দকে অবরুদ্ধ করে।

সে ভালবাসে পরিমলকে।—এই কি ভালবাসা, মানবের অভিধানে প্রেম? তার ভাল লাগে পরিমলের কথা, পরিমলের সঙ্গ, পরিমলের রূপ। আইভির ভাললাগে পরিমলকে ভালবাসতে। আরও ভাল লাগে দৈহিক স্পর্শ। এ ভালোলাগা যে চিরদিন থাকবে, কে জানে তা? মানসিকতায় এমন বৈশিষ্ট্য নেই পরিমলের, যা নিয়ে গর্ব করা চলে। চারিত্রিক উচ্চতা আইভি পায় না তো পরিমলের মধ্যে। লঘুচিত্তা, বিলাসিনী আইভি, কিন্তু তারও তো অবচেতন মনে নিদ্রিত আছে মহত্তের স্বপ্ন। মাতার শিক্ষায়, মাতার প্রভাবে মানুষ হয়েছে আইভি। চারিদিকে দেখেছে সুবিধাবাদীর জয়যাত্রা। শুনেছে আত্মসর্বস্বের সুউচ্চ শ্লোগান। রমণীর রূপযৌবনের একমাত্র মূল্য দেখেছে পুরুষের ঐশ্বর্য্য। সেখানে হৃদয় নেই, আদর্শ নেই। অস্থির জীবন—পশ্চিমী সভ্যতার জড়-বাদী পবনে ভোগ-দেবতার মুর্ত্তি স্ফীত হয়ে উঠেছে বাঙালী-সমাজের প্রাঙ্গনে। ম্যামন ডাকছে শিকারকে। দলে দলে মহিলা পুরুষ চলেছে উর্দ্ধগ্রীব আকাশকুসুমের আশায়। এই দলে ভোগবাদিনী মাতার নিকৃষ্ট শিক্ষায় আইভি কিয়ৎপরিমাণে দলীয় কুমারী-বৃন্দের তুল্য হয়ে গিয়েছিল। জীবনের উদ্দেশ ভোগ—ভোগের বাহন ঐশ্বর্য্য। ঈদৃশ জীবনদর্শন গ্রহণ করে পথ চলে আইভি নির্বিচারে। পিতামহ ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক ব্যক্তি। পিতামহী ভোগবাদিনী। একমাত্র পুত্র তাঁদের ব্যক্তিত্বহীন। মাতায় আবহাওয়ায় পাশ্চাত্যপন্থী। তবু, পিতামহের অনুসন্ধিৎসা হয়তো কণামাত্র ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, তৃতীয়পুরুষ আইভিলতার মনের কানাচে। কখন কখন আইভি অনিবার্য্যরূপে মাতার ভাবার

'কেমন যেন' হয়ে যেত। তখন আইভির মনে হ'ত সুখ কোথায়? কি যেন হ'ল না, কি যেন চাই। হয়তো সেই চাওয়ার খোরাক যে পুরুষ দিতে সক্ষম হ'ত, তাকে আইভি অনায়াসে বরণ করে নিতে পারত। কিন্তু সে পুরুষ কোথায়? যাকে ভালবাসে আইভি, সে তো আদর্শ পুরুষ নয়। আইভির মতই দোষে গুণে গড়া মানুষ। তাই অন্ধ আকর্ষণে প্রেমিকের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেও পারেনা আইভি তার ডাকে চিরদিনের চেনা জগতের আরাম ছাড়তে, মায়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করতে। তাকে কি বিশ্বাস করা যায়—যে, আইভির পরিতৃপ্তির সন্ধান সে জানে? পরিমল লাহিড়ী তো অসামান্য নয়। মিলনের প্রথম ঘোরটা কেটে গেলে' যখন সান্নিধ্যের মদিরা আর নেশা যোগাতে পারবেনা, তখন কোন আকর্ষণ তাদের যুক্ত করে রাখবে? রূপ? যখন যৌবন নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন এ রূপের উজ্জ্বলতা থাকবে কোথায়?

তারপর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রধান উপকরণটি? অর্থহীন লোকের প্রেম কতদিন মধুর লাগে? তোমার থাকতে হ'বে একখানা ত্রিশ টাকার ভাড়াটে ফ্ল্যাটে। কিউটেক্সরং-করা আঙুলে ভাতের ফ্যান গেলে ডালে কাঠি দিতে হ'বে। বিকাল বেলার সাধের প্রসাধনের অবকাশ থাকবে না। সোফায় শুয়ে নভেল পড়ার আনন্দ থাকবে কোথায়?

তুমি রোজ রান্না করবে, বিছানা পাড়বে, বর্ষাকালে কাপড় শুকোবার চিন্তা-ম্লান হয়ে পড়বে। চাল-ডাল-নুন-তেলের হিসাবের মধ্যে ডুবে যাবে তোমার শিক্ষা, তোমার সংস্কৃতি। আটসিলিণ্ডারের গাড়ী চড়ে বন্ধুজনা হয়তো একআধদিন করুণা করতে আসবে। তাদের রেশম-শাড়ীর বর্ণ-বৈচিত্র্যের কাছে নিজের মিলের মোটা শাড়ী তোমাকে উপহাস করবে। সিনেমা-বিলাসিনী তুমি। দশআনার আসনে সিনেমা দেখা ভাল লাগবে কি?

হায় আইভি! দরিদ্রঘরের গৃহলক্ষ্মী আর যাকেই মানাক, তোমাকে মানাবে না। ঐশ্বর্য্যের মোহ, আজন্ম বিলাস যে তোমার রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে। সমাজ তোমাকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরেছে। তার ভুজ-বন্ধনের বাহিরে যাবার শক্তি তোমার নেই। ইচ্ছারও অভাব।

তারপর? আবার উঁচুক পটভূমিকা। যবনিকার অন্তরালে কাঁদছে অসংখ্য রুগ্ন সন্তান, কাঁদছে ধূলিশয্যায় জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। সারা-জীবন কান্নার চেয়ে এখন একবার কাঁদো, আইভি। পরিমলকেই বিদায় দাও।

নীচে ঘণ্টা বেজে উঠল। ধন্যবাদ ঈশ্বর! এতক্ষণে একপেয়ালা চা পাওয়া যাবে। ঘাসের চটী পায়ে টেনে আয়নার সম্মুখে চুল ঠিক করে আইভি নীচে নামল, মুখে তার গান,

"I ain't nobody's darling,"

নীচে [illegible] সুনীল [illegible] চক্রবর্তীর সঙ্গে তুমুল কলহ লাগিয়েছে [illegible] প্রতিভূ যুবক, নীলাভ কক্ষ [illegible] চাইনী [illegible] মনের [illegible]

[illegible] উঠে [illegible] উত্তর [illegible] চক্রবর্তী [illegible] প্রশ্ন করল—

"[illegible] তৈরি করে আনতে [illegible] তো আছে।

[illegible] কম্পিত [illegible] এবা কি [illegible]

"[illegible] তোমাদের [illegible] সোসাইটিতে [illegible] হাতে [illegible] দাম পর্যন্ত [illegible] তোমার জন্মদিনে [illegible] মুক্তার মালা [illegible] কখনও দিতে পারব না।"

অসহিষ্ণু উত্তপ্ত [illegible] বলে উঠল, "[illegible] জিনিষের দরকার কি, মামী? যার দাম দিতে পার, সেই সব জিনিস কিনে [illegible]।"

"তুমি চুপ করো, সুনী। তোমার মুখে [illegible] আমার আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রেস্টিজ তোমার না থাকতে পারে, তুমি যার-তার বাড়ী গিয়ে আড্ডা জমাতে পার, কিন্তু আমাদের তো মুখ রক্ষে করতে হবে?" চক্র-

পাশের দরজা-জানলায় দামী পরদা। মধ্যে আমার বাড়ীতে ছেঁড়া ন্যাকড়া ঝোলালে লোকে যে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। বরঞ্চ, সস্তা কাপড় পরা চলে, পরদা কখন সস্তা টাঙাতে নেই। পরদা দেখেই লোকে প্রথমটা তো বিচার করে।"

...আর-একবার চায়ের কেক ক্ষিপ্রগতিতে উদরস্থ করে মিসেস চক্রবর্তী আবার মুখ খুললেন,—"ইভীর দুঃখের মূলটা কেন সে তুমি না জানলেও ইভী জানে। তবে জেনেও বুঝতে চায় না, এই দুঃখ। সুশোভন সরকার রোজ আসছে, এখন মন আছে ওর। আর দেরী করা উচিৎ নয়। বোকামী এখনও রাখ, ইভী। চেহারা দেখে পেট ভরে না। টাকা চাই পেটের জন্যে। আমাকে অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে। একটা হতদরিদ্র ইনসিওরের দালালকে বিয়ে করে ফেলে তুমি আর লোক হাসিও না।"

সুনীল সচকিত হয়ে বলল, "পরিমল লাহিড়ীর কথা বলছ, মামি? তা, লোকটার চেহারা আছে—"Handsome as a Greek god."

পেয়ালার গায়ে চিত্রিত প্রাকৃতিকদৃশ্যের ছবি দেখছিল আইভি মায়ের তিরস্কারে মাথা নীচু করে। তার পল্লবঘন চোখের তারকা প্রতিফলিত হয়েছে সোনালী পানীয়ে, বঙ্কিম অধরে তার শ্রান্তি।

—তুমি কি জানো মা, সে কি রকম করে আমার দিকে চায়। কোমল, কোমলতম দৃষ্টি আমার সারা দেহে যেন বৃষ্টি-ভেজা ফুল ছড়িয়ে স্নিগ্ধ করে। অনুরাগে আরক্ত মুখ—তার কপোল ছাড়ানো দাড়িম্বের মত মসৃন, রক্তিম হয়, যখন সে আমার কাছে আসে। শুভ্র ললাটে তার চাঁদের আভা পড়ে—সে ললাটে যেন ভগবান প্রেমের রক্তে জয়টীকা লিখে দিয়েছেন। আর তার দেহ—ভগবান! বাসনার তীব্রতায় আইভির রক্তস্রোত দ্রুত হ'ল, দেহে যেন যন্ত্রণা এল। তার দেহ—সেই সবল, উন্নত, ঋজু দেহ—মার্ব্বেলের মিনার যেন, বাহুতে আবেষ্টন করে তৃপ্তি হয় না। গ্রীবা তার দীর্ঘ, শুভ্র সে গ্রীবা দু'হাতে জড়িয়ে কালো, নিকষ কালো চুলের নীচে শক্তিমান ঘাড়ে মুখ লাগাতে ইচ্ছা হয়!

মোটা, আধাবয়সী সুশোভন সরকার আসে রোলসে, কিন্তু সে কি এমন ভাবে আমার দেহ-মন আকর্ষণ করতে পারে? পরিমলের পৌরুষ আমাকে ...। তার যৌবন আমাকে চায়। শাণিত তরবারীর মত চুম্বন তার আমাকে

কেটে দিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায় আমার দ্বিধা, আমার অনিচ্ছা। তখন ভুলে যাই মা, তার টাকা নেই।

কিন্তু এভাবে আর যাকে হ'ক, নিজের জননীকে প্রেমের গল্প বলা যায় না। তাই যদিও সমস্ত মন আইভির মুখর হয়ে উঠল, অধরোষ্ঠ নির্বাক রইল।

তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানাকুল দৃষ্টিতে মেয়ের নিরুত্তর মুখের দিকে লক্ষ্য করে মিসেস চক্রবর্ত্তী ছেলেকে তিরস্কার করলেন—

"হ্যাঁ, চেহারা গ্রীক্‌গড্ বটে, কিন্তু পরিচয় স্ট্রীটবেগার ভিন্ন আর কি? কোন মতে বি-এ, টা পাশ করে করছে দালালী। নাম বল্লে কেউ চেনে না সোসাইটিতে। ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ।"

কন্যার প্রণয়ীকে সুমিষ্ট বিশেষণে ভূষিত করে মিসেস চক্রবর্ত্তী লাগলেন ছেলের পিছনে—"চেহারা। চেহারা দেখেই তো বোকা মেয়েগুলোর মাথা খারাপ হয়। তোমার চেহারা দেখেই তো লিলি দত্ত পাগল হয়েছে। নইলে তোমারি বা কি স্মার্টা আছে, সুনী? এত টাকা ঢেলে পাঠালাম বিদেশে, ভূত হয়ে ফিরে এলে তুমি। এক পয়সা পারনা রোজগার করতে, এখনও হাতখরচ দিতে হয় আমাকে। যত টাকা দেনা হয়ে গেল তোমার ভবিষ্যতের আশায়। কত আশা ছিল আমার, মানুষের মত মানুষ হ'বে। কপালে কিছুই হ'ল না আমার। আই, সি, এস পারলে না, ব্যারিষ্টার হতেও ক্ষমতায় কুলল না। তোমার বাবা পর্য্যন্ত যা হয়েছেন। দত্তরা তোমার বরাতগুণে তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়, তাও মেয়ের ঝোঁকের জন্যেই। একই মেয়ে! ব্যবসাতে বসিয়ে দেবে তোমাকে। মেয়ে কি স্মার্ট, কি অ্যাকম্প্লিশড্। অমন মেয়ে বৌ পাওয়া ভাগ্য।"

সুনীল দুষ্টু পোনির মত ঝাঁকড়া চুলে নাড়া দিয়ে সবেগে প্রতিবাদ করল, "নাঃ, ওই সিলি লিলিকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। এ বিষয়ে জোর করা তোমার অন্যায়, মামি।"

"তাতো বটেই। যত সব বাজে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হ'বে না তোমার, সুনী। সমাজে ক্রমেই নেমে যাচ্ছি আমরা। দত্তবাড়ী বিয়ে হ'লে লোকের মধ্যে আবার মুখ দেখাতে পাবি। কানাই বিশ্বেস লেগেছে লিলির পেছনে, লিলি কিন্তু তোমাকেই পছন্দ করে।" একটু ভেবে মিসেস চক্রবর্ত্তী যোগ দিলেন, "অবশ্য, কেন জানি না।"

বাজে মেয়ে ? ও:, মানে মা সুজাতাকে ইঙ্গিত করছেন। সুজাতা বাজে মেয়ে! সুজাতা সুনীলের বন্ধুর বোন, চিত্তাকাশে অধুনাতমা ধ্রুবতারা। আর লিলি হচ্ছে আরাধনার বস্তু ? লিলি ? পাতলা-পাতলা আংটির মত পাকানো বিবর্ণ চুল। ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য রংমাখা মুখ—আর সে মুখে সর্ব্বদা বোকার মত দাঁতবারকরা হাসি। টাকা আছে বলে অমন একটা নির্বোধ মেয়েকে যদি কেউ ভালবাসে বাসুক, সুনীল বাসবে না।

"বাজে মেয়ে মানে তুমি বলতে চাও সুজাতা ? তার মত মেয়ে তুমি দেখ নি, মামী। হ'তে পারে তারা গরীব, কিন্তু"—

সুনীলের উচ্ছ্বাসে বাধা নিয়ে মিসেস চক্রবর্ত্তী বল্লেন, "আহা, চটো কেন, সুনী ? বাজে মানে কি খারাপ কিছু ? আমাদের সেটের নয়—তাই। ওসব মেয়ে তো এখানে চলে না, সুনী। তা, যাক ও কথা। আজ কিন্তু আমি কথা দিয়েছি লিলিদের বাড়ীতে তুমি যাবে। অন্য কোথাও যেওনা কিন্তু।" বুদ্ধিমতী মিসেস চক্রবর্ত্তী কথার মোড় ফেরালেন।

"না, না—আমি আজ যেতে পারবনা। ক্লাবে টেনিসে যেতে হবে। কেন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কথা দাও ?"

সুনীলের বিরক্তি প্রকাশে মিসেস চক্রবর্ত্তী নির্ব্বিকার চিত্তে বলে যেতে লাগলেন, "ছিঃ সুনী, সেদিনও নানা ওজর করে গেলে না। আজও কি তাই হয় ? বিয়ে না কর, ভদ্রতা তো আছে। আর টেনিস খেলা ? বেশ তো, লিলির সঙ্গে টেনিস খেলে দেখো ও কি সুন্দর টেনিস খেলে। আমি তো জানাশোনা কোন বাঙালী মেয়েকে এতো ভালো খেলতে দেখিনি। অসুবিধাও নেই, বাড়ীতেই টেনিস-লন্ আছে ওদের, খেলার ব্যবস্থাও আছে। অনেক গুণ আছে লিলির। যা ছবি আঁকে! আর খুব ভালো পিয়ানো বাজায়। আজ ওর দু'একখানা গান শুনে এস, সুনী। লক্ষ্মীমণি, কথা দিয়েছি আমি। যাও একবার। তুমি তো কখনও আমার অবাধ্য হও না।"

ছেলের অনড় অচল মুখভাবের অবস্থা দেখে মিসেস চক্রবর্ত্তী সতীর পদাঙ্কে দশমহাবিদ্যার চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধরলেন। পলকে মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, নাসিকা স্ফীত হ'ল। একটি অতি দৃঢ়চেতা মহিলার মূর্ত্তি ফুটে উঠল ব্যারিষ্টার-জায়ার সাজে শৈথিল্যে।

"সুনীল, শেষইতি শুনে রাখ। তোমাদের যা বলবার বলেছি। আমি

অতি কষ্টে তোমাদের মানুষ করেছি। বাইরের ঠাট বজায় রেখে কি ভাবে চলতে হচ্ছে, সে আমি জানি। তোমার বাবা আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছেন, তোমরা আর দুঃখ দিও না। আমার মতের বিরুদ্ধে তোমরা বিয়ে করলে সেই মুহূর্ত্তে আমি সংসার ছেড়ে চলে যাব, নীতার মায়ের কাছে। আমার সঙ্গে আর জীবনে তোমাদের দেখা হবে না।"

সুনীল আইভির ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস চক্রবর্ত্তী আপোষের সুর ধরলেন, "আমি তো এখনি তোমাদের বিয়ে করতে বলছি না। তোমাদের ভাল র জন্যে বলে যাচ্ছি। ভেবে দেখো। সুনী, একবার লিলিদের বাড়ী যাওয়া মানে নয় তার হাতে আংটি পরানো। লিলির মা আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কথা। তুমি বাড়ী ছিলে না। আমি বল্লাম, তোমাকে আজ অবশ্য পাঠিয়ে দেব। এখন তুমি যদি না যাও, আমার মুখ থাকে কোথায়? যাও লক্ষী বাবা আমার, আজকের মত।

অগত্যা অনিচ্ছুক পায়ে সুনীল উঠে গেল দক্ষভবনে যাবার পোষাক করতে। ছেলের গতিশীল মূর্ত্তির দিকে চেয়ে মিসেস চক্রবর্ত্তী নিশ্বাস ফেললেন, "ওর বয়েসে ওর বাবার যা চেহারা ছিল, ইভী, তোমরা তা স্বপ্নেও দেখনি। সেই দেখেই তো সব ভুলে তোমার বাবাকে বিয়ে করে আজ আমার এ দশা। তমালপুরের জমিদারকে 'না' করে দিলাম, আই. সি. এস. প্রবাল গুহকেও মনে ধরল না। সুনীর এই চেহারা দেখেই তো লিলি এমন পাগলের মত করছে, নইলে সুনীর ভবিষ্যৎও তো তোমার বাবার মতই। একপয়সার ক্ষমতা নেই। তোমার বাবার অত রূপ না পেলেও তোমরা দু'জনেই সুন্দর হয়েছ। তাই ভালো বিয়ে তোমাদের হ'তে পারে।" চেয়ার ছেড়ে মিসেস চক্রবর্ত্তী কাশীপাড় ফরাসডাঙার শাড়ীখানা হাত দিয়ে ঝাড়লেন। রূপোর ছোপলাগানো পাতাকাটা চুলের থাক কপালের ওপর টেনে চটীজোড়া পায়ে ভালো করে দিলেন। চা-ঘর থেকে বেরবার মুখে আইভিকে অবশ্য শেষ কামড় দিতে ভুললেন না—"তাই বলি, ইভী, ভুল কোর না। তোমরা দু'ভাই বোনে ভুলপথে যাচ্ছ। ছেলে মানুষের মত কাঁচা কাজ কোরনা। বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয়। এখন বাইরেটা দেখে ভুলে আমার মত অনুতাপ করতে হ'বে।"

অনুতাপ এখনও মা করেন? দুই সন্তানের জননী, স্বামীর গৃহিণী, মাননীয়া প্রৌঢ়ার মনে এখনও এসব চিন্তা আসে? আসে আইভি, আসে। তুচ্ছ প্রেমের জন্য ভবিষ্যৎ ভুলো না, আইভি!

দেখ, ওই ম্যামনদেবের রথ চলেছে। ভোগ-ঐশ্বর্য্য দুই ক্ষিপ্র তুরঙ্গম। পুরুষ চলেছে রথের নীচে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। নারী চলেছে ম্যামনের বরপ্রাপ্ত পুরুষকে স্বাধিকারে আনতে নিজের রূপযৌবনের বিনিময়ে। যে নারীর ললাটে অতস্তুর রূপটীকা, সেই শুধু পাবে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বসে ভোগকে গ্রহণ করতে। রূপের পরিবর্ত্ত তার। রূপ, রূপ, রূপ! রূপের জয়ধ্বজা উড়িয়ে চলো, চলো আইভি রৌপ্য-অন্বেষণে।

তবে পরিমলকেই বিদায়?

আট

বৈদেহী কলেজ-জীবন সাঙ্গ হ'বার পরে বাড়ীতে পড়াশোনা করেছিল। কলেজ সে ছেড়ে দিল, প্রসন্নবাবু কারণ জিজ্ঞাসা করে করে উত্তর না পেয়ে নিরস্ত হ'লেন। তখন আড়ম্বরে গৃহশিক্ষার আয়োজন হ'ল। সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার ব্যবস্থা ছিল, এবার একাধিক অধ্যাপকের সমাবেশ দেখা গেল।

কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে বৈদেহী সমান বিকাশ লাভ করতে পারল না মনে মালিন্য থাকায়। তার মুখের দিকে কেউ তাকালেই কেন জানি না তার মনে হ'ত এ তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে মনে মনে। দ্বিধায়-লজ্জায় জড়সড় হয়ে অধীত বিদ্যায় মনসংযোগ হ'ত না তার।

বাংলা গানের ওস্তাদ ছিলেন দৃষ্টিহীন, তাই তাঁর কাছে লজ্জা ছিল না। ছাত্রীর অনুপম কণ্ঠমাধুর্য্যে আত্মহারা হয়ে তিনি বলে উঠতেন, "বাঃ, বাঃ বেটী, চমৎকার!" তাঁর দৃষ্টি তো বৈদেহীর মুখের ছবি বিচার করে দেখতে পেতনা। তাই বুঝি বৈদেহীর গলায় বাংলা উচ্চদরের গান এত মনোহারী হ'ল।

গজল ঠুংরী ও টপ্পা শেখাতেন একজন মুসলমান। ছাত্রী অপ্সরা কি হিড়িম্বা সে বোধ ছিল না তাঁর, তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন বৈদেহীর গলার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে কিন্তু বৈদেহীর মনে হ'ত এই বুঝি উনি আমার দিকে চাইছেন, এই বুঝি উনি হাসছেন। তাই ওসব গান গলায় তার এল কম।

চিত্রবিদ্যায় একেবারে সর্ব্বনাশ। তরুণ, সুদর্শন শিল্পী, রুচিসম্পন্ন। বেশভূষায় সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার ছাপ। প্রথমদিনে ছাত্রীর সঙ্গে আলাপে মুখভাব গোপন করতে সময় লেগেছিল। বৈদেহী তদবসরে পড়ে নিয়েছিল—"এত কুশ্রী জগতে থাকে কেন ?" সুতরাং একটি রেখাও ফুটল না বৈদেহীর। হাত কাঁপত, রং ধরত না। শিক্ষকের সৌকুমার্য্যের তুলনায় নিজের হীনতায় সে এত ম্রিয়মান হয়ে যেত যে চিত্র-অঙ্কন হ'ল বিড়ম্বনা। অগত্যা একবছরের ঝুলোঝুলির পরে প্রসন্নবাবু ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

ইতিহাস ও ইংরেজির শিক্ষকের সঙ্গে বৈদেহী বড় বিসদৃশ ব্যবহার করে ফেলল। ভদ্রলোক তরুণ, সদ্যবিবাহিত, স্ত্রী থাকেন দেশে। কলেজ থেকে ফিরে ছাত্রীকে বিদ্যাদান করতে আসতেন। মন তাঁর থাকত পড়ে পদ্মাপারের ম্যাট্রিক-ফেল-করা তরুণী ষোড়শী পত্নীর প্রতি। সেই সুন্দরীর কালো চোখ দুটোর স্মৃতি তাঁর অধরে মৃদুহাসির কম্পন আনত। কল্পনায় চঞ্চলার কৌতুকময় বাগচাতুরী স্মরণ করে তিনি আত্মবিস্মৃত ভাবে হাসতেন। বৈদেহী তাঁর মনের প্রান্তভূমিতেও দেখা দিত না কখনও।

বৈদেহীর মনে অশান্তির সীমা ছিল না। মনে হত, মাষ্টার মশাই তার দিকে চেয়ে আছেন এবং সময়ে সময়ে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছেন। নিজের কুশ্রীতা সম্বন্ধে সদা সচেতনতা বৈদেহীর অভিশাপস্বরূপ দাঁড়িয়েছিল।

একদিন মনোযোগ সহকারে ইংরাজি কবিতার ভাবার্থ লিখতে লিখতে সহসা বৈদেহীর মনে হ'ল মাষ্টারমশাই তার দিকে চেয়ে আছেন—এবং হাসছেনও।

ভদ্রলোকের চাকরিটি গেল। বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক, নব্বুই পেয়ে খাতায় লিখতে হয় একশো। মোটা মাইনের চাকরি বিনাদোষে বড়লোকের খেয়ালে হারিয়ে কারণ না জেনে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হলেন। আহা! বেচারীর কোন দোষ ছিল না। পাঠশেষে বাড়ী ফিরে কতক্ষণে গাঢ় গোলাপী খামে চিত্র-বিচিত্র করে স্ত্রীকে একখানি চিঠি লিখবেন। তিনি তাই ভাবছিলেন। তাই তো তাঁর অন্যমনস্ক মুখে আঁকা ছিল ঈষৎ হাসির রেখা।

এবারে বৈদেহীর ইংরাজি শিক্ষার বাহন হ'লেন এক বর্ষিয়সী ইংরাজরমণী। নিজের বিশাল বক্ষের কাছে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে পড়ানো তাঁর অভ্যাস। টাট্টু ঘোড়ার মত দ্রুতগতিতে বৈদেহী এগিয়ে গেল এবং আই. এ. পাশ করে ফেলল।

ইতিমধ্যে বৈদেহীর জীবনে এল প্রেম। শিল্পীর মন, যৌবনাগমে উপযুক্ত শিক্ষায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। নারীমনের পরম কাম্য যা, সে চেয়ে যাচ্ছে অজানিতে। দাবী মেটাতেই হ'বে মনের। শিল্পীর মন তখনও শিল্পকে আশ্রয় করে পুরুষনিরপেক্ষ জীবন যাপন করতে শেখেনি। তাই তো, প্রমাদ এল।

সাধারণ একটি পুরুষ। অনল প্রসন্নবাবুর দূরসম্পর্কের আত্মীয়, মাঝে মাঝে সে আসতে লাগল। বৈদেহীর সঙ্গে আলাপ হ'ল।

অনল সৌন্দর্য্যশালী না হ'লেও যৌবনশালী ছিল। অতি সাধারণ একটি বাঙালীঘরের ছেলে, কিন্তু তার মধ্যে অসাধারণত্ব দেখতে আরম্ভ করল বৈদেহী। অনল ছিল বৈদেহীর চোখে প্রথম পুরুষ, সে পুরুষ, তাকে নারীত্ব দিতে পারে। তাই অনলের কাছে লীলাময়ী রূপ ধরতে সাধ হ'ল বৈদেহীর চিরন্তনী ঈভের মত।

ধীরে ধীরে বৈদেহীর সাজসজ্জাতে অনুরাগ দেখা দিল। নিজের রূপহীনতা যেন সে আগের মত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে ভুলে গেল। শিশুর জাগরণ-প্রফুল্ল আঁখির মত জেগে উঠল বৈদেহীর মন একটি পুরুষের দিকে চেয়ে। সে পুরুষ যে-ই হ'ক, বৈদেহীর প্রয়োজন তাকে। নবজাগ্রত চিত্ত চায় প্রেম একজনকে কেন্দ্র করে। ভালবাসতে শিখতে সুরু করল সে জীবনে প্রথম।

অনলের চিত্তে কিন্তু বৈদেহীর কামনা কখন দোলা দিত না। সে দেখত বৈদেহীকে ধনী পিতার কন্যা রূপে, প্রসন্ন বাবুর বাটীর একটি অনিবার্য্য আসবাব রূপে। বৈদেহী তরুণী কি স্থবিরা চেয়ে দেখার অভিলাষ হ'ত না ওর।

সুতরাং আঘাত পেল বৈদেহী। অনল সহসা নিজের বিয়ের লাল চিঠি নিয়ে এল। চোখ মেলে চেয়ে দেখল বৈদেহী প্রেম তাকে বঞ্চনা করেছে। অনেকদিন পরে মনে পড়ে গেল মাতার বিয়োগ-দুঃখের স্মৃতি। মাতার অন্তিম দৃষ্টির ব্যাখ্যা করে মনে মনে পেয়েছে বৈদেহী যে উপদেশ, সে উপদেশ ছিল কোথায়? অনলকে নিয়ে মোহ-রচনার সময়ে আত্মবিস্মৃতির গহ্বরে ডুবে গিয়েছিল সে। বৈদেহী স্থির করল : ও পথে আর নয়।

কিন্তু, কোরকচিত্ত উন্মীলিত হয়ে গেছে—কুঁড়ির অপরিণত দিনে লীন হয়ে থাকা চলবেনা আর। উন্মুক্ত আকাশের নীচে চায় সে মধুগুঞ্জন। পরিণতির আশঙ্কা, সাবধানতার বাণী কিছুই কি পারে সূর্য্যমুখীকে সূর্য্যের দিক থেকে

ফেরাতে ? রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল পরিমল তরুণ দেবতার দীপ্ত সৌন্দর্য্যে জন-প্রিয় কোমল ব্যবহার নিয়ে।

সব ভুলে বৈদেহী তাকে উন্মাদের মত ভালবাসল।

পরিমলের বাড়ীর ভেতর দিকের রোয়াকে জোৎস্না এসে পড়েছে। বিজলী নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃদু মধুর সে জোৎস্না প্রথম প্রেমের মত ভীরু। মাধবীলতার বুকে চন্দ্রিমা লুটিয়ে পড়েছে প্রথমচুম্বনে কিশোরীর মত।

প্রেমের ডাকে গৃহছাড়া বৈদেহী ব্যাকুলচিত্তে পরিমলের সন্ধানে এসেছে গৃহে পরিমলের অজুহাতে অবশ্য পরিমলের বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ। অবশ্য পরিমলের মা প্রায়ই যান ওদের বাড়ী, প্রতিদানে না এলে কি চলে ? এখন দুই বাড়ীতে এত মাখামাখি হয়ে গেছে যে কেউ কারুর বাড়ী বিনা কারণে হঠাৎ অসময়ে গিয়ে পড়লেও ব্যতিক্রম গণ্য হয় না।

একটা ভজন গাইছিল বৈদেহী কোমল নীচু স্বরে, প্রায় গুনগুন করে। পরিমলের মা বসে আছেন সামনে শীতলপাটীতে। তাঁকেই গান গেয়ে শোনাচ্ছে বৈদেহী। পরিমলের সঙ্গে দেখা হয়নি। কয়েকদিন যাবৎ পরিমল বৈদেহীদের বাড়ী যাচ্ছেন। তাই বৈদেহী নিজেই এসেছিল। দেখা না হ'লেও খবর পেল। তাছাড়া আরাধ্যের বাড়ীতে তারি মাতার সঙ্গ, সে ও তো কম লোভের নয়। এখানে বসে সে, ওইখানে খায়। এই ঘর তার, প্রত্যেকটি বস্তু প্রিয়স্মৃতি জাগায়। অস্তিত্ব ফেলে রেখে গেছে সে এই শয্যায়, ওই চেয়ারে। বক্রদৃষ্টিতে রোয়াক থেকে বৈদেহী পরিমলের সুসজ্জিত গৃহের অভ্যন্তর দেখছিল।

"কি সুন্দর গান তোমার, মা! সত্যি বলছি এমনটি আগে শুনিনি। যেমন গলা, তেমনি শিক্ষে। খোকন কত প্রশংসা করে।"

উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণে সব শক্তি সংহত করে বৈদেহী বলল, "তিনি তো কত ভালো ভালো গান শুনেছেন। তা,—তিনি—কি বলেন ?"

"কত প্রশংসা করে। বলে যে প্রসন্নবাবুর মেয়ের গান শুনলে মনে হয় আমরা অনেক ভালো হয়ে গেছি! বলে ও নাকি নতুন মানুষ হয়ে যায়

তোমার গান শুনলে। এমন অদ্ভুত গলা ও আর শোনেনি। আমাকে, যেদিনই তোমার বাড়ী যায় ফিরে এসে বলে, 'আজ যা গান শুনলাম, মা'।"

কৃতার্থতার আনন্দে বৈদেহীর মুখ উজ্জ্বল হ'ল। সেই তরুণ দেবতা বৈদেহীর স্বরমুগ্ধ! বুঝেছে, বুঝেছে বৈদেহী পরিমল গানে কাছে সরে এসেছে। কতদূর? মা কি জানেন ছেলের মনের খবর?

বৈদেহীর তদ্‌গত মুখের ছবি দেখে মা উঠে গেলেন ঘরে। খাওয়ানো ও রান্না বাতিক তাঁর। বাড়ীতে পা দিলে আহার্য্য গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত নিস্তার নেই। কালো পাথরের বাটীতে দুটো ঘরে তৈরী সন্দেশ ও এক-গ্লাস জল ধরে দিলেন বৈদেহীর সম্মুখে—"খাও, মা। কত বড়লোকের মেয়ে তুমি, তোমাকে আমি কি বা খাওয়াতে পারি! খোকনের বিকেলের জল-খাবার জন্যে বানিয়েছিলাম ঘরে। দা ওর কলকাতার! ভালো হয়নি।"

সচকিত হয়ে বৈদেহী বলল,' আমাকে দিয়ে দিলেন যে?"

"আরও আছে। দুটো মাত্র দিয়েছি তোমায়। তুমি খেলে খোকন খুসীই হবে।" বৈদেহীর বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। পরিমলের মা কি বলতে চান? আরক্ত মুখ নামিয়ে সন্দেশে মনোনিবেশ করল সে। এ কথাটা তার সুখসঞ্চয়ের ভাণ্ডারে চিরকাল জমা রইল।

বিশেষ কিছু ভেবে বলেন নি মা। তবে বড়লোককে তোয়াজ করবার প্রচ্ছন্ন সুর ছিল কথাটায়। বৈদেহীর অবস্থার সঙ্গে পার্থক্য বুঝে লজ্জা হ'তে নিজের শ্রীহীন সংসারযাত্রার লজ্জায়। তবে, অসামান্য ছেলে তাঁর। দু'চোখ মেলে কত মেয়েকেই না তিনি লুটোপুটি খেতে দেখলেন। কিন্তু, তাঁকে সমাদর কেউ করে নি, এ মেয়েটি ছাড়া। তাঁকে বাদ দিয়ে ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত হ'ত তারা। এ তাঁর কাছেও এসেছে। এ যাতে সুখ পায় তেমন কথা বলাই ভাল। নইলে এ হয়তো চলে যাবে। সকলেই তো শেষে চলে যায় একে একে। তাঁর নিসঙ্গ জীবনে মেয়েটি সঙ্গ এনেছে। ওর বাড়ীতে একটা সামাজিক পরিমণ্ডল আছে। সেখানে তিনি সমাদর পান, কারণ পরিমল প্রসন্নবাবুর স্নেহ-ভাজন। আশ্রিতাদের পরিমলের মাকে খাতির করা ভিন্ন গতি নেই। বৈদেহী পরিমলের ভক্ত, তিনি জানেন। এমনটি তো অনেক দেখেছেন। ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে কথা বলে যান তিনি। সে কথা পৌঁছয় কোথায় অশিক্ষিত মনে বোধ নেই।

বৈদেহী কথাটার মোড় ফেরাতে প্রশ্ন করল অজ্ঞ, অসহ লজ্জা ও সুখে বিহ্বল

মন কিন্তু লক্ষ্য বস্তুরই সন্ধান চাইল ফের—"আজতো ওঁর বিকেলে খাওয়া হ'লনা।"

"সেই বেরিয়ে গেল তিনটের আগে। এলনা এখনও। কি যে রাস্তাঘাট, ভয় করে তো।"

'স্নেহ পাপশঙ্কী'। সঙ্গে সঙ্গে বৈদেহীর বক্ষে আশঙ্কা জেগে উঠল স্নেহ-ব্যাকুলা মাতার শঙ্কায়। মুখে সে সান্ত্বনা জানাল, "কিছু নয় ও। বোধহয় কাজকর্ম আছে, তাই আসতে পারছেন না।'

"তা হ'বে।" পরিমলের মা চুপ করলেন। সন্দেশ দুটি নিঃশেষ করে বৈদেহী খেয়ে ফেলল কণামাত্র না রেখে। আর কতক্ষণ ছলছুতো ক'রে বসে থাকা চলে? রাত তো নয়টা বাজে। পরিমলের দর্শন ভাগ্যে নেই আজ।

"উঠি তা'হলে।"

"উঠলে, মা? দাঁড়াও আলোটা জ্বালি।"

আলো জ্বলে উঠল—চাঁদের আলোর মোহ গেল কেটে, বাস্তবের নগ্নমূর্ত্তি প্রকট হ'ল। সামনের সঙ্কীর্ণ রোয়াকের কোলে দু'খানি ঘর, মাতাপুত্রের। উঠোন পেরিয়ে রান্না ভাঁড়ার, স্নানের খুপরি সারি সারি—অন্ধকারাচ্ছন্ন। বুড়ী-ঝি ভাঁড়ারে শোয়। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতে কম্বল বিছিয়ে পড়ে আছে। নেহাৎ চোর নয়, পুরনো লোক, মায়াও পড়ে গেছে। তাই টিঁকে আছে ও। তাছাড়া, মাইনে খুবই কম দিতে হয়, পেটে খেলে পিঠে সয়। বাড়ীর কাজে ফাঁকি দিলেও বাজারহাট চলে। গুণের তালিকায় ঝি 'দেবী চৌধুরাণীর' ভবানীপাঠক-নিযুক্ত প্রসন্নর ঝিএর মত। খাটতে খাটতে বুড়ো মা শেষ হয়ে যান। তবু পরিবর্ত্তে বেশী মাইনে দিয়ে চোস্ত, মুখরা কলিকাতার ঝি রাখবার কথা ভাবতে পারেন না।

পরিমলের মায়ের শুষ্ক-শীর্ণ দেহের দিকে চেয়ে হঠাৎ বৈদেহীর মনে কেমন একটা অস্বস্তিদায়ক অনুভূতি জেগে উঠল। আবছা গানের তানের মত ধরা-ছোঁয়া যায় না। তবু সত্তাকে অস্বীকার চলে না। পরিমল কি স্বার্থপর? মাকে ঠাকুর-চাকরের খাটুনী খাটিয়ে যে টাকা বাঁচবে, সেটা ব্যয় হচ্ছে নিজের বিলাসিতার আয়োজনে। কি কাজ তার বড়ঘরে মেশবার, বড় চালে চলবার? চালটা খাটো করলে ক্ষতি কি? জীর্ণ-বসনার শীর্ণমূর্ত্তির পাশে জেগে উঠল স্বাস্থ্যশ্রীমণ্ডিত মূর্ত্তি পুত্রের প্রসাধনচর্চ্চিত। সম্মুখে মাতার শয়ন কক্ষ—হাঁ-হাঁ করছে। ছারপোকা-নিবাস ভাঙা তক্তপোষ, আধভাঙ্গা টেবিল, দেরাজের মধ্যে

গৃহাধিকারিণীর যথাসর্ব্বস্ব। পাশের ঘর পুত্রের, স্প্রিঙের খাট, বৃহৎ আয়না, কাউচ সাজানো। বাইরের দিকে ছোট একটা বসার ঘরও আছে। পাশাপাশি দু'টি চিত্র। অনিবার্য্যরূপে মনে করায় পুত্রের স্বার্থপর, আত্মসুখসর্ব্বস্ব স্বভাব।

চকিতে মনের দ্বিধাখণ্ড দলিত করল বৈদেহী। পরিমলের এসব ছোটখাটো সংসারের খুঁটিনাটিতে মন দেবার সময় কই? মাতা কর্ত্রী, ব্যবস্থা করলেই পাবেন যথাযথ। এ সংসারের সৃষ্টি তো তাঁরি হাতে। তবু, মায়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভার ছেলের ওপর—সে দেখেনা কেন? অস্বস্তিকর অনুভূতি খুঁৎখুঁৎ করে মনের কোণে কোণে কেঁদে মরতে লাগল। বৈদেহী মুখ চেপে ধরল তার। পরিমলের কোন দোষ নেই—থাকতে পারে না। মনের কাঁটা তুলে ফেলল বৈদেহী নিমেষে। কিন্তু বোকার কাজ করলে, বৈদেহী। তোমার অনুভূতিশীল, শিল্পীহৃদয় লোকচরিত্র চিনবার সহজ ক্ষমতাটুকু যথাকর্ত্তব্য অনুধাবন করে গিয়েছিল। কিন্তু, প্রেমের নির্দ্দেশে বুদ্ধি তলিয়ে গেল মোহের গহ্বরে। সাবধানতার বাণী অগ্রাহ্য করলে তুমি, ভবিষ্যতের দুঃখবরণ শিরোধার্য্য করে নিলে নিরপেক্ষ বিবেকের অস্বস্তি এড়িয়ে মন ঠিকই বলেছিল -প্রেম ভুলিয়ে দিল সব।

বাড়ী ফিরে বৈদেহী একটা কাণ্ড করে বসল অদ্ভুত কিছুই নয় অবশ্য। বাঙ্গালীরা অধিকাংশ ব্যক্তি, বিশেষ করে মেয়েরা, প্রেমে পড়লেই এ কাজ করে শুনেছি। কবি মন বৈদেহীর, কবিতা অবশ্য সে লেখেনি পূর্ব্বে। মনের আবেগ ব্যক্ত করতে একটি কবিতাই লিখে বসল। মিলে সুবিধা হ'বেনা, তাই গদ্য কবিতাই ধরল।—

কত মধু রয়েছে জমানো
ছোট সেই কয়খানি ঘরে
নগরীর এক সরু গলি,
মোড়েতে দরজী আর চায়ের দোকান,
—অমার্জ্জিত পথ,
উধাও, উধাও নিত্য তবু মনোরথ-
—বাঁকানো গলির বুকে দুইখানা ঘর।
বাতাস হাঁপানী রোগী,
শ্বাসেতে কাতর।

আকাশ সুনীল নয়,
আবর্জ্জনা-ময়
ডাস্টবিন ,
ডাস্টবিন ,
করে ঘিনঘিন
পা দিতে শরীর-মন।
তবু শুভক্ষণ
প্রতিটি জীবনে এই
স্মরণ-বিহ্বল সেই সে ঘরের স্বাদে।
শুভ্র পূত দিনযাত্রা, ঈপ্সিত তোমার।
তাই বারবার
মনে হয় কাছে যাই।
কত মধু রয়েছে জমানো
তোমার গৃহের মাঝে।
সংসারে তোমার
মধু বুকে বাঁধা সব পরিজনকার।
যার জননীর কাছে।
কর্ম্মব্যস্ত তুমি,
সুখদুঃখকথা কয়ে
কাটাব সময়।
আমারে সাজায়ে মিষ্ট দেন তিনি আনি,
হাসিমুখে খাবো তাই।
জীবনে কখনো পাইনি সন্দেশ বুঝি,
শর্করা কখনো এত মিষ্ট লাগে নাই।
যাবো, যাবো প্রিয়, তোমার সংসারে তাই

চমৎকার বৈদেহী! এত এগিয়ে গেছ? সঙ্গীতজ্ঞা তুমি, তোমার সাধনা সুররাজ্যে চমক আনতে পারে। আর তুমি ঘরে খিল দিয়ে রাত জেগে বসে নিকৃষ্ট কবিতা লিখছ। যদি এত হতবুদ্ধি না হ'তে তাহ'লে বুঝতে পারতে

না হ'লে মানুষ অমন কবিতা লেখে না—ওতো কবিতা নয়, ডগেবেল। শিল্পীব হাত দিয়ে কি করে বাব হ'ল অত বাবিশ? ভাগ্যি, আধুনিক সাহিত্যিক হওনি তুমি বৈদেহী, তাহ'লে তো বন্ধু-সম্পাদকের পত্রিকায় প্রকাশ করেই ফেলতে। লিখেছ সেই যথেষ্ট, প্রকাশ করে বসনি যে, সেজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Sufficient unto the day is the evil thereof.*

নয়

অন্তরে অজস্র আশা।

আইভিদের বাড়ীর লন, অপরিচিত ফুলসম্ভার। মধ্য থেকে প্রশস্ত সোপান-শ্রেণী উঠে গেছে কালো মার্বেলের দক্ষিণখোলা উচ্চ বারান্দায়। হাল্কা বেতের সোফা-সেটি ইত্যাদি দ্বারা সেটি সজ্জিত পশ্চিম দিকে সবুজ ক্যানভাসের পরদা ফেলা আছে। বেতের আসবাবগুলি সবুজ রংএ রঞ্জিত।

সময় বসন্তের রমনীয় দিনান্ত। রৌদ্র-রেখা এখনও বৃক্ষ-বল্লরী থেকে বিদায় নেয়নি। উন্মনা বাতাস এখানে ওখানে শুকনো পাতা ওড়াবার খেলায় মত্ত।

সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, বাতাসে প্রান্তভাগ কম্পিত। বাঁকা লাইনে সবল গ্রীবাকে বেষ্টন করেছে জামা, নীচে সামাবকুল গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। বুকের উপর হোয়াইট-গোল্ডের সাদা বোতাম সাদা মিনেকরা, দু'একটি খোলা, পাঞ্জাবীর গলা একটু সরানো। দেখা যায় রোমশ রক্তাভ পুরুষের বক্ষ। কিডলেদারের শুভ্র পাম্পশু কালো সোপানের গায়ে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পরিমল তরঙ্গাকারে সজ্জিত চুলের স্তবক হাত দিয়ে নোয়াল। কনিষ্ঠায় হীরকাঙ্গুরীয় রৌদ্রে বিজলী খেলে গেল। দূরে প্রাচীরের গায়ে হাস্নু-ও-হানার গুচ্ছ। তার দিকে পাতাগুলো ভেসে আসতে চায়। ক্ষীণ সুগন্ধ অপরাহ্নের বাতাসকে মদির করে তুলেছে।

পরিমল সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল। মনের অন্তর্প্রদেশ মথিত করে স্মৃতি জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই ফুলের গন্ধে মনে পড়ে তাকে, যে জীবনে আজ একচ্ছত্র সাম্রাজ্ঞী, যার বাড়ীতে প্রথম আলাপের সময়ে এমনি অজস্র ফোটে থাকত।

আইভির সঙ্গে পরিমলের প্রথম আলাপ কলিকাতায় নয়, প্রকৃতির লীলা-নিকেতন দার্জ্জিলিংএ। সেখানকার বাতাস অজানা ইঙ্গিতে পূর্ণ, সেখানকার আকাশে নব বর্ণবিন্যাস।

দার্জ্জিলিংএ আইভিদের বাড়ীতে ফুটে থাকত অপরিব্যাপ্ত হেনামঞ্জরী। প্রথম যেদিন পরিমল আইভির বাড়ী প্রবেশলাভ করে সেদিন গেটের পাশে এই হাস্নু-হানার গন্ধ তাকে আহ্বান করেছিল সাদরে। প্রতিটি দার্জ্জিলিংএর সন্ধ্যা আবেগবিহ্বল হয়ে থাকত হেনার গন্ধজড়ানো। পরিমলের জীবনে প্রথম প্রেমের সঙ্গে তাই মিশে আছে হাস্নু-হানা।

সামান্য সাধারণ একটি লতার ওপরে এত পক্ষপাতিত্ব দেখে আইভি কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। কৌতুকমিশ্রিত ভালবাসায় আইভি তাদের কলিকাতার বাগানে রোপন করেছিল হাস্নু-হানার লতা তাকে তৃপ্ত করতে। তাই আজও পরিমলের প্রেমের পটভূমি রচনা করে রাখে হাস্নু-হানার ব্যাকুল সৌরভ।

কি জানি কি হয়! ফুলের গন্ধে কেবলি মনে পড়ে! মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের আলাপ, প্রথম কলকাকলী। এই অবসন্ন স্তিমিত পুষ্পসৌরভ, অপরাহ্ণের পাণ্ডু ভাস্বরজ্যোতি, সবই মনে আনে প্রথম দিনগুলি, কেমন করে কখন তার জীবনে আইভিরূপ উল্কাপাত হল। আজও জীবনের পটভূমি বিত্রস্ত, কিন্তু এ তারকাপাতকেই জীবন চায়, স্নিগ্ধ চন্দ্রদীপ্তিতে তার প্রয়োজন নেই।

বেয়ারাকে দিয়ে আইভির খাসমহলে খবর পাঠিয়ে বসল পরিমল প্রতীক্ষায়। ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন চিত্তপটে পরিমলের ভেসে এল প্রথম দিনটি।

টাইগার-হিলে পিকনিক্ হচ্ছে ব্যারিষ্টার চক্রবর্ত্তী, ব্যারিষ্টার কর, মিষ্টার উইলিয়ামস, ম্যাজিষ্ট্রেট রায়দের পরিবারের সমস্ত কিশোর-কিশোরী মিলে। বুড়োর দল কেউ নেই, তাই সামাজিকতা বা কোন বাধাবন্ধন অদৃশ্য।

আইভি আই, এ, পরীক্ষা দিয়ে ছুটিতে এসেছে দার্জ্জিলিং বেড়াতে। মামাতো-পিসতুতো ভ্রাতা-ভগ্নীর সঙ্গে সে-ও গিয়েছিল শৈল বিহারে। সূর্য্যোদয় দেখার পর্ব্ব শেষ হয়েছে, আহারের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত।

একটা শুকনো গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আইভি। চার বছর আগে আইভি ছিল এ আইভির চেয়ে অনেকটা ক্ষীণ, খানিকটা [illegible]। [illegible]

ধোঁয়া-রংএ মস্ত সবুজফুল আঁকা শিফন তার দেহলতাকে আশ্রয় করে আছে। কানে চিরদিনের প্রথায় হীরা বেষ্টন করে পান্নার পাপড়ি। ঈষৎ বক্রিম বর্ণে শীতের হাওয়ায় পাহাড়ি গোলাপের আমেজ। ঘনকুঞ্চিত কেশ আলগা বেণীতে বন্দী। গলায় একটি সোনার ফুলতোলা চিক দীর্ঘ কোমল গ্রীবাকে ঘিরেছে. হাতে সেইরকম ফুলতোলা দু'খানি কঙ্কণ। অনামিকায় একটি হীরার আংটি।

প্রসন্ন প্রভাতে হিমালয়ের বিশাল যবনিকায় ফুটে উঠেছে একটি ছবি, একটি পাহাড়ি গোলাপ। বর্ণে গন্ধে সে টলমল্ করছে। প্রাণ-প্রাচুর্যে তার মূর্তি র মাখা, ভুরু-আঁকা মেয়েদের পাশে বিভিন্ন, স্বতন্ত্র। সেই অবস্থায় তাকে দে... মুগ্ধ হ'ল, পাগল হ'ল পরিমল।

পিকনিক্ যখন পূর্ণবিক্রমে অগ্রসর, তখন কুমারী ইভা রায় সকলের সঙ্গে ছবিনেওয়া স্মরণ করিয়ে দিলেন। গোবিন্দ এর নামজাদা ছবিতুলিয়ে বিদেশের ছাপে ছাপমারা। তারই ছিল ছবি নেবার কথা। কাঁধে ঝোলানো রঙীন চটের থলে থেকে হাতক্যামেরা নিতে যেয়ে গোবিন্দ এর আর্তনাদ করে উঠল—

"Ah-ha! My Camera?"

তরুণ জার্ণালিষ্ট সেসিল উইলিয়াম বলে উঠল, "Forgotten? What a pity!"

আইভির খুড়তুতো ভাই মণি চক্রবর্ত্তী হেসে উঠে বলল, "তুমি না বড় কিছু ভোল না?"

ছবিতোলা গোবিন্দের ফ্যাসন ও প্যাশন। আশায় নিরাশ হয়ে গোবিন্দ নিস্ফল রোষে তর্জ্জন করে উঠল, "Shut up, Chak! I know it is you. আমার knap-sackএ তুমি বাড়ী থেকে বেরবার সময়ে কি একটা খোঁজার নাম করে হাত দাওনি? Ah-ha! I have caught you, rogue."

মণি চক্রবর্ত্তী বয়সে তরুণ, অত্যন্ত রঙ্গপ্রবণ। গোবিন্দের ছবিতোলার খেয়ালকে সে মনে মনে বিদ্রূপ করে, মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে আনন্দ পায়। হিমালয়ের সৌন্দর্য্য-ধামে এসে বিশেষ দিনে ছবি না তুলতে পারলে গোবিন্দের শিল্পী-প্রাণ কেমন অস্থির হ'বে সেটা দেখা তার পক্ষে আনন্দ। আরও একটি ... কুমারী কনক রায়।

কনক ছবি আঁকে। কনককে গোবিন্দ ও মণি উভয়ে কামনা করে। টাকার দিকে গোবিন্দ, রূপের দিকে মণি, এই রূপ ও রৌপ্যের দোটানায় কুমারী আজও বিচলিত। ছবিতোলার ছুতো নিয়ে কনকের সঙ্গে শিল্প-আলোচনায় প্রহর কাটাবে গোবিন্দ, ছবিতোলার ছলনায় কনকের শত ছবি সংগ্রহ করবে সে, নানা ভঙ্গিতে ক্যামেরা তুলিয়ে কনকের সফরীনয়নে প্রশংসার দীপ্তি সে আনবে, ভাবতেও মণির অসহ্য লেগেছিল। তাই ক্যামেরা অপহরণ তারই কীর্তি। বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে এসেছে সে।

মণির চাপা হাসি, অপ্রতিভ সঙ্গীদের সমস্তই চৌর্যবৃত্তি ধরিয়ে দিল। দলের মধ্যে ক্রমে গোবিন্দকে কেন্দ্র করে অসন্তোষের গুঞ্জনধ্বনি উঠল। এক সঙ্গে আনন্দ করে ছবি তুলে হিমালয়ের স্মৃতিস্বরূপ গৃহে রেখে দেবে, এ ইচ্ছা ছিল সকলের। এই সাধে [illegible] প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল নির্ব্বিবাদে।

এমন কি কনকও [illegible] অনুরাগের দৃষ্টি হেনে বলে উঠল, "অন্যায়! ভারী অন্যায় করেছে, ছিঃ ছিঃ [illegible] সকলের ছবি থাকত।"

মণির এতক্ষণে মনে হ'ল [illegible] কনকের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারত, সে ছবি [illegible] ছবি তুলিয়ে গোবিন্দ তো কনকের পাশে দাঁড়াতে পারত না। [illegible] ক্যামেরা নেই। সহযাত্রীদের নিরাশা মণির মনেও নিরাশা আনল।

এমন সময়ে বিনাতারের বার্তার মত [illegible] দিল পরিমল লাহিড়ী স্বল্প উপার্জনেও দেশ ভ্রমণের সখ [illegible] তার। দার্জিলিং দেখেনি, তাই এসেছে, এক সপ্তাহের জন্য [illegible]। মা কলিকাতায় পড়ে আছেন। দালালী [illegible] ইনসিওরেন্স কোম্পানীর চাকরে মণির সঙ্গে সদ্ভাব ছিল তার। হাতে পরিমলের ছোট একটি ক্যামেরা, দৃষ্টি আবীরলাল আকাশে।

মণি আশ্বস্ত হ'ল, সহযাত্রীদের দিকে ফিরে উল্লসিত স্বরে বলে উঠল, "প্র্যাকটিক্যাল পরিহাস যারা বোঝে না, তাদের আর কি বলব? Ladies and gentlemen! ছবি আপনাদের হ'লেই হ'ল তো? যে নিরাশ করেছে, সেই আসান দেবে। ভয় নেই।" ফলে পথের বাঁক থেকে দলের মধ্যে সোজা প্রবেশ করল পরিমল মণির বন্ধু হিসাবে। মিষ্ট আলাপনে, মার্জ্জিত ব্যবহারে, অসাধারণ সৌন্দর্য্যে সকলকে তৃপ্ত, বশীভূত সে করল। নানাভাবে সকলের ছবি তুলে কৃতজ্ঞতাভাজন হ'ল। তারপর সে পরিচয়ের জের চলল কলিকাতায়।

সেই তো প্রথম আলাপ।

প্রথম দৃষ্টিবিনিময় শৈলশিখরে 'কুমার সম্ভবম এর' পরিবেশে। অতনু কোথাও ছিলেন নিশ্চয়। পরিমল লাহিড়ী, আইভি চক্রবর্ত্তী দেখতে পায়নি। তবু যুগান্তের স্রোতে ভাসমান পুষ্পধনু অলক্ষিতে শরসংযোগ করেছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম জন্মলাভ করল।

এই তো শিথিলবেশা আইভি এসেছে। সেদিনের আকর্ষণ খর বেগে আজও উভয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়। উঠে দাঁড়াল পরিমল, স্থির হয়ে আছে আইভি। যেন অসময়ে অপরাহ্ণের এ সাক্ষাতের জন্য দেহমন উভয়ের প্রতীক্ষায় ছিল। আইভি উৎসুকা। চারিদিকে চেয়ে দেখল পরিমল। নিরিবিলি বাড়ী, গৃহ দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাবেশ থেকে এখনও জাগেনি। পরদার পাশে সরে এল সে, নিবিড় আকর্ষণে আইভিকে সরিয়ে আনল। তীব্র আবেগে উভয় অধর সংযোজিত হ'ল।

একবার মাত্র। আইভি ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেকে সরে বসে. "আঃ, আসা মাত্র কি আরম্ভ করলে? চুপ করে বসো।

লতানো ভঙ্গিতে বেতের সোফায় নিমীলিতনেত্র, আইভি পাশে সেটিতে বসে পরিমল সতৃষ্ণভাবে রক্ত অধরের দিকে চেয়ে রইল। সিগারেট জালিয়ে এক হাতে ধরে অন্যহাতে আইভির এলানো চুল নিয়ে খেলা করছে সে।

আইভি, সমাজের কোন কোন মেয়ে যেমন নাগর মত, তেমন সিগারেট সেবন করে না। রক্তিম অধরে চুরোটিকা। অনভ্যস্ত দেখলে অনেক পুরুষের মনে কেবল বন্ধুভাব উদয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ীসুলভ ভাবনাও অন্তর্হিত হয়ে যায়। যতই কেন না আধুনিক হ'ক পুরুষ চিরদিন নারীকে বোধহয় প্রকৃত নারীরূপেই দেখতে ভালবাসে।

চুরোটিকার ধূম্রজালে আবরিত মুখ দেখাবে যেন একটু সিনিক বলে মনে হয়। মনে হয় অল্পেই এর তীক্ষ্ণ নয়নে আসবে বিদ্রূপ। সিগারেটধরা বঙ্কিম অধরে যেন কাঠিন্য লেপা আছে। প্রেমের কোমলতার বহু ঊর্দ্ধে সিনিক মেয়েটি যেন। সিনিসিজম আর যারই হ'ক, প্রেমের পক্ষে অনুকূল নয়।

আইভির হীরাখচিত করতল পরিমল অধরে তুলে ধরেছে। হাতখানা যেন অন্য কারও, এইভাবে সেদিকে লক্ষ্য না রেখে আইভি কথা বলে চলেছে নিমীলিত নয়নে।

"যাই বলো পবি, ভবিষ্যৎটা জানা থাকলে কিন্তু মজা হত না। অজানা, অচেনার মোহ বেশী।"

"যেমন তুমি আমার কাছে অচেনা, অজানা, তাই তোমার মোহ আমার পক্ষে এত বেশী।" মৃদু আদরের স্বরে পরিমল আইভিকে বলল।

চোখ খুলে নড়ে-চড়ে আইভি সোজা হয়ে বসল। জ্যোতির্ময় নয়নে তার ভালবাসার কটাক্ষ। হাত থেকে পরিমলের আদরের ছাপ মুছে ফেলতে ফেলতে আইভি উত্তর দিল, "আমি আবার তোমার কাছে কি অজানা রইলাম? চার বছরেও কি যথেষ্ট নয়?"

"তুমি আমার ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ এখনও আমার জানা নেই।"

"আচ্ছা পবি, এই যে বারান্দায় তুমি-আমি বসে কথা বলছি, যেন একটা উপন্যাসের সেটিং। কিন্তু, কেউ জানেনা আমাদের ভবিষ্যৎ কি রকম করে বিধাতাপুরুষ লিখে রেখেছেন। জানলে—Oh god!"—আইভি ঘাড় নাড়া দিল—"হয়তো সেটিংটা এত কৌতূহল জাগাত না।"

সিগারেটের দ্রুত টানের সঙ্গে সঙ্গে সেটি শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরিমল পকেট থেকে সাদা সূচীকর্ম রুমাল বার করে মুখ মুছল।

"তুমি উপন্যাসের উপসংহার জানতে চাও, আইভি? তাহলে কি এত আশঙ্কা থাকত? পাঠকের মনে আগ্রহটা থাকাও দরকার তো। সত্যি বলেছ, সেটিংএর কৌতূহল সব চেয়ে দরকারী।"

"আচ্ছা বলতো, কি ভাবে উপসংহার করলে তোমার ভাল লাগে?" আইভি প্রশ্ন করল।

"সেকি তুমি জাননা, আইভি?" পরিমলের স্বরে অভিযোগ।

"কিন্তু মিলনান্ত উপন্যাস বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে পবি, নয় কি? বিয়োগান্তও যে ভাল লাগেনা এই প্রথম শুনলাম। তবে কী অন্ত চাও তুমি?"

আইভির চোখে স্বপ্নছায়া—"ধরো যদি 'প্রেমান্ত' হয়? মানে, আমরা ভালবেসে ছিলাম। ভালও বেসে গেলাম, এবং ইতিও সেখানে পড়ে গেল।"

"তাহ'লে দূর থেকে ভালবাসা, আর সেজন্য ত্যাগ, এই তুমি চাও? এওতো একঘেয়ে উপসংহার হ'লো!"

"তা বটে। কিন্তু ধরো 'প্রেমান্ত'ও তো অন্য রকম হ'তে পারে। প্রেম হ'ল পরিণয় হ'লনা। প্রেমের জন্য পরিণয়ের বন্ধন ছেড়ে এলাম। কেমন

লাগছে এটা ?" উৎসাহে আইভি সোজা হয়ে বসে বিদ্রূপ হাস্যে পরিমলের দিকে তাকাল।

"ছিঃ, আইভি।"

"ছিঃ কেন, পরি ? বড় নীতিবাগীশ হয়েছ, না ? মানুষ কখন কি করে বসে তার কি কোনও ঠিক আছে ? ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে কি সব সময় বিচার চলে ? ন্যায়ের re-action অন্যায়, তার আবার প্রতিক্রিয়া ন্যায়। একটা মণ্ডলাকার বৃত্তে সব চলেছে। যা আমার মন চাইবে, শেষ পর্যন্ত আমি তো তাই করব। অযথা কতকগুলো চিন্তা করে অশান্তিতে তবু আমিই ভুগি। এই তো ঈশ্বরের আমাকে নিয়ে পরিহাস। আমি কাল কি করব ঠিক আছে কি ? 'পরিমল', মেয়েলী নাম তোমার। একেবারে মেয়েলী তুমি। নীতিজ্ঞান নিয়েই গেলে।"

অভিমানের দৃষ্টিতে আইভির দিকে চেয়ে পরিমল বলল, "কি করব, বল ? তোমার মত নিয়ে বিধাতাপুরুষ তো আমাকে গড়েন নি ? তার ভুল হয়ে গেছে।"

অভিমান বুঝতে পেরে আইভি হেসে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চুলে—চোখে তার অন্তসূর্যের দীপ্তি।

"তাই বলছি, বিধাতাপুরুষের কি কিছু ঠিক আছে ? আমার মন যা চায়, তাতো করব, কিন্তু শেষ তো আমার হাতে নয়। আমি পুতুল ভিন্ন নয়। কখন কি উপসংহার বিধাতাপুরুষ লিখে বসেন জানা যায় না। ভদ্রলোকের ভুল ত্রুটিও বড় বেশী।"

আইভি পরিমলের সেটীর হাতলে এসে বসল। পরিমলের কালো চুলের ওপর হীরকোজ্জ্বল নখররমণীয় হাত রেখে ডাকল আদরের স্বরে, "পরি।"

এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পরিমলের উপায় নেই। তুচ্ছ অভিমান দূরের কথা—এমন করে ডাকলে, এতো সরে এলে, আইভির ডাকে পরিমল ইহকাল-পরকালও ভুলে যেতে পারে। তার রক্তস্রোতে বেজে ওঠে পরিচিত সুর এই আহ্বানে। এ বাহুর বন্ধনে হৃদয়প্রতিঘাত তার দ্রুত হয়।

এতক্ষণ ধরে আইভি তাহ'লে তাকে পরীক্ষা করছিল সংযমের বাঁধনে ? তাই সাক্ষাতের চুম্বনকে বিলম্বিত হ'তে দেয়নি ? লীলাময়ী জোয়ারের জলকে বাধা দিয়ে বেগ দুর্বার করে তুলে উপভোগ করছিল নিশ্চয়। এখন ধরা দিতে চায়

সে। হয়তো এমনি করেই জীবনে একদিন ধরা দেবে চঞ্চলা। ভয় কি? আইভির লীলাখেয়ালে আশ্বাস আছে।

অব্যক্ত একটা ধ্বনির সঙ্গে সহসা সবেগে পরিমল আইভিকে তার বক্ষে নিপীড়ন করে ধরল। সে মুখে এখন আর উপেক্ষা নেই, স্পর্দ্ধা নেই, আছে আত্মসমর্পণের বিহ্বলতা। বাঁকা ভোবার মত চোখে আইভির কামনার তীব্রতা, স্ফুরিত অধরে চুম্বনের ব্যাকুলতা।

দেহের বন্ধনে উভয় দেহ যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। জন্মান্তর ভেদ করে যৌবনাবেগ সহস্রগুণ শক্তিলাভ করে অজানা, অকস্মাৎ আইভি পরিমলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, পরিমল আইভির জন্য।

অসহ্য আবেগে আইভিকে চুম্বন করতে করতে পরিমল ভাবে জগতের সমস্ত উপন্যাসের উপসংহারই বোধ হয় লেখা আছে এখানে—তার প্রিয়ার বক্ষ তলে।

দশ

বিকেলবেলা ছাদে ভিজে কাপড় মেলতে উঠে সুজাতা দেখল সুনীল চক্রবর্ত্তী আসছে। আর কাপড় মেলা হ'ল না। পরিধানের দিকে চেয়ে দেখল বড় ময়লা শাড়ীখানা। পরে আর পার কাছে হঁক, সুনীলের সম্মুখে বার হওয়া চলে না।

টিনের-চালা কাঠের ঘরটিতে সুজাতা তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল। বাড়ীর যত বাড়তি মাল এখানে আছে রাশীকৃত হয়ে। একপাশে একটা সস্তা আলনায় কতকগুলো শাড়ী আর বাচ্চাদের জামা নিপুণ ভাবে গোছানো।

হলুদটান দেওয়া ডুরে শাড়ীটি সুনীলের প্রিয়। এটি পরলে সুজাতাকে নাকি 'যোগাযোগের' কুমুর মত লাগে।—ওই যে যার দীঘল অঙ্গে ডুরে শাড়ীর রেখার শোভাবর্ণনে কবি শতমুখ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা জগৎবিখ্যাত, রাতারাতি সুনীলও কবি হয়ে উঠেছে।

শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে ভাবল সুজাতা। শুধু হাতের গুণে আর কত দৈন্য ঢাকা যায়? সুনীলের বাড়ী সে নিজে যায়নি বটে, তাছা

অসিতের মুখে বিশদ বর্ণনা শুনেছে। গাড়ীতে একদিন সুনীলকে তুলে নিতে এসেছিলেন মিসেস চক্রবর্ত্তী আইভিসহ, জরুরী দরকারে। তাদেরও সুজাতা দেখেছে। প্রেমাস্পদের সঙ্গে তুলনায় নিজের দীনতা প্রকট হয়ে ওঠে। সরলা বুঝতে পারে না ভবিষ্যতে স্বস্তি আছে কি না। অসম মিলনে সুখ হয় কি? এসব চিন্তা মনে খেলা করে যায়। কিন্তু, মিলন এসব ক্ষেত্রে আদৌ হ'তে পারে না, সে তথ্য স্বপ্নেও কিশোরীমনে জেগে ওঠে না। রাজা কইফিটার কাহিনী পড়েছে সুজাতা। প্রেম মানেই বিবাহ।

মাসিক ষাট টাকা ভাড়ায় কলিকাতাতে এর চেয়ে ভালো বাড়ী পাওয়া যায় না। অনেক তদ্বিরে এটি মিলেছে - একনাগাড়ে বহুদিন আছে, তাই ভাড়াও বাড়ে নি। দু'খানা শোবার, একটি বসবার ঘর। আলো-বাতাসও বেশ খেলে। ভাঁড়ার ঘরের একপাশে দরজার মুখে রান্না হয়।

সুজাতার দুই দাদা, বড় বিবাহিত ছেলেমেয়ে চার। [illegible] কেরাণীগিরি করেন দশটা-পাঁচটা। বিধবা মা আছেন নীচের তলার ঘরে। ছোটদা অসিত বেসরকারী অধ্যাপক, সুনীলের সহপাঠী। সুনীল বিলেত থেকে ফেরার পরে পুনরায় অন্তরঙ্গতা হয়েছে আর্থিক বৈষম্য বা চালচলনের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও।

সুশোভিতা সুজাতা বেরিয়ে এসে সুনীলকে অভ্যর্থনা করল। কিশোরী সুজাতা আঠারো বছর ছয়মাস বয়স, চম্পকগৌর গাত্রবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, মুখে চোখে পড়ছে।

এই সাধারণ ঘরের সাধারণ কিশোরীর মধ্যে সুনীল দেখছিল— যুগ যুগে প্রেমিক প্রিয়ার মধ্যে তাই দেখে থাকে অসামান্যতা।

আইভির বংশের ওপর অদ্ভুত অভিসম্পাত আছে। সে যাকে ভালবাসে, সে তাকে পায় না। বিশেষ করে তারা বিভিন্ন স্তরের লোককে ভালবাসে। নৃতত্ত্বের মোহ ভিন্ন কি বলব? সুনীল সমাজস্থ মহিলাদের সঙ্গ ত্যাগ করে ধাবিত হচ্ছে দরিদ্রকন্যার প্রতি—যৌবন তার সুদক্ষিণ নায়কের মত তরুলতা শ্রীমণ্ডিত করে দিয়েছে—এইটুকু মাত্র। আইভি আসক্ত হচ্ছে পরিমলের দিকে বংশমর্য্যাদাহীন ইনসিওরের ভাড়াকরা দালাল। অর্থ নেই বলেই আইভি-সুনীলের সঙ্গে পরিমল-সুজাতার যে প্রভেদ তা নয়—দু'জনদের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানদণ্ডে জগৎকে মাপে দু'জনেরা। পরিমল-সুজাতার টাকা হ'লেও

আইভি-সুনীলের জগতের ছাড়পত্র মিলত না— আখ্যা মিলত মাত্র 'Nouva Riche—নূতন বড়লোক।

আইভি-সুনীলের পতিত আভিজাত্য [illegible] গেছে শেষ হয়ে, তবু দম্ভ রেখে গেছে শোণিতে। সন্তানদের উচ্চস্তরের বিবাহ দ্বারা বংশের মান উদ্ধার করতে হবে। প্রেম ভালবাসা তাদের জন্য নয়। বিবাহ তাদের কাছে আত্মতৃপ্তি ও স্বার্থসিদ্ধির প্রশস্ত পথ। সত্যকে [illegible] করবার শক্তি কোথায়?

তবু, কখনো মানদণ্ড [illegible] [illegible] ও কর্মী [illegible] আইভি-সুনীল হৃদয় দান করেছে। [illegible] কিছুর [illegible] নেই তাদের। হৃদয় ভিন্ন রূপ [illegible], [illegible] তবু সুনীল [illegible] ফিরছে। [illegible] সুজাতার [illegible] ছড়িয়ে পড়েছে।

সুনীল [illegible] [illegible] উঠে [illegible] সুজাতার ছোড়দার ঘরে [illegible] সুজাতার [illegible] সুনীলের মুখ [illegible] উজ্জ্বল সুজাতার মুখ [illegible] হাসতে হাসতে [illegible] বলল, "[illegible] বৌদি [illegible] করছে। কি [illegible] তুমি?' সুনীলের চপল চুম্বনে সুজাতা [illegible] হয়ে উঠল [illegible] ছোড়দার' বিছানায় সুনীল বাহুবেষ্টনে [illegible] দেখবে? তুই দাদা কণ্ঠস্থলে, বৌদি [illegible], বাচ্চার [illegible] সময়ের [illegible] তবে আসি, জানো না?'

ছোটদার কৌমার্য অক্ষুণ্ণ আছে কুমারের [illegible] বিছানায় সুনীলের সংক্ষিপ্ত প্রেমলীলার সাক্ষী রইল সুজাতার চরণের লঘু অলক্তকরেখা, চুলের ঝরে-পড়া টাবর বেলফুল। সুজাতার সানুনয় বিনতির অবিরত প্রার্থনায় সুনীল তাকে ছেড়ে দিল ঘড়ির দিকে চেয়ে।

বিদেশী তরুণীর অঙ্গাবরণ-উন্মোচন-পটু সুনীলের করাঙ্গুলী ইতিমধ্যে সুজাতার গায়ের বাচুলী-প্যাটার্ণের ছিটের জামাটি খুলে ফেলেছিল সুজাতার অজানিতে। উঠে দাঁড়াতেই জামা সরে গেল মর্মরফলকের মত মসৃন একটি বক্ষদেশ অনাবৃত শোভায় আততায়ীর দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সুজাতার কপোলে গোলাপের রক্তরাগ ফুটে উঠল। চকিত দৃষ্টিতে সুনীলের

মুখের দিকে তাকিয়ে গায়ে শিথিল আঁচল টেনে সুজাতা বিদ্যুতের মত উনের ঘরে আবার চলে গেল।

জামা ভাল করে পরতে পরতে সুজাতার চোখে জল এল। সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে গেছে, খোঁপা এলিয়ে পড়েছে। কপালের কুঙ্কুমরাগ অদৃশ্য। সুযোগ পেলেই সুনীল তার সমগ্র শরীর নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত হয়। ভেবে দেখনা সুজাতার কত ভয়, কত লজ্জা।

সুজাতা শরীরের অণুপরমাণু দিয়ে চায় সুনীলের স্পর্শ, এ স্পর্শস্মৃতি তাকে আবেশে বিভোর করে রাখে—রজনী কাটে তোলে নিদ্রাহীন। কিন্তু ভয় তো আছে! কেউ দেখে ফেলার কত ভয়! প্রিয়সঙ্গ তাই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারে না সে। যদি মা-দাদা-বৌদি জানতে পারেন, কি ভাববেন তারা? সুনীল কত নীচে নেমে যাবে তাদের চোখে, যার সঙ্গে বিশ্বাস করে তারা ঘরের কুমারীকে মিশতে দিয়েছেন? তার, তাহলে অন্যায় হবে না। বিয়ের আগে মোটেই উচিত নয়। সুনীল হাসে, বলে "ও ঈশ্বর আমাদের এক করেছেন, তার চোখে এটা অন্যায় নয়।" সুনীলকে বিশ্বাস করে সুজাতা। তার চোখে সুনীল দেবতা, নীলাকাশ থেকে ভিখারিণীর কুটীরে নেমে এসেছে। সুনীল তাকে ভালবাসে, সুনীলের সঙ্গে বিয়ে হবে তার। কেন সুজাতা সুনীলের মনে কষ্ট দেবে?

তবে, কেমন লাগে যেন! দ্বিধা আসে। মনে হয়, বুঝি অপরাধ করে ফেললাম। বাঙালীমেয়ের মজ্জাগত নীতিবোধ। মধ্যবিত্ত সংসার দৈনন্দিন জীবনের পাপপুণ্য মুছে ফেলা কঠিন। যাকে ভালবাসি তাকে সব দেব সত্য, কিন্তু, ওই শালগ্রামশিলার সম্মুখে রাম-শ্যামা-যদু-মধুর উপস্থিতিতে এবং মূর্খ পুরোহিতের মৃতভাষার মন্ত্রপাঠে অনুমতি দেবেন দেবতা: হে নারী, তুমি যথেচ্ছ দৈহিক বিলাসে মগ্ন হও। সকাল, সন্ধ্যা, দ্বিপ্রহর, রাত্রি তোমার কাছে সব সমান হোক। রুগ্ন ক্ষুধিত সন্তানের বারংবার জন্মদানে তুমি নিবৃত্ত হয়ো না। পুত্রকন্যার সম্মুখে, বিগতযৌবনা তুমি, প্রৌঢ় স্বামীর শয্যা-ভাগিনী হ'তে দ্বিধা কোর না। এ-যে তোমার birth right—এতকাল সমাজের অনুশাসনে কৌমার্য্যধর্ম্ম পালন করেছ, এখন রাতারাতি তোমার প্রেমলীলা ফরাসী-পোষ্টকার্ড অথবা ছাড়াকাটাগলির পর্য্যায়ে নেমে যাক। সিঁথিতে লম্বা করে সিঁদুর টেনে দাও। অমনি তোমার হাতের জল শুদ্ধ

হয়ে যাবে। ওই পবিত্র কুমারী পাবেনা দেবপূজাব অধিকাব, পাবেনা আচাবপবায়ণ ব্রাহ্মণকে অন্ন দেবাব অধিকাব, কিন্তু বৎসব-প্রসবিনী, তোমাকে সে অধিকাব দেওয়া হ'ল। যাবা তোমাকে এতকাল যত্নে রক্ষা কবেছিলেন পুরুষ দৃষ্টিবক্তি হতে, ওই দেখ, সেই অভিভাবকেবা তোমাব পবপুরুষ সম্ভোগের জন্য পর্য্যাঙ্কে সুশয্যা প্রস্তুত কবে দাঁড়িয়ে বয়েছেন। [illegible] তাদেব নিশ্চয় মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে [illegible] নির্লজ্জ, [illegible] সতী। বিনা প্রস্তুতিতে দেহদান, বিনা প্রেমে সঙ্গম [illegible]

এ কথা সুজাতাকে সুনীল বুঝিয়েছিল, শুধু এইটুকু বোঝাবার ক্ষমতা ছিল না তার যে, সঙ্গম ভিন্ন প্রেম [illegible] হয় [illegible] ত্যাগ ভিন্ন ভোগে অধিকাব জন্মায় না।

[illegible] বাসর-রাত্রি [illegible] বিবাহ-প্রস্তাব [illegible] সিনেমায় গেছে। [illegible] টিউশনি [illegible] সুজাতা বাড়ীতে বাচ্চাদের তত্ত্বাবধানে ছিল, তার [illegible] পড়ছে। মা [illegible] গেছেন নিজেদের [illegible], ঠিক ঝি [illegible] এতগুলি সুযোগ নিয়ে [illegible] টিপটিপে সুনীল এসেছিল দোতালায়।

এতদিন সুজাতা ভেবেছে নিভৃতে সুনীলের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্ট আলোচনা কবে নেবে সে। কিন্তু, সেদিন কোন কথাই হয়নি। ঘবে ঢুকবাব সঙ্গে সঙ্গে সুনীল তাব দিকে এমন কবে চেয়েছিল যে কথাব স্থান ছিলনা। বিনা প্রশ্নে, বিনা উত্তবে উভয় দেহ সংলগ্ন হয়েছিল। সুজাতা অনভিজ্ঞা, সুনীল অভিজ্ঞ। সুজাতা ভীরু, সুনীল সাহসী। কি নিষ্ঠুবভাবে সুনীল তাকে আলিঙ্গন কবেছিল সেদিন—বিছানাব বুকে চেপে ধবাব মধ্যে কি আক্রোশ যেন। সুজাতাব পেলব তনুদেহকে নিজেব কঠিন শবীব দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো কবে ফেলতে চায় যেন ও। অনভিজ্ঞা কিশোবীব যন্ত্রণায় চোখে জল এসেছিল। ভালবাসাব মধ্যেও আত্মবক্ষাব প্রবৃত্তিতে সে নিজেব নগ্নপ্রায় দেহ থেকে সুনীলেব ভাবী শবীব ঠেলে দিতে দিতে অতিকষ্টে মুখ ছাড়িয়ে বলেছিল, "না, না"। পূর্ব্বে সুনীল তাকে বহুবাব আদব কবলেও এমন উগ্র আদব কবেনি। সুনীল যে এত নিষ্ঠুব হ'তে পাবে জানতো না সুজাতা। সুজাতাব ব্যথালাগা সম্বন্ধে উদাসীন সে, সুজাতাব ভীতি-অনিচ্ছায় কিছু আসে

যায় না এই নূতন সুনীলের। নরম ঠোঁট কেটে গিয়েছিল সেদিন, সমগ্র দেহে নীলদাগ হয়ে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে সিঁড়িতে জুতোর শব্দে সুনীল তাকে ছেড়ে দিয়েছিল হঠাৎ।

তারপরে অত উগ্র না হ'লেও আদরের মুহূর্তে সুনীল কখন কখন পুরুষালী-প্রথায় নিষ্ঠুর হ'ত। জীবনে পুরুষসঙ্গ করেনি সুজাতা, বিস্মিত ভীত হ'ত সে—আজ যেমন হ'ল।

বুকের মধ্যে ধড়পড় করছে। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শিথিল বেশ-বেশ সংযত করে সুজাতা জল দিয়ে মুখখানা ধুয়ে ফেলল। তবু, যেন চুম্বনের চিহ্ন উঠে যায় না—কালো চোখের পাতায়, আরক্ত অধরের পাশে, রক্তিম কপোলে, ললাটের চুলের নীচে এই বুঝি সুনীলের সিগারেট বিবর্ণ ঈষৎ ভগ্ন অধরের ছাপ—আগুনের মত জ্বলছে তারা, উচ্চস্বরে চীৎকার করে আত্মীয় পরিজনকে বলে দিচ্ছে, সুজাতা অন্যায় করেছে, অন্যায় করেছে সুজাতা।

সুজাতার ইচ্ছা করে জগতের সম্মুখে সুনীল নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক, বিবাহের মন্ত্র পড়ে বা তাকে অঙ্গীকারের বন্ধন পরিয়ে। কিন্তু সুনীল পর-মুখাপেক্ষী, আয় নেই। সুজাতাকে বিবাহ করলে মাতা-পিতা বিমুখ হবেন। কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। প্রেমের বড়ো বাধা তো বিবাহ

নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল সুজাতা। ভালো লাগলেও বিয়ের আগে এ বাড়াবাড়ি ভালো নয়। এ তো অন্যায়, এ পাপ। সুনীলের সঙ্গে কিছুতেই মনের মিল হয় না।

অবসন্নভাবে সুনীল বিছানার ওপরেই বসেছিল। আজও মাতার সঙ্গে স্পষ্টকথা হয়ে গেছে তার—লিলিকে বিয়ে না করলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আজ এসেছিল সুনীল সুজাতার সঙ্গে একটা দরকারী পরামর্শের শুভসংকল্প নিয়ে। আপাততঃ বিবাহ যখন সম্ভব নয়। কিন্তু হায়! ডুরেশাড়ীমণ্ডিত তন্বীকে দেখামাত্র, তার মুখের কথা শোনামাত্র রক্তে আগুন ধরে গেল—সুজাতাকে বিয়ে করে কি খাওয়াবে, লিলিকে বিয়ে করলে কত ভবিষ্যৎ—সব কথা নিমেষে সুনীল ভুলে গেল।

চিরকাল দুর্বল স্বভাব তার। লরা এখনও সাগরপারে প্রতীক্ষা করছে। দেশে ফেরার দিন ঠিক হয়ে যাবার পরেও স্বর্ণকেশা শ্বেতাঙ্গিনীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেনি সুনীল। অবশ্য লরা ও সুজাতাতে অনেক তফাৎ।

[illegible] ভালবাসার পূর্ব্বেই আত্মদান করেছিল—সুজাতা ভালবেসেও আত্মদান করছে না। এই তো সহধর্ম্মিণী হ'বার যোগ্য। সারল্যের সঙ্গে সতীত্ব মিলেছে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে দুর্লভ এ বস্তু। লিলির মত মেয়ে সুনীল অনেক দেখেছে—সুজাতার মত দেখেনি। তাই অনাস্বাদিত ফলে লোভ।

কিন্তু সুজাতাকে বলা উচিত মায়ের অমতের কথা। সুনীলের দোষ কি? সুনীল তো বিয়ে করতেই চায় সুজাতাকে—মুহূর্ত্তের লীলাসঙ্গিনীরূপে নয়। দরিদ্র-ঘরের সামান্য আয়োজনের মধ্যে বসে সুনীল যে শান্তি পায়, তেমন সে কোটীপতির ঘরে সোফার উপরে বসে [illegible] পায় না। গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়েরা স্নেহের প্রলেপে [illegible] দিয়েছে।

"শীতলং [illegible]" সুনীল [illegible] [illegible] মাতার [illegible] [illegible] বিবাহের [illegible] হবে তাদের দুই [illegible]

সুজাতাকে [illegible] উচিত [illegible] থাকলা। [illegible]

আকস্মিক কামনার [illegible] হাই তুলে সুনীল উঠে [illegible] চিঠি [illegible] কিন্তু, সুজাতার পাশে [illegible] ছিঃ, ছিঃ! কিন্তু, তখন তো মনে হ'ত [illegible] আদর্শ নারী—প্রেমিকের কাছে সর্ব্বস্ব উজাড় করে ঢেলে দেয় যে, সে-ই প্রেয়সী। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, সে প্রেম কামনাজাত, সে নারীকে পত্নীর মর্য্যাদা দেওয়া চলেনা। সুজাতাই একমাত্র নারী, যার প্রেমে সংযম আছে। এরকম ভালবাসতে পারে না অনেকক্ষেত্রে, সে খেলা করে বলে দুর্নাম পাচ্ছে। কিন্তু, হায়, সুনীলের দোষ, সুনীল বেশী ভালবাসে - প্রত্যেকবার।

সুজাতার বৌদি হাতে একটা টীনের কেটলী ও কয়েকটা মোটা চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে এলেন। তিনি ও সুজাতা বিশেষ কারুর সামনে বার হ'ন না। কিন্তু সুনীলের কথা আলাদা।

"চা নাও সুনীল, সু খাবার নিয়ে আসছে।"

ছদ্ম প্রফুল্লতা দেখিয়ে সুনীল বলল, "আজ কি খাবার হচ্ছে, [illegible]?"

"কেন? তুমি যা বলেছ, সু তাই করছে। মুড়ি তেলনুন দিয়ে মেখে, লঙ্কা কড়াইশুঁটী কুচো-কুচো করে দিয়ে। এখনি আনছে।"

সুনীল মনে মনে হাসল। সুজাতার খাবারের কথা জিজ্ঞাসার সুযোগ হয়নি। লজ্জায় আর ঘরে ঢোকেনি সে। অথচ বৌদির কাছে স্বাভাবিক ভাব দেখিয়েছে, যেন সুনীলের কথামত খাবার তৈরি করছে। যেন সুনীলের সঙ্গে ওর এতক্ষণ এমনি বস্তুতান্ত্রিক কথাই হচ্ছিল। মধুর ছলটুকু মধুর লাগে।

সুনীল পকেট থেকে টফির সচিত্র কৌটো বার করল, "টুটু, মীরা ফেরেনি? আজকে ওদের টফি এনেছি।"

"না, এখনও বেড়িয়ে ফেরেনি পার্ক থেকে। ওরা বড় অসভ্য হয়েছে।" বৌদির কথার রেশ টেনে সুনীলের বন্ধু অসিত ফিরল কাজ থেকে - "অসভ্য! কে অসভ্য, বৌদি?

দেওরের আগমন প্রসন্নচক্ষে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বৌদি পেয়ালায় চা ঢেলে দিলেন,—'এই আমার ছেলেমেয়ে। খালি চাওয় আর চাওয়া।' সুনীলকে জানিয়ে গেল

সুনীল চায়ে চুমুক দিয়ে সবেগে প্রতিবাদ করল, "Oh please don't mention it, আপনি আমাকে এতই পর ভাবেন, বৌদি? Really, it is too much."

অসিত হেসে উঠল--"সুনীল, তোমার ইংরেজি বুকনীগুলো আর ছাড়তে পারলে না। সাহেব, ভুলে গেলে নাকি বৌদি যে ইংরেজি বোঝেন না?"

সুনীল মহা অপ্রতিভ হয়ে রুমাল বার করে ললাট মার্জ্জনা করল। সুজাতা কয়েকখানা রেকাবী কাঁসার থালায় বসিয়ে ঘরে ঢুকল, "এই যে খাবার। মা নারকেলের সন্দেশ করেছিলেন, সুনীলবাবুকে দিলেন।" প্রিয়তমের নাম প্রকাশ্যে সহজভাবে বলবার চেষ্টায় সুজাতার গলাটা একটু কেঁপে গেল।

বৌদি কটাক্ষে ননদের ব্রীড়াজড়িত ভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, "রোজ বলি সু'কে, সুনীলকে একটু করে বাংলা পড়াতে।" সুনীল দুষ্টুছেলের ভঙ্গিতে বলে উঠল, "সু' আমাকে শেখাচ্ছে না কেন তবে? আমি কি বোকা হয়ে থাকব?"

"শেখাবে, শেখাবে। সব ঠিক সময়ে।"

বৌদির কথার সুরে সুজাতা লজ্জিত হয়ে পড়ল। কি যে করেন বৌদি?

এ কথা এমন সুরে সুনীলের কাছে বলবার উদ্দেশ কি? পরে বললে কি চলত না?

পলকে সুনীলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে কেমন করে এই সরলা কিশোরীর মনে নিদারুণ আঘাত দেবে? কেমন করে এই হাস্যমুখী নারীকে প্রতারিত করবে? সমগ্র পরিবারটির সব সুখের আশায় তার ছাই ঢেলে দিতে হবে। মুখে সে কিছুই প্রকাশ করে বলেনি বটে, কিন্তু প্রকাশের প্রয়োজন আছে কিছু?

অসিত কথার মোড় ফেরাতে বলল, "চাকরটা কোথায়? সিগারেট আনতে দিতাম।"

নিজেরই সুনীল সোনার সিগারেটকেস বাড়িয়ে দিল। বৌদি বললেন, "চাকরটার কাছে ছিলাম, একটু বাচ্চাদেরকে বেড়াতে নিয়েছি। কি সুনীল, তুমি উঠলে নাকি?"

অসিত মহা প্রতিবাদ করে উঠল, "না, না। আজ নতুন তাসজোড়া পাড়, বৌদি। কতদিন তাস খেলা হয়নি। আজ বৌদিরও কাজ শেষ হয়ে গেছে, চারজনে বেশ জমবে। তোমার এখন যাওয়া হচ্ছে না, সুনীল।"

সুনীল ইতস্তত করতে লাগল, সুজাতার দিকে চেয়ে দেখল সে। সে চোখ দিয়ে বলছে যে আর একটু থাকতে। আসন্ন সন্ধ্যার মদির সম্ভাবনাকে বিফল না করে দেবার অনুরোধ। জগতে কোন পুরুষ এমন আহ্বান এড়াতে পারে।

সুতরাং সংকল্প সত্ত্বেও দুর্বল সুনীল আবার মহত্ত্বের মায়াপ্রাসাদে ধরা দিল।

এগার

"হে ভগবান্, টুপিটা খুলে যেন দেখি আমার সব চুল কুঁকড়ে গেছে বেশ সুন্দর হয়ে।" প্রার্থনা করতে করতে বৈদেহী আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। মাথায় তার অতি অদ্ভুত একটা লোহার টুপি শক্ত হয়ে মাথার স্বল্পাবশিষ্ট কেশকে ঢেকে রেখেছে। পাশে সাজবার ঘর, কিন্তু শোবার ঘরের আয়না বেশী বড় বলে বৈদেহী সেখানেই দাঁড়াল। ঘরের কোনে মার্বেলের টেবলের ওপর একটা বিলিতি তরলপদার্থপূর্ণ শিশি রয়েছে খোলা অবস্থায়। একখানা ছোট বিজ্ঞাপনের বই একটা বিশেষ জায়গায় খোলা। সে পাতায় এক শ্বেতাঙ্গিনীর প্রতিকৃতি, মাথায় ওই বৈদেহীর মত টুপি। পাশের অন্য পাতায় এক ব্যক্তিরই টুপিছাড়া মূর্তি, একমাথা কুঞ্চিত কেশ তার।

কাজেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ওই ওষুধটা মাথায় দিয়ে ওই টুপিদ্বারা অবাধ্য কেশপাশকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে রাখবার পর মুক্তি দিলেই অলকাবলী প্রতিকৃতির মত হবে। তাই অপরাহ্ণে বৈদেহীর এ আয়োজন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বৈদেহী ভাবল, এখনি খুলব নাকি? যদি দেখি বেশী খারাপ হয়েছে চুল? আর, যদি দেখি ঠিক হয়ে গেছে, তাহলে কি মজাই হয়! দেখলে নিশ্চয় ও ভাল ভাববে।

একটু ইতস্তত করে বৈদেহী টুপিটা খুলে ফেলল সাহসভরে। ওমা, একি হয়েছে! কেশ তো কুঞ্চিত হয়ইনি, উল্টে আরও সোজা হয়ে খাড়া উঠেছে।

হায়, হায়, একি হ'ল? কেন পড়ে মরতে এ কাজ করতে গেলাম! এখন এ চুল যে আরও খারাপ হয়ে গেল। ছিঃ, ছিঃ, বাড়ীর লোকজন, দাসীচাকর সব দেখলেই বা কি বলবে? ভাববে বুঝি—ছিঃ, ছিঃ!

একটু আত্মদমন করে বৈদেহী ভাবল—

আজ ও আসবে নিশ্চয়, আজই বা কেন আমি এসব পরখ করতে গেলাম? আমার মত এমন বোকা—কি যে করি এখন?

বৈদেহীর মনে হ'ল হয়তো যথেষ্ট সময় টুপিটা মাথায় রাখা হয় নি।

তাই সে আবার একটু তরল পদার্থ মাথায় ছিটিয়ে টুপিটা পরে ফেলল।

চৈত্রের শেষ। অতিশয় গরম পড়েছে। পাখার গতি শেষ অঙ্কে থাকলেও

সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল।• এতক্ষণ শক্ত টুপিটা মাথা এঁটে থাকার দরুণ মাথাটা টন্‌টন্ করে উঠছে।

আর পারা যায় না। এবার টুপিটা খুলে ফেলি। কিন্তু, আচ্ছা দেখা যাক না। এতক্ষণই রাখলাম, আর একটু দেখি

সাজবার ঘরে নিমীলিতনেত্রা বৈদেহী একখানা আরামকেদারায় শুয়ে পড়ল। শোবার ঘরের পাখাটা বন্ধ করবার কথাও তার মনে রইল না। তখন তার মাথায় রীতিমত যন্ত্রণা হচ্ছে।

কিন্তু, এই যন্ত্রণার কি প্রয়োজন? শোনা যায়, নারীই চিরকাল পুরুষের ওপর অত্যাচার করেছে আর স্বার্থত্যাগী পুরুষ চিরকাল সে অত্যাচার সহ্য করেছে পরম উদারতায়। ভেবে দেখ, প্রাসসনের কথা। ভাবুক পুরুষ হৃদয়রক্তে প্রেয়সীর পায়ে অলক্তক। পরিয়ে দিয়েছে, কাব্যকথা, কাব্যেই শোভা পায়। কই, মধ্যবিত্ত ঘরে তো দেখিনি ও সব কিছু, দেখি পুরুষের মনোরঞ্জনে নারীর আত্ম-ত্যাগ, জীবনব্যাপি বন্ধন-স্বীকার। পাবার নেই তার কিছু, আছে দেবার দহনে নিঃস্ব হয়ে নারী সর্বস্ব বিলিয়ে দেয় সংসারের প্রতিটি দিনে, স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, আনন্দ, আহারা। কি নয়?

যন্ত্রণায় বৈদেহীর চোখে জল এসেছে। পুরুষ চিরকাল প্রেয়সীকে দেখতে চায় মোহিনীমূর্তিতে কিন্তু, সে বোঝে না সেই মোহিনীরূপ বজায় রাখতে কতটা সময় নষ্ট করতে হয়। এন বৈদেহী এতটা কষ্ট সহ্য করছে, কেন? পরিমলের চক্ষে তার রূপহীন দেহকে লোভনীয় করে তুলতে। যদি সে সক্ষম হয়, তবেই অন্তরে ঘটবে প্রবেশাধিকার। বাহির যতক্ষণ পুরুষকে তৃপ্তি দেবে ততক্ষণই সে প্রিয়ার দোষগুণ সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে। রূপযৌবন যাদের নেই সে নারীরা পুরুষের কৃপার পাত্রী, তাদের ভালবাসা অসম্ভব। লীলাবিভ্রমে শোণিতকে যে চঞ্চল করে তোলে, সেই প্রিয়া। গুণবাহুল্যেও আকর্ষণীশক্তি জন্মে না নারীর। মোহিনী সাজা চাই-ই তার, চাই। নইলে পুরুষ ভুলবে কেন?

বৈদেহী, বৈদেহী! অলক্ষিত স্বর প্রশ্ন করে—তুমি কি দেখে ভুলেছিলে, বল? পুরুষ যে দেখেনি তা-ও তো নয়। কিন্তু, প্রেম দিলে রূপকে। কুৎসিৎ পুরুষকে তুমি তো পারনি ভালবাসতে। সুতরাং, আশা কর কেন শুধু অন্তঃকরণ বা গুণ দেখে তোমাকে বেছে নেবে পুরুষ? পুরুষ জৈবিক-শক্তির ক্রীতদাস। সে চায় রূপ যৌবনকে জাগ্রত করে তুলবার মনোহারিত্ব। তুমি গুণী, তুমি

কেন সাধাবণ মেয়েব মত সাধাবণ পুরুষেব কাছে সুখ আশা কবেছিলে? তোমাব উচিত ছিল প্রেম দেওয়া—গায়ককে, যে প্রযোজন হ'লে অশরীবি হ'তে পাবে. যে পবিমল লাহিড়ীব মত বক্তমাংসেব মানুষ নয়। সে তোমাব অসামান্যতাব মূল্য দিতে পাবত নিজেব অসামান্যতাব প্রলাপে। সাধাবণ নাবীব পাবাব বস্তু তো তোমাব নয়, বৈদেহী। তবু, তোমাদেব মত মেয়েবা ভুল করে সাধাবণ ঘবসংসাব, হাঁড়িবেড়িব মোহে অতি সাধাবণ পুরুষকে আত্মদান করে। সে জীবন তোমাব নয়, তাব পশ্চাৎধাবন কব তোমবা। 'পবিণাম নিদারুণ'।

তন্দ্রা থেকে আচমকা যেন ধাক্কায় বৈদেহী উঠে পড়ল। স্বপ্নের ঘোরে মনে হচ্ছিল কে যেন স্পর্শ দিয়ে তাকে ডেকে তুলেছে। কানের কাছে মৃদু সুরে কে গাইছে--

আজি ফাগুন দিনে দেখ, দিবস জাগি রয়,
প্রেমের ভাষ, শোন, সখীর নীরব কয়।
কুসুম চাহি আছে,
ভ্রমরা চাহে কাছে,
তবু সে ভুলে গেছে,
বিরহ নদী বয়।

চেয়ে দেখল বৈদেহী খবরের কাগজখানা উড়ে এসে গায়ে পড়েছে তার। কোনও মানুষ ঘুম ভাঙাবাব জন্য কানের কাছে গান ধরেনি।

"উঃ। বৈদেহী আবাব শুয়ে পড়ল। সাবা মাথা শীসাব মত ভারী, শরীরে একটা বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করেছে। হাত পা অবশ, নিজেদের কাছে অনিচ্ছুক সারা শরীব মন্থন করে যেন সুরাসুরের দ্বন্দ্ব চলছে, বমনোদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে মুখচোখ জ্বালা করছে।

অধীর ব্যাকুলতায় বৈদেহী একটানে ভারী টুপিটা খুলে ফেলল। মনে হ'ল মাথাব ওপর থেকে স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বত নেমে গেল।

আয়নার সম্মুখে দাড়াতে দেখা গেল মাথাব ওপরে একঝাঁক কুঞ্চিত চুল. তবে তো তাব সমস্ত কষ্ট সার্থক হয়েছে। আনন্দে বৈদেহীব কাছে ভারী মাথাটাও সাময়িক ভাবে হাল্কা হয়ে গেল।

চুল কুঞ্চিত হওয়াতে পেছনের দিকে সরে যেয়ে মাথাটাকে একটু বেশী খালি লাগছিল। অবশ্য সেটা বৈদেহীর চোখে পড়ল না। চিরুণী দিয়ে চুল

সাজাতে সাজাতে বৈদেহী ভাবল, আজ যখন আসবে, তখন তো চুল এতই সুন্দর থাকবে। ও নিশ্চয় ভাল বলবে।

বৈদেহী চোখের সম্মুখে পরিমলের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন দেখতে পেল। রূপহীনার অতি সন্নিকটে একযোড়া তুলীদিয়েআঁকা নয়নে যেন সপ্রংশস মুগ্ধভাব ফুটে উঠল। বৈদেহী গুনগুন করে এক লাইন গান ধরল—

"গোবিন্দ মুখরাবিন্দ কোটি চন্দ্র হবে"—

সত্যই তো, প্রিয়ের মুখ কোটি চন্দ্রকে লজ্জা দেয়।

পরিচারিকা এসেছিল ঘর ঝাঁট দিতে। দীর্ঘ বেলা অবসান হয়েছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য্য গমনোন্মুখ। বৈদেহী তাড়াতাড়ি আয়নার কাছ থেকে সরে শোবার ঘরে চলে এল।

পাখা তখনও ঘুরছে। পরদা, বিছানার চাদর বন্ধনমুক্ত হ'বার প্রবল প্রচেষ্টারত। বৈদেহী পাখাটা বন্ধ করে দিল। সারামন দেহের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। একটা অলস নিরানন্দ, অহেতুক বিরক্তি।

বৈদেহী ভাবল, ভগবানের ওপর হাত চালাতে গেলেই এ দশা হয়। কেন যে চুল কোঁকড়াতে গেলাম? যেমন ছিল, তাই ভালো ছিল। এখন শরীর এত খারাপ লাগছে। আজ ও এলে ভাল করে হয়তো কথাই বলতে পারব না। গাইতে পারব না ভাল করে।

বৈদেহী মুখ ধুতে গেল। কলের ধারাযন্ত্রে সর্ব্বশরীর সিক্ত করে ঘরে ফিরে প্রসাধনে মন দিল।

সাধারণতঃ, বৈদেহী প্রখর বস্ত্র পরে, নিজেকে সেই রঙের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। আজ মনের শান্ত বিষাদে সুর মিলিয়ে পরে নিল ভ্রমরপাড়ের সাদা সূক্ষ্ম শাড়ী। গায়ে প্রথমে হাতাশূন্য লাল সিল্কের জামা, পরে পরিবর্ত্তন করল গেরুয়া কিংখাবে। নিপুন হস্তে চোখে সুরমা লাগিয়ে পাউডারের তুলী চামড়ায় বুলিয়ে বৈদেহী প্রসন্ন হাসি হাসল। মাথাধরা ছেড়ে গেছে, শরীর লঘু বোধ হচ্ছে। ইভনিং-ইন্‌-পারীর সৌরভ দেহে বিলেপিত হয়ে অগুরুগন্ধের মিশ্রনে মাতাল করে রেখেছে।

কিন্তু একবারও বৈদেহীর মনে উদিত হ'ল না যে প্রিয়ের চিত্ত অধিকার করে থাকতে পারে অন্য নারী। সে তরুণীর লীলায়িত তনু। বিধাতা নিজের হাতে অপরূপাকে সজ্জিত করে দিয়েছেন। শ্রীহীন দেহকে কৃত্রিম

শোভায় সজ্জার প্রয়াস তার করতে হয় না। যে মনে প্রবেশের ব্যাকুলতায় বৈদেহীর ভীত চিত্ত অনুক্ষণ নিজের দীনতায় সঙ্কুচিত হচ্ছে, সে মনে সাম্রাজ্ঞীর গৌরবে দণ্ড চালনা করছে অন্য নারী।

অজ্ঞান তিমিরে সুখী বৈদেহী আয়নার সম্মুখে সজ্জা করতে লাগল। রক্ত অধরে রঞ্জনীরাগ বিলেপিত হ'ল। ওই তো, মুখমণ্ডলে পুষ্পরেণুকা। গুরু নিতম্বে আগে ছিল মেখলা, এখন আধুনিক শাড়ীর রেখার টান। চুলে ফুল না থাকলেও গুছি আছে। উৎসুকা সজ্জা করছে প্রাচীন যুগের ন্যায় শেখরেশ্বরের ধ্যান-ভঙ্গে। কত ধ্যান ভাঙে, কত ধ্যান ভাঙে না। তবু তো প্রসাধনে নারীর রুচি। বৈদেহী, সেই সজ্জাভিলাষিনীর দলে মিশে যাও। যুগে যুগে রূপের তপস্যা করে নারী। এতো স্বতঃসিদ্ধ। এখনই বহু গৃহের মুকুরে প্রতিফলিত হচ্ছে বহু উৎকণ্ঠিতার প্রসাধন-বাহুল্য। এমনি সন্ধ্যায় বল্লভ-প্রসাদনে কামিনীরা কামের আরাধনা করছেন লাবণ্যের পরিমার্জনে। প্রিয়-পদ-নিরীক্ষণকারী যুগল অক্ষি কজ্জলিত হচ্ছে।

চন্দ্রালোক আবার মর্মরে অবলুণ্ঠিত। যন্ত্রের সম্মুখে বৈদেহী, একটু দূরে পরিমল।

অনবদ্য শক্তি বৈদেহীর। কণ্ঠের কলস্বর শ্রোতাকে বিগলিত করে দেয়। সে শক্তি তার সঙ্গীত, সে তার সঙ্গীত। কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্র কখনও আদরে গলে পড়ছে, কখনও বা ঝঙ্কারে দিক প্লাবিত করে তুলছে।

প্রসন্নবাবু কিছুক্ষণ আলাপের পরে সান্ধ্য-ভ্রমণের উদ্দেশে উঠলেন। অন্য দিনের প্রথায় পরিমলকেও ডাকলেন সঙ্গে যেতে। পরিমল বলল, "আজ একটু মিস রায়ের গান শুনতে চাই। আজ বেড়োব না।"

প্রসন্নবাবু প্রসন্ন মনে একাই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এই রূপবান যুবক মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনকেও অধিকার করেছিল। চিরদিনের রূপপিপাসু তিনি। নিজে রূপবান ছিলেন না—সহধর্মিনী কুৎসিৎ। একমাত্র আদরের সন্তান বৈদেহী হতকুশ্রী।' তাঁর জগতে রূপের শ্রেষ্ঠ প্রতীক এসেছে পরিমল।

বেড়িয়ে যেতে যেতে মুখ ফেরালেন তিনি। শাদা কাপড়ে শুভ্রা বৈদেহীর পশ্চাৎদেশ দেখা যাচ্ছে। পরিমল বসে আছে পাশে। হঠাৎ মনের কোণে ছবি ভেসে এল পিতার—এমন কি বেমানান হ'বে? তরুণ কন্দর্পপ্রতিমকে

জামাতার আসনে বসবার গোপন লোভ ছিল তাহ'লে মনের কোণে কোণে? লোভ! ভবিষ্যৎ তিনিই গড়ে দেবেন অর্থের জোরে। কিন্তু নিরাশ হয় চিত্ত দুহিতার শ্রীহীনতার স্মরণে। অসম্ভব! এ বৈদেহীকে বিয়ে করতে পারে না। কাজ কি বৃথা স্বপ্ন-বপনে! কিন্তু, এমন কি বেমানান হবে?

বসবার ঘরের আলো নিভন্ত। চন্দ্রালোক লুটিয়ে পড়েছে। বৈদেহী আবার সুরের দেবী। ভক্ত মুগ্ধ পরিমল। দূরে বাতাসে চাঁপার গন্ধ, গাছের আড়ালে বসন্তের যূথভ্রষ্ট মহানগরীর কোকিলের ডাক সহসা বিস্ময়ের উপাদান যোগায়।

"গান, গান। আরো গান!"

কি গান গাওয়া যায়? কি গান গাওয়া যায়? যখন বাতায়নের বাহিরে বসন্তের মহোৎসব, মনে প্রেম, দৃষ্টিতে প্রিয়তম? গানের দল মনে ভিড় করে আসে, গানের কলি মনে পড়ে না। প্রাণ চায় গানের মধ্য দিয়ে প্রাণের কথা কানে কানে বলতে। বৈদেহী, গান করো। ভুলিয়ে দাও বর্ত্তমান, দীর্ণ হয়ে খসে পড়ুক অতীত, ডেকে আনো ভবিষ্যৎ, সে ভবিষ্যতে তোমার আশা আছে।

ফাগুন রাত্রের সঙ্গীত বেজে ওঠে এক্ষে, ধরা দাও আমার কণ্ঠে। স্বপ্নের সুরে কানের কাছে বেজে উঠল স্বপ্নে শোনা গান—

"আজি ফাগুনদিনে দেখ, দিবস জাগি রয়"—

সঙ্গে সঙ্গে বৈদেহীর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হ'ল সেই চির পুরাতন, চির নূতন সঙ্গীত:—

এসো ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমের বন্ধনে,
আকুল যৌবন এ দেহ-নন্দনে।
কামনা শিহরায়,
তোমারে বুকে চায়,—
—এ প্রেমে মেশামেশি পঙ্কচন্দনে।
আজি ফাগুনদিনে দেখ, দিবস জাগি রয়,
প্রেমের ভাষা শোন, সমীর ধীরে কয়।
কুসুম চাহি আছে,
ভ্রমরা ডাকে কাছে,

তবু সে ভুলে গেছে ?
—বিরহ নদী বয়।
তোমারি শুনি বাণী
আকাশে কাণাকানি ,
সাগরে ঢেউ, জানি,
তোমারি হাতছানি।
—আমারে ডেকে নাও প্রেমের প্রাঙ্গনে।
জীবনে দেখা যদি পেয়েছি, প্রিয়তম,
তবু কি দূবে রবে সুদূরে চাঁদ সম ?
দেহের সীমানায়
প্রণয় মিল চায়,
বাহুর ডোবে মাগি হৃদয়-রঞ্জনে।
আহা, প্রখব রবিতাপে বিবশ মম দিন ,
হিমানী-সিত রাতি তুষারে নিদহীন।
আর তো ফুল নাই,
ভ্রমরে কোথা পাই ?
গান তো মরে তাই,
সকলি প্রাণহীন।
তুষার-রাতি তলে
তপন-মনি জ্বলে ,
প্রখরে ম্লান করে
নয়ন-ধারা ঝরে।
—জাগিয়া ওঠে গান তোমারি চুম্বনে।
ঘুমায়ে পড়ে প্রাণ বাহুর বন্ধনে।

বসন্তসায়াহ্নের সকল রমণীয়তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়ানো। সন্ধ্যার মাদকতা-ভরা জ্যোৎস্না জলেস্থলে আপন আসন বিছিয়ে নিয়েছে। শুভ্র রজতজালে বৈদেহীর বাড়ীর মাঠ যেন বেষ্টন করা হয়েছে। প্রফুল্ল যামিনীর সমস্ত কোমলতা, বসন্তের রাত্রির সমস্ত মাধুরীর বিশিষ্ট একটা রূপ বৈদেহীর সঙ্গীতে ধরা দিয়েছে।

উদাস করুণ স্বরজাল আনন্দে পরিপূর্ণ যৌবনকে উদ্বেল করে তুলল। দেহে বসন্তের বিকাশ না হ'লেও অন্তর যে বৈদেহীর যৌবনের আক্রমণে বিধ্বস্ত। তার মনপ্রাণ সব সে এই সঙ্গীতে মিশিয়ে দিয়েছিল। স্বপ্নে অজানা কে তার কানের কাছে যে সুরের উদ্বোধন করেছিল, সেই সুর বৈদেহী তেমনি করে ফুটিয়ে তুলেছে নিজের পাপিয়া-কণ্ঠের অনুপম স্বরশিক্ষায়।

নির্ব্বাপিতদীপ-কক্ষে পরিমল গায়িকার ভাবলেশহীন, রূপলেশহীন মুখ দেখতে পারছেনা, কণ্ঠের সুর-অলকারই সন্ধান পাচ্ছে, ওই চিন্তাই বৈদেহীর মনে অপার তৃপ্তি এনেছিল। সঙ্গীতের ধারায় তাই তার হৃদয়ধারা এমন ভাবে মিশে গেল। মনের কথা গানের সুরে ভেসে গেল বাঞ্ছিতের প্রতি।

পরিমলের মনের কামনা, প্রেমের তার আকুল অভিযোগ যেন কবি নিজে অনুভব করে নিয়ে নিজের কথায় প্রকাশ করেছেন। এতো তারই অন্তরের অনুনয়—সেই চিরকঠিনা নারীর প্রতি। সে নারী আইভি। সে ধরা দেয়না, কেবল দূর থেকে পাগল করে রাখে।

পরিমলের মনে পড়তে লাগল দিন দুই আগে অপরাহ্নে বৃক্ষলতার নিবিড় ছায়াতলে আইভির নিমীলিত নয়ন। সে নয়ন কি প্রণয়ের আলোকপাতে তার প্রতি উন্মীলিত হ'বে না?

—কামনা শিহরায়
তোমারে বুকে চায়—

জাগরণ চা । পরিমলের উতপ্ত যৌবনের উত্তাপ, তার প্রেমের উচ্ছ্বাস পাষাণীকে স্পর্শ করেনি। সে কি প্রথম প্রণয়ভীতা কিশোরী? মুখর বসন্ত-দিনের মতই পরিপূর্ণা সে, শ্রাবণের উচ্ছ্বসিতা তটিনীর মত। কোন সংকোচ, কোন অপূর্ণতার আভাসমাত্রও তার উজ্জ্বল মদিরনয়নে, ব্যঙ্গহাস্যে বঙ্কিম অধরপল্লবে, বঙ্কিম কপোলে দেখা যায় না।

তবু তাকে চাই পরিমলের। তার যৌবন-নিকুঞ্জে পিক উতলা হয়েছে তারই জন্য, অন্তরের মুরলীধ্বনিও সেই পলাতকাকে অনুসরণ করে ফিরছে। এই নিবিড় বসন্ত-নিশীথে, বকুলের সৌরভ, মলয়ের বীজন, সমস্তের মধ্যে তাকে চাই। সমগ্র বসন্তঋতু, পুরুষের যৌবন উন্মুখ হয়ে তাকে প্রার্থনা করছে। জাগরণ চাই!

পরিমলের আত্মবিস্মৃত চিত্তে আইভির প্রেমের সঙ্গে বৈদেহীর গান মিশে

গেল। বৈদেহীর অপরূপ সুরলহরী পরিমলের মনে আইভিকে আরও প্রকাশমান অবস্থায় জাগিয়ে তুলল।

মানুষে এত সুন্দর গাইতে পারে! একি সুরের দেবী? কি সুন্দর, কি সুন্দর! এব ভুবনভোলা মনে যে ধ্বনি-তাল একসঙ্গে নৃত্য করছে, সে মন পরিমলেব করতলগত। একটি কথায় এই গায়িকা পরিমলের সম্পত্তি হ'বে। এই সঙ্গীত, যা তার মনের তারুণ্যকে সম্যক্ স্পর্শ করছে, যৌবনের নিগূঢ় অর্থ নয়নসম্মুখে উন্মোচিত কবে ধরেছে, সে সঙ্গীত পরিমলের জীবনকে পূর্ণ কবে থাকবে চিরকাল। রূপ? সে তো তুচ্ছ জিনিষ, যৌবনের সঙ্গে শেষ হয়। কোন গান মানুষকে এত বিচলিত করে? উন্মাদ যৌবনকে এত বুভুক্ষ কবে তোলে? মনের ক্ষুধা জেগে উঠছে লোলুপ গ্রাসে। কি চাই তার?

আইভি, আইভি! আইভিকেই তো তার যৌবন আহ্বান করছে—

এসো ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমের বন্ধনে —

এসো তুমি, এ জীবনের একমাত্র প্রিয়তমা! ব্যথিত বসন্ত কি পুষ্পসুবাসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীরব্ হ'বে? এই অনন্ত ফুলেব মেলা, কোথায় তোমাব ফুলসাজি? ফুলের মত সুন্দর তুমি, আর দূরে দূরে থেক-না।

সঙ্গীত নীরব হ'ল। মৃত্যু জ্যোৎস্নালোকে গায়িকা উঠে দাঁড়িয়েছে পরিমলের দিকে মুখ করে। কেবল তার সাদা শাড়ী এবং কাল চুল স্পষ্ট দেখা যায়, আর সব তার অস্পষ্ট, পরিমলের মনের কামনার মত অশরীরি যেন।

পরিমল উঠে দাঁড়াল। মন তার আন্দোলিত। অতি নিকটে এগিয়ে এল সে ব্যগ্র দু'বাহু প্রসারিত করে। অপরূপ 'সুন্দর মুখ তার হৃদয়তাপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আরক্ত সুন্দর সে মুখে অতৃপ্ত কামনা, অসীম বাসনা লীলা-খেলা করছে। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু তার চোখের অত্যুগ্র প্রণয়জ্যোতি অনুভব করে বৈদেহীর চঞ্চল হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হ'ল। পরিমল বৈদেহীর দিকে আরও একটু অগ্রসর হয়ে এল মূর্ত্তিমান যৌবন ও প্রেমের প্রতীক রূপে। সারা দেহে তার বসন্তের সানুনয় ইঙ্গিত। বৈদেহী সেখানে দাঁড়িয়ে রইল "নগরাজাধিতনয়ার ন যযৌ ন তস্থৌ" রূপে। এখনি বোধহয় বন্যার প্রাবল্যে প্রেম নেমে আসবে তার ওপরে। জীবনের প্রথম সে স্বাদ। বর্ত্তমান জীবনের গতি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সুদূর প্রান্তরে। মনের একদিক সজোরে বলে ওঠে:

পালাও, পালাও, বৈদেহী। এখনি চূর্ণ হয়ে যাবে তোমার আশ্রয়, ভেঙে পড়বে তোমার আড়াল। তোমার কাঠিন্য-উদাস নির্লিপ্ত তা তোমার আড়াল, তোমার গান তোমার আশ্রয়। বন্যায় ভেসে গেলে নিশ্চিত তোমার মৃত্যু। বাঁচতে চাও তো পালাও।

কিন্তু, এখনি বোধহয় ওই মোহন অধরে বিকশিত হয়ে উঠবে প্রথম চুম্বন—দ্রাক্ষার ন্যায় সরস, সম্পূর্ণ চুম্বন নেমে আসবে বৈদেহীর কুমারী অধরে। গানের চুম্বন জীবনে পাবে গায়িকা। অহেতুক উদ্বেগে বৈদেহী কম্পিত হ'ল। আঃ, প্রেমে তো শুধু সুখ নয়, শুধু আনন্দ নয়—উদ্বেগ-আশঙ্কা-ভীতি। তবু তো চাই।

একমুহূর্ত শুধু, প্রতীক্ষার ভারে দীর্ঘতর একটি মুহূর্ত। 'আইভি!' উচ্চারণ করতে গিয়ে চমকিত পরিমল এস্তপদে সরে' এসে আলো জ্বালিয়ে দিল। জ্যোৎস্না রাত্রি তার অপার মায়া নিয়ে বাতায়নের বাইরে মিনতি করতে লাগল। ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোকে রূপহীনা গায়িকার দিকে তাকিয়ে অবিচলিত কণ্ঠে পরিমল বলল, "চমৎকার!"

চোখে তার মোহের সামান্য আভাসও নেই।

বারো

ওই দেখ বসন্ত রাত্রির অবশেষ—রঙ্গমঞ্চের বাহিরে শুষ্ক পত্রস্তূপে পদধ্বনি শোন বিগত বসন্তের। পুষ্পশরাগের আত্মাহুতি দেখ বিবর্ণ বনপথের পায়ে পায়ে। যে আরক্ত গোলাপ ফুটেছিল কৈশোর-প্রেমে, সে গোলাপকে কই তুমি তো জীবন দিয়ে সঞ্জীবিত রাখলে না? তোমার বসন্তদিনের ফুলসজ্জার কোন মূল্যই দিলে না তুমি প্রাত্যহিক দিনযাত্রায়। আপনি ফুটেছিল গোলাপ, অনাদরে ঝরে গেল। গোলাপহারা বিবর্ণ দিন রঙের স্মৃতিটিও মুছে ফেলল। আমি জানতাম।

আজ শ্রীমতী লিলির সঙ্গে শ্রীমান সুনীলের শুভ উদ্বোধনক্রিয়া শ্রীমতীর প্রাসাদতুল্য ভবনে সুসম্পন্ন হ'বে। শেষ পর্যন্ত জয় হ'ল মিসেস চকের। ধন্য মহিয়সী। হেরে গেল সুজাতা—হেরে গেল ভীরু কিশোরপ্রেম সাশ্রুনেত্রের

করুণ মিনতি নিয়ে। মিসেস চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র নিজের কর্ত্তব্য পালন করে দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করে তুলল।

ছবির উপযোগী ফ্রেম রচনা হয়েছে নিসন্দেহে। লিলির বাইরের ফটক চক্রাকারে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। নীল চন্দ্রাতাপের নীচে আনন্দের হাট বসেছে। কৃত্রিম জলপ্রপাত ঊর্দ্ধে নানারঙে ছড়িয়ে পড়ছে মৃদু সৌরভ বিকীর্ণ করে। এক কোনে শ্বেতাঙ্গ-বাজিয়ে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে, অবকাশে দাড়ি নেড়ে মিয়াসাহেব ধরেছে শানাই। বীরত্বে, কারুণ্যে মাখামাখি। আহা! আহা!

লাল কাঁকড়ের পামাকীর্ণ পথে মহামূল্যশাড়ীলোটানো মহিলারা ধীর, ভগু ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন আড় চোখে এ ওর বেশ দেখে দেখে। হীরার বালা, মোতির মালা আলোর খেলা দেখাচ্ছে। চম্পক বেনারসীর সঙ্গে সিফনের শাড়ী মিশে যাচ্ছে, বাঙ্গালোরের সঙ্গে সবুজ ক্রেপ। রূপ ও রূপার জয়ধ্বজা উড়ছে। ওহো! ওহো!

মিসেস চক্রবর্ত্তী আগেই এসে গেছেন সস্মিতাননে। আইভি আসবে বরকে নিয়ে। মিষ্টার চক্রবর্ত্তীকে চিনি না, তাই কোথায় পালক মেলে বিচরণ করছেন তিনি, বলতে পারছি না। পারাবত-মুখে ধাড়ী বাজপাখীর মত মিসেস চক্রবর্ত্তী নিউ-মাউণ্ট চশমার ঝলক তুলে ফিরছেন। ঠিক মনে হচ্ছে শিকরে বাজের মত পায়ে পায়ে নৃত্য করছেন উনি। পরিধানে পোষাকের নীচে সাহেব বাড়ীর করসেট, প্রৌঢ়ার মাংসল তনুর শাসন। চুনকাম করা মুখে লাল বিস্তৃত ঠোঁট—বয়সের তাপে শিথিল। জামাটা রঙীন, শাড়ীটি শাদা—গুড্‌নেস্ নোস্‌ —কি শাড়ী ওটা। পালক যে নয় সেই যথেষ্ট।

আমি বড় ফ্লিপান্ট হয়ে যাচ্ছি, না? কি করব, বল? এমন দৃশ্য দেখলে আমি যেন কেমন হয়ে যাই। প্রেমে গলাগলি—মাখামাখি—চাটাচাটি—জীবন-ব্যাপি আনুগত্যের অঙ্গীকার। বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন, স্মৃতির ধ্যান, চুম্বনের পিরামিড। অবশেষে, ‘সমাজ সংসারই’ সত্য প্রতিপন্ন, ‘দু'জনে মুখোমুখি’ মিথ্যা হয়ে যাওয়া। অহো, কর্ত্তব্যের বেদীতে কি বলিদান!

এ রকম ক্ষেত্রে আমার দুঃখ হয় না, ক্ষোভ আসে না, বিদ্রূপের ‘ব’ও মনে জাগে না। আমার পায় হাসি। বড় হাসি পায়। মনে অনাবিল আনন্দ জাগে। মানুষের কত আশা আছে? দুর্ব্বল মানুষ তো আর দুর্ব্বল নয়, হৃদয়-বৃত্তির দাস নয় সে। শীঘ্রই দেবত্ব এল বলে।

'কই, বর কই ?' ডিনারের মনোহরা ও ভেটকীর ফ্রাইয়ে পরিতৃপ্ত প্রৌঢ় ব্যক্তিরা গুঞ্জন তুললেন। যৌবনের অমিতাচার ও অতিভোজনের ফলে বাত বা বহুমূত্রের রোগী তাঁরা। তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকেবুকে গেলে বাড়ী ফিরে ঢোলা পোষাকে পাখার নীচে ঘুমমান হ'তে পারেন। বর পদার্পণ করবার পূর্ব্বে বিবাহবাড়ী পরিত্যাগ করাটা ভালো দেখায় না। বিশেষ করে, লিলির বিয়ে।

বর আসছেনা কেন ? আচার্য্য ব্রাহ্মবিবাহের জন্য প্রস্তুত বেদীর পাশে বসে আছেন। ঠোঁটের কোণায় গুছিয়ে রাখা আছে ধর্ম্ম-উপদেশ, মায় শেষের 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্'টি পর্য্যন্ত। মিসেস চক্রবর্ত্তীর নিজের বিবাহ হয়েছিল হিন্দুমতেই। লিলির দিদিমার ইচ্ছা নাতনীর ব্রাহ্মমতে বিবাহ হ'ক। মিসেস চক্রবর্ত্তী সাগ্রহে সায় দিয়েছেন—দিদিমার যে কলিকাতার প্রকাণ্ড বাড়ী-খানা পাবে নাত্নী। নিজের বাড়ীতে নিয়ে মিসেস চক্র না হয় কড়ি-খেলা-টেলাগুলো জুড়ে দেবেন। হিন্দু আত্মীয়েরা খুশী হবে।

বর আসছে না কেন ? লাল গালিচায় লিলি বসে আছে সুসজ্জিতা বন্ধুর দল। সোনালী টিস্যু-জড়ানো ক্যাকাশে মূর্ত্তি প্যান-কেকের ঘষায় আরক্তিম। কপালের পাউডারমিশ্রিত চন্দন-বিন্দু গরমের স্বেদজলে ঘেমে যাচ্ছে। পাখার দিকে চেয়ে রুমালের পাফে স্পর্শ করে করে লিলি বলে উঠছে, "ওঃ, মাই মাই !"

বর কই, বর কই ? মিসেস চক্রের দাড়ীবাজ মুখখানায় একটু শঙ্কার ছাপ। বিস্তৃত লাল অধর গুটিয়ে ভাবছেন : কিছু হ'ল না তো ? পেছুটান রয়েছে যা ছেলের ! আগে এসে ভাল করিনি। সঙ্গে করে নিয়ে এলেই ঠিক হ'ত। যাব নাকি আবার ? ফটকের পাশে চলাফেরা আরম্ভ করলেন তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে।

লিলিদের একখানা গাড়ী ছুটে গেল ছেলের উদ্দেশে।

ছোট দোতালার ভাড়াবাড়ী। একখানা পাটী বেছানো। সস্তা লাল বেনারসী-পরা কিশোরী, কবির কল্পমূর্ত্তি যেন। চোখে কাজল, হাতে কাজল-লতা। লালফিতেজড়ানো এলোখোঁপা শুভ্র গ্রীবার ওপরে। এক হাস্যমুখী তরুণী অনুপম সেই মুখখানি একহাতে ধরে চন্দনের পত্রলেখা আঁকছেন—কিশোরীর দৃষ্টি লজ্জানত। একটু দূরে বাজছে—শুধু শঙ্খ।. শাঁখাপরা একখানি হাত এঁকে যাচ্ছে সাদা আলপনার বৌ-ছত্র। টুকটুকে খুকী একটি টুকটুকে ফ্রক পরে কোঁকড়া

চুল নাচিয়ে লাফাচ্ছে। গড়েমালার বেলীর সৌরভে বাতাস ভারী, সঙ্গে একটু একটু লুচি ভাজার গন্ধ।

বর এল।• লজ্জিত বাধ-বাধ উলুধ্বনিতে সারা বাড়ী খুশীর হাসি হাসল। পট্টবস্ত্রপরিহিত পুরোহিত বরের মাথার শুভ্র সুন্দর উষ্ণীশটি স্পর্শ করলেন। সম্মুখে দাঁড়ালেন দুগ্ধধবল গরদপরা অনশনপূতা বহ্নিশিখার মত হিন্দুবিধবা। তাঁর পায়ে প্রণাম করল কে? সুনীল না?

আস্তে আস্তে ছোট কলাগাছে ঘেরা আলপনার ওপরে সে দাঁড়াল। এয়োরা হেসে উঠল চুড়ি-বালা বাজিয়ে। নূপুরের শব্দে এসে দাঁড়াল বধূসুন্দরী। সম্মুখে কে তার? সুনীল?

না, না। অন্য কেউ, সুনীল নয়, সুনীল নয়। আজ নয়,—কিছুদিন পরে অন্য একজন যাবে সেখানে। সে সুখ-স্বর্গ অন্যের অধিকারে আসবে। সুনীল সে হারিয়েছে।

টেবিলের ওপরে রাখা সুনীলের মাথায় হীরকখচিত একটি হাত পড়ল। স্বর্ণাভ-কুঞ্চিত কেশে বড় ভাইয়ের হাত রেখে ডাকল আইভি, "সুনী, ওঠো। দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

সুনীল চোখ তুলে তাকাল মাত্র। দৃষ্টিতে তার সুদূর গলির বুকে সেই বাড়ীখানি—সেই অনুপমা। রক্ত চেলাঞ্চল বাতাসে উড়ছে তার বিবাহ প্রত্যাশায়। হয়তো আজও সে প্রতীক্ষা করছে। ডাকেছাড়া লাল চিঠি আজও ও বাড়ীর ঠিকানা পায় নি।

"ওঠো সুনী, বরযাত্রীদের চা-টা খাওয়া হয়ে গেছে। ওধারে লিলির বাড়ী থেকে টেলিফোন করছে দেরী দেখে। লোকও এসে গেছে। অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কি?"

"লাভ-লাভ করেই গেলে তোমরা!" সুনীলের উষ্মা শুনে আইভি তার মাথার কাছে টেবলে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে সে শুনল, তারই কণ্ঠে যেন মিসেস চক্রবর্ত্তী কথা বলছেন। অবচেতনায় বদ্ধমূল হয়ে আছে মাতার এতদিনের উপদেশ-বাণীসমূহ। প্রয়োজনবশে বা'র হয়ে এল।

"সুনী, বিয়েটা ছেলেখেলা নয়। সারাজীবনের ব্যাপার। চোখের দেখায় যাকে ভালো লাগে, সে-ই ভালো হয় না। ভিন্ন সমাজের মেয়ে চলবে না আমাদের মধ্যে। তারও অসুখী হওয়া, তোমারও অসুখী হওয়া। ওঠো, জামা-টার

বোতাম পরিয়ে নাও।" বেয়ারাকে ডাকব? পিসী নীচে চন্দন নিয়ে বসে আছেন।"

সুনীল নিজেই প্রসাধনের এটা-ওটা ঠিক করে নিতে লাগল নিরুত্তরে। সত্যই তো, দেরী করে লাভ কি; এখনি সাজতে হ'বে ধনীর জামাতা, লিলির উপযুক্ত স্বামী। কোথায় বা থাকবে সুজাতা?

আইভির গলা নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলে যেতে লাগল, "আমাদের মায়ের কথা ভেবে দেখ, সুনী। কত কষ্ট করেছেন উনি। মা নিশ্চয়ই জানেন কিসে তোমার ভাল।"

সত্যই কি মা জানেন কিসে ভাল? আমি কি তা বিশ্বাস করি? নইলে কি করে সুনীকে বোঝাচ্ছি? মজ্জমান নাবিকের মত তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরল আইভি। দেখি, চেয়ে দেখি সুনী কেমন করে একজনকে ভালবেসে অন্যকে বিয়ে করে। ওকে দেখলে আমিও বুঝব আমি পারব কি না। আমার ভাই পারল, আমি পারব না? সবাই তো এই করে। যদি দেখি সুনী সুখী হয়েছে আমিও হ'ব, আমিও হতে পারব। মন্ত্রগুপ্তির কুসংস্কারে গোপনে আইভির মন আঁকড়ে ধরল কল্পনাটা।

গরদের ধুতিজামা খস্‌খসিয়ে গাড়ীতে উঠল সুনীল। পাশে বসল আইভিলতা। সারা রাস্তা মিসেস চকের আত্মা আইভিলতার মুখে কথা বলে যেতে লাগল, যেন আইভি নিজের মনকেই বোঝাচ্ছে দীর্ঘদিনের আলোচিত তর্কাবলী দিয়ে দিয়ে।

"দেখতো সুনী, এ বিয়েতে তোমার কত সুবিধা। নাম, পরিচয়, টাকা। আর সেখানে বিয়ে করে পরের দিনই ছুটতে হ'ত কেরাণীগিরি কাজের জন্যে। আমাদের একটা পরিচয় আছে, যাকেতাকে বিয়ে করাটা বংশের প্রেস্‌টিজ্‌ নষ্ট করবে। বংশের নামের জন্যে এ ত্যাগটুকু তোমার করা উচিত।"

সুনীল দুষ্টু ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, "কিন্তু, লিলি—She is a silly girl."

"না, মোটেই না। লিলি একেবারেই সিলি নয়, সুনী। তুমি তো ভাল করে মেশনি। তাহ'লে বুঝতে পারতে তোমার সুজাতার চেয়ে কত ভালো।"

চাবুক খেয়ে গাড়ীর বায়ুমণ্ডল যেন ও নামে লাফিয়ে উঠল। সরে গেল তারা—অন্ধকারে ফুটে উঠল একটি মুখ, কমল-কোমল। বহুবার পরিচুম্বিত

ঈষৎ স্ফীত রক্ত-অধরে সকাতর বিনতি—'না, না। যেও না।' কিন্তু, সুনীল, নিশি যাবার আগেই চলে গেলে তুমি !

স্থির দৃষ্টিতে একবছর দশমাসের বড দাদাকে লক্ষ্য করে যেতে লাগল আইভি। সরু আঙ্গুলে দৃঢ় করে-ধরা সুনীলের হাত। না, তারা ডুবতে দেবে না, টেনে তুলে রাখবে শক্ত জমিতে, সেখানে প্রেমের পিচ্ছিল মসৃনতা নেই। শক্ত-শুষ্ক খট্‌খটে জমি, লাঙল চালালে ভাল ববিশস্য জন্মাবে।

গম্ভীর ভাবে আইভি বলল, "এই তো বাড়ী এসেছে, সুনী। অত গোমডা মুখ কোরনা সুনী, here is a darling. গান গাইতে বল্লে প্রথমে বাংলা গান কোব, পরে ইংবেজি।"

সুসজ্জিত সুনীল মার্টাবেব মত মুখে গাড়ী থেকে নামল। হ্যাঁ, সে আর কোন দোষে দোষী নয়। বংশেব মান বজায় বাখতে সে নিজেকে বিসর্জ্জন দিচ্ছে। এই চিন্তা তার মনকে লঘু করল। সচকিত হয়ে দেখল সে, তাকে কেন্দ্র কবে এক বিরাট উৎসব। মায়েব স্মিতমুখ দেখল ফটকের পাশেই—এমন মুখ মায়ের গলার ওপবে জীবনে দেখেনি সে—গৌরবে ঝলোমলো। পিতার চির অপ্রসন্ন মুখে হাসি। এত টাকা লিলিদের ! এত আলো, এত সজ্জা ! মার্টার সুনীলের মন ক্রমে ক্রমে হাস্যতরল, পুলকচপল হয়ে উঠল। সুনীল ঠাট্টাতামসায় পুরোদমে যোগ দিল। উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে বাহবা পেল, এবং লিলির বন্ধুদের কাছে লিলির সজ্জিত রূপের প্রশংসা করে শ্রীমতীব প্রিয়তর হল।

আর—একটু দূরে দাঁডিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল সব কিছু—আইভি, যেন সে দেখছে নিজের ভবিষ্যৎ। স্বতন্ত্র হয়ে নিজেকে উৎসবক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনল সে জীবনের চরম ও পরম মীমাংসার উদ্দেশে।

এই তো সুনী দিব্যি বিয়ে করছে। দেখা যাক, ও সুখী হয় কিনা। ও যদি হয়, আমিই বা হ'ব না কেন ? একই অবস্থা তো। আমাদের তো খেয়ালের ঝোঁকে বিয়ে করলে চলে না। It must be a marriage of convinience.

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আইভি নীল চন্দ্রাতপের নীচে বিবাহবেদী দেখছিল। সকল কুমারীর মত মনে স্বপ্ন জেগে উঠল তার অপরের বিবাহ-সভায়। নক্ষত্রের মত সুন্দরী-পরিবেষ্টিত সুনীল। দুইটি হৃদয় এক হয়ে গেছে—দুইটি শরীর এক হ'বার অপেক্ষা করছে।

যেন কার অঙ্গসৌরভ ভেসে এল বাতাসে—চুরোটাকার গন্ধ পুষ্পসারের সুবাস ? কাল চুলে আইভির কার সস্নেহ স্পর্শ ? পৌরুষদৃঢ় বক্ষ লাগছে আইভির পৃষ্ঠদেশে। এখনি নম্র ওষ্ঠাধরে জ্বালা এনে দেবে তার কৌশলী চুম্বন। দেহে রোমাঞ্চ হ'ল আইভির। কঠিন বাহুপাশের আরাম আইভি একবার জেনেছে—আবার চাই। এখনি চাই। এই মুহূর্ত্তে চাই পরিমল লাহিড়ীকে। অটুট যৌবন বন্যার প্লাবনে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক নামহারা সব-হারাণোর সাগরতীরে। একটি ছোট শয্যা—জগতে দু'জনের আর কি লাগে ?

তবে কি তার দেহকে ভালবাসি, তাকে নয় ? তা'হলে, ভয় কি ? অন্য দেহের আস্বাদে ভুলে যাব তাকে। তৃপ্তি পেলে ভুলে যাব। তাই কি শেষে ? প্রেম নয় ? তাহ'লে তো বেঁচে যাই।

যাই হো'ক, চাই তাকে চাই। এখনি। এক শয্যায় উতপ্ত আলিঙ্গনে চাই রূপ তার—আমার রূপ চাই তার ভোগ্য করতে। তপ্ত অধরের শানিত চুম্বন নামুক আমার অধরে—নিরবিচ্ছিন্ন পীড়নে—এক মিনিট নয়—দীর্ঘ, দীর্ঘতর হ'ক চুম্বন। এখনি চাই। চলে যাব তার কাছে। বাইরে গাড়ী আছে।

খস্ খস্ খস্। "কোথায় যাচ্ছ, ইভী, এখন এমন পাগলের মত ?" মিসেস চক্ বাজপাখীর নির্ভুলতায় কন্যার ওপরে লাফিয়ে পড়লেন। "খাওয়াটা মিটিয়ে নাও, আর চোখ মেলে দেখে মনে সুবুদ্ধি আন।"

উত্তেজনা অন্তে অবসাদে আইভি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

"এখানে বনে-জঙ্গলে কেন ? ওদিকে সবাই রয়েছেন, ওধারে যাও না। আর তোমাকে নিয়ে পারি না, ইভী। দেখ, জীবনটা কি। ছেলেখেলা নয়। এই সমাজে তোমার পাশে কাকে মানায়, বুঝে দেখ। সুনীকে দেখ। ও সামান্য মুখ-ভারটুকুও এখনি মিলিয়ে যাবে। ইভী, আমার কথা শুনে চল।"

তাই হ'ক তবে। অহোরাত্র মাতার প্রহরা সহ্য হয় না আর। প্রতিটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত্ত মাতা অহেতুক আঘাতে চূর্ণ করে দেন নির্দ্দয় ভাবে। মনে জাগে ক্ষোভ, জাগে গ্লানি। অযোগ্যকে ভালবাসার আত্মধিক্কার মনকে দহন করে।

উভয়পক্ষের নিমন্ত্রনে এসেছে সকলে। সমাজের বিশেষ কেউ বাকী নেই। কিন্তু, পরিমল লাহিড়ীর নিমন্ত্রণ হয়নি। সে যে সেটের বাইরে। কোথাও নিমন্ত্রন হয় না তার। গোপনে প্রেম চালাতে হয়। তার সঙ্গ—একটু পূর্ব্বেই যে ঘর দু'খানায় ছুটে যেতে ব্যগ্র হয়েছিল আইভি, মাতার চক্ষে সে ঘর

ছুখানার ছবি দেখে ঘৃণা বোধ করল। বৈদেহী সে ঘর নিয়ে কবিতা লিখেছিল, দারিদ্র্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখেছিল বৈদেহী। আইভি দেখল কুশ্রীতা কেবল।

কেন ওকে ভালবাসলাম? লিলির টাকায় গরীব বিয়ে চলে, আমার চলে না। শিশুর মত নিজের মনকে বোঝাল আইভি—তাতে কি? ভোলা তো সহজ। সুনী পারলে আমি পারব। ওর চেয়ে মন শক্ত আমাব।

—তাই তো ভয়, শক্ত মনে যে ছাপ ওঠে না।—

এই তো চাই আমি। হাসি-গান—উৎসব-প্রাধান্য। জীবনের সাব এই। সুতরাং বিদায়, তোমাকেই বিদায়!

তেরো

"বৈদেহী!"

এমনি অন্যমনস্ক হচ্ছে ও আজকাল। প্রসন্ন বাবু ভাবলেন, এর কারণ কি?

বাগানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৈদেহী কাল পাথরের মূর্ত্তির মত। প্রভাত তখন লুটিয়ে পড়েছে বাগানের পাতায় পাতায়, লোহার রেলিংএর গায়ে গায়ে।

"বৈদেহী!" এবারে চমকিতা ফিরে তাকাল, দ্রুতপদে কাছে এসে ডাকল, "কি বলছ, বাবা?"

"আজ কি তুমি বিকেলে বেড়াতে যাবে? ড্রাইভার জিজ্ঞেস করছিল কখন আসতে হবে।"

চকিতভাবে বৈদেহী বলল, "না, না, আজ যাব না।"

আজ কি যাওয়া যায়? আজ আসবে সে, তার পরিমল। সেদিন চন্দ্রালোকিত রজনীর মোহে, গানের মোহে পরিমলের ভাবান্তর দেখে বৈদেহী ধরে নিয়েছিল উচ্ছ্বাস বৈদেহীরই উদ্দেশে। তারই কণ্ঠের গান শুনে পরিমল তাকে ভালবেসেছে। সেই মুখ প্রেমের অসহ বাসনায় কেমন রমণীয় হয়ে উঠেছিল? সে নয়ন কামনায় কেমন উজ্জ্বল, কেমন গভীর ভাব প্রকাশ করেছিল। বন্ধচোখে পরিমলের অনুরাগদীপ্ত সুন্দর মূর্ত্তি স্পষ্টভাবে বৈদেহীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। অজানা পুলকে বৈদেহীর দেহ কদম্ব ফুলের সমান কণ্টকিত হ'ল।

এ কিসের আনন্দ? যুগযুগ ধরে ভালবাসা পাওয়াব কি এতই আনন্দ? অসীম এ, সর্ব্বক্ষণ জাগরূক। মনে হয় কি যেন অতুল্য সম্পদ লাভ করেছি। কি যেন পূর্ণতা আমার মনের মধ্যে জন্মলাভ করেছে সকল শূন্যতা পূর্ণ করে। এ কি সম্পদ? সে সম্পদ আমার, একান্ত আমার। আমি তার সন্ধান জানি আব কেউ তার আভাস মাত্র পায় না। গোপনীয় বলে বোধ হয় এ বেশী মধুর।

কন্যার ধ্যানস্থ মুখেব দিকে কটাক্ষে চেয়ে প্রসন্নবাবু ঘর থেকে চলে গেলেন। ভাগ্যচক্র আপনা থেকে ঘোবে। কারও কিছু করবার নেই।

বৈদেহীব মনে রাশি বাশি কবিতা ভেসে আসতে লাগল। যথা:—

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিবি আপন গন্ধে মম,
কস্তুবী মৃগ সম।"

সত্যই তো, এ আনন্দ আমাকে মাতাল কবে বেখেছে, এর জন্ম তো বাইরেব কোন বস্তু থেকে নয়, আমাব নিজেবই একটা মনোবৃত্তি থেকে। আমি তাকে ভাল বেসেচি, সে ও আমাকে প্রতিদান দিয়েছে। সেই প্রসারিত ব্যগ্র বাহু, প্রণয়-প্রোজ্জল মূর্ত্তি! কিন্তু, আবাব বৈদেহীব মনে এল—

"তবে পবাণে ভালবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে কেন
বিধিহে,
পূজার তবে হিয়া ওঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তাবে বল কি দিয়ে?"

আয়নায় এ কাব প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠেছে? বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইল বৈদেহী। এ কি সে? কি যাদুমন্ত্রে তাব এত পবিবর্ত্তন হয়েছে?

সাবামুখে কিসের এ শ্রী? শুষ্ককঠিন মৃত্তিকা যেমন বরষার ধারাজলে নবরূপ লাভ করে, তেমনি বুঝি তাব রুক্ষ মুখখানা নূতন সৌন্দর্য্যে বিকশিত পদ্মের মত হয়েছে! কোথাও বক্তমাংসেব পবিবর্ত্তন ঘটেনি সত্য, মুখের কোন জায়গায় কোন পবিবর্ত্তন ধবা পড়েনা, কিন্তু এ কোন রমণীয়তা তার মুখে? অধরে যেন রসেব আমেজ দেখা দিয়েছে। চোখে যেন একটা গভীর সলাজ দৃষ্টি! কপোলে যেন আরক্তচ্ছায়া একটা! নিকষ দেহেব বর্ণ প্রায় দূর্ব্বাদলশ্যাম। ভগবান বৈদেহীর আকুতি শুনেছেন। তার অসীম-সুন্দর প্রণয়াস্পদের প্রেম তার দেহকেও নবীন করে তুলেছে বসন্তাগমে বিটপীর মত। সারা দেহে যেন মধুরতা, মন আবেশে চঞ্চল। এ তাব কোন পরিবর্ত্তন?

বৈদেহীর সারা জীবন ধন্য হয়ে গেছে পরিমলকে ভালবেসে। পরিমলও ভালবাসে তাকে, কোন সন্দেহ নেই। এতদিনের আসা-যাওয়া, হাসিকথা, গান-শোনা যে নির্দ্দেশ দিত, পূর্ণ পরিণতি তার দেখেছে বৈদেহী সে রাত্রির গানের পরে। তার দিকে যে মুখ ফেরানো ছিল, তাতে ছিল কামনা, যে চোখ তার দিকে চেয়েছিল, তাতে ছিল প্রেম। তারই দিকে আত্মবিস্মৃত পরিমল অগ্রসর হয়ে এসেছিল ব্যগ্র বাহুর আমন্ত্রন নিয়ে। সহসা স্বপ্নভেঙে গেল। শেষ বোঝাপড়া হয়নি। তবু, কি মধুর এই না বোঝার বোঝাটুকু!

ক্ষীণস্বর অলক্ষিতে বলে: এখনও হয়তো সময় আছে, বৈদেহী। ন। তোমার পা'বার নয়, চেয়ো না। পেলেও তোমার তাতে সুখ নেই। কি প্রয়োজন তোমার সাধারণ মেয়ের মত প্রেম চেয়ে নিজেকে ক্ষয় করা? গৃহ-সুখ চেয়ে ফাঁকিতে পরছ কেন, বৈদেহী? বিধাতা তো তোমাকে অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন। তুমি জানো না?

কিন্তু, বিধাতার ওপরেও যে বিধাতা আমি। আমার নির্দ্দেশে ওকে চলতে হ'বে। ওর বুদ্ধি, বিবেচনা কিছুই ওকে সাহায্য করতে পারবে না। ফুলধনুর অদৃশ্য ধনুষ্পানি মূর্ত্তি দেখা দিল। ব্যথা দিয়ে জানাতে হবে শিল্পের মর্ম্মকথা। ব্যথাই বিকাশের পথ। ওই সঙ্গীত আরো-আরো কত মধুর হ'বে! ভুল করছে করুক না, ভুলের মধ্য দিয়েই ফুল ফোটে।

আচ্ছা, পরিমল কেন তাকে চাইল?—বৈদেহী ভাবছে। জগতে সুন্দরীর অভাব নেই। সুন্দরের সঙ্গে সুন্দরীর সহযোগ অবশ্য ঘটেছে। কিন্তু, বিশেষ করে পরিমল ওকেই ভালবাসল কেন? তার মনের খবর পেয়ে? তার গানে?—অথবা, অনিচ্ছুক মনে ভেসে এল ঈষৎ একটা সন্দেহের আভাস,—তার বাবার টাকার জন্য? ছিঃ!

একবারও মনে হ'ল না বৈদেহীর, যে তার ধারণা মিথ্যা। রূপের রাজা হৃতশ্রী নায়িকাকে ভালবাসতে পারেনা। কোনও অতর্কিত মুহূর্ত্তেও তার মনে হ'ল না, যে তার জাগ্রত স্বপ্ন হয়ে আছে, সেই নিষ্ঠুরই অন্যের জন্য তপস্যা করছে।

অন্তরের প্রসন্নতা যেন সকলকে বিলিয়ে দেবার মত। বামী দাসীকে ডেকে খামোকা বৈদেহী তার মেয়ের খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগল। বৈদেহী কোনদিন দাসীচাকরের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতে অভ্যস্ত নয়,

কিন্তু তার যে অহেতুক বাক্যের প্রয়োজন। "তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, বামী ?"

দিদিমনির এ অযথা কৌতূহলে বামীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনে মনে সন্তুষ্ট হ'ল সে। বড়লোকের নজর, দুঃখ দৈন্যের কথা বলে এই সুযোগে কিছু বার করা যাবে। "আর হ'ল কোথায়, দিদি ? গরীব লোক জানোই তো। অমন ছেলে, কিন্তু হাতে আর আর গলায় গয়না গড়াতে আর পারলুম না। আরো রয়েছে, তিরিশটি লোক নিয়ে আসবে। ওদের তো খেতে দিতে হ'বে পাকা ফলার।"

"ছেলেটি কি করে ?"

"ইলেট্রিকের মিস্তিরি সে। তা, মাসে প্রায় টাকা চল্লিশ রোজগার করে। দেখতে শুনতে রং কাল, তবে চিরি আছে।"

বৈদেহী বামীর সব কথাগুলো শোনেনি মন দিয়ে। তার মনে হ'চ্ছে পরিমল, পরিমল। এই বামী ঝি কি জানে দিদিমণির সুখের খবর ? এ রোজকার মত আসছে তার ঘর ঝাঁট দিতে, তার কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখতে, তার জুতোর ধুলো ঝাড়তে। কিন্তু স্পর্শমণির স্পর্শে এক মুহূর্তে লৌহ স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়, তার খবর জানে কি বামী ? বামীর মেয়ের প্রতি সহানুভূতিতে বৈদেহীর মন ভরে গেল। বেগুনের মত পেছনে চিনেমাটির কাঁটা দিয়ে আটকানো সুদর্শনচক্র-গোলাকার খোঁপা, পরনে আধময়লা তাঁতের ডুরে, হাতে দু'গাছি সোনাবাঁধানো চুড়ি। কালকেলো মেয়েটি। বয়স তার বছর বারো, ধরেবেঁধে মা যার হাতে দেবে, তারই ঘর করতে হ'বে ওকে। জীবনে কোনদিন প্রেমের স্পর্শ পাবে না। পাবার আগে প্রিয়কে ভালবেসে যে সুখ, তা বামীর ছোট মেয়েটি জানবে না। যেদিন ওর তনুর মালঞ্চে যৌবন দেখা দেবে, সেদিন ও দেখে দেখবে বিশাল সংসারের ঘরণী ও, ছেলের মা। আর সেই 'কাল কিন্তু চিরি ভাল' স্বামীকে নিয়ে থাকতে হবে ওর নির্বিবাদে। পরিমলের ন্যায় অমূল্য রতন যে পৃথিবীর মানবীকে পরশ ছোঁয়া দিতে পারে, সে রকম কোন কথা ও তো বুঝবে না কোনদিন।

সহানুভূতির প্রাবল্যে বৈদেহীর মন সিক্ত হয়ে উঠল। আচ্ছা, বামীর মেয়েটি কি ভাগ্যহীনা !

"আচ্ছা বামী, তুমি বোল আমাকে তোমার মেয়ের বিয়ের আগে। হাতের আর গলার গয়না আমিই দিয়ে দেব।"

"তা দেবে বইকি, দিদি। তোমরা বড়লোক, হাত ঝাড়লেই পর্বত। দেবে বইকি। তোমাদের খেয়েপরেই তো গরীব মানুষ হয়।" বাসী কন্যাদায় থেকে অব্যাহতি পেল বৈদেহীর প্রেমের কল্যাণে।

ফুলদানীতে সাজানো গোলাপ ছিন্ন করে মেজেতে ছড়াল বৈদেহী। আবার কি ভেবে ছিন্ন দলগুলি তুলে বার্ণসের কবিতার পাশে পাশে সাজাল। কি সুন্দর কবিতা লিখত বার্ণস্!

"I hae been blythe wi' comdreds dear ;
I hae been merry drinking ;
I hae been joyful gath'ring gear ;
I hae been happy thinking."

সত্যই তো, 'Happy in thinking', যখনই পরিমলের কথা ভাবা যায়।

"Thou wilt break my heart,
Thou bonnie bird"—

না, এ দুঃখের কবিতা আজ নয়।

"My luv' is a like red, red rose," বাস্তবিক গোলাপের মত সুন্দর বৈদেহীর প্রিয়। গোলাপ বড় ভালবাসে বৈদেহী, গোলাপকুমার নেমে এল তাই।

বার্ণসের কবিতা এত মন স্পর্শ করে!

ছট্‌ফট্‌ করে উঠে দাঁড়াল বৈদেহী। রাস্তার ধারের বারান্দায় গেল। বেলা দশটা কি সাড়ে দশটা তখন। দলে দলে ছেলেমেয়ে শিক্ষা আহরণের উদ্দেশে বইখাতা হাতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। তাদের দিকে চেয়ে মনে হল বৈদেহীর এককালে পরিমলও যেত ওই রকম। তখনও সে কি এত সুন্দর ছিল? কি ভাষায় কেমন করে কথা বলত সে তার বন্ধুদের সঙ্গে? সে কি ব্যাডমিন্টন খেলত বৈদেহীর মামাতো ভাইদের মত? মার্বেলখেলায় হেরে গেলে রাগ করত? পাশের ছেলের খাতা টুকে অঙ্ক কষত কখনও?

পরিমলের বয়স এখন আটাশ, বাবার কাছে শুনেছে বৈদেহী। এই আটাশটা বছর বৈদেহীর হাতের বাইরে। এই দীর্ঘ আটাশটি বছর পরিমলের জীবন কোনদিকে বয়েছে, কেমন করে কেটেছে, জানবার সাধ্য নেই বৈদেহীর, যতই জানতে উৎসুক না কেন সে। এই আটাশটি বছর বৈদেহীর কাছে অতীতের আবরণে আবৃত অস্পষ্ট। সেখানে বৈদেহীর চরণক্ষেপের অধিকার কোথায়?

কেন সে, কেন আরও আগে পরিমলকে ভালবাসল না? সংক্ষিপ্ত মানব-জীবনে এতটা সুদীর্ঘ সময় বিফলে গেছে। কোথায় ছিল বৈদেহী, কোথায় ছিল পরিমল?

দুইটি চলন্ত তারা পাশাপাশি এসে পড়েছে, দুইটি ক্ষীণধারা একসঙ্গে মিশেছে।

পরিমলের জীবনের এই আটাশটি বৎসর।

আটাশটি বসন্ত পুষ্পের মালা হাতে পরিমলকে সম্বর্দ্ধনা করেছে, আটাশটি বর্ষা উন্মুখ অশ্রুবর্ষণে আকুল হয়েছে, আটাশটি শরৎ কিশোরীর সলাজ হাসির মত মধুর ও শুভ্ররূপে তার নয়ন সম্মুখে দেখা দিয়েছে। সে জগতে কোথায় বৈদেহী, কোথায় বা বৈদেহীর প্রেম?

আচ্ছা, পরিমল কি আগে কাউকে ভালবেসেছে? বেসেছিল কি? না, অসম্ভব। তার উদাসীন নির্লিপ্ত ভাবে তো কোন সকরুণ বিয়োগান্ত নাটকের স্মৃতি দৃশ্যমান নয়। পরিমল সাধারণ নারীর নাগালের বাইরে।

"চাঁদেরই মত সুন্দর সে,
চাঁদেরি মত চিরদিন সুদূরে"

হায়, একেই কি বলে রমণীর অন্ধ প্রেম?

আর একপ্রান্তে এসে দেখা যাব অপরা নায়িকা কি করছে আজ। সুনীলের সংক্ষিপ্ত উপকাহিনী শেষ হয়েছে। রূপকথার উপসংহার ঘটেছে জীবনে সুনীল, লিলির, যথা: 'তারপর, তারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘরসংসার করতে লাগল।' সুজাতার কথা আর কি বলব? বলা চলে এইটুকু যে, প্রেমাস্পদের পরিণয় পত্র পেয়ে সুজাতা আত্মহত্যা করেনি, এমন কি, নভেলের নায়িকার ন্যায় মূর্চ্ছিত হয়েও পড়েনি। তারা ভালই আছে।

এখন রঙ্গমঞ্চে একা পরিমল নায়ক।

সন্ধ্যাবেলা আইভিদের বসবার ঘরে জমাট সভা বসেছে তরুণ ও তরুণীর। তরুণীর সংখ্যাই বেশী। বিচিত্ররূপিণী তারা। হয় তো তাদের দেখেই কবিই লিখেছিলেন :—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিনী"—

মুখ শাদা—ধবধবে—ঝক্‌ঝকে। সেই শাদার মধ্যে ক্ষতের মত জ্বলছে রক্তবরণ দু'টি ঠোঁট। কাল ভুরু-চোখের তুলীর মিশমিশে টান, চুলের ফাঁকেও রংয়ের টান শেষ হয়েছে। নখে জ্বলছে ফিকে গোলাপী। শাড়ী-জামা জুতো-ব্যাগে রংয়ের বিরোধে সামঞ্জস্য। চিত্র-বিচিত্র পাহাড়ী সাপ যেন—ছিপছিপে, লিক্‌লিকে দেহ।

তরুণেরা, বলতে গেলে, আইভির সম্পত্তি। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা মালিকের অনুপস্থিতিতে। এলোমেলো বেশ, মুখে ধরা চুরোটিকা। চুল হাত দিয়ে দিয়ে উল্টে দিচ্ছে। আইভি সামান্য একটুক্ষণের জন্য সুশোভনের সঙ্গে লেকের রাস্তায় গেছে নূতন গাড়ীর ট্রায়াল দিতে।

পাখার নীচে প্রকাণ্ড সোফায় কুশনের মধ্যে ডুবে রয়েছে নীতা। বিশেষ মুখরোচক বিষয়ের আলোচনা করছে ও, সেটা বোঝা যাচ্ছে তার আত্মতৃপ্তিতে ঘুমন্ত-প্রায় মুখ থেকে, অথচ শ্রোতাদের সজাগ ভাব থেকে।

নীতার চারপাশে কয়েকটি মেয়ে হাতের ওপর মুখ রেখে উদগ্রীব হয়ে বসে আছে—চোখে অপার আগ্রহ। এক তরুণ রয়েছে পাশে, হাতে জ্বলন্ত চুরোট। নীতার অলস হাতে সিগারেটের কাল হোল্ডারটি ধরা আছে বটে, কিন্তু কথায় ব্যস্ত থাকাতে মুখে সিগারেট জ্বলছে না।

"খুব জব্দ হয়েছে পরিমল লাহিড়ী। ভেবেছিল আইভি ওকে পেলে কাউকে চায় না। এই তো এল পরিমল। মুখের ওপর ওকে উড়িয়ে সবকারকে নিয়ে চলে গেল লেকে আইভি। একবার সঙ্গে যেতেও বলল না।"

"বললেও সরকার চটে যেত। সুশোভন সরকারকে ধরতে হ'লে লাহিড়ীকে ছাড়তেই হ'বে। আজকাল সরকার পরিমলী লাহিড়ীর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত।" ঢাকা বিদেশী ভাষায় বোলচাল দিলেন বোলপুরী ঢং এর তরুণী এক।

"তাইতো আইভি আমল দেয় না লাহিড়ীকে। অবশ্য আইভির মা তো দুচক্ষে পরিমল লাহিড়ীকে দেখতে পারেন না। আইভিকে পাখীপড়া করে বোঝাতেন।" শ্যামলতা নামে তরুণী বলল।

"আইভি নিজে কি জানে না লাহিড়ী ওর যোগ্য নয়। আজকাল একটু একটু করে হাওয়া বদলে যাচ্ছে। লাহিড়ী বুঝতে শিখেছে সেটা। এই তো, প্যাঁচার মত মুখ করে খানিকক্ষণ বসে থেকে একটু আগে উঠে গেল।" নীতা জানাল।

নীতার সবচেয়ে কাছে যে ছিপছিপে চেহারার গৌরাঙ্গী মেয়েটি ঝুঁকে ছিল, সে এবারে ভেবেচিন্তে বলল, "ঠিক হয়েছে। যেমন পরিমল লাহিড়ী মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।"

নীতার মুখ একটু গম্ভীর হ'ল। পরিমল যে তাকেই নিয়ে 'ছিনিমিনি' খেলেছে, সে খবর এর জানা নয় তো? প্রকাশ্যে নীতা প্রতিবাদ করল, "একটু মেয়েদের দিকে টান ছিল পরিমল লাহিড়ীর, কিন্তু সে তো অতীত কাল। আজকালও কোন মেয়ের সঙ্গে মিশত না পর্য্যন্ত। আইভিকে তুষ্ট করবার জন্যে ও কোনদিকে চোখ দিত না।"

শ্যামলতা বলে উঠল, "না, না, নীতা, কি বলছ? একথা বিশ্বাস করা যায় না। কোথাও না কোথাও লাহিড়ীর সান্ত্বনা আছে। ভয়ানক লোক ও—a dangerous fellow. It is nemesis after all. যেমন মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে ও, তেমনি শাস্তি পাচ্ছে এখন।"

"হঠাৎ আইভির অরুচি হবার কারণ কি? কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও তো পরিমল ছিল প্রিয় ব্যক্তি?" আর একজন জিজ্ঞাসা করল।

"সুনীলের বিয়ের পর থেকেই এই পরিবর্ত্তন হয়েছে। আইভি দেখছে, love is only a vague word, money is everything."

গৌরাঙ্গী তরুণীটি বলে উঠল, "আশ্চর্য্য বটে—সুনীল আর লিলি। বিয়ের পরে ছ'মাস কেটে গেল, এখনও দু'জনের কি ভাব। They are not tired of each other."

"কিন্তু, সুনীলেরও নাকি কে ছিল বিয়ের আগে?"

"আরে, যেতে দাও। অমন কার না থাকে? লিলিরও কি ছিল না? সময় কাটাতে হ'বে তো। এখন দেখনা, সুনীলের মতে তো লিলি হচ্ছে আদর্শ। আর লিলি তো বিয়ের আগে থেকেই হাবুডুবু খাচ্ছিল।"

এই নিয়ে চলল আন্দোলন। কিছুক্ষণ বাদে গৌরাঙ্গী উঠে যেতে নীতা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আরম্ভ করল গল্প, কেমন করে পরিমল তার মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করেছিল, কেমন করে সে তাকে বিফল করল ইত্যাদি স্বকপোলকল্পিত কাহিনী। গুড্‌মেডের সর্ব্ব কমপ্লেক্স দেখা দিয়েছে নীতায়।

"অসীমা বলে গেল নেমেসিস্—কিন্তু কোন মেয়ে সত্যি সত্যি আমল দিয়েছে পরিমলকে? সকলের পেছনে ঘুরেছে ও, কিন্তু শুধু চেহারা ধুয়ে জল খেলে তো

চলবে না, ওদিকে যে nothing else. এইতো আমার চেহারা তো কিছুই ভাল নয়—(এইখানে ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠল চতুর্দ্দিক থেকে) অথচ শুনে তোমরা অবাক হবে লাহিড়ী লেগেছিল আমার পেছনে—পুরো একটি বছর। যেখানে যাচ্ছি চলছে পিছু পিছু। Oh, he pestered me to death !"

নীতা চারপাশে যাচাই করবার ভঙ্গিতে চাইল। কথাটা এতই অবিশ্বাস্য যে কারুর গলা দিয়ে কোন রব বেরুল না। শুধু তরুণ যুবকটি সনিশ্বাসে সিগারেট ঝেড়ে বলে উঠল, "But he has got a very beautiful face."

পাশের মেয়েটি বক্রহাস্যে বলল, "রূপ তো অনেকেরি আছে।"

তরুণ উজ্জ্বলচোখে বলে উঠল, "সত্যি ?"

রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হ'লেন আইভি সবাইকে ম্লান করে দিয়ে। দীর্ঘতনু পাতলা রেশমের শাড়ী মোড়া, হাতে, গলায়, কানে, আঙুলে ঝকঝক করছে হীরে দিয়ে তৈরি ফুল।

ছুইচোখে শ্রান্ত ভাব কিন্তু অপরূপার, সূক্ষ্ম অধরে বেদনার রেখা। সুশোভন সরকার দামী সাহেববাড়ীর পোষাকে সজ্জিত স্থূলদেহী আধাবয়সী ভদ্রলোক। ফোলা-ফোলা আঙুলে ধরা চেরীকাঠের পাইপ। মুখের হাসি ভদ্র, চোখের দৃষ্টি অভদ্র।

আইভির জাপানী কুকুর ওপ্যাল এল নাচতে নাচতে স্বামিনীর আগমনে। পশু ও মানুষ উভয়েই মালিক পেল এতক্ষণে।

এইতো জীবন। শ্যামলতা অমিয় গুপ্তের পিয়ানোর সঙ্গে নাচছে—নাচছে আধাবয়সী সুশোভন মোটা দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে হাস্যকর ভাবে। আইভি নাচেনা —মনের কোণের কোন এক সভ্য প্রবৃত্তি বাধা দেয় তাকে পরপুরুষের পায়ে-পা পায়ে-পা লাগিয়ে হাস্যকর লম্ফনকে নৃত্য নামে অভিহিত করতে। ভারতীয় নৃত্যকলার মাদকতাময় কারুশিল্প নয়— ফক্সট্রট অথবা শেয়াল নৃত্য, ওয়ালজ্ অথবা ওরাংওটাং নৃত্য, জ্যাজ অথবা জাগুয়ার নৃত্য। যে নাচে শিল্প সৃষ্টি হয় না, সে নৃত্যের লাফালাফি জানোয়ারের নর্ত্তন-কুর্দ্দন ভিন্ন আর কি ? কেবল সময়ের বিফল আশা গাত্রকণ্ডুয়নে নিবৃত্ত করা। শ্যামলতা চোখভুরু পাকিয়ে বলেছিল, "আইভি, বুড়োটে কথা বোলনা। নাচ কত বড় ব্যায়াম, জান ? আমরা নাচের আনন্দেই নাচি, অন্য উদ্দেশে যাই না। এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, জান ?" স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভাল থাকে— গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে নিশীথরাত্রের তারকাকে

সাক্ষী করে নিদ্রা যাওয়া। আইভি নাইট-ক্লাব ভালবাসে না। তবু, দলের পাল্লায় যেতে হয় মধ্যে মধ্যে। সেখানে এ ওর স্ত্রীয়ের কাঁধ ধরে নাচে। শ্যামলতা বিবাহিতা। স্বামী থাকেন প্রবাসে। অল্পবয়সে বিবাহ হয় অভিভাবকের পাল্লায় পড়ে—একটি সন্তানও আছে ছাব্বিশের শ্যামলতার। স্বামীর পাঠানো টাকায় সংসার চলে ছেলে একা-একা ঘোরে-ফেরে নির্জ্জন বাটীতে। শ্যামলতা সন্ধ্যা হ'তে না হতে বন্ধুদের গাড়ীতে হাওয়া হয়—নাইট-ক্লাবে যেয়ে মনে করে মোক্ষ নিকটে। রাতারাতি চুল-কাটার দলের উৎসব সেখানে।

আচ্ছা, এরা কি কোন মহত্তর জীবনের সন্ধান জানেনা? স্যুটপরা সুশোভন, সিফনপরা শ্যামলতার পাথরের মেজের ওপর জুতো-পরা পা-ঘষাঘষি দেখে বিতৃষ্ণায় আইভি ভাবল। নাচছে এরা—নেচেই চলছে। সে নাচে স্ফূর্ত্তি নেই। ফোস্কা-পড়া পায়ের জ্বালা লুকিয়ে হাসিমুখের নাচ। মিসেস চক্ গোঁড়া ব্রাহ্ম-ধরণে নাচানাচি পছন্দ না করলেও কদাচিৎ আইভির নাইটক্লাবে যাওয়ায় বাধা দেন না। বরং, অপ্রসন্ন মনে এটা-ওটা জুগিয়ে দেন। তাঁর চাই একটি মনোমত জামাই। নিজে পাননি প্রতিষ্ঠা প্রেম করতে যেয়ে। কন্যাকে বয়ে যেতে দেবেন না। ছেলেকে সায়েস্তা করে ফেলেছেন, আর মেয়েকে পারবেন না? সে সাধনার সিদ্ধির জন্য যা দরকার তাতে তিনি পেছপা নন। লিলির জনকপ্রদত্ত অর্থে দেনাস্রোত কিঞ্চিৎ রুদ্ধ হয়েছে, মানসম্মান ফেরৎ পেয়েছেন বেকার ব্যারিষ্টার চক্রবর্ত্তী-জায়া। সুনীলের জলন্ত উদাহরণ চোখের সম্মুখে তুলে তুলে আইভির আরও নির্য্যাতন হচ্ছে নিত্য। আরও তাগিদের হেতু, সুশোভন—কতকাল রইবে সে পথ চেয়ে? সাত-আট মাস হ'ল উৎকণ্ঠ হয়ে আছেন মাতা মিসেস্ চক। পুরুষ মানুষ, হাতে টাকা, বয়সে ভাঁটি। কত সবকার অপেক্ষা করবে? চারপাশে লেলিয়ে আছে সবাই। বীমার দালালটাকে সাধ হয় 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' করতে। কিন্তু, সাবালিকা আইভি। সুতরাং, ধীরে, ধীরে রে মন! তবে, চেষ্টা দ্বিগুণ করছেন মিসেস। আইভির আহার-বিহার লেকচারাকীর্ণ। উঠতে, বসতে মাতার গঞ্জনা শোনে আইভি, শোনে সুশোভনের সঙ্গে বিবাহের উজ্জল ভবিষ্যৎ, শোনে পরিমলের রসাতলে গমন। সারা মন ভেঙে যাচ্ছে আইভির মাতার উপদেশবর্ষনে। মাতা বুঝিয়েছেন: জীবন অপেক্ষাও ক্ষণস্থায়ী যৌবন। একবার গেলে আর ফেরেনা। তখন কুকুরও মুখ ফেরাবে না দেখে। যা করবার এখন করে নাও, ইভী। Make hay, while sun shines.

কিশোরযৌবনা নারীর জ্বালা বুঝে দেখ ইভী, দেখ মিস্ করকে। চল্লিশের বুড়ী সাজেন চব্বিশের ঢংএ, ফুলছাপা-জামা, লাল টুকটুকে সাড়ী পরে। তবুতো জোটে না। অথচ, ভেবে দেখ এই মিস কর একদিন বহুজনপ্রার্থিতা ছিলেন। তোমার মত এক ভ্যাগাবণ্ডের প্রেমে পড়ে আত্মহারা। বাড়ীতে ছিল বাধা, হ'ল না বিবাহ। বাছা বাছা প্রার্থীদের বিমুখ করে বয়ে গেলেন কুমারী। ব্যস্, আর দেখতে হ'ল না। বুড়ো বয়সে ধেই ধেই নাচছে এখন বিয়ের আশায়—কেউ নেই বর।

বিবাহ! বিবাহ! বিবাহ! ওহে ইভীলতা, ও রূপ তো বিয়ের জন্য। পৌরুষহস্তে দলিত-মথিত হ'বার জন্য ওই দেহ। তা কি জানো না? নইলে নারীজন্ম বৃথা। তোমার মনে যতই শান্তি থাক না কেন, তুমি অপরের অশান্তি।

ওগো মণি! ও রূপের পেছনে কি আছে, জানো? আয়নায় মুখ দেখ, পেছনে ছায়ার মত ছায়ার পা ফেলে চুপিচুপি আসছে ধ্বংস! যাক না দিন বয়ে? বেশ! কয়েকদিন পরেই দেখবে চুলের মধ্য থেকে হঠাৎ উঁকি দিল সাদা সুতো একটি। বুক কেঁপে উঠবে। দাঁতের গোড়ায় হঠাৎ কন্‌কন্। গলার পাশে চিবুকের পেশী শিথিল, চোখের কোলে রেখা। দমকা বাতাসের মত মহিলার যৌবন ক্ষণস্থায়ী। যৌবন থাকতে থাকতে মূল্য দাও তাকে, দাও মূল্য রূপকে।

ইভী, শোন, বিবাহ মানে বেকার বেগারকে নয়—ওই বীমার দালালটাকে। রূপকে একমাত্র মূল্য দেয় রৌপ্য। প্রেমের কোন মানে নেই। প্রেম করেছ তো মরেছ।

হাড়-কাটা গলির প্রাচীনতমা অধিবাসিনী জেগে ওঠে মিসেস চকের মুখ-ভঙ্গিতে, চোখের চিক্‌চিকে। তেমনি উপদেশ দেন তিনি, যেমন চিরকাল ধরে সাধারণী নারী কন্যাকে সতর্ক করে দিয়েছে। প্রেম কোর না ইভী, খবরদার, খবরদার! অবশ্য আপেলের মত লাল গালে, আঙুরের মত সুকুমার অধরে দেখি, বটে মাঝে মাঝে প্রেমের চিহ্ন। চোখে পড়ে আমার সব, যতই কেননা রজনীগন্ধিক ঘষো, বাছা। মায়ের চোখে ছা। কিন্তু, কিছু বলি না, অতটুকু বাড়াতে দোষ নেই। অতি বন্ধনে বাঁধন-কাটার প্রবৃত্তি হয়। ও তুমি করতে পার, বাপু! যে বয়সের যা। কিন্তু, মা, প্রেম কোরু না। ভেসে যাবে তুমি. পায়ের নীচে জায়গা পাবে না। আহা, বিয়ের পরেও পরিমলের সঙ্গে যোগ

রেখ না হয়। কিন্তু, আশ্রের মাটি কোর না। দেখ না সুনীল বিয়ে করে কত সুখী হয়েছে। বলেছিলাম না ?

ওঃ। তন্দ্রামুক্ত জীবের চাঞ্চল্যে নড়ে ওঠে আইভির। সে না মনে মনে স্থির করেছিল সুনীলের বিবাহে থাকবে তার নিজের ভবিষ্যতের নির্দেশ। তাহ'লে তো বোঝাই যাচ্ছে। সুনীল সুখী হয়েছে, সে-ও হ'বে। সুনীল পেরেছে, সে-ও পারবে।

উচ্চহাস্যের রোলে ফিরে এল আইভি বর্তমানে। এইতো জীবন! এরা কি কোন মহত্তর জীবনের সন্ধান জানে না ? জানবার সুযোগ কোথায় পেল এরা ? মানুষের প্রতিটি জ্ঞানবিকাশের মূলে থাকা চাই আত্মসম্বন্ধে একটা তীব্র সচেতনা। থাকা চাই অজস্র সময় নিজেকে বুঝতে। নিজেকে জানো ভাল করে, সকলকে জানবে তুমি। নিজেকে মনে কোর একটা আয়না, স্বচ্ছ থাকলে সবাইকার ছাপ পড়বে ঠিকভাবে। মনে পড়ছে রাস্কিন এই ধরণের কথাগুলো এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

ওই যে বসে আছে নীতা বাগচী। ও কি সুযোগ পেলে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ হ'তে পারত না, অথবা কামিনী রায় ? হয়তো হ'তে পারত না, কারণ প্রকাশের কোন ক্ষমতা নেই নীতার। কিন্তু, উল্লেখিতা মহিলাদের মত ভাবাকুল, সৌন্দর্য্যপিপাসু চিত্ত হ'ত না তার ? কে জানে ? তবে, সময় কোথায় ? বৈশাখের প্রচণ্ড অগ্নিদাহের তীব্র রূপ, বর্ষার ধারাপাতের মাধুর্য্য কেবল চেয়ে দেখে যে চেতনা সংগ্রহ করতে পারে মানব-মন, যে রসানুভূতিতে দেহ তার শিহরিত হয়ে যায়, সে সবের জন্য দরকার হয় সময়। সকাল সাতটায় উঠে নীতার একঘণ্টা ব্যায়াম করতে হয় শরীরের সুগঠনের নিমিত্ত, চা খেতে লাগে ঘণ্টাদেড়েক। সবাইকার সঙ্গে নানা মুখরোচক গল্পে একটু একটু করে চা-খাওয়া হয়। বিকেলে সবাই একসঙ্গে চা খেতে পায় না। যে যার তালে তাড়াতাড়ি খানিকটা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করে বেড়িয়ে যায় চড়াবড়া করতে। তাকে তো চা খাওয়া বলে না, গেলা বলে। প্রাতঃকালীন সুদীর্ঘ চা-পানের পরে ঘণ্টাখানেক যায় সংবাদপত্র পড়তে, চিঠি লিখতে।

ছুটোর সময়ে আসেন নীতার ফরাসী শেখাবার শিক্ষয়িত্রী, তিনটেয় যান তিনি। আশা নীতার কন্টিনেন্টে যাবে, তাই ফরাসী শেখা প্রয়োজন। চন্দ্রলোকে যা'বার বাসনা আছে, কিন্তু চন্দ্রকে যে মধু করবেন, সেই ব্যক্তিটির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

সপ্তাহে তিনদিন বৃদ্ধ ইতালীয়ান আসেন বেহালা শেখাতে।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় থেকে চলে সাজসজ্জার রাজসূয়। তারপরে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত নীতা আর কারুর নয়।

মধ্যে যথেষ্ট সময় নেয় শপিং, টেলিফোন করা ও ধরা। আত্মীয়-স্বজনকে একেবারে ছাঁটা চলে না—তাদের এটা-ওটা আছে। আছে অগণিত বন্ধু, সিনেমা, নাইটক্লাব, নিমন্ত্রণ। আছে পরনিন্দা, আছে আত্মস্তুতি, আছে দুরাশা। আছে পশ্চাৎধাবন—অনেক কিছুর, অর্থের, খ্যাতির, ফ্যাসানের, পুরুষের। এই তো সোসাইটি গোল। এমনটি হ'তে গেলে ভাবুক হওয়া যাবে না, কবি হওয়া অসম্ভব হ'বে। যারা সবদিকে বিকশিত হ'তে পারে তারা 'প্রতিভা'। সে প্রতিভা শতকরা একজনেও হয় না।

আইভির কুঞ্চিত ভ্রূ সবল হ'ল।

আমার জগত। কি আছে সেখানে? কি মূল্য দ্বারা জীবনকে নির্ণয় করে এরা? পুরুষের রৌপ্য, আর কিছু নয়। রমণীর রূপ। যৌবন অবশ্যই থাকবে রূপের পশ্চাতে। কাকে কত তরুণী দেখায়, এ নিয়ে রেস। মুখে একটি দাগ দেখা দিলে বজ্রাঘাত। স্বামী বারে বারে সতর্ক করে দেবেন। Mercolized Wax, Peroxide Cream-এর হাট বসে যাবে। দেহ মোটা হ'লেই চলবে ডায়েটিং। সুখাদ্য দেখলে জিভে জল এলেও খেওনা—খেওনা। অনাহারে চোখের দৃষ্টি তীব্র হ'ক ক্ষতি নেই, কটি এক ইঞ্চি বাড়ে না যেন। ফ্যাসনানুযায়ী শাড়ী-জামা চাই মুহুর্মুহু, যে করেই হ'ক। কিছু না কিনলেও একটু ঘুরে এসনা নিউমার্কেট। যে নারীর রূপ-যৌবন নেই, তাকে অশ্রদ্ধা কোর 'ওল্ড ফসিল বলে'। যে নারী ফ্যাসনের ক্রীতদাসী নয়, তার কাছ থেকে সরে যাও তোমরা। যে হড়্‌হড়্‌ করে সাহেবী-বুলি ছাড়ে না, সে তো কৃপার পাত্র। যেখানে টাকা, সেখানে রূপের ভীড়। রূপ ও রৌপ্য।

রূপকে কিনবে কে? সুশোভন সরকার। মোটা, আধবয়সী। হাতের পাথরে, পায়ের জুতোর পালিশে বন্দিনী কমলা। মধ্যবিত্তের ঈর্ষা-কাতর দৃষ্টি আকর্ষণে স্থির মুখাকৃতি, আত্মবিশ্বাসী সুশোভন। সমস্ত পার্টির দ্বার উন্মুক্ত ওর কাছে, খোলা অন্দরের ঝরোকা। ওর জন্যই তো লোশন-ক্যারিজেন্ট—টনিকে জীইয়ে রাখা রূপ। ফেল টাকা, মাখ তেল। রূপ ও রৌপ্য!

সারাদিন কাটে ভ্রমরের মত। মেক-আপ্-ওঠানো রূপসী করসেট খুলে রেখে প্রিন্ট পরে বেড়ায়। রাত্রি নামে দুরাশার জাল নিয়ে—সুখ-স্বপ্ন। আনন্দই কাজ, ভুলে থাকা রূপের পেছনে আছে জরা, রৌপ্যের পেছনে ধ্বংস।।

জীবনের পশ্চাতে আছে মৃত্যু। সত্যই কি পরকাল আছে? কি প্রস্তুতি করি সেজন্য? না, ভুলে থাকি। ভুলে থাকি যতক্ষণ থাকা যায়। মৃত্যু আমাদের কাছে চিরসমাপ্তি। ঈশ্বর আমাদের কাছে অপরাধীর দারোগা। ভয় পাই তাঁর কথা ভাবতে। প্রেম আমরা বুঝতে চাই না, বরঞ্চ কাম সহজে বুঝতে পারি।

আমার জগতে কত একা আমি? কত নিঃসঙ্গ? কিন্তু, নিরালা ক্ষণে যখন আসে সে, পাশে বসে, নিমেষে শূণ্যতা পূর্ণ হয়ে যায়। তাকে দেব না মূল্য, যে আমাকে রক্ষা করে বিফলতা থেকে?

কিন্তু, পারে কি রক্ষা করতে সামান্য পরিমল লাহিড়ী, দেহ ছাড়া কোন বিশেষত্ব নেই যার? দেহের মদিরায় তন্ময় আইভির পেছনে আর এক উদাসীনা খুঁজে বেড়ায় দেহের পরপারে অদেহীকে। কই, সে কোথায়? পরিমল পারে না সম্পূর্ণ শান্তি আনতে। তবে কেন তাকে ভালবাসে আইভি?

না, ভালবাসার কাছে পরাজয় উচ্চাভিলাষিনী আইভি মেনে নেবে না। নিতে পারে না সে।

—চোদ্দ—

"ছিল তিথি অনুকূল শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষ্ণাতুর পরাণ জ্বলে।"

বসন্তের চাঞ্চল্য শেষ হয়ে গেছে বহুদিন। এখন আর সেই অপরূপ কাল নেই, যখন মনে হয় পাওয়া জিনিষ কিছু ফেলে দেবার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তার আবশ্যক। সারা আকাশ রৌদ্রতাপে জ্বলে যাচ্ছে, একটু পরেই সে কাল হয়ে উঠবে, কিশোরীর কাল নয়নের মত। মুক্ত উন্মাদ বায়ুর তাড়নায় আকাশ থেকে ঝরে পড়বে রাশি-রাশি জলবিন্দু, অসহ বেদনার প্রকাশের মত।

কে বলে ঋতুচক্র মানুষের মনকে স্পর্শ করে না? বসন্তের জয়যাত্রাকে অস্বীকার করবার কোন পথ নেই। তরুণ রক্তধারা তখন নৃত্য করে অসংযত ছন্দে, সারা মন ফুলের সুবাসের মত পাতলা কিন্তু আবেগপূর্ণ, নানা-রঙা-রঙা

মুখে চেয়ে থাকে। মনে হয়, সারা বিশ্ব তোলপাড় করে দেখি আমার কি চাই। মনে হয়, আমার মনের এ সুখের সন্ধান কাকে দেব? অজস্র এ আনন্দ, একান্ত অকারণ, নিজে আর বয়ে একে নিতে পারি না, কোথায় বিলাই একে? একগুচ্ছ ফুলের বর্ণশোভায় তখন যে আনন্দ মনে জাগে, বাতাসের দ্রুত চুম্বনে, কোকিলের হঠাৎ কুহুতে যে আনন্দ, সে আনন্দকে আমরা ধরতে পারি না স্পষ্ট করে, কিন্তু মনে মনে থাকে সে নিশ্চয়।

বসন্তকে অস্বীকার করা হয়তো অনেকে ভ্রম করে ভাবতে পারেন, আধুনিকতার লক্ষণ। যে বসন্ত পৃথিবীর প্রথম জাগরণের দিন থেকে একভাবে তার প্রিয়তম হয়ে আছে, যে বসন্ত সুন্দরী দিব্যাঙ্গীদের বিলোল কটাক্ষে সহসা আবির্ভূত হয়ে চিরযোগীদের ধ্যানভঙ্গ করে এসেছে আদিমকাল থেকে, তাকে স্বীকার করলে আমরা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যাই যে! তাই হৃদয়ধারা যখন অসংযম আনন্দের ছন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনও আমরা গায়ের জোরে উড়িয়ে দিই বসন্তকে। কি জানি যদি বসন্তের প্রভাব স্বীকার করলে আমরা সন্দেহ-ভাজন হই। যে আনন্দের জন্ম কেবল তারুণ্য থেকে, গতিভঙ্গির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করা ভিন্ন তার আর কি উদ্দেশ? লোকে সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু যারা সে রসানুভূতি একবার অনুভব করতে পেরেছে, তারা জানে যে কোন [illegible] কামনা থেকে এর উদ্ভব হয়নি, হ'তে পারে না।

আইভিদের বাড়ীর সেই বারান্দা—দক্ষিণের বারান্দা। কিন্তু নেই দখিন দুয়ার খোলা। বসন্তের অবসানে শেষ হয়ে গেছে উদ্যানের রমণীয়তা। লনের সবুজ-ঘাস রুক্ষ পাণ্ডুটে বর্ণ ধরেছে রৌদ্রদাহে। আকাশে কালবৈশাখীর সাড়া জেগেছে রোদের ফাঁকে ফাঁকে কালচে মেঘের টুকরোয়। আজও অনাহূত এসেছে পরিমল অপরাহ্নে। সান্ধ্যসভার জনসমাগমে আইভির নাগাল পাওয়া যায় না।

আজ নেই সেদিনের মাদকতা—রসবিলাস। পরিমল আজ প্রেমিক নয়—প্রার্থীমাত্র। আইভি আজ আত্মসমর্পণ-বিহ্বলা রাধিকা নয়—মাতার উপদেশে, ভ্রাতার উদাহরণে, স্বশোভনের অনুনয়ে বিগলিতা আইভি চক্রবর্তী—যার [illegible] অযাচিতের কাছে মর্জাগত।

"আইভি!" নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পরিমল ডাকল, "উত্তর দাও একটা। [illegible] তোমার প্রসাদভিখারী হয়ে কাটালে বোধহয় আমার চলবে না।"

"কিসের উত্তরটা চাও তুমি ?"

"একটু আগে যা বললাম।"

কি বললে ? কি বললে ? চিরকাল পুরুষ নারীকে যা বলেছে, যা বলেছে প্রেমিক প্রেমিকাকে। গাছের নীচে, রাজপ্রাসাদে, সর্ব্বত্র তরুণ ও তরুণী যা বলেছে। পুরুষ চায় নারীকে—দূরের প্রেমিকা রূপে নয় শুধু, নিজের সম্পত্তি-রূপে। রূপসীকে চায় ঐশ্বর্য্যরূপে।

এই ভয় করেছিল আইভি। বারে বারে বলেছে সে এই কথা। তবু তো ভয় করে। মনে হয়, আমার হৃদয়ভার বহন করতে পারি না আর, প্রেমের হাতে ধরা দেই। ধরা দেই, দিয়ে ফেলি। ভয় কি ? চিরকাল ধরে প্রেমিকা তো তাই করেছে। স্বস্তি না পেলেও সুখ পেয়েছে সে। ধন না পেলেও পেয়েছে শান্তি। মন্দ কি ?

প্রতীক্ষার ভারে কম্পমান মুহূর্ত্ত। আইভি বুঝি ধরা দিল। কিন্তু—ছায়া-মূর্ত্তি মিসেস চক্রবর্ত্তী যেন এই অন্তরঙ্গ দৃশ্যের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। কালবৈশাখীর ঝোড়ো বাতাসে উড়ছে তাঁর কাঁচাপাকা সযত্নবিন্যস্ত চুল। মুখে কঠিন রুক্ষতা, অধরে রুক্ষ ভাষণ—কি করছ, আইভি ! আমার দিকে চেয়ে দেখ। রূপ তো আমিও চেয়েছিলাম। তবে আজ অনুতাপে কেন দগ্ধ হচ্ছে আমার দিন ? আমার রাত্রি কেন অবিমৃষ্যকারিতার স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত ? শোন আইভি, মন শক্ত করে ফেল। গরীবের কুঁড়েতে সুখের ঘর কবি কল্পনায় মাত্র বাঁধতে পারেন। তুমি-আমি পারি না।

"তার উত্তর ? ওঃ !"— আইভি ঈষৎ হাস্য করল, "তার উত্তর আবার দিতে হবে ? তোমার কান বোধহয় খারাপ হয়েছে। ডাক্তার দেখাও। এ বিষয়ে, by far the best man হচ্ছেন"—

"কোথায় তুমি উত্তর দিয়েছ ?" পরিমলের স্বরে অভিমানাহত বিস্ময়। "আচ্ছা পরি, নূতন করে এর উত্তর কি জানাতে হবে, এতো জানা কথাই।"

"তবে তুমি সুশোভন সরকারকেই বিয়ে করছ ?"

মিসেস চক্রবর্ত্তীর অদেহীমূর্ত্তি আরও কাছে সরে এল। এইতো আইভির কপোলে ওঁর উষ্ণ নিশ্বাস, এইতো আইভির কানে ওঁর সাবধানতার বাণী— আইভি, আইভি ! সুশোভনের অনেক টাকা। অনেক—অনেক। গণনার সীমার বাইরে। কি সুখে, আরামে দিন কেটে যাবে ! লোকের চক্ষে ধাঁধা

ওপরে উঠে যাবে, বল? আর এখানে? ছিঃ, ছিঃ! হতদরিদ্র পরিমল লাহিড়ীর স্ত্রী তুমি। ধিক! তোমাকে কি ভগবান পরিমলের মত নগন্য স্বামী-সংগ্রহে এত রূপ দিয়েছিলেন? এত শিক্ষা, এত আয়োজন, ওরই উদ্দেশে। ওতো ম্যাট্রিক-ফেল, কালোকেলো বউ নিয়ে দু'খানা ঘরে দশটাপাঁচটা করবে। ও তোমাকে রাখবে কোথায়? সারাজীবন কি তোমার চালডালের মীমাংসা করতে কেটে যাবে? ওঃ, আইভি!

আইভির বক্র অধরোষ্ঠ নিষ্ঠুর হাসিতে কুটিল হয়েছে, আইভির চোখে উজ্জ্বল ইস্পাতের মত ব্যঙ্গের ঝলক।

—"যাকেই করিনা কেন, তা দিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন বুঝি না। I am not anxious for yonr advice, my man. তবে ভয় পেয়োনা। কার্ডে বোধহয় নাম ছাপাবার প্রশ্ন উঠে যায়নি। ঠিক সময়েই খবর পাবে!"

"আমি তাহলে ঠিকই শুনেছিলাম, আইভি। সুশোভনকেই তুমি শেষ পর্য্যন্ত—" পরিমল আত্মদমন করে আবার বলল, "তুমি এমনি? আশ্চর্য্য! আমার কথা ভেবে দেখলে না? আমার প্রস্তাব --" পরিমলের দেহমনে এতক্ষণে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে।

"Million times no! এত বিরক্ত কর কেন আমাকে? আমার ভাল লাগে না।"

"আইভি, একবার ভেবে দেখলে পারতে, চারবছর আমাকে খেলিয়ে এখন তোমার অরুচি হলে আমি শুনব কেন?"

আইভি তাকাল পরিমলের দিকে জ্বলন্ত মুখে। আরক্ত সারা মুখে যেন তার আগুন লেগেছে আসন্ন কালবৈশাখীর উদাস হাওয়া লেগে। ওই তো মিসেস চক্রবর্তীর বাণী কানের পাশে বেজে উঠছে—আইভি, ছোট কখন বড় হয় না। সারাজীবন ওকে নিয়ে থাকবে কেমন করে? ও কি তোমার মূল্য দিতে পারবে? আইভি, তুমি অভিমানী, একটি কথাও সহ্য করতে পার না! ও তোমাকে যখন ওর মত ঘরের ছেলের স্বভাবমাফিক অপমান করে বসবে, তখন—?

"তোমাকে নিয়ে খেলাব আমি? Think twice before you speak. তুমি কি খোঁকা তার? কোন যোগ্যতা আছে তোমার, পরিমল লাহিড়ী?

রোমিওএর মত মুখ করে মেয়েদের দরজায় দরজায় প্রেমভিক্ষা যার ব্যবসা—। করুণ মুখে পায়ে ধর একবার, না না, হাতে নয় ?"

পরিমলের উদ্যত হস্ত সর্পদংশনের জ্বালাহত হয়ে নিশ্চেষ্ট হ'ল। "আইভি তোমার খেলায় ক্রীড়নক হয়েছিলাম, সেজন্য নিজেকে ক্ষমা করব না। চার বছরের ভালবাসা আমার, সেটাও কি আমারি মত তুচ্ছ ?"

"তোমার ভালবাসা কে চায় ? ডাষ্টবিন ওর যোগ্যস্থান। Love of a beggar, ভিখারীর ভালবাসা। কোন বড়ঘরের মেয়ে তোমাকে ভালবাসবে ? কেন কি দেখে ?" ক্রুদ্ধা আইভি আরও অনেক কিছু বলেছিল, কিন্তু কশাহত পরিমলের সর্বহারা চিত্তে এক কথা বারে বারে ফিরে আসতে লাগল পিন-ফোটার যন্ত্রণা নিয়ে—"Love of a beggar! ভিখারীর ভালবাসা।"

না, না, ভিখারী ভালবাসতে জানবে না। ভুলবে সে এতদিনের প্রেম এক নিমেষে। কিন্তু তুমি ? তুমি তো জানতে বৌবাজার দেশে তার জায়গা নেই—তুমি তো জানতে তার কি আছে বা না আছে ? তবু তো, ধরা দিয়েছিলে তার উতপ্ত বক্ষের উপর, তার সুদীর্ঘ চুম্বনের নীচে ? কেন, কেন ? অহংজে কি ?—ওঃ!

"Love of a beggar ? I may be beggar but you—you are a harlot. অধম বারবনিতা তুমি।"

"কেন তবে আমার পিছু পিছু ঘুরেছিলে এতদিন ? নির্লজ্জ, তোমার লজ্জা করে না ? তোমাকে আমি কোনদিন ভালবেসেছিলাম ? তোমার মত রাস্তার কুকুরকে ? আমার জুতোর খরচ যে যোগাতে পারবে না, তাকে ?"

যথেষ্ট। কালবৈশাখীর উন্মাদ বাতাস হাহাকার করে দু'জনের মধ্যে এসে পড়ল। প্রচণ্ড ধূলির ঝাপটা, বাতাসের অকস্মাৎ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে আইভি দেখল পরিমল চলে গেছে।

প্রেক্ষাগৃহে বেজে উঠল আবহ-সঙ্গীতে করুণ বর্ষাঝরার গান। বসন্তের পুষ্পসম্ভার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দুরন্ত কালবৈশাখীর আক্রমণে। গেল উড়ে বাসন্তী আচ্ছাদনী। বিয়োগান্ত-নাট্যের ওপর নেমে এল সমাপ্তির কাল যবনিকা। বসন্ত বিদায় নিল।

কাল যবনিকা ধীরে ধীরে তুলছে। সরে যাও, যবনিকা। দেখি বসন্ত অন্তদিকে কি রেখে গেল ?

বর্ষাক্লান্ত আকাশে চেয়েছিল বৈদেহী। এইমাত্র কালবৈশাখী হয়ে গেল। এখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে বটে, তবু সারা প্রকৃতির এক বিরসগম্ভীর ভাব। গোধূলীর চাপা আলো মেঘের পাশে পাশে বিকীর্ণ হয়ে চারিদিক উজ্জ্বল তুলেছে স্তিমিত দ্যুতিতে।

প্রলয়ের লগ্ন যেন—মহাপ্রলয়ের।

আজ বেশভূষা করেনি বৈদেহী, কারণ অকথিত অতিসূক্ষ্ম নিয়মবশে সে পরিমলের আসা-যাওয়ার দিন সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। সে জেনেছিল আজ পরিমল আসবে না, তবে বৈদেহীর বেশভূষায় প্রয়োজন কি ? আলো জ্বলেনি ঘরে। বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে বৈদেহী জানালার বেদীর উপর।

হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকল নিঃশব্দে—পরিমল। এ আগমন বৈদেহী প্রত্যাশা করেনি। একেই বলে অসময়। নিত্য যার আশায় প্রসাধন-পারিপাট্য করে পথ চেয়ে থাকা যায়, সে আসে না তখন। যেদিন একটু অসাবধান হয়ে সে আসবে না বলে অসংবৃত বেশে আছে বৈদেহী অমনি সে এল সহসা আগমনের কোন আভাস না দিয়ে। আগেই বলা গেছে বৈদেহী কবিতা লিখতে পারে না, কিন্তু সে কবি-প্রকৃতি। এ তার জন্মসত্ত্ব পিতা থেকে। বৈদেহী যা পড়ে, সে কবিতা মনে রাখে। কবেকার পড়া বিদ্যাপতির দু'টি লাইন মনে পড়ল তার—

"একেলি আছনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান ॥"

কিন্তু, কমল-নয়নের একি মূর্তি আজ ? এই বর্ষণক্লান্ত আকাশের গাম্ভীর্যই তার ললাটে বিরাজ করছে। মুখ ঈষদারক্ত, উপ্তপনের অস্তাচলের লোহিতরাগের মত। সারা মুখে দৃঢ়তা, কৃতসংকল্পের চিহ্ন তাকে প্রত্যহ অপেক্ষা পৃথক করেছে। কষিত কাঞ্চনবর্ণ ম্লান।

আইভির বাড়ী থেকে পরিমল যখন ফিরেছিল আপাদমস্তক বারি সিক্ত হয়ে, ঝঞ্ঝাঘাত সহ্য করে, তখন মা-ও তার সামনে এসে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

"কি হয়েছে, খোকন? এত বৃষ্টিতে ভিজে"—

"কিছু নয়।" সংক্ষিপ্ত উত্তর বাক্যালাপে উৎসাহ দেয় না।

কাপড় ছাড়বার সময়ে মা ইতস্তত করে বল্লেন, "কিছু খা এখন।" খবর দিলেন, "প্রসন্নবাবুর বাড়ী থেকে সত্যনারায়ণের প্রসাদ দিয়ে গেছে। বৈদেহী পাঠিয়েছে।"

এইতো, এইতো। আছে, আছে। একজন তাকে অপমান করে বিতাড়িত করলেও এই মুহূর্তে অন্য একজন তারই উদ্দেশে পূজা-উপাচার সাজিয়ে রেখেছে। এই যে সাদা পাথরের রেকাবীতে ফিকে গোলাপী তরমুজে, সোনালী খরমুজে, শাদা কলার কুচি, সবুজ পেস্তায় লেখা আছে অন্তরের ব্যাকুলতা পূজারিণীর। বৈদেহী এলোচুলে পট্টবসনে পূজা করেছে কি বর চেয়ে? ছধে গরদের আঁচল লুটিয়ে পড়েছে ফুলবিল্বপত্রের পাশে, মলিন গঙ্গোদকে ভিজে যাচ্ছে অঞ্চল। শালো, কুৎসিৎ বৈদেহী। কিন্তু, কালো হাতে জ্বলে উঠছে ভারী ভারী সোণার চুড়, কানে দুলছে মতির ঝালর, আঙ্গুলে জ্বলছে চুনীর আংটি। কালো হাতে রূপোর রেকাবী সাজাচ্ছে সে পরিমলের পথ চেয়ে।

মন্দ কি? ভালবাসার প্রয়োজন ফুরিয়ে নাই রইল? একজনের প্রেমে কি পরিমল লাহিড়ী অন্যের নিষ্ঠুরতা ভুলতে পারবে না? এইতো আছে, অন্য নারী আছে। একই মুহূর্তে আছে। কালো-কুৎসিৎ বৈদেহী। ভালবাসে উন্মাদের মত। জানে, জানে পরিমল সে ভালবাসার কথা। বহু নারীর হৃদয়াবেগ-দর্শনক্ষম নয়নে দেখেছে পরিমল। বৈদেহী বিচার করে নেবেনা পরিমলকে—তার টাকা নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, কিছুই দেখবে না প্রেমিকা। জানে পরিমল, কৃতার্থ হয়ে যাবে বৈদেহী। ধন্য হবে নিজের সম্পদ পরিমলের চরণপ্রান্তে উপহার দিতে। সে সম্পদে পরিমল বড় হ'তে পারবে, জগতে প্রতিষ্ঠা পাবে। দেখবে আইভি পরিমল লাহিড়ী নগণ্য নয়। সুযোগ পেলে সে-ও অর্থ-শিখরের শীর্ষদেশে যেতে পারে। না, এ সুযোগ তো পরিমল ছাড়বে না। দেখবে আইভি, দেখবে পরিমল ইচ্ছা করলেই বড় ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। দেখানো চাই তাকে! পাত্রী গৌন—প্রতিশোধ মুখ্য। যে কেউ হো'ক—আজ এখনই।

বিশেষরকম সজ্জা করে পরিমল বাড়ী থেকে বেরিয়ে বৈদেহীর দরজায় উঠল। বিদ্রূপের জ্বালা-হাস্য অধরে। এইবার ঠিক হয়েছে। হৃদয়হীনাকে জব্দ করা যাবে।

আলো জ্বালাতে যেয়ে কি ভেবে বৈদেহী আর সুইচের দিকে অগ্রসর হ'ল না। আজ তো বেশভূষার পারিপাট্য নেই, যে আলোকিত কক্ষে পরিমলকে সজ্জা দেখাতে হ'বে। অনর্থক আধো অন্ধকারকে বিদূরিত করবার প্রয়োজন কি? এখন পর্য্যন্ত আলো না জ্বাললেও বিসদৃশ হ'বে না। গোধূলীর মুমূর্ষু আলোকে হয়তো মনোহর দেখাচ্ছে তাকে।

"বসুন না, দাঁড়িয়ে কেন?" ভাল ক'রে কথা বলতে পারছে না বৈদেহী। সহসা উচ্ছ্বসিত হৃদয় কণ্ঠে উঠে এসেছে।

কিন্তু, পরিমল বসল না, এগিয়ে এল সন্নিকটে। ক্রমশ ঘনায়মান তিমিরে সে প্রিয়তম, মোহন মুখের কোন রেখা পড়া যাচ্ছে না। বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তির মত পরিমল অস্পষ্ট।

"বৈদেহী!" মর্ম্মান্তিক কষ্টে, যেমন ব্যাধ বংশীধ্বনিতে কুরঙ্গ ডেকে আনে, তেমনি স্বরে পরিমল ডাকল, "বৈদেহী, তুমি আমাকে বিয়ে কর।

পরক্ষণেই সে বুঝতে পারল কিছু বাদ গিয়েছে বলা। কিছু বলা হয় নি, যা না বললে এ অনুরোধের কোন মূল্য থাকে না। তাই অত্যন্ত সহজ-সাধারণ ভাবে, বৈদেহীর দিকে না তাকিয়েই তার একখানা হাত নিস্পৃহ হাতে গ্রহণ করে নির্লিপ্ত কণ্ঠে পরিমল যোগ দিল, "কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি।

•

পরিমল লাহিড়ীর অমার্জ্জিত-নিষ্ঠুর জীবন-ইতিবৃত্তে বিধাতাকর্ত্তা অন্তরীক্ষে এ ঘটনাটি অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করলেন। ছেলেবেলায় মামার বাড়ী পড়ে থাকত পরিমল মায়ের সঙ্গে। বাবা ঘুরতেন উপার্জ্জনের ধান্দায়। অবস্থাপন্ন মামার বাড়ীতে ঘটা করে পূজো হ'ত। অনেক আগেই বলির ছাগমেষাদি কিনে রাখা নিয়ম ছিল। খাইয়ে দাইয়ে মাস তিনেক তাদের পুষ্ট করে মহামায়ার হাড়কাঠে বলি দেওয়া হোত। এমনি দুটি ছাগল ছিল, সাদা, লাল। ধলী, লালী নাম দিয়ে পরিমল তাদের পুষেছিল। কুকুরের মত তারা পরিমলকে অনুসরণ করত। একটি সপ্তমীর বলি হ'ল। অন্যটি তাই দেখে ভীত হয়ে দ্রুতপায়ে পালিয়ে [illegible]র মধ্যে। সপ্তমীর দিন তাকে নামানো গেল না, ছ্যাডাং করে।. অনেক [illegible]ত পশুর একটিকে বলি দিতে হ'ল। কিন্তু মহামায়ার নামে যে উৎসর্গীকৃত, [illegible]রধারিণীর তাকে তো চাই। ধলী দুইদিনে আরও বাধ্য হ'ল শিশু পরিমলের। সঙ্গীহারা পশু অবাধ আনুগত্যে পায়ে পায়ে ফিরত পালকের। নবমীর দিনে

মামা অনুরোধ করলেন যাতে পরিমল পশুটিকে ধরে ঘাতকের হাতে সমর্পণ করে। অষ্টমীর দিনেও তাকে ধরা যায় নি। আজ শেষ দিন। এত ক্ষিপ্র ওই পশু, সাদা সরু পায়ে তার এত গতি যে ত। অনুসরণকারীর কেউ ধরতে পারেনি ওকে। ভয়ে সজাগ কর্ণ খাড়া করে অনুভূতির প্রাবল্যে পালিয়ে বেঁচেছে ও।

অবলীলাক্রমে পরিমল ডাকল ওকে। বলির সময় সন্নিকট। অনুসরণকারীদের ব্যর্থ করে পালিয়ে যাচ্ছে ও হাল্কা তুলোর মত সাদা শরীর নিয়ে। পরিচিত প্রিয় কণ্ঠে ডাক—ফিরে তাকাল সে, দ্রুতগতি ব্যাহত হ'ল নিমেষের জন্য। তক্ষুনি ধরা পড়ে গেল। বলি পেলেন মহাশক্তি।

পরিমল মনে রাখেনি। সে ইতিহাস আজ ও ভুলেছে। কিন্তু বিধাতার রঙ্গমঞ্চে বার বার অভিনীত হচ্ছে সেই দৃশ্য। নিরপরাধ পশু আততায়ীকে পরাস্ত করে বনে পালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার পালক এসে ডাকল তাকে সস্নেহে, "আয়, আয়।" ভীরু, ত্রস্তজীব আশ্রয়ার্থে ফিরে এল পালকের কাছে। পালক স্বচ্ছন্দে তাকে আততায়ীর হাতে সমর্পণ করল। সে পশু, অন্যথায় হয়তো কিছুদিনের মত বেঁচে যেত। সেইদিন থেকে নির্ভুল-তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিধাতা অঙ্ক জমা করতে লাগলেন সেই সুদর্শন বালকের হিসাবে।

রক্তস্রোতে হাড়কাঠ ভেসে যাচ্ছে। ভাভূমি পরিষ্কার করা চতুষ্কোণ মাটীর বুকে গাঁথা কাঠের যূপকাষ্ঠ। সিন্দূরে লিপ্ত ঊর্দ্ধভাগ, নিম্নাঙ্গ রক্তে। মাটীর বেদী দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে ধারালো খড়্গের কোপে। সদ্যকর্ত্তিত, মুণ্ডবিহীন পশুদেহ ধড়ফড় করছে মাটীতে। মুচি হাত পা চেপে ধরল। মাটীর সরায় কলা, রক্ত ধরে রাখা হ'ল প্রতিমার সামনে। রক্তের ছিটেতে লাল সাদাধুতি পরা কাপালিকমূর্ত্তি বলিদাতা দাঁড়ালেন। মণ্ডপ কাঁপিয়ে অনুস্বর-বিসর্গের ঝড় উঠল :—

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ,
তস্মা কার্য্যে বধোঽবধঃ"—

অর্দ্ধনিমীলিতাক্ষি পশুর কর্ত্তিত শির কলাপত্রে রক্ষিত, মাথায় জ্বলছে সলিতা, জিহ্বা উৎঘাটিত। সম্মুখে পরিমল।

বহু হৃদয়-ঘটিত নিষ্ঠুরতা, অনেক স্বার্থপরতা একে একে জমা হ'ল সেই হিসাবে। এখনও হচ্ছে। এই হিসাবও নিশ্চিত যুক্ত হয়ে গেল যথাস্থানে।

সমস্ত অঙ্ক মিলিয়ে তবে না উপসংহার ?

—পনেরো—

"খোকন, একটা কিছু গয়না কিনে দিতে হয়।"

পরিমলের ঘরে বসবার ছোট একটা সোফা এসেছিল আইভির আগমনের পরে পরে আশায় আশায়। 'দ্বিতীয় হস্ত' সোফা, মনে ছিল আশা এখানে একদিন বসবে সে।

আজ নিরানন্দ সোফার ওপর অর্দ্ধশায়িত হয়ে খবরের কাগজে দৃষ্টি সংলগ্ন করে আছে পরিমল। গায়ের ওপর একটা উত্তরীয় বাঁকারেখায় লুটিয়ে পড়েছে বক্ষে, জানুতে, পায়ের পাতায়।

"কেনো ?" দীর্ঘ করে টেনে পরিমল জিজ্ঞাসা করল।

"আশীর্ব্বাদের দিন তো ঠিক হয়েছে। একটা সোনার কিছু দিয়ে মুখ দেখতে হয়।"

"ও, আচ্ছা কি চাই ?" অহেতুক-উৎসাহে পরিমল উঠে বসল, চাদরটা খসে' মাটীতে পড়ল। মা একটু সরে এসে দাঁড়ালেন সোফার হাতলে হাত রেখে।

"দেখ, আমার বড় ইচ্ছে ছিল তোর বউকে চিক দিয়ে আশীর্ব্বাদ করব। তা, একটু বেশ সোনার কাজের ওপর পাথর বসানো থাকবে। কয়েকটা ছোট ছোট সবুজ পাথর —

"পান্না ওকে মানাবে না। বরঞ্চ চুনীবসানো হার একছড়া এনে দেখাবখন তোমায়।"

'মানাবেনা'—কথাটা শুনে চকিত দৃষ্টিতে মা চাইলেন ছেলের মুখের দিকে। কিন্তু না, উৎসাহে জল্‌জল্ করছে চোখ ওর, মুখ দ্যুতিতে ঝল্‌মল্। সোজা-খাড়া হয়ে বসেছে, যুদ্ধে যাচ্ছে যেন। না, না যুদ্ধ কি ? অযথা শুভকর্ম্মে যুদ্ধের কথা মনে আসে কেন ? যত সব ! মা ভেবেচিন্তে সোজা কথাটাই পারলেন, "দাম তো অনেক লাগবে। তোর হাতে টাকা আছে তো ? না হয় আমার হারছড়া বন্ধক দিয়ে –। সামান্য কয়েকটা টাকাও দিতে পারি।"

শেষ সম্বল স্বামীর লকেট-ছবি সম্বলিত হেলে হারগাছা, সংসারের খরচ-বাঁচান কয়েকটি টাকা।

তাচ্ছিল্যে মুখ বক্র করে উত্তর দিল পরিমল, "রাখো তোমার হার। ধারে কারবার চালাতে পারি আমি এখন। গীগ্‌গির শোধের তো অসুবিধা নেই।

বিয়ের পরই চেক পাবো হাতে। এখন অনেকে ধার দেবে আমায়।" বিকৃত দন্তের হাসিটা শোনা গেল মুখভাংচানী। অমার্জ্জিত ভাবপ্রকাশে অপরূপ রূপ ধরল মালিন্ত ছায়া।

মা চুপ করলেন। হঠাৎ স্বামীর কথা মনে এল। এমনি করে মাঝে মাঝে হাসতেন উনি। মরবার আগের দিনের কথা মনে পড়ল।

"সব শালাকে লবডঙ্কা দেখিয়ে যাব। হা, হা।" সত্যই খবর পেয়ে অসংখ্য পাওনাদারেরা এসে দেখল বেনেটোলার বস্তির খোলাঘরে বিধবা ময়লা একটি পুঁটলী ও চাদরের ঘটী এক হাতে ও মুণ্ডিতমস্তক ছেলেকে অন্য হাতে ধরে ভাইদের আশ্রয়ে যাবার উদ্যোগ করছেন। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল।

ধার কথাটা ভালো লাগে না শুনতে। তবে, হ্যাঁ ছেলের আনন্দ হ'তে পারে বৈকি। এত অভাবে থেকে মানুষ, বর্ত্তমানের নিরন্তর সংগ্রাম জীবন-যাত্রার পিষে ধরেছিল ওর তারুণ্যকে। এবার মুক্তি।

মায়ের মুখ উজ্জ্বল। এতদিনে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হ'তে বসেছে। ছেলে লক্ষপতির একমাত্র সন্তানকে বিবাহ করছে তার সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রূপে। হ'কনা মেয়ে হতকুশ্রী, তার ছেলে তো সুন্দর আছে। নাতি-নাত্নীগুলি অবশ্য সুন্দর হবে। এইবার শান্তি। নিশ্চিন্ত আরামে বসে থাকা চাঁদকপালে নাতিকে কোলে নিয়ে দুধেভাতে ডুবে। কি এতদিন ছেলে বিয়ে করবে না বলে এক আধাফিরিঙ্গী মেয়ের মেয়ের পিছু পিছু ঘুরছিল। তাকে বিয়ে করলে পেতনা কিছুই, লাভের মধ্যে জাতজন্ম খোয়াত সাহেবী কেতায়। সে সংসারে তাঁর নিজের স্থান থাকত না। এখানে বৈদেহীকে আগেই স্নেহের বাঁধনে বেঁধেছেন তিনি। কিন্তু চকিতে কল্পচোখে দু'খানি ছবি পাশাপাশি ভেসে আসত। সুন্দর ছিল বটে মেয়েটা। গোলাপফুলের মত রং, আর কি মুখচোখ! অন্য মুখখানির দৈন্যে মায়ের চিত্ত নিরাশ হয়ে উঠত, কিন্তু পরক্ষণেই মুখের অধিকারিণীর পিতা প্রসন্ন রায়ের ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি মনকে প্রসন্ন করে তুলত।

অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি কথাবার্ত্তার পরে মা চলে যেতে ছিলেন। পরিমল ডাকল পেছন থেকে, "মা, শোন। প্রসন্নবাবু যেন আজ-কালের মধ্যে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যান। দশদিন পরের লগ্নটাতেই যেন শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে ঠিক হয়।"

"হ্যাঁ বাবা, আমারই তাই ইচ্ছে। আজ প্রসন্নবাবু এলে বলব। [illegible] এত তাড়াতাড়ি করলে উনি একটু বিব্রত হ'বেন। ঠিকমত আয়োজন [illegible]

অল্পদিনে সম্ভব নয়। ওর মত লোকের মেয়ের বিয়ে কি না। তাই একটু আপত্তি করছিলেন—"

"আপত্তি করলে চলবে না। আমি তো ওকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি আমার একটা জরুরী কাজ আছে। তার আগে বিয়ে সেরে ফেলা দরকার।"

অসহিষ্ণু কঠোরতায় মা মনে মনে হাসলেন।

"তাই হ'বে, বাবা।"

ছেলেছোকরাদের ধরণই এই রকম। এতদিন বিয়ে না করে ছিল বেশ। যেই ইচ্ছা হওয়া, অমনি সে ইচ্ছা আর একদিন দেরী সইতে পারছে না। অন্তরালে মেয়ের মা আবার হেসে নিলেন একটু।

বৈদেহীর বাড়ী লেগেছে সমারোহ। গয়নার ভার নিয়ে ছোটাছুটি করছে স্বর্ণকারিকর। দর্জ্জি ফিতে গলায় আনাগোনা করছে। ডেকোরেটর কর্ত্তার কাছে এত্তেলা পাঠাচ্ছে খাবারের দোকানের গাড়ী যাতায়াত করছে। নিকট আত্মীয়রা আসছেন একে একে নিমন্ত্রণ পত্র গেছে ছাপাতে নূতন ডিজাইনে। একখানা গাড়ী রাখতেন প্রসন্নবাবু। দুটি প্রাণীর দরকার ছিল না বেশী। নূতন আটসিলিণ্ডারের গাড়ী এসেছে মেয়েকে যৌতুক দেবেন। বাড়ীতে রাখবার ইচ্ছা আপাততঃ দমদম রোডে লাইব্রেরী প্রেসের বাড়ীখানার ভাড়াটেকে নোটীস দিয়েছেন গৃহত্যাগের। গোড়াগোড়া সাজিয়ে ফিরিয়ে দেবেন ওখানার। বাড়ীর কাছেই হ'বে। মনের মত জামাই পাচ্ছেন মেয়ের পর্ব্বজন্মের শিবপূজোর জোরে। বড়লোক-বড়চাকুরের দরকার ছিল না তার। শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবক পেলেই হত। এ হ'ল আশাতীত। এত রূপ, আর এতই পালিশ। লোককে দেখিয়ে গর্ব্ব হবে। এতদিনে জীবনের একটা অভাব পূর্ণ হ'ল তাঁর। একটা অপূর্ণতা নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

রাতারাতি যুবক হয়ে উঠেছেন রায়মশাই। দৌড়ে চলছেন, লাফিয়ে সিঁড়ি উঠছেন। বিনা কারণে প্রাণ খুলে হাসছেন। চাকর-বাকরকে অকারণে টাকা—নোট ছুঁড়ে বকশীষ দিচ্ছেন। মনের, দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ভরিয়ে রেখেছেন মেয়ের বিবাহের আনন্দে। কাজের অন্ত নেই, হাঁকডাকের শেষ নেই।

আশ্রিত-আশ্রিতরা আড়ালে নিম্নস্বরে আলাপ করছে— "কি কপাল, বাবা! রাজপুত্তুরের মত ছেলে কিনা সেচে এই পেত্নীকে বিয়ে করছে?"

মতিমাসী সনিশ্বাসে ভাবছেন, আমার বোনঝিও তো রয়েছে! পটে আঁকা ছবি যেন। ওকে যদি একবার দেখাতে পারতাম! তাকে দেখলে কি এ মেয়ে চোখে ধরত? আবার স্মরণে ভেসে এল একরাশি শাদা ঝকঝকে হীরার গহনা, পরিয়ে দেখছিলেন প্রসন্নবাবু মেয়েকে চোখে ধরার কারণ বুঝে মতিমাসী সনিশ্বাসে চুপ করে গেলেন।

আশ্রিত বিনোদ ভাবছে "লাখ-লাখ টাকা পেলে ওর চেয়েও কুৎসিৎ যদি কিছু থাকে, তাকেও বিয়ে করতে পারে লোক আচ্ছা, আমি তো রাজী ছিলাম। কত চেষ্টা করেছি! মেয়ের নাকের ডগায় তো হাজির ছিলাম। তা, কালামুখী ফিরেও দেখল না বাপটিও বা কি! এত বড় বংশ আমার! 'আদৌ মৈত্রস্তথা ভীমঃ' ভেবেও দেখল না বুড়ো বেল্লিক! আয়না ধরে দেখা যেত ম্যালেরিয়া-শীর্ণ হাত পা, সংগঠিত মত দেহ কম নয়, ভাঙা গাল কুলীন-প্রবরটির। ভেবে না দেখার কারণ দর্পণে জিতে হয় না।

খোস্তাপিসি, মোটামামী ইত্যাদিরাও বৈদেহীর সুখে বুকফাটা নিশ্বাস ফেলে আশীর্বাদ জানালেন

অন্য কোন সময় হলে এইসব আলোচনার ছোটখাটো ভগ্নাংশ কানে যেয়ে বৈদেহীর অশান্তির উদ্রেক হত। কিন্তু আজ বাইরের কোন বস্তুই তাকে সুখী বা দুঃখী করতে পারে না। তার আত্মসমাহিত চিত্ত পরম প্রশান্তিতে কেবল অনুক্ষণ প্রিয়ের ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। তার ভীরু চিত্ত কল্পনাতেও যা আশা করতে ভয় পেত, আজ বাস্তব তার হাতে তুলে দিয়েছে সেই ঐশ্বর্য্য, তার সেই স্বপ্ন। জীবন তার ভরে গিয়েছে ফলে ফুলে, যুঁই-চম্পা-চামেলী-বেলা-গোলাপে। তার চন্দ্র আর সুদূরে নেই, নেমে এসেছে সে দ্বারে। তার যৌবন-বনের সে বনদেব সাগ্রহে, সানন্দে চেয়েছে তাকে! আমি তাকে চাই জানাবার আগেই সে চাইল আমাকে! তা, কি অসহ্য, অসহ্য এ সুখ! কি অসহ! এ সুখ দারুণ ক্ষতের মত স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিমুহূর্ত্তে—আমি আছি! এ সুখের অনুভূতি এত তীব্র যে যন্ত্রণা-দায়ক। এখন মরলেও বৈদেহীর ক্ষোভ নেই।

বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামবার শব্দ হল। বেলা প্রায় চারটা। পরিমলের মা এসেছেন প্রসন্নবাবুর সঙ্গে এ বাড়ীতে। এমনি আসেন তিনি প্রায়। আজ এসে একবার পিসীর সঙ্গে গল্প করলেন খানিকক্ষণ বাজারদরের সম্বন্ধে। যেখানে

দর্জিরা পোষাক তৈরী করছিল সেখানে দাঁড়ালেন কিছুটা সময়। রাতারাতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন তিনি। পুত্রের বিবাহে মিসেস চকের যা হয়েছিল, পরিমলের মায়েরও পুত্রের বিবাহে কিঞ্চিৎ কম ডিগ্রীতে একই দশা। তবে, দম্ভের চেয়ে আনন্দ ছিল মনে অধিক। ভাগ্যে বিশ্বাস ছিল প্রচুর। দুর্ভাগ্যযোগ কেটে গেছে তাঁর। এত সম্মান, কই ভাগ্যে ঘটেনি তো কোনদিন? পাত্র কর্ত্তা হ'লেও সেকেলে মানুষ প্রসন্নবাবু কথা বলেন মায়ের সঙ্গেই, মতামত নেন তাঁর, ফর্দ দেখান। বাড়ীতে পা দিলে ঝি-চাকর, আশ্রিত-আশ্রিতা তটস্থ। হঠাৎ আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছেন মা।

ইতস্তত তাকাতে তাকাতে মা এলেন বৈদেহীর ঘরে। বৈদেহী বসে বসে হাতের তাবিজের নক্সা কাগজে আঁকছিল। মাকে দেখে উঠে দাড়াল প্রণাম করে। মুখে ঈষৎ আনন্দের জ্যোতি।

"একবার দেখে গেলাম তোমাকে, মা। নানা কথার পরে মা বেশ বুদ্ধি খেলিয়ে সংবাদ দিলেন, "তোমার আশীর্ব্বাদের হারছড়া মা, জান তো খোকন নিজে বেছেছিল। তোমার গয়না-গাঁটী দেখে মনে পড়ে গেল। আমি একছড়া হার কিনে দিতে বলেছিলাম। তা, খোকনের কি রাগ' বলে, তাড়াতাড়ি করে কিনতে হ'বে না। আগে আমি নিজে দেখি, তোমাকে দেখাই, তারপর। ওকে যা মানায় ঠিক তাই এনে দেব আমি।' বলা বাহুল্য কথাগুলি পরিমলের একটি কথার বিস্তৃতি ভিন্ন কিছু নয়। মা বুদ্ধিমতী, ভাবী পুত্রবধূকে খুসী রাখতে চান। ছেলেকে খুসী রাখা অভ্যাস আছে তাঁর। নিদারুণ বৈধব্যজীবন তো গোড়া-গোড়াই অশ্রুসিক্ত বিনতি ও তোয়াক্কের কাল ভাইদের সংসারে। বড়লোকের মেয়ে বৈদেহীকে অজানিতে বহুদিন আগে থেকেই খুসী করবার চেষ্টা করতেন তিনি অবচেতন প্রকৃতির নির্দ্দেশে। পুত্রবধূ দরিদ্র সংসারে কত কি নিয়ে আসছে? গাড়ী, বাড়ী, ব্যাঙ্কে টাকা, সর্ব্বাঙ্গে হীরাজহরত। বিনিময়ে কিছু দিতে না পারলে ঋণশোধ হ'বে কি করে? দেবার বস্তু মাত্র পুত্রটি তাঁর। সম্যকভাবে দিতে চান তিনি তাকে বধূর করকমলে গ্রহীতার দানভারাক্রান্ত চিত্ত নিয়ে। শুধু রূপ নয়, প্রেমও নাও তুমি উপহার।

বৈদেহীর বক্ষে দোলা লাগল। এত ভালবেসেছ তুমি যে আমার কুশ্রীতাও তোমার চক্ষে সুন্দর হয়ে উঠেছে। সে শুনেই এসেছিল শুধু, ভালবাসলে রূপের অভাব থাকে না।

মা বাড়ী ফিরতে ফিরতে নিরাশচিত্তে পুনরায় ভাবলেন, এ মেয়ে দেখে কি করে পছন্দ হ'ল তাঁর ছেলের ? যা রূপের বাই ছিল ওর ! মেয়ের রং যা আছে থাক না হয়, নাকমুখচোখগুলো যদি আর একটু ভাল হ'ত। সবাইকে বউ দেখাতে হ'বে তো। যাকগে, কত টাকা আছে মেয়েব, গুণ আছে কত ? না, ছেলে সত্যই গান ভালবাসে।

কিন্তু, আইভির খবর কি ? এই তো পুরুষের মন, একজনকে ভালবেসে আর একজনকে বিয়ে করছে তাঁর ছেলে পূর্ব্বের দেবীকে নির্ম্মমভাবে বিসর্জ্জন দিয়ে। একমুহূর্ত্তে ভুলে গেল সে আইভিকে ? মা আইভির কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পান না ? দরকারই বা কি ? যা ভাল বোধ করে তাই করুক ওরা।

কিন্তু, আইভির খবর কি ? আইভি কি ভাবছে ? আইভি কি করছে ?

—ষোল—

আইভি কি করছে ?

বেলা দশটা প্রায়। প্রাতঃকালীন দ্বিতীয় চায়ের পাত্রটি নিঃশেষ করে আইভি আরাম-কেদারায় শায়িত হয়ে একখানা বিদেশী মাসিকপত্রের চমকপ্রদ গল্প পড়ছিল। পাশের টেবিলে লেখার ব্যবস্থা। এখনি বসতে হ'বে তাকে। বন্ধুদের চিঠি লেখা আছে, বিজ্ঞাপনের দোকানে চিঠি লিখে খবর নেওয়া আছে। কত লেখাপড়ার কাজ !!

আলস্য দূর করবার পক্ষে কড়া চা-এর মত পানীয় কম। যত কিছু শিথিলতা, অলস নিদ্রালুতা অন্তর্ধান হয় নিমেষে। শরীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একটা কাজের মধ্যে সেই উত্তেজনাকে ব্যয় করতে পারলে পরিচ্ছন্ন তৃপ্তি আসে। তাই আনন্দ চা-পিয়াসীদের।

চায়ের বিজ্ঞাপন নয়, এইরূপ একপাত্র চা পান করেছিল আইভি। তাই বোধ হয় নিষ্কর্ম্মার মত পড়ে থাকা পোষাল না তার। চিঠি লেখার উদ্দেশে উঠে এল আইভি টেবিলের কাছে।

রাইটিং কেস খুলে পুরু-নীলাভ, খস্‌খসে কাগজের মাথাটা নূতন-পার্কার দিয়ে ছুঁয়ে বসে আছে আইভি। প্রথম চিঠি কাকে লিখি ?

পরিমলকে একখানা চিঠি কি লিখবে ? পনেরো দিন হয়ে গেছে। এখনও ফিরে এল না সে ? এত তীব্র কলহ না হ'লেও ঝগড়া আগেও হয়েছে। প্রত্যেকবাব ফিরেছে সে, চেয়েছে ক্ষমা। অবশ্য, এবাবে যা বলা হয়েছে, এমন কোনবাব হয়নি। কিন্তু, উপায় ছিল না আইভিব। তা, কি আব এমন বলেছে আইভি ? প্রেমিক-প্রেমিকাদেব এবকম হয়েই থাকে। তা নইলে, 'দেহি পদপল্লবম্' আব লেখাই হ'ত না। ফিবে চায় আইভি পবিমলকে। যতদিন বাখা যায়। বিবাহ না করলেও কাছে বাখতে দোষ কি ? যাকেই বিবাহ করুক আইভি, এখনও তা করেনি। আগেই পবিমল একটা ব্যাপাব বাধিয়ে বসে কেন ?

বেয়ারাব অনুগমন কবে পবিমল স্বয়ং এসে ঘবে প্রবেশ কবল। অপবাধীব মত একটু হাসল আইভি তাব দিকে চেয়ে

গম্ভীরভাবে আসন পবিগ্রহ কবল পবিমল। জামাব পকেট থেকে একখানা লম্বা-চিত্রিত খাম বাব কবে আইভিব সম্মুখে টেবিলেব ওপব বাখল, "আমি ত্রুটী বাখতে চাই না, আইভি। বিশেষতঃ, দীর্ঘ সময় তুমি আমাব বন্ধু ছিলে।"

খামটা তুলে নিয়েছে আইভি। স্বচ্ছ অঙ্গুলী তাব হলদে কাগজখানা ধবে রয়েছে। কাঁপছে তাবা। তিনবাব পড়ল আইভি ক্ষুদ্র কাগজখানা। দুটো নামের দিকে অর্থহীনভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আর্তনাদেব মত স্ববে বলে উঠল, "পরি, এ কি ?"

কালবৈশাখীব বজ্রপাত হয়নি সেদিন, কেবল অশনিই দেখা দিয়েছিল, আজ সেই বজ্রপাত হ'ল।

অবিচলিত কণ্ঠে পবিমল বলল, "বিয়ে হয়েছে কাল। এর আগে আসতে পারিনি। আগামী কাল বৌভাতের নেমতন্ন করতে এলাম আজ।"

হাহাকার করে আইভি লুটিয়ে পড়ল টেবিলেব ওপব, "কেন এমন কাজ করলে, পরি ?

পরিমল উঠে দাঁড়িয়েছে, চক্ষে তাব বিদ্রূপ।

"কেন এমন কাজ কবলাম, আইভি ? আশ্চর্য, লোকে বিয়ে করবে না ? তুমি বলেছিলে কোন বড় ঘরের মেয়ে আমাকে বিয়ে করবে না। কিন্তু, দেখছি তোমাদের থেকে বড়ঘরের মেয়েই জুটে গেল শেষ পর্য্যন্ত বেগারের বরাতে। হয়তো তোমার বাবারও কিছু দেনা আছে আমার শ্বশুরের কাছে।"

নিদারুণ অপমানেও আইভির মুখর কণ্ঠে কোনও বাক্য নেই আজ। আইভির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অজস্র অনুশোচনা ও অপার ভালবাসা ভিন্ন অন্য ভাবের সমাপ্তি হয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল পরিমল আইভির মুখে। সে চিরপ্রিয় মুখের অপরিসীম যন্ত্রণার ছায়া তাকে আরও নির্দয় করে তুলল। আঘাতের ওপর আরও আঘাত দিচ্ছে সে। "বড়লোক শ্বশুরের একই মেয়ে, সবই পাব আমি। ঠিক এমনটি খুঁজছিলাম এতদিন। ভালবেসে তাকে বিয়ে করেছি সে-ও ভালবাসে আমাকে। এইবার 'বারহয় ওপারে কিছু সুখ আছে' তোমার পেছনে আর কুকুরের মত ঘুরতে হবে না।

"পরি, চল [illegible]।

পরিমা এগিয়ে গেছে দরজার কাছে।

"[illegible] আমার বিয়েতে নেমতন্ন করলাম তোমাকে। তুমিও একটা [illegible] [illegible] [illegible] তাহলে [illegible] বিকেলে আমার স্ত্রী সুন্দর গান করেন, [illegible] গান শুনে [illegible] [illegible]। আর তিনিও তোমাকে দেখে সুখী হবেন [illegible] গুডনাইট

ভগবান, [illegible] [illegible] তাকে, ফিরে দাও। আমার সমস্ত ঐশ্বর্যের পরিবর্তে তাকে এনে দাও। [illegible] জীবন, আশা-আকাঙ্খা, সকল সুখ-আনন্দের সমাধি ঘটুক, শুধু [illegible] ফিরে আসুক। মুহূর্তের ভুলে যে চিরজীবনের জন্য সরে গেল [illegible] [illegible] তাকে কি [illegible] ফিরে পাবে আইভি? একবার ফিরে দাও তাকে। তুচ্ছ হয়ে যাক তার কাছে আমার উচ্চাশা, তুচ্ছ হয়ে যাক তার কাছে আমার স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ [illegible] সমস্তর বিনিময়ে, সারা জীবনের বিনিময়ে ফিরে দাও তাকে।

"মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার,
সে জন চলিয়া যায় আসেনা ফিরে"—

না, না ভুল বলেছি, ভুল ভেবেছি। জীবনের একমাত্র ঐশ্বর্য্য প্রেম। জীবনকে একমাত্র মূল্য দিতে পারে প্রেম। কেন কেন? ধূলার ধরণীতে একমাত্র ইন্দ্রধনু তো সেই এঁকে দেয়, নির্লিপ্ত মনের সক্রিয়তা সেখানেই। অনু-পরমাণু রসবিধুর

করে তোলে। প্রতিটি দিনের অর্থ শেখায়। প্রভাতকে আশার আলোকে ভরে তোলে, রাত্রিকে পরদিনের প্রতীক্ষামধুর করে। শয্যা থেকে নয়ন মেলেই মনে হয় আছে, আছে। এই দিনের বক্ষে আছে বন্ধ্যা কর্মকাঠিন্য নয়—প্রেম। বাঁচার উদ্দেশ আছে, মৃত্যুতে বিস্মরণের ভয় নেই। বল, বল জীবনে আর কি বস্তু এত আনন্দ আনে, এত আশা? ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণপিঞ্জরে সুখ কোথায়? বিলাসে কই আনন্দ, যদি না পাশে থাকে আমার আপন লোক? ভুল করেছি, পাশ্চাত্য দর্শন ভোগের পথে ইঙ্গিত পাঠায়—দেহ প্রধান হয়। আমি প্রতীচ্যের মানুষ, ভালবাসা যে আমার জন্মসত্ব। কেন ভুল করে ভেবেছিলাম খ্যাতিতে সুখ, অর্থে সুখ। সব মিথ্যা, সব অর্থহীন। একমাত্র সত্য প্রেম।

একমাত্র সত্য প্রেম। হেলায় পথের পাশে ফেলে দিয়েছি আমার সুখহীন, যান্ত্রিক জীবনকে সত্য মনে করেছি। হায়, হায়!

কোথায় সুখ? মোটরের শব্দে শুনছি আমারি হৃদয়-স্পন্দন চক্রের তালে তালে—তুমি, তুমি, তুমি কোথায়? কোনখানে যাচ্ছি, সেখানে আমার কেউ নেই।

কেউ নেই আমার। চারপাশে সকলে গান গাইছে, নাচছে, প্রেম করছে। রঙীন পানীয় হাতে কোণে বসে নেশাখোর। নেশা করব নাকি? ভুলতে পারব তাহ'লে। কি ভুলব? তাকে? না, না। তাকে আমি ভুলতে চাইনা—অনন্ত কালেও না। শুধু আমি ভুলতে চাই সে আমার জীবনে শেষ হয়ে গেছে।

সুশোভন? হ্যাঁ, বারে বারে ওরা ভালবাসতে পারে—আমার জগতের লোক। আমি পারিনা। কারণ, আমি যে অন্যরকম। আমি যে ওদের জগতের নয়। ওঃ, এ কথা এত দেরীতে বুঝলাম কেন! কেন অযথা ওদের মত হ'তে যেয়ে নিজ হাতে আমার সুখকে দূরে ফেলে দিলাম! কি চাই আমি? কিসে আমার পূর্ণতা বুঝতে পারতাম না। আজ বুঝেছি—ওর মধ্যেই ছিল

আমার পূর্ণ হয়ে উঠবার উপাদান। সম্পূর্ণ পেতাম না, তাই আগত অস্তিত্ব। ও চলে গেল—তবে বুঝলাম কত ভালবাসতাম। প্রেম শেষ হয়ে গেল তবে বুঝলাম আমার জগতে আমি কত পর। তারা একরকম—আমি অন্যরকম।

"Western hearts are used to loving
And may love and love again.
But an eastern heart is broken, broken."

ভুল শিখিয়েছিলেন মা ছোটবেলে, দরিদ্র ব্যবস্থায় সুখ থাকে। কারণ থাকে বে সে। একমাত্র জীবনের মূল্য নিয়ে তো ওখানেই। সহজে প্রেমের যুগ্ম সহজ জীবন। আর তো হবে না।

শোন, শোন তুমি, যেখানে থাক, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই মনের সম্পূর্ণ অধিকারী তুমি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শুধু কেন? মৃত্যুর পরেও তোমারি অনুগামিনী রইব আমি। আমার চিতাভস্মের পাশে তোমার পদপাত হ'লেও অশরীরি আত্মা পুলকিত হয়ে উঠবে। তোমার পদক্ষেপের আশায় প্রহর গুনব মৃত্যুর পরপারেও বসে। জীবনের সঙ্গে জড়িত, হে জীবনাধিক, আমার সমগ্র প্রেম গ্রহণ কর।

—সতেরো—

বৈদেহীর সুখের জীবন আরম্ভ হয়েছে।

লাভ্‌লক্‌প্লেসের বাংলোধাঁচের বাড়ীতে বৈদেহী জামার ওপর ফুল তুলছিল সলমা-চুমকী দিয়ে। স্নানাহার হয়ে গেছে, খোলা চুল থেকে আবছা সৌরভ ভেসে আসছে বাতাসে। মুখে গুঞ্জরণ :—

"আমার মল্লিকা-বনে যখনি ধরেছে কলি,
আমি তোমারি লাগিয়া তখনি বন্ধু, বেঁধেছিনু অঞ্জলি"—

দরজার সামনে দাঁড়াল গাড়ী। খড়খড়ির অন্তরাল থেকে দেখল বৈদেহী

পরিমল এল। বাংলোধাঁচের বাড়ী হলেও দোতালায় দুখানি বৃহৎ ঘর ছিল। নীচের ঘরে পরিমল প্রবেশ করল। সেটাই শোবার ঘর গৃহকর্ত্তার।

দোতলার বড় ঘর প্রসন্নবাবু ল্যাজারাসের আসবাব দিয়ে সাজিয়েছিলেন কন্যা-জামাতার রসকেলির কেন্দ্র হিসাবে। জামাতা-জননীকে সমান মর্য্যাদা দেওয়া দরকার। তাই তাঁরও ঘর হয়েছিল পাশে—ল্যাজারাসের নয়, প্রবর্ত্তকের আসবাবে সাজানো। জীবনে পরিমল-জননী এত সমাদর কল্পনা করতে পারেননি। বৈবাহিকের বিবেচনায় মুগ্ধ হলেন তিনি। মনে মনে হাজার বার বৈদেহীকে আশীর্ব্বাদ করে প্রণামীর দুবে গরদ পরে গৃহ প্রবেশ করলেন মাতা।

নীচের দু'খানি ঘর প্রসন্নবাবু সাজিয়েছিলেন দু ভাবে। একখানি উপযোগী আসবাব ভর্ত্তি পরিমলের বসবার, শোবার ঘর। আয়না, গালিচা, কুশন-মোড়া বৈদেহীর boudoir. আশা ছিল সন্ধ্যার প্রেমকুজন এখানেই হবে। ষ্ট্যাণ্ড ল্যাম্প জেলে ত্রিপদীতে চা-খাওয়া চলবে সোনালী ছিটদেওয়া শাদা কাপে, রূপোর টিপটে। সমস্ত উপচার প্রস্তুত ছিল। স্নেহান্ধ বৃদ্ধ নিজের বঞ্চিত জীবনের অপূর্ণতা মেটাতে চেয়েছিলেন মেয়ের বিবাহিত জীবনে নিজের কামনা প্রতিফলনে। বুককেসে কবিতার বই সযত্নে সাজানো। পাশে লাগাও গানের ঘর। প্রকাণ্ড অর্গান একটি শুধু আছে বৈদেহীর এ ঘরে। ওস্তাদী গানের কসরতের উদ্দেশে নয়, স্বামীর শ্রবণতৃপ্তির আশায়।

খোস্তা মাসী, নোড়ামাসী ইত্যাদির বন্যাবেগ হা-হা হাসির শব্দ এবং গুন গায়ে ধাক্কা-দেওয়া রসিকতার আবহাওয়ায় কুলকন্যার মেয়েলী প্রথা সেরে নিল। অকূচা ও হতাশ-বিবাহিতারা কন্দর্পকান্তি বরের অঙ্গস্পর্শের লোভ সম্বরণ করতে পারল না। দোষ কি? স্ট্যান্ড সম্পর্কে তো হাতাহাতি চলেই। সমবেত দাবীতে বৈদেহী কিন্নরকণ্ঠে নিজের বিয়ের গান, নিজেই করল—

"ওহে সুন্দর মম, গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি,
আমি রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি", ইত্যাদি ঢ্যাকনিড বিবাহ-গাথা।

প্রসন্নবাবুর তাড়ায় অর্দ্ধরাত্রে নবযৌবনার দল বিদায় নিলেন। এতক্ষণের নির্ব্বাক পরিমল অবশেষে মুখ খুলল।

না, না পাঠিকা। আপনার উনি যে সব কথা ফুলশয্যার রাত্রে বলেছিলেন মোটেই সে ধরণের বাক্য পরিমল লাহিড়ী নববিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর প্রতি প্রয়োগ

করেনি। সে একটি লেকচার দিল ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষকে কেন্দ্র করে কিন্তু কামকে সযত্নে বহিষ্কার করে। পাশের ঘরে মা, কিছু চলবে না। অতএব বৈদেহী, হিন্দুধর্ম্ম স্মরণ করে ধৈর্য্য ধর, সংযমের সাধনা কর। বিবাহিত জীবনের মত সংযমের ক্ষেত্র কোথায়? অতএব বৈদেহী, আমি নীচে যাচ্ছি। তুমি যার সঙ্গে বিবাহ হল, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হও আগে। মনে মনে গুরুত্ব অনুধাবন কর। বিবাহের পূর্ণতা আগে হৃদয়ে ফুটে উঠুক। তারপর—

তারপরে কি?

আসন্ন সঙ্কটকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে নিজের বিনিদ্র শয্যায় চিন্তা করল পরিমল। বিবাহের [illegible] মানে [illegible] শুধু মন্ত্রপাঠ, নতুন আসবাব কেনা নয়। দেহের নতুন অর্থ আবিষ্কার [illegible] পরিমল লাহিড়ী জানে তা কি। প্রয়োজন নেই তার। কিন্তু বৈদেহী [illegible] নিশ্চয়ই চায়। লাল শাড়ীর আঁচলে সেই ইঙ্গিত [illegible] ঝিমঝিমে [illegible] আহ্বান। সিঁথির উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা, [illegible]

কুরূপা বৈদেহী, কিন্তু তাই, [illegible] বৈদেহী [illegible] আছে এই বৈদেহীর [illegible] দেহের [illegible]

স্বাভাবিক [illegible] দাম্পত্য মিলন [illegible] মাথার [illegible] পৃথিবী [illegible] প্রশ্ন করবে পরিহাস-স্থানীয়ারা। জিজ্ঞাসা [illegible] অন্ধকার হয়ে যাবে আদরিণী কন্যার [illegible]

বিবাহ কি [illegible] বিবাহের প্রকৃত অর্থ ভেবে দেখেনি পরিমল। [illegible] তার না দিলে ডোবা অবশ্যম্ভাবী।

অসম্ভব। পারবে না সে, পারবে না। শয্যাভাগিনী করতে পারবে না বৈদেহীকে। দেহের তন্দ্রা বৈদেহীর ঘোচানো পরিমলের সম্ভাব্য কাজ নয়।

[illegible] সরলা বৈদেহী পৃথক শয়নের ব্যবস্থা সাময়িক ভেবে নিশ্চিত ছিল। যে [illegible] বিবাহ করে সে যে ভালবাসে না এ-তথ্য বৈদেহী জানে না। বিশেষতঃ প্রগাঢ় আস্থা ছিল পরিমলের কথায়, "আমি তোমাকে ভালবাসি।" বাস্তবিক, মাতার সম্মুখে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দাম্পত্যলীলা কি শোভায়, না উচিত? তাছাড়া, শিক্ষিত, উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ বয়স্থা পত্নীকে মর্য্যাদা দেয়, সম্মান দেখায় তাকে

সম্ভ্রমমিশ্রিত দূরত্ব বজায় রেখে, সুযোগ দেয়, সহজভাবে অনাত্মীয় পুরুষকে জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করবার। ধীরে ধীরে পরিচয় হ'বে। অনাস্বাদিত দৈহিক প্রেম—যার স্বাদ পায়নি কখন, তার জন্য বৈদেহী ব্যাকুল হ'লনা। পরিমলের স্ত্রী সে, এই তার পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশী চাইবার কি আছে ?

অসময়ে পরিমল এসেছে। জানালা দিয়ে মুখ বা'র করেই দেখা গেল আলো-বাতাসের মত অনায়াসে পরিমল প্রবেশ করল, যে বাড়ীতে বৈদেহী আছে। এক ছাদের নীচে থাকা, সর্ব্বক্ষণ চেয়ে দেখা। অনিশ্চিত আবির্ভাবের আশায় পথ চাওয়া নয়, হাতের মধ্যে পাওয়া। রোজ পাওয়া, অন্নের মত, সংবাদপত্রের মত, বিদ্যুতের আলোর মত নিত্য স্বয়ংসিদ্ধ উপস্থিতির মত প্রিয়কে পাওয়া। তাই বুঝি ভালবাসার লোককে বিবাহ করা এত মধুর।

পূর্ব্বের কথা মনে হয়ে হাসি পেল বৈদেহীর। পরিমলকে পরিণয়ের বন্ধনে পাবার আশা ছিল না তার। ভেবেছিল, স্মৃতিপূজায় জীবনটা কাটিয়ে দেবে গান-বাজনা নিয়ে। বাবার এক সন্তান হ'লেও, বাবার অত্যন্ত সাধ থাকলেও সংসার করা এ জন্মের মত শিকেয় উঠল বৈদেহীর। পরিমলের আসনে আর কাউকে বসাতে পারা যাবে না।

আর সে ? পরিমল জানবেও না বৈদেহীর নীরব পূজা, রূপহীনার রূপারতি। সুন্দরীকে বিবাহান্তে সুখে থাকবে সে। সন্তানঘেরা দিন মালার মত কাটবে তার। দূর থেকে বৈদেহী তাকে লক্ষ্য করে যাবে। কাছেও যাবে মাঝে মাঝে পূর্ব্ব আলাপের সূত্র ধরে। মৃত্যুর সময়ে ডেকে নেবে বৈদেহী। আধুনিক মেয়ের প্রথায় নয়,—পায়ের ধুলো চেয়ে বিদায়। সমস্ত অর্থ দিয়ে যাবে পরিমলের হাতে তুলে। মনোরঞ্জনের চেষ্টায় ব্যগ্র হ'লেও আশা করতে পারে নি তো বৈদেহী।

কিন্তু, সব পেয়ে গেল বৈদেহী। শুধু প্রেম নয়, পরিণয়। শুষ্ক পরিণয় নয়, প্রেম। আর কিছু না পেলেও চলবে তার কিছুদিন। কি আর চায় বৈদেহী ? সহসা চোখে ভেসে এল চলচ্চিত্রের যুগল মূর্ত্তির যুক্ত ওষ্ঠাধর। না জানি কেমন লাগে ? ওইটি চায় বৈদেহী। তবে, চিন্তা কি ? রয়েছে সম্পদ, ভোগ করলেই হ'বে।'

বৈদেহীর জামার খাতায় এখন আর ফুল তোলা হ'ল না। হাতে সূচের খোঁচা খেয়ে সূচীশিল্প গুছিয়ে উঠে পড়ল সে। ঘরে যেয়ে একটু দেখা যাক ওর কি চাই।

বসবার ঘরে যেয়ে চমকে দাঁড়াল বৈদেহী। দরজার আড়ালে সরে তাকিয়ে রইল সে পরিমলের প্রতি। কি হয়েছে ওর ?

চামড়ার পোর্টফোলিও পাশে পড়ে রয়েছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের ওপর মাথা রেখেছে সে। অদম্য আবেগে সর্ব্ব শরীর যেন কম্পমান তার। সরলা হলেও বৈদেহী বুঝতে পারল এ কোন শারীরিক যন্ত্রণার বেদনা নয়। এ হচ্ছে পুরুষের ক্রন্দন, যা ব্যথা সয়ে সয়ে জমে পাষাণ হয়ে যায়, নারীর মত জল-ধারায় নিজেকে নিঃশেষিত করে দিয়ে বাঁচে না।

যেতে পারল না বৈদেহী ঘরে। কি বেদনায় তার স্বামী নির্জ্জনে এমন আকুল হয়ে পড়েছে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হ'ল না তার।

বৈদেহী দাঁড়িয়ে রইল একপাটী দরজার আড়ালে নিশ্চল হয়ে। তার মন কথা কয়ে উঠল - 'সুন্দর, পেয়েছি তোমাকে লোকতঃ। কিন্তু, আরও পাবার আকাঙ্ক্ষা যে আমার বেড়েই চলেছে। আরও কাছে চাই তোমাকে, আরও, আরও।' মনে এল বৈদেহীর এক লাইন গান—

"দাও, সাড়া দাও, কও, কথা কও,
বরষি অমিয়া শ্রবণে"—

ইচ্ছা হতে লাগল বৈদেহীর দু হাতে-বাধা পরিমলের মুখ সে তুলে ধরে, যেমন করে লোকে অঞ্জলিতে পদ্মকলিকা ধরে। তারপর—না, আর কিছু নয়—কেবল দেখতে চায় সে কেমন করে প্রখর সূর্য্যের মত উজ্জ্বল সে রূপ মেঘে-ঢাকা চাঁদের মত করুণ হয়ে এসেছে। এ সৌন্দর্য্য যেন আকাশ, এক এক সময়ে এক এক রূপ তার। দু'চোখ ভরে না দেখে কেমন করে বৈদেহী থাকবে ? দেখার পিপাসা তার মিটছে না, যত দেখছে ততই আরও দেখতে চায় সে। বিবাহিত স্বামীর প্রেমে এমন করে কি কেউ ভোলে ?

তীব্র প্রেম তীব্র, অতি তীব্র বেদনার মত। কেমন করে এত ভালবাসা বহন করবে সে ? সেই মুহূর্ত্তে মনে হ'ল বৈদেহীর যে পরিমলের তুচ্ছ চরণাঙ্কুর তুলবার জন্য মরতে পারে সে।

কি হ'ল ওর ? কোন বন্ধুবান্ধবের দুঃসংবাদ এসেছে কি ? অথবা, কোন কারণে মন খারাপ হয়েছে ? কিন্তু, এত মন খারাপ ! কেন, কেন এ যন্ত্রণা প্রিয়ের !

সাহস হ'ল না কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করতে। অন্তরের ভার অন্তরে বহন করে দাঁড়িয়ে রইল বৈদেহী।

পরিমল তাকে জীবনে গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু ধরা দেয়নি। এখনও বৈদেহীর রজনী নিঃসঙ্গ, মাঝে মাঝে পরিমল জননীর কাছেও শয়ন করে সে। এ ব্যবস্থা যেন মাতার ইচ্ছামত, দেখিয়েছে এইভাব পরিমল। বিশেষ কিছু মনে করেনি বৈদেহী। প্রাপ্তির আনন্দে মন তার পূর্ণ। প্রসন্নবাবুর সুপারিশে মোটা টাকা জমা দিয়ে একটা ভাল কাজ পেয়ে গেছে পরিমল। সারাদিন খাটে কাজ নিয়ে বাইরে। সন্ধ্যার অনেক পরে বাড়ী ফেরে সে। বড় লোকের জামাই হ'বার পর থেকে পুরাতন বন্ধু ও ভুলে যাওয়া আত্মীয়ের দল আলাপ ঝালিয়ে নিয়েছেন। সারা দিন আনাগোনা লেগে আছে। পরিমল নানা কারণে ব্যস্ত, অবকাশ সময়ে নির্জ্জনতার ভক্ত। পরিমল বৈদেহীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না সত্য, কিন্তু এটা বৈদেহী নববরবসুলভ সঙ্কোচ ভিন্ন অন্য কিছুই বলে ধারণা করেনি। পরিমল তাকে বিবাহ করেছে এই আনন্দেই মরে যাচ্ছে সে।

হঠাৎ মাথা তুলল পরিমল। নিঃশব্দ একাগ্র দৃষ্টির আঘাত গায়ে বিঁধছিল। দরজার আড়ালে অবস্থিতা বৈদেহীর সঙ্গে তার বেশ স্পষ্ট চোখাচোখি হ'ল।

স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে পরিমল তাকিয়ে আছে। উজ্জ্বল তার চোখ অশ্রুতে ডুবে গেছে। কালো তারার ওপর চোখের জল যেন সারা চোখকে তরল করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, কোন বিজ্ঞাপন-খ্যাত কালীর বড়ির মত তার ভ্রমরকৃষ্ণ চোখের তারা এখনি গলে ঝরে পড়বে নরম জলধারায় বিন্দু বিন্দু করে।

দেখতে দেখতে কঠোর হয়ে উঠল সে বিগলিত দৃষ্টি, মুখের কারুণ্য হ'ল কঠিন। আকস্মিক তর্জ্জনে পরিমল বলে উঠল, "এখানে তুমি কি করছ ?

নিমেষে বৈদেহীর স্বর্গাভিলাষী চিত্ত ধূলার ধরণীতে লুটিয়ে পড়ল। নীরবতাই পরিমল দিয়েছে তাকে এতদিন, সহসা-রূঢ়তার আভাস ছিল না পূর্ব্বে। চকিত-বিস্ময়ে বেদনাহতা বৈদেহী ইতস্তত থেমে থেমে বলল, "আমি এসেছিলাম যদি তোমার কিছু দরকার হয়।" ততক্ষণে পরিমল আত্মসংবরণ করে নিয়েছে। লজ্জিত নরম সুরে সে বলল, "ঝি-চাকরের অভাব নেই। তুমি অযথা কেন কষ্ট কর ?"

বৈদেহী কথা শেষ হ'বার আগেই চলে গেল। অনুতাপ-মিশ্রিত লজ্জা হ'ল পরিমলের। হঠাৎ কেন এমন রূঢ় ব্যবহার করে ফেলল সে ? হঠাৎ কেন বৈদেহীকে সহ্য করতে পারল না ? আজ অফিসের আবহাওয়া সহ্য করতে পারেনি সে। যান্ত্রিক একঘেয়েমি অসহ্য লাগছিল। ঘানিতে বাঁধা যন্ত্রের মত

বাঁধাধরা কাজ সে করতে পারবে না, পারবে না। পাগল হয়ে যাবে তা'হলে। মনের রুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দিতে হবে। ব্যবসায়ে নামবে সে। এখন তো মূলধনের অভাব নেই। শ্বশুরের অর্থে শুধু হবে না—নিজের দু'হাতে সে অর্থ উপার্জ্জন করে মুঠো-মুঠো ছড়িয়ে দেবে কলিকাতার পথে পথে। দেখিয়ে দেবে সে পাষাণীকে—

আজ সে এর জন্মদিন, আজ জন্মদিন আইভি। পরিমলের জীবনে একটি লালদাগে চিহ্নিত দিন। প্রতি বছর এই দিনটিতে একত্র থাকত তারা। মিসেস চক নানা আয়োজন করতেন। ববাহুত পরিমল লাহিড়ী উপস্থিত হত, মিসেস চকের নিমন্ত্রিত নয়, আইভির অতিথি রূপে। মাতা কন্যার জন্মতিথির দিনে মেয়েকে তিরস্কার করতে পারতেন না। অন্যান্য অতিথিদের সম্মুখে ববাহুতকে কিছু বলতেন না বটে কিন্তু আইসক্রীম পরিমলকে দিতে ভুল হয়ে যেত। গত বছর সকালের দিকে সমবয়স্কাদের সঙ্গে বোটানিক্স গার্ডেনে 'টী পিকনিক' করতে গিয়েছিল আইভি। সন্ধ্যায় ডিনার ছিল, স্বশোভন প্রভৃতিকে নেমতন্ন করা হয়েছিল। সেবারে স্বশোভনের আশায় বিরাট ব্যাপার ঘটেছিল। ধার করা মুক্তোর মালা গলায় দুলেছিল আইভির। সেবারের ঘরোয়া ব্যাপারের ব্যবস্থা একটা দূরদর্শী মিসেস চক করেছিলেন। কিন্তু আইভি পরিমলের কাছছাড়া হবে না জানতেন তিনি। তাই সকালে পাইবের না কববার করে নিক—ডিনারে লোফারটাকে বাদ দিতেই হবে। স্বশোভন সন্দীহান।

সেদিন পরিমল উপস্থিত ছিল বটগাছের নীচে। সঙ্গীদের ইচ্ছা করে হারিয়ে এসেছিল আইভি। সেখান থেকে এক ঝোপে প্রবেশ করেছিল। নবনী-কোমল বক্ষে স্থান দিয়েছিল পরিমলকে সেদিন আইভি। শুষ্কপত্রের মর্ম্মরে যৌবন-কামনার প্রতিধ্বনি, অপরাজিতা-নীল আকাশে প্রেমের প্রতিশ্রুতি। ঝিলের দুষ্প্রাপ্য রক্তলিলির সমতুল্য অধর আইভির অবিরত চুম্বনে নীলোৎপল হয়ে উঠেছিল - অকালবোধনের নীলপদ্ম। অতসী-স্বকুমার শরীর আইভির, প্রেমের পীড়নে রক্তজবা হয়ে ফুটেছিল শ্যামল তৃণের শয়নে। আইভি শুয়েছিল পরিমলের বক্ষের নীচে আবৃত হয়ে। সতৃষ্ণ-নয়নে দেখে যাচ্ছিল পরিমল—প্রিয়ার দেহ যেন পুষ্পপাত্র। এক এক অঙ্গে এক এক পুষ্প সজ্জিত প্রেম-দেবতার পূজার নিমিত্ত।

কাল চুলে অপরিজিতা-নীলমণির স্তবক দুলছে। ললাট শ্বেত পদ্ম, চোখ

দুটি উৎপল। গালে ফুটেছে বসোরা-গোলাপ। অধর কিংশুক। সর্ব্বদেহ পুষ্পকোমল, পুষ্পসুবাসিত! আঙুলে চাঁপার কলি, পদপল্লবে স্থলপদ্ম। কণ্ঠ বেলকুঁড়ির তোড়া। বক্ষে দুইটি কদম্ব। চোলি জামার বোতাম খুলে ফেলেছিল পরিমল। আইভি প্রতিবাদ করে নি। মনসিজের পূজার অর্ঘ্য সাজানো আছে কিন্তু পুরোহিত চাই। আইভির দেহার্ঘ্যের পুরোহিত পরিমল।

শাদা দোলন-চাঁপার মত মসৃন-উজ্জ্বল বক্ষে পরিমল রেখেছিল—একটি চুম্বন অতি সাবধানে, অতি সম্ভ্রমে। ভুলে গিয়েছিল ব্যবধান—অপূর্ণতার আশঙ্কা। আইভি অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে বলে উঠেছিল—

"Because the birth-day of my life is come,

My love is come to me"

আইভির ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখে আইভির নিশ্বাসে নিশ্বাস নিতে নিতে পরিমল আবৃত্তি করেছিল অক্ষম বাংলায়—

জন্মদিন এ জীবনে সমাগত হ'লু,

যে আমার ভালবাসা, সে যে কাছে এল।

"উঃ, ছাড়, ছাড় লাগছে। কি ভাবী তুমি, পরি!" নিমিষে সুর কেটে গেল। দংশিত অধর মুক্ত করে নিয়ে পরিমলকে বক্ষের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শিথিলবাসা আইভি উঠে বসল। দেহ প্রেমের পীড়নে লাল-কাল হয়ে উঠেছে স্থানে স্থানে, দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। অধরে, গায়ে হাত বুলিয়ে, চুল ঠিক করে জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে অতুল গ্রীবা বক্র করে চাইল আইভি, "বাপরে, মেরে ফেলেছ আমাকে!"

দাঁতে দাঁত রেখে চাপাগলায় বলেছিল পরিমল, "সত্যি একদিন মেরে ফেলব তোমাকে।"

লঘু বাতাসের মত শুষ্ক পত্রশয্যা থেকে লাফিয়ে উঠেছিল আইভি, ঘাসের ওপরে খুলে-রাখা জুতো পা দিয়ে পরতে পরতে বলেছিল, "Othello's occupation gone? তা, এ ডেসডিমোনা তোমাকে তার আগেই শেষ করে তবে মরবে। ওঠো, ঘড়িতে বারোটা বেজে গেছে খিদে পেয়েছে।"

"তুমি যাও আইভি, ওদের কাছে। আমি বাড়ী ফিরি।"

"ইস্, খিদে পায় নি? পাবে কি করে, এতক্ষণ ধরে যা খেলে, রাক্ষস!" মাথা নীচু করে তৃণশয্যায় আধশোয়া হয়ে বসে রইল পরিমল, আইভির কথনের

খোঁচায় তার সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী অনেকটা ছিঁড়ে গেছে তাই দেখছিল। এলোমেলো চুলের বাসায় গঙ্গার বাতাস খেলা করছে। অবসাদশ্রান্ত দেহ।

"আমি যাবো না, আইভি। এই ষ্টীমার ধরে ওপারে যাচ্ছি আমি।"

"কেন?"

"ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তায়?"

আইভি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পরিমলের ওপর—"ঘরে তুমি আসনি, না? মিথ্যাবাদী!"

আইভিকে বুকে জড়িয়ে তৃণশয্যায় আবার শুয়ে পড়ল পরিমল। এবারে পরিমল নীচে, আইভি ওপরে।

"সোনা! আজ এ কথা বলছ, আজ এত কাছে এসেছ। কালই যে অন্যরূপ দেখব তোমার, আইভি। আর তো আমি পারি না।"

পরিমলের মুখে-চোখে যথেচ্ছা চুম্বনবর্ষন করতে করতে আইভি বলেছিল, "আজ যে আমার জন্মদিন, পরি। আজ আমি তোমার ছাড়া কারুর নয়। প্রত্যেক বছর এই দিনে এস তুমি। তোমাকে ফেরাব না।"

আজ সেই দিন। তিনশো-চৌষট্টী দিনের সাগর মন্থন করে ক্যালেণ্ডারে ফুটে উঠেছে সেই দিন। আইভি আহ্বান দিয়েছিল। সে যাবে কেমন করে? কোথায় আইভি আজ? আর, সে কোথায়? হায়, হায়! কি করেছে পরিমল? না, ঠিকই করেছে। তবু, আজ পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছা করে। অসহ্য লাগে জীবনের বাঁধাবাঁধি। আজ এখন অসহ্য লাগে বৈদেহীকে। পরিমল তো মানুষ।

নিজের ঘরে এসে মেজের ওপর বৈদেহী লুটিয়ে পড়ল। সে পরিমলকে অপ্রসন্ন করেছে, পরিমল তাকে তিরস্কার করেছে। কেন সে গিয়েছিল কি দরকার পরিমলের আছে জানতে? চলে সে তো আসতই, আসতেই যাচ্ছিল, কিন্তু পরিমলকে আড়াল থেকে দেখবার লোভ ছাড়তে পারে নি। তাই তো বৈদেহীর নির্লজ্জ চৌর্য্যবৃত্তি এমন করে পুরস্কৃত হল।" 'তুমি এখানে কি করছ?' মনে মনে বৈদেহী পরিমলের কথাগুলো ভেবে দেখল, সে কঠিন দৃষ্টির কথা স্মরণ করে নিজেকে

কাঁদতে বসল। কিন্তু, কেন? পরিমল তো কোনদিন তাকে রূঢ় কথা বলেনি। সে যে বলতে পারে জানত না বৈদেহী। একটি মাত্র কথা—পরের কথায় অনুতাপ-মিশ্রিত কোমলতা, তবু বৈদেহী যেন কথাটার ভাব সহ্য করতে পারছিল না। পরিমল তার সঙ্গে এমন করে কথা বলবে, বলতে পারে? তার একটু বিরক্তি বৈদেহীর মৃত্যু, তার তিরস্কার? বৈদেহী এ ব্যথা রাখবে কোথায়?

কেন এমন করল ও? কিসে বৈদেহীর অপরাধ হয়েছে? আর ওঃ অমন করছিল কেন? চোখে জল? ওঃ! কেন, কেন? বলুক না বৈদেহীকে, প্রাণ দিয়ে আপনার ওর ব্যথা মুছিয়ে দেবে সে। এত বেদনার কারণ কি? অফিসে কেউ কিছু বলেছে? অসম্ভব। প্রসন্নবাবুর জামাইকে কিছু বলা সেখানে কারুর সাধ্য নেই। বাবা ওকে কিছু বলেছেন নাকি? কি অন্যায়! কিন্তু, না। জামাইকে খুসী রাখতে বাবা সব পারেন, তাই এত করছেন। বাবা কখনও কিছু বলতে পারবেন না। অন্যায় দেখলেও না, বিরক্তিবোধ করলেও না। তবে কেন ও এমন করছে? কে ব্যথা দিল? সম্ভব-অসম্ভবের চিন্তায় বৈদেহী তন্ময় হয়ে গেল। পরলোকগত পিতাকে হয়তো স্মরণ করছে অথবা বিগত কোন বন্ধুকে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবচেতন মন সাড়া দিয়ে উঠল। এমন কোন বন্ধুকে স্মরণ করে বিহ্বল হয়েছে ও, সে বন্ধু আজ ওর জীবনে নেই। তবু, বৈদেহীকে কি করে রূঢ় বাক্য বলল পরিমল? আবার চোখে জল এল বৈদেহীর।

সংসারের কাজে যে মনোযোগ ব্যয় হচ্ছিল পরিমলের মায়ের, এখন সেটা ব্যয় হচ্ছে পুণ্যকর্মে। বিধবাদের স্বভাব, একটা কোন দিক চাই, যেদিকে তাঁদের বঞ্চিত ব্যথিত জীবনের সমস্ত উৎসাহ, আশা ও আনন্দকে পরিচালিত করা যেতে পারে। মনের মরণ ঘটে তাঁদের বহুদিন। স্বাভাবিক অবস্থায় হৃদয়ের যে তাপটা অন্যদিকে সঞ্চারিত হয়, স্বামীর প্রেমের মধ্য দিয়ে, সন্তান-পালনের মধ্য দিয়ে মনের যে বৃত্তিগুলো নিরন্তর তৃপ্ত হ'তে থাকে, সেগুলো তৃপ্ত হ'তে পারে না ব্রহ্মচারিণীর একক জীবনে। আমরা আজকাল মনঃসমীক্ষণের কৃপায় সব জেনে ফেলেছি কিনা। তাই আমরা দেখতে পাই মনের কোমল নিগৃহীত বৃত্তির বিকৃতরূপ আনাচে-কানাচে। আমাদের বিধবারা অতিধর্মকর্মে, শুচি-

অশুচির বিচারে, এবং লোকনিন্দার গেজেটস্বরূপে বিকৃত হয়ে ওঠেন। চিরকুমারী হয়ে ওঠেন সভা-পরায়ণা, অকৃতদার খিটখিটে।

দক্ষিণেশ্বরে কি একটা উৎসব দেখে ফিরছেন মা বেলা তিনটের সময়। হাতে তার মা-কালীর প্রসাদী সিঁদুর, কাটা কম্বলের মধ্যে চিনির বরফী। বৈদেহীর ঘরে আগেই প্রবেশ করলেন, বৈদেহীর সঙ্গে দেখা করে তাকে সিঁদুর ও প্রসাদ দিয়ে নিজের ঘরে দোতালায় উঠবেন।

প্রথমেই চোখে পড়ল তার বৈদেহীর অবলুণ্ঠিতা মূর্তি। ত্রস্তপদে অগ্রসর হয়ে এলেন মা, মুখ নীচু করে দেখলেন বৈদেহী ক্রন্দন করছে।

প্রসাদগুলো মাথায় ঠেকিয়ে নামিয়ে রেখে মা বসলেন বৈদেহীর শিয়রে। "বৌমা, বৈদেহী! ওঠ ওঠ, বেলা তিনটে বাজে।"

চকিতে উঠে বসল বৈদেহী, এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে শাড়ীর আঁচলে মুখের অশ্রুচিহ্ন লুপ্ত করতে করতে লজ্জিত বিস্ময়ে বলল, "কখন আপনি এলেন, মা? এত শিগ্গির?"

"এসেছি এখনই। ভিড় ভিড়। বেশীক্ষণ থাকা যায় না। ঠাকুরের মাকে গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে এলাম তো —" একটু থেমে মা বললেন, "এখনও তোমার চুল-টুল বাঁধা হয়নি। খোকন তো চারটের মধ্যেই ফিরে আসবে।"

"তিনি তো এসেছেন।" বাইরের দিকে চেয়ে বৈদেহী বলল।

"খোকন ফিরেছে? তুমি কাঁদছিলে কেন, মা?"

লজ্জায় নিরুত্তর আবার বৈদেহীর চোখে জল এল। মাথা নীচু করে কাঠের মূর্তির মত বসে আছে বৈদেহী।

অনেক প্রশ্নের পর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মা ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। ছেলের তাঁর মন বোঝা ভার। জীবনে আইভি ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না বলেছিল। আবার নিজে দেখে বিয়ে করল এক হতকুশ্রীকে আবার তার সঙ্গেই এমন ব্যবহার করছে!

পৃথক শয়নের রহস্য মা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হয়তো এই ব্যবস্থা সুবিধার জন্য। নিশীথের অন্তরালে, তার চোখে সুপ্তি নামলে, পুত্র ও পুত্রবধূ মিলিত হয় নিত্য গোপনে। বয়স্ক ছেলে, বয়স্কা বধূ। কিশোর-কিশোরীর উদ্দাম প্রেমলীলা ওদের কাছে আশা করা চলে না। ছেলে চিরদিনই গম্ভীর, মায়ের সঙ্গে অন্য মায়ের ছেলের মত কখনই গল্পগাছা করত না। মনের কথা কাউকেও সে

কখন খুলে বলেনি। অন্তরঙ্গ কোন বান্ধব তার মা দেখেননি কখন। কুমার পুত্রের যে কৌমার্য্য অক্ষুণ্ণ নেই, এ কথা মা জানতেন ভাল করে। তার রূপের পেছনে ধাবমানা বহু তরুণীর পক্ষচ্ছেদ হয়েছে, দেখেছেন তিনি নিজের চোখে। অনেক লঘু প্রেমলীলার ইতিহাস পড়তে পেরেছেন মাতা অসতর্ক মুহূর্ত্তে। তবে, বাড়ীর বাইরেই লীলাখেলা চলত পুত্রের, কাকে যে সে ভালবাসে, কাকে বাসে না তা তিনি জানতেন না। তবু, আইভি যে গড্ডালিকা-প্রবাহের অন্তর্গত নয়—স্বতন্ত্র পুত্রের জীবনে, মা জানতেন।

অত বাছা-বাছা মেয়েদের সঙ্গে মিশবার পরে এমনটিতে রুচি হ'ল কেন? কে বলতে পারে পুরুষের মনের খবর? টাকা-সহায় বড় কথা। সারাজীবন কষ্ট পেয়ে এখন সম্পদে লোভ স্বাভাবিক। আর বৈদেহীর গানের আকর্ষণ কম নয়, স্বভাবটিও মিষ্ট।

ভালই হয়েছে। একটি আধাফিরিঙ্গি উদ্ধত নারীর পরিবর্ত্তে এমন নরম স্বভাবের মেয়েকে ছেলে ভাগ্যি বিয়ে করেছে। এত বড় লোকের মেয়ে, বাবা এত দিয়েছেন, বলতে গেলে বউ-এর টাকাতেই সংসার চলছে এখন, তবু অহঙ্কারের লেশ নেই। বেচারী রূপে খাটো, তাই যেন মাটীতে মিশিয়ে আছে। ঝি-চাকরকে পর্য্যন্ত বড় করে কথাটি বলে না। শাশুড়ী যা বলছেন তক্ষুনি শুনছে সানন্দে। আর স্বামীর জন্য প্রাণ তো দিতে পারে। পরিমল তাকে বিয়ে করেছে, এতেই কৃতজ্ঞ সে! রূপের দৈন্যে মরমে মরে থাকে। বড় ভালো মেয়ে। তাইতো আজ মায়ের সংসারে প্রকাণ্ড জায়গা। নইলে, ছেলে রেখেছিস ঠেলে একপাশে, রূপসী ছেলের বউ কি করত'কে জানে? জীবনে এত সম্মান তো কেউ পরিমল-জননীকে দেয়নি। তাঁর ছেলেকেও এত ঐশ্বর্য্য কেউ দেখায়নি। ভালোই হয়েছে।

তথাপি বৈদেহীর মুখে চোখ পড়লে বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে ওঠে। হায় ভগবান, মানানো তো চাই। কার পাশে কে? একটিমাত্র সন্তান ওই ছেলে, রূপে কন্দর্প। তার পাশে এই বউ! কি হ'বে? সম্পদের পরিবর্ত্তে ওটুকু ত্যাগ স্বীকার্য্য। . .

ছেলে বউকে ভালবাসে না, পরিমলের মা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে ক'টা বিয়ে হয় ভালবাসার? এ ওকে সহ্য করে চলতে পারলেই হ'ল। ভালবাসা কেমন একদিন দেখেছিলেন তিনি। সেই একটিমাত্র দিন আইভি তাঁদের বাড়ী

এসেছিল। হাজার বাতির ঝাড় জ্বলে উঠেছিল পরিমলের রূপের পিছনে। তার আলো আইভির সর্ব্ব অঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছিল। পিচ্ছিল পেলবতায় নয়নের আলো প্রেমিকের প্রেমিকার পদতলে, মাথার চূড়ায় খেলা করে যাচ্ছিল। সমগ্র সত্তা পরিমলের আইভির কথার উপ. ভর করে কম্পিত হচ্ছিল। আইভির হাতে জীবন-মরণ তার। সেই অপরূপার তুচ্ছ কনিষ্ঠা আঙ্গুলিটির ভঙ্গি পর্য্যন্ত পুত্র আকণ্ঠ পান করছে। মায়ের চোখ নীচু হয়ে এসেছিল আপনা থেকে প্রেম ও কামনার এমন অকপট প্রকাশ সন্তানের মুখে দেখে। আইভির চা-তৈরীর ছুতোয় তিনি রান্নাঘরে চলে গিয়েছিলেন।

সেই ভালবাসা। আর আজ? ভ্রাতৃগৃহে দুর্গাপূজার স্মৃতি মনে পড়ল মায়ের। দশমীর পরের দিন মণ্ডপের পাশ দিয়ে চলতে চমকে উঠেছিলেন তিনি প্রথমবারের পূজোয়। সারা মণ্ডপে নিরানন্দ রিক্ততা, ঝাড়-লণ্ঠন খুলে নেওয়া হয়েছে, অর্চ্চনা-বাঁধা হাঁড়িসরা অন্তর্হিত। সামিয়ানা নেই—বাতার বাঁশ আছে শুধু। ছবিখানা বহুদিন মনে ছিল। আজ নববিবাহিত পুত্রের মুখে অতীত-স্মৃতির ছায়া দেখে মা বিস্মিত—ভীত হ'লেন।

আনন্দ না থাকলেও স্বস্তি থাকা দরকার, সুখ না মিললেও শান্তি চাই। নইলে গার্হস্থ্য জীবনের কাঠামো ভেঙ্গে যাবে। প্রসন্নবাবু পরিমলের ঘরে ছোট স্বল্প-পালিশ প্রাক্-বিবাহের খাটখানা দেখে বিস্মিত হননি। ভেবেছিলেন পূর্ব্ব-স্মৃতি হিসাবে এখানার মূল্য। বিরাট ঘরে অনেক জায়গা, তাই রেখেছে জামাতা। অবকাশ সময়ে শোওয়া-বসা যায়। দোতালার ঘরে যুগ্ম খাটে যুগ্মশয্যা তেমনি পাতা থাকত, মেয়ের মুখে লেগে থাকত সুখের হাসি। প্রসন্নবাবুর সন্দেহের অবকাশ হয়নি।

আজকের ঘটনা ভবিষ্যতের সূচনা মাত্র, বুঝলেন মাতা। অবহেলা করা চলে না। পৃথক শয়নকে অবহেলা করা চলেছে। প্রসন্নবাবুর প্রসন্নতা বজায় রাখতে ছেলেকে শাসন করা প্রয়োজন।

মা বৈদেহীকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রসাধনে পাঠালেন। তারপরে দ্বিধাকুণ্ঠিত পায়ে পায়ে ছেলের ঘরে প্রবেশ করলেন।

চেয়ারে বসে পরিমল কতকগুলো কাগজপত্র দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। কুঞ্চিত-ভ্রূ মুখ তুলে চাইল।

প্রথমে মা সাধারণ মামুলী কথা দু'চারটে বললেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভিড়,

গঙ্গার শোভা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে আরম্ভ করলেন আসল বিষয়ের ভূমিকা—"যাই দেখিগে, বৈদেহী তোর জন্যে কড়াইশুঁটির কচুরী করছে, কতদূর হ'ল। হাত-পা পুড়িয়ে বসলই কিনা। কোন দিন অভ্যাস নেই তো এ সব করা। বড়লোকের মেয়ে! তা তুই খেতে ভালবাসিস দেখে গেছে তাড়াতাড়ি কচুরী ভাজতে।" সস্নেহে মা পুত্রের দিকে চেয়ে হাসলেন।

পরিমল কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তার মুখ দেখা যায় না। ইতস্তত দ্বিধায় মা বল্লেন ভয়ে ভয়ে, "এবারে শোবার ব্যবস্থাটা তোর ওপরে করাই ঠিক। বৌমা মাঝে মাঝে আমার কাছেও শোয়। ভাল দেখায় না। ও-ওই-বা কি ভাবে ?"

পরিমল মুখ তুলে গম্ভীরভাবে বলল, "ওরে যে আমি বিয়ে করেছি সেই ওর ভাগ্য।"

মা চমকে উঠলেন। সন্তানের নিষ্ঠুরতা, অমার্জিত চাষামী মাঝে মাঝে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করত, যদিও বাইরের উচ্চ পালিশের চাকচিক্য অধিকাংশ সময়ে আবৃত রাখত প্রকৃত সত্তা পরিমল লাহিড়ীর। তবে, আজ বিবাহের এত অল্পদিন পরে এমন কথা অমার্জনীয় বলেই জ্ঞান হ'ল তাঁর। অকৃতজ্ঞতারও সীমা আছে। বিয়ে করেছ তুমি তাকে, এ তার ভাগ্য বটে। কিন্তু, এই যে অট্টালিকা দাসদাসী নিয়ে রয়েছ তুমি, এই যে মোটরে চড়ে বেড়াচ্ছ, এসব কার জন্য ? ক'দিন বাদে লক্ষলক্ষ টাকা তোমার হাতে আসবে, সেটা কার জন্য ? এতদিন তো তুমি সেই একতলা বাসাবাড়ীতে বসে নিজের জুতো নিজে পরিষ্কার করতে, পয়সা বাঁচাতে নিজে আয়না দেখে চুল কাটতে, একটা জামা কিনতে দশবার ভাবতে। আজ একটি বড় কর্মস্থলে পদস্থ তুমি, মানুষের মত মানুষ তুমি, কার কৃপায় ? তোমার রূপ দেখে তো আর কেউ ভোলেনি ? আইভি তো ভাঙা বাড়ীতে পা-ধুতেও আসেনি। গরদের পাঞ্জাবী, গিলে ধুতি, রূপোর ভোজন-পাত্র, ব্যাঙ্কে হিসাব—সবই এই কুরূপার উপহার। কোন সুন্দরী তোমাকে দিত না, দিতে আসেনি।

মনে হ'ল নিমেষের জন্য মা আত্মসংযম হারিয়ে ফেলবেন। তাঁর এই অনিন্দ্য-সুন্দর, অকৃতজ্ঞ পুত্রকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করবেন। মানুষ হ'তে শিক্ষা দেবেন তাকে। শুধু নিতে নয়, দিতেও শেখাবেন। রূপহীনার কি হৃদয় নেই ? সে কি শিক্ষিত, পূর্ণবয়স্ক মানুষ নয় ? তার কাছ থেকে এত নিলে, দেবে না কিছুই ?

আবার প্রৌঢ় বয়সের শীতল রক্তধারা অভ্যস্তগতিতে ধীরে প্রবাহিত হ'ল। প্রকাশ্যে মা কিছুই বলেন না অবশ্য।

একা ঘরে পরিমল জ্বলতে লাগল। মা এসেছেন পুত্রবধূর সুপারিশ করতে! মাকে দেখলেই আজকাল রাগ হয় পরিমলের। তার প্রসন্ন মুখ দেখে গা জ্বালা করে। দিব্যি আছে? ভাল খাওয়া-পরা, গাড়ী চেপে অহোরাত্র বেড়ানো। ছেলের আত্মবিক্রয়ের মূল্য পেয়েছে ভারী! আর কোন কর্তব্য নেই ছেলের। কিন্তু, তোমার কর্তব্য নেই? তোমার স্বামী সন্তানের দায় এড়িয়ে চোখ মুদল। 'ভিখারী।' হ্যাঁ, ভিখারী পরিমল লাহিড়ী। আইভি ঠিক বলেছে, ঠিক। মামা একটি পয়সাও দিলেন না। তুমি কেন গর্ভে ধরলে তাকে---ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভিখারিণীর সন্তান ভিখারীকে নুন খাইয়ে মেরে ফেললে না? সারাজীবনের হতাশা-দৈন্য তা হলে বহন করতে হত না। মা হয়ে ছেলের বিয়েতে আনন্দ করছ তুমি! বৈদেহীর ওকালতী করছ তুমি ছেলের দিকে না চেয়ে! নির্লজ্জা পেয়েছে নাম চায় নয়, চাইছে মন! তার দুই শত্রু একত্রে তাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে, নিজের মা আর ওই বৈদেহী। মা, পক্ষ নিয়েছেন বৈদেহীর, নয়? নিশ্চয় বৈদেহী হাত করেছে মাকে। অসুখী মনে পরপর নানা ভাবের দ্বন্দ্ব পরে একটি ভাব ফুটে উঠল পরিমলের—সূচের মত সূক্ষ্ম কিন্তু সূচের মত সুদীর্ঘ একটি বিদ্বেষের রেখা বিবাহিতা পত্নীর প্রতি।

আঠারো

অবলুণ্ঠিত জ্যোৎস্না গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে এসে পড়েছে তৃণের শয্যায়—শ্যাম সুকোমল বিছানায়। আলিসে লতার বালিশে হেলান দিয়ে চঞ্চল চাঁদের কিরণ ঘুমন্ত।

শকুন্তলাদের লনে সন্ধ্যাশেষের পাণ্ডু চন্দ্রলেখার ছায়া। একদল তরুণ-তরুণী মাধবীকুঞ্জের চারপাশে কানামাছি খেলা করছে। সৌখিন সিল্কের ফুলতোলা রুমালে কানামাছির চোখ ঢেকে সোনার ব্রুচে আটকানো। দোদুল্যমান তরুণীর বেণী কবরী-বন্ধনে শাসিত, ধরা পড়ার ভয়ে। দু'হাত ছড়িয়ে অন্ধ কানামাছি

খুঁজে বেড়াচ্ছে কাকে চোর করা যাবে, কে ধরা পড়বে। দূর থেকে গায়ক মানসমোহন অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল :—

"মৌমাছিদেব সাথে সাথে গান গাওয়া মো'ব হবে সফল
ফাগুন সন্ধ্যায়,
গন্ধ বহে অন্ধকাবে বজনীগন্ধায়"—

কানামাছি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেল। সে গান বড ভালবাসে। চীৎকারি স্বরে শকুন্তলা বলে উঠল, "বা পরিমল দাঁড়াচ্ছ যে ?'

পরিমলের একতলার ঘরে সেইরকম জ্যোৎস্না ফিবে এসেছে আজ। অনেক দিনের ভোলা, অনেক দিনের হারানো কথা ফিরে আসছে সঙ্গে সঙ্গে। আনন্দের দিন সেগুলো। প্রকৃতপক্ষে জীবনে সেগুলোই আনন্দের দিন। ভালবাসাব আগে লঘু প্রজাপতিব মত হাল্কা কয়েকটি নির্বিরোধী দিন। কোথাও বিরোধ নেই, অশান্তি নেই। প্রেম জীবনে আসবাব সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল বেদনা, এসেছিল নৈরাশ্য।

হাস্নু ও-হানার উতলা গন্ধ সহসাগত সমীরণে ভেসে আসছে। এ-সুবাস যেন পুরাতন, বহুদিন আগের মনের দ্বারে আঘাত করে। কত কি কথা মনে পড়ে—আধভোলা স্মৃতি সব এই ফুলের গন্ধে ফুলের গন্ধের মত মনে ভেসে আসে। সব তো মনে পড়ছে না ? জড়িয়ে গেছে সমস্ত কাহিনী তন্বীর চুলের বেণীর মত। কিছুই মনে পড়ে না, অথচ সবই আছে মনে, ভাবতে পারছি না, ছুঁতে পারছি না, মনের এও এক অবস্থা।

শকুন্তলা লম্বা-ছিপছিপে মেয়েটি, শ্যামল রং, চোখেমুখে অহেতুক দীপ্তি। তার চকিত হরিণ নয়ন মাঝে মাঝে কিসের আলোয় জ্বলে উঠত পরিমলের দিকে চেয়ে ? তার কাকার বন্ধু ছিল পরিমল পাঁচবছর আগে।

শকুন্তলা গিয়েছিল দার্জিলিং কনভেন্ট-এ পড়তে,তার স্বাস্থ্য কলিকাতায় টিকছিল না। যাবার আগে সে গোপনে বলেছিল, "তোমাকে না দেখে কেমন করে থাকব ?"

তাকে বলা নিজের কথাগুলো পরিমল যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, "সেটা উভয়তঃ, শকু।"

কি চমৎকার করে সর্ব্বাঙ্গে শাড়ীটা জড়িয়ে নিত চম্পা! বেহালার হাতটি কি মিষ্ট ছিল তার! ছায়াছবির মত একটা করে দিন ভেসে আসছে পরিমলের মনে।

দোতালায় লম্বা ঘর, সতরঞ্চে বসে বাজাচ্ছে চম্পা। নিটোল দেহ শাড়ীর বাঁধনে ঢাকা পড়েনি সম্পূর্ণ। ইমন বাজাতে বাজাতে নিজের মনে ঈষৎ হাসছিল সে। হঠাৎ ইমন ছেড়ে ধরল সস্তা বিদেশী 'T' is the last Rose of Summer, left blooming alone", পরিমলের হাতে বন্দী হ'ল তার হাত ছড়সমেত—"কী বাজনা তোমার, চম্পা। সারাজীবন যদি শুনতে পেতাম!"

"আঃ ছাড়ুন না।" কে বলেছিল করে এ কথা কপট রোষে? অতসী, না বন্যা? কার শাড়ীর আঁচল ধরে পরিমল বলেছিল, "না, না তোমাকে ছাড়ব না।" কবিতা উদ্ধৃত করে যোগ দিয়েছিল, "চলিছে ছুটিয়া পলতকা হিয়া"—।

আজ প্রথম মনে হ'ল পরিমলের জীবনে সে অনেক পাপ করেছে, অনেক পাপ। কত উন্মেষোন্মুখ হৃদয় তার নির্ম্মম আঘাতে শীতের কলিকার মত মলিন হয়ে গেছে। কত তরুণীর হৃদয়-বৃত্তি নিয়ে খেলা করেছে সে! প্রেমের ভান করেছে। নিয়েছে অনেক, দেয়নি কিছু। আজ এই অসহ্য যাতনা, এ কি তারই প্রতিফল? কে জানে কোথায় আছেন সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি সবেরি বিচার করেন? এ কি সত্যই নেমেসিস?

কাণে ভেসে এল দূরাগত গানের করুণ মধুর ধ্বনি—

> "গানগুলি মোর কাঙালের মত তোমার দুয়ার পাশে,
> বারবার যায় বৃথা অভিসারে, বেদনায় ফিরে আসে।"

রজনীর নির্জ্জন যামে অপ্রত্যাশিতভাবে গান গাইছে বৈদেহী। অতি মৃদুস্বরে খালি গলায়। কিন্তু, পরিমলের ঘরের ওপর শয়নকক্ষ। সুতরাং, অনিবার্য্যভাবে শোনা যাচ্ছে প্রত্যেকটি কথা।

অসামান্যতা ওই তো ওখানে। রজনীর নিভৃত যামে আলোর ফুল ঝরে পড়ছে অন্ধকারের বুকে। সকাতর আহ্বান বাতাসে ভেসে আসছে পরিমলের প্রতি, ডাকছে তাকে।

নেমেসিস? তাহ'লে, তাহ'লে? আবার ভুল করছে না পরিমল? একটি উন্মুখ হৃদয় বিকশিত তার প্রতি। সর্ব্বস্ব সমর্পন করেছে বৈদেহী। বৈদেহীর

অর্থে অর্থশালী পবিমল। তরুণ জীবন তরুণী পায়ে ঢেলে দিয়েছে ওর। বৈদেহী ভালবাসে, চায়। তাকে বঞ্চিত করা পবিমলেব ধর্ম্ম হ'বে না। ভালবাসা-বঞ্চনার দুঃখ জানে সে।

উঠে দাঁড়াল পবিমল চঞ্চল হয়ে। বিনিদ্র যামিনী, গানেব দূত আহ্বান পাঠাচ্ছে। নয় কেন? বিবাহিত নবেব কর্ত্তব্য পালন করবে সে। সব সহজ হয়ে যাবে। নির্ব্বিবাদে বিবাহিত নবেব দলে মিশে যাবে নার্সিসাস। সন্তান হ'বে তাব বিবাহেব স্বাক্ষব স্বরূপ। কুরূপা বৈদেহীব গুণ আছে, আছে প্রাণ। সে প্রাণে প্রেম আছে। বিবাহিতা পত্নীব দাবী মেটাতেই হ'বে। অনেক দিয়েছে বৈদেহী। সেও দেবে পবিবর্ত্তে তাব দেহ, তার রূপ।

পবিমল নেটেব গেঞ্জিব উপব সাদা আদ্দিব পাঞ্জাবী পবে ফেলল। ম্লান নীল আলো জ্বালিয়ে চুলে বুরুষ বুলিয়ে গেল। কণ্ঠীতে ঢেলে নিল পম্পিয়াই. কাণেব পাশে দিল ভায়োলেট। কিভাবে সজ্জিত হ'তে হয় স্মবত-সংগ্রামে, জানে পবিমল। অসংখ্য আবব্য বজনীব একমাত্র নায়ক সে। আব কি? বাঁধাধবা ছকে অনেক জানা, অনেক চেনা কাজ—জটিলতা নেই, ভুলবোঝা নেই জীবশক্তিব নিক্ষেপে নাবীদেহে প্রবেশ। আব প্রেম চেয়ে মলিন হ'বে না বৈদেহী, জাগরণ ক্লান্ত চক্ষে দয়িতেব আসাপথে চেয়ে বিরহের সঙ্গীত-দূত পাঠাতে হ'বে না বৈদেহীকে। সংসাব-সমাজ বজায় থাকবে পবিমল কর্ত্তব্য সম্পাদন করলে। অতি সোজা কাজ। দীপ-নির্ব্বাপিত কক্ষে বৈদেহীব লজ্জাবজনক কুরূপ দেখা যাবে না। মনে পড়ে গেল—পিরান্দেল্লোর গল্প—'A Call to Duty'- কোনমতে বাত্রি জেগে থাকলেই স্বামী স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হ'ন নিসন্দেহে। ডাক্তাবেব বিধান অনুযায়ী পুডিং প্রস্তুত হ'ল স্বামীব রাত্রিজাগরণের নিদান নিয়ে। ফলে, বিমুখ স্বামী হ'লেন অনুকূল—অবৈধ সন্তানের বৈধতা স্থাপিত হ'ল রজনীর গভীব যামে অতি স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে। পিরান্দেল্লোব অদ্ভুত গল্পটির স্মৃতি মনে এল—অধরে বিষাদ হাসি দেখা দিল পরিমলের। আজ সে লুইগি-পিরান্দেল্লোর গল্পের নায়ক।

হো'ক কুরূপা, রমণীস্পর্শ-সম্ভাবনায় এই যে সারা দেহ তার আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠছে। অগ্নিস্রোতে বাধা, দ্বিধা, সব ভেসে যাবে, আসবে চরম সাফল্য পুরুষ-জীবনের জৈবিকধর্ম্মে। নারী চাই, নারী চাই! দেহ চাই—মনের খোঁজে প্রয়োজন নেই। এই নিভৃত রাত্রে যুবতীর গৃহে—হোক কুরূপা, যৌবন তো আছে

—সগৌরবে মাথা উঁচু করে প্রবেশ করবে সে। বিজয়ী বীরের মত গ্রহণ করবে নারীকে। দুটি মন্ত্র, আর দোষ থাকে না। যখন খুসী তখন যাও অনাত্মীয়ার শয়নকক্ষে।

বারান্দায় বেরিয়ে এল পরিমল। স্পষ্ট চাঁদের আলো বারান্দা উজ্জ্বল করে তুলেছে। পেছনে, সামনে বাগান, একঝাড় গাছ যেন ফুলের। আসার পথে লক্ষ্য করেনি পরিমল। সেই ঝাড়ের উপর আলো পড়েছে—অস্পষ্ট মূর্ত্তি যেন দাঁড়িয়ে আছে।

এ কি চেনা গন্ধ! ফুলের ঝাড়ের গন্ধ সে কত স্মৃতি সাগরে অবগাহন করে এল, না? কি মনে পড়ে। ওকে? নিমেষে ফুলের ঝাড় নারীমূর্ত্তি হয়ে চোখের সম্মুখে এগিয়ে এল।

ও কে মেয়েটি? যার দেহে অযুত পুষ্পের তীব্র-মধুর স্মৃতি? ও গলায়-হাতে হীরা পরত প্রায় প্রতিটি উৎসবে। লীলায়িত বামতনু ওর, অতনুর ধনুকের মত বক্র অধরোষ্ঠ।

ওঃ, আইভি, আইভি! আইভি, আইভি! ব্যাকুল আগ্রহে এগিয়ে এল পরিমল। ওইতো সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে। এগিয়েই আসছে। কিন্তু, কই ও মুখে তো চিরদিনের মত লীলাহাস্য বিদ্রূপ ব্যঙ্গের সঙ্গে খেলা করছে না? ম্লান সে মুখ, ব্যথায় বিবর্ণ! সেই মুখের ছবি মনে আঁকা রয়েছে—যখন লুটিয়ে পড়ে আইভি বলেছিল, "পরি, এ কি করলে?

"বড় ব্যথা দিয়েছি তোমায়। বিশ্বাস কর, অনেক বেশী পেয়েছি নিজে।"

পরিমল শূন্যে হাত প্রসারিত করল। স্বপ্নের আইভি মিলিয়ে গেছে তার। গাছের কর্কশ খোঁচা লাগল হাতে মাত্র। হাস্নু-হানার ঝোপ ও, তাই, তাই! তাই বিভ্রম।

আইভি, আইভি! কেন এমন করেছিলে? তোমাকে তো ভালবেসেছিলাম। তোমাকে অর্থের ঐশ্বর্য্য দিতে না পারলেও প্রেমের ঐশ্বর্য্য দিতে পারতাম। সে কি এতই সুলভ? ভালো তো বেসেছিল আমাকে, তবে কেন ফিরিয়ে দিলে?

নিদ্রাহীন রাত্রি বিষাক্ত-কণ্টকাকীর্ণ। প্রতিশোধ নিয়েছে সে! আরো চাই তবু। মন ভাঙতে হবে ওর, যে মন ভেঙেছে তার মন। দেখাতে হবে আইভিলতাকে পরিমল ভালবাসে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে—পরম সুখে আছে পরিমল।

প্রিয়কে ব্যথা দেবার চিন্তা মনে এক অপরূপ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। অতি তীব্র এ আনন্দ! সে ব্যথা পাবে আমি যেমন পাচ্ছি। আমার তাকে দুঃখ দেবার ক্ষমতা আছে।

ওঃ! পরিমল বারান্দায় রেলিং চেপে ধরল। বুঝি তার সঙ্গে শত্রুতা করেই এমন চাঁদ উঠেছে আকাশে! কী দরকার চাঁদ উঠবার? জ্যোৎস্না হ'বার? অমবস্যা কেন সারা আকাশ গ্রাস করছে না? প্রকৃতির সমস্ত মাদকতা, মাধুর্য্য লুপ্ত হয়ে ঝড়, অশনিপাত হ'লে পরিমল শান্তি পেত। মনের দুঃখ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে চান্দ্রিকাতে। মনে পড়ে তার হাসি, তার কটাক্ষ।

না, হ'ল না। কর্ত্তব্যপালন হ'ল না। এ দেহ অইভির। একবার সে গ্রহণ করেছে। লোলুপ বক্তিমাধরে পান করেছে অধরের মধু, নির্দ্দয়ভাবে উপভোগ করেছে যৌবন ও রূপ। সেই আইভি সমর্পিত দেহ অপরকে দেওয়া চলে না।

দেবে না পরিমল। রূপকুমারীকে প্রীত করে এখন কুরূপার সম্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। কুরূপার বিয়েই হ'ত না। বিবাহের মন্ত্র পড়ে ধন্য করে দিয়েছে তাকে পরিমল। আর কিছু দিতে পারবে না সে।

চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ ডেকে আনে পুরাতন স্মৃতি। নারীর শয্যায় নয়, স্মৃতির শয্যায় চল, পরিমল।

> "Remind me not, remind me not,
> Of those beloved, those vanished hours
> When all my soul was given to thee.
> Hours that may never be forgot."

"ভাল করে শিকড়টা তুলে ফেল মালী, আবার ফের যেন গাছ না গজায়।"

নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে পরিমল কর্ম্মরত মালীকে উপদেশ দিচ্ছে। হাতে তার কবোষ্ণ কোকোর পেয়ালা। চা খাওয়া ছেড়েছে পরিমল, রাত্রে ঘুম হয় না বলে। দোতালায় জানালার পাশে ঠিক পরিমলের ওপরে দাঁড়িয়ে বৈদেহী রূপো-বাঁধানো সোনার কাজ করা চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ে বাঁধছে। পাঁচমাস আগের বৈদেহীর সঙ্গে এ বৈদেহীর কিছু অসাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। দেহ ঈষৎ স্থূল, গৃহিনীপদবাচ্যার ন্যায়। বর্ণ একটু ফিকে, বোধহয় দিনে ছয়বার সাবান-ঘর্ষে।

মুখে-চোখে বিবাহের অনতিপূর্ব্বে যে সামান্য সরসতা এসেছিল, এখন তা ঢাকা পড়েছে একটা বিষাদ-বিষণ্ণ ম্লান ছায়ায়।

বিস্মিত হয়ে ভাবছে বৈদেহী এমন সুন্দর ফুলের গাছটা হুকুম দিয়ে কাটাবার কি প্রয়োজন? হাস্নু-ও-হানার গন্ধে সারা বাড়ীটা উল্লসিত হয়ে উঠত প্রতি সন্ধ্যাবেলা। সে গন্ধকে এমন করে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে তার স্বামীর?

কেমন করে জানবে কে এ কয়েকটা মাস কেন পরিমলের হাস্নু-ও-হানার গন্ধ অসহ হয়ে উঠেছিল? সেই রাত্রে সজাগ হয়ে উঠেছিল পরিমল এ বাড়ীতেও হাস্নু-ও-হানার অস্তিত্ব সম্পর্কে। তারপরে প্রতি নিদ্রাহীন রজনীতে হাস্নু-ও-হানার ঝোপ গন্ধদূত পাঠিয়ে দিত পরিমলের শয়নকক্ষে। সে গন্ধ তার মনে জাগাত তাকে, যা ভুলবার সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

এর একটা সুবাস হঠাৎ মনে কত স্মৃতি না জাগিয়ে তোলে! বিসাক্ত-তীব্র সব স্মৃতি, মধুর কোমল সব স্মৃতি কেন মনে করছি কেউ বলতে পারে না, কিন্তু কোন ফুলের, কোন পুষ্পসারের গন্ধ হঠাৎ এক চমকে অসংখ্য ভোলা কথা মনে করিয়ে দেয় মনের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভীষণ আলোড়ন হয়। নিশ্চয়ই সেই সব কাহিনীর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রথম দিনেই জড়িয়ে ছিল এই বিশেষ গন্ধ, কিন্তু আমরা ক্রমে সে কথা বিস্মৃত হয়ে যাই, তাই মনে করি, কেন ভাবছি পুরাতন কাহিনী, এ সুবাসের সঙ্গে কিসের এর সম্পর্ক?

শৈল-শিখরের পরিচয়ের পর সেদিন থেকে পরিমলের জীবনের প্রথম প্রেম হেনা-মঞ্জরীতে গাঁথা। সায়াহ্ন বাতাস মদির হয়ে উঠত ফুলের গন্ধে, রাশি রাশি হাস্নু-ও-হানা নিত্য ফুটে উঠত তাদের প্রেমের মত। আহা, সে ফুলকে সহ্য করা যায় কেমন করে!

"বৈদেহী, তোমার এখনও কাপড়ছাড়া হয়নি?" স্ত্রীর শয়নকক্ষের দ্বারে বিরসকণ্ঠে বলল পরিমল।

আবার প্রসাধনের দিন ফিরে এসেছে। শ্যাওলা বেনারসী পরিহিতা বৈদেহী বেরিয়ে এল। ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে পরিমল চেয়ে দেখল তাকে। দিব্যি মোটা হয়েছে বিয়ের জল গায়ে পড়ে। একটু সরল আছে, নির্ব্বোধও বেশ। দিন তাই চলে যাচ্ছে পরিমলের।

"গাড়ীতে চল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।" ছাতখোলা গাড়ীতে উঠে বসল দুজনে পাশাপাশি। রত্নালঙ্কারভূষিতা বৈদেহী, সুসজ্জিত পরিমল। স্বামী-স্ত্রী বিকালবেলায় "হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। সুখী দম্পতি। রাস্তায় বিগতযৌবনা চিরকুমারীর এদের দেখে বুকফাটা নিশ্বাস পড়বে, স্বামী-প্রেমবঞ্চিতা জানালা দিয়ে দেখে ঈর্ষ্যাকাতর হ'বে, দরিদ্রের মনে আসবে বিদ্বেষ। হাওয়ার গাড়ী হাওয়া হয়ে ছুটবে শহরের রাস্তা ধরে হঠাৎ-বড়লোক বালিগঞ্জে লেকের তীরে। লেক প্রদক্ষিণ করে বাড়ী ফিরে এল সুখী দম্পতি। কিছুদিন ধরে এমনি চলেছে।

গাড়ীর হুড ফেলে দিয়ে নিয়মিত স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে বেড়ানো চাই পরিমলের। নিত্য এই খেয়াল তার। তাহ'লে, মিলন হয়েছে?

কই, সারাদিনে তো বাক্যালাপও করতে দেখা যায় না। স্ত্রী সম্মুখে পড়ে গেলে অন্যদিকে চেয়ে থাকে স্বামী। একত্রে পানভোজনও করে না। পরিমল চলে যায় কার্য্যস্থলে, বৈদেহী থাকে পরিমল-জননীর কাছে।

তবে কি, রজনী উভয়কে এক করেছে, এনেছে মিলন দৈহিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের? হ'ক রূপহীনা, তরুণী তো। একই গৃহে মন্ত্রের অধিকারে ভোগ্যা; কয়জন পুরুষ পারে প্রতিরোধ করতে?

না, আর কখন তো পরিমল লাহিড়ী বারান্দায় বেরিয়ে আসেনি দোতালায় যাবে বলে। স্ত্রীকে ভোগ করবার প্রেরণায় বেশসংস্কার করেনি স্বামী। হাস্নু-হানার ঝাড় কেটে ফেলা হয়েছে, তাতে কি? স্মৃতি তো আছে। রয়েছে সারা জীবনে আইভির ছাপ। মুছে ওঠানো যাবে না।

যদি স্ত্রী রূপহীনা না হত? আইভির ছায়ামূর্ত্তি যেন বিদ্রূপ করে, ভুলে কি যেতে না তুমি? ভুলে কি যেতে না একজনকে? গ্রহণ কি করতে না বাঞ্ছনীয়াকে?

প্রেমজীবন আমার মৃত হয়ে গেছে, পৌরুষ হয়েছে নিদ্রিত আকস্মিক আঘাতে। আমি তো আর কাউকে গ্রহণ করতে পারব না, হ'ক না সে নারী মোহিনী।

হা, হা, হা, হা। হেসে উঠল ছায়ামূর্ত্তি। পরিচিত ব্যঙ্গ হাস্যে জাগর প্রহর মুখর করে তুলল,—'Quiet Flows the Don'এর পুরুষের প্রমাদ নাকি? যুদ্ধের বিপৎপাতে আকস্মিক পুরুষত্বহীনতা। তা, কন্টিনেন্টাল লেখকেরা এই জিনিষটি বোঝেন ভাল, স্বীকার করতেই হয়।—

কি যে বল, আইভি?—চিরদিনের পরিহাসনিপুনাকে আনন্দিত তিরস্কার

করতে যেয়ে চমকে উঠেছিল পরিমল। শূন্য কক্ষে একা সে, তন্দ্রার ঘোরে আইভি কথা বলছে। বাস্তবে কোথায় সে দুর্লভা? পাগল হয়ে যাব! পাগল হয়ে যাব! না, প্রেম বলে সত্যই নিদারুণ বস্তু আছে একটা। যা'র কবলে অতি বড় শক্তিমানও মোহাভূত হয়ে পড়ে। প্রতিশোধ কোথায় নিতে পারল পরিমল লাহিড়ী? প্রতিশোধ নিচ্ছে আইভি চক্রবর্ত্তী প্রতিটি মুহূর্ত্তে!

তবে বৈদেহীকে নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণের অধ্যায়টি অহেতুক নাকি?

পরিমলের এ নূতন ব্যবস্থা, এ অভিনব খেয়াল বৈদেহী মাথা পেতে নিয়েছিল। এমনি মাথা পেতেই নিয়েছে সে তার প্রেমাস্পদের অবহেলা। সত্যই বিবাহ তার ভাগ্য। সত্যই তো তার ভাগ্য! পরিণয়ের দিন সহচরীদের, আত্মীয়াদের ঈর্ষ্যামিশ্রিত সপ্রশংস দৃষ্টি মনে আছে বৈদেহীর। সাম্রাজ্যলাভের গৌরবে তারা পিতাপুত্রী উল্লসিত হয়ে যে যেখানে আছে নিমন্ত্রণ করে এনেছিল।

প্রথম প্রথম নিত্য এই বৈকালিক ভ্রমণ তাকে স্বর্গের চাবিকাঠি এনে দিয়েছিল। আশার আলোয় অন্ধকার মন আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এইবার বিমুখ প্রিয় সদয় হবে। ভ্রমণ এনে দেবে বৈদেহীর জীবনের চরম প্রাপ্তি। কেন পরিমল তার সঙ্গে কথা বলেনা, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া? কি দোষ করেছে বৈদেহী, কি দোষে প্রিয় বিরূপ? নিজে যে বিবাহ করল চরম সার্থকতা বৈদেহীর জীবনে এনে দিয়ে, সে কেন এমন দূরে সরে থাকে? কাকে বলবে মনের কথা? বাবাকে বলা চলেনা। পরিমলের মা-তো নিজের চোখে দেখেন নিত্য। তাঁরও কিছু করবার নেই। বাইরের আত্মীয়-বন্ধুরা কিছুই টের পায়না। আপাতদৃষ্টিতে সুখী দম্পতি তারা। কি করা যায়। কি দোষ বৈদেহীর? তার কুরূপ দেখেই তো পরিমল নিয়েছে তাকে। তবে? এ রহস্যের সমাধান করে হবে? প্রতীক্ষা ছাড়া বৈদেহীর গতি নেই।

সেই প্রতীক্ষার নিষ্কম্প-নিবদ্ধ কাল মেঘ প্রত্যাশার বায়ুবেগে কম্পমান আজ। একটু সরে গেছে মেঘের প্রাচীর, আড়াল থেকে ভেসে আসছে দূরাগত চাঁদের ছোঁয়া। আবার প্রসাধনে প্রিয়ের মনোরঞ্জনের ইচ্ছা, আবার অধরে সুখের হাসি।

কিন্তু, অকারণ এ ভ্রমণের উদ্দেশ কি? নিস্তব্ধ হয়ে উদাসভাবে বসে থাকে পরিমল। বাড়ী ফিরে নিজের এলাকায় চলে যায় সে। দুজনের মধ্যে দুলতে থাকে নৈশব্দ্যের যবনিকা।

•পথ চলে যায় গাড়ীর সামনে ফিতের মত। যে পথের শেষ নেই। নির্লিপ্ত যন্ত্রিতের সঙ্গে এ ভ্রমণে সুখ নেই। আবার হঠাৎ হয়তো সরে আসে পরিমল কাছে, সহসা কথা বলে। আবার সুদূর নির্লিপ্ততা।

জটিলতার মধ্য থেকে অনেক চিন্তার পর সহজ কয়েকটি তথ্য বেছে নিয়েছে বৈদেহী। গাড়ী রোজই একটা বিশেষ রাস্তা দিয়ে ঘুরে যায় মাঠের দিকে। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ দিয়ে চলে গাড়ী ধীর-মন্দ গতিতে। সহসা এক সময় পরিমলের সুদূর ভাব খসে পড়ে সাময়িকভাবে। সেই বিশেষ পথে এলেই পরিমলের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সন্নিকটে সরে আসে সে। প্রেমিকের মত পাশে বসে, মুখের ভাব অহেতুক প্রণয়োদীপ্ত হয়, পুষ্পধনুর শরাসনের মত অধরে ভালবাসার হাসি দেখা দেয়। বৈদেহীর মুখের কাছে মুখ সরে আসে, বৈদেহীর কণ্ঠের পশ্চাতে গাড়ীর গদির ওপর বাহু ন্যস্ত হয়। কিন্তু, এ প্রণয়-বিলাস ক্ষণস্থায়ী। তার পরেই সরে যায় পরিমল, গাড়ীর বিপরীত দিকে সংলগ্ন হয়ে বসে। অবসাদ আবেগকে বিদায় দেয়। এবং সেই বিশেষ রাস্তাটি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সরে যায় প্রিয়।

কি এর কারণ? কেন, কাকে দেখিয়ে দেখিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য সে বৈদেহীকে ভালবাসে? কয়েকদিন হ'ল এ কথা কেবলই বৈদেহীর মনে তোলপাড় করে ফিরছে। একটা বিশেষ বাড়ীও সে লক্ষ্য করেছে, যেখানে গাড়ী এলেই পরিমলের সারা সত্তা যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। অজানিতে, তার দৃষ্টি কাকে খুঁজে বেড়ায়? দুইদিন হ'ল বাড়ীটির সম্পর্কে অবহিত হয়েছে বৈদেহী। এখন জানা চাই, সে বাড়ীর সঙ্গে পরিমলের এমন ব্যবহারের যোগসূত্র কোথায়।

গাড়ী প্রতিদিনকার শ্লথ গতিতে চলেছে সেই বিশেষ রাস্তা দিয়ে। ছাদখোলা, বৈদেহীর পাশে সুসজ্জিতবেশে বসে আছে পরিমল পেছনে হেলান দিয়ে। বাঁ-হাত অলসভাবে গাড়ীর আসনের ওপরে এলানো বৈদেহীর ঘাড়ের পশ্চাতে। দক্ষিণ হস্তে ধরা চুরোটের আগুন কখন দুরন্ত বাতাসে নিভে গেছে।

কি অপূর্ব্ব-সুন্দর এই মূর্ত্তি! এই নির্লিপ্ত ঔদাসিন্য, বিষন্ন অলসতা মর্ম্মর-প্রতিমূর্ত্তির মত সুন্দর আকৃতিকে কি কোমল করেছে! আকর্ণ-বিশ্রান্ত গভীর নয়নে সারা জীবনের ক্লান্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, উন্নত-প্রশস্ত ললাটে অবসাদ, অধরে-ওষ্ঠে করুণ ম্লানিমা। ছয় মাস পূর্ব্বের সে যৌবনের প্রতীকস্বরূপ চপল পরিমল লাহিড়ী আজ কত পরিবর্ত্তিত!

সহসা সরে এল পরিমল নিবিড় হয়ে। মুহূর্তে সমস্ত অলস অবসাদ জোর করে ঝেড়ে ফেলল। হাসিমুখ তার যেন পরম পরিতৃপ্তিতে বৈদেহীর প্রতি আনত হয়ে পড়ল।

চকিতে বৈদেহী চেয়ে দেখল উর্দ্ধে। একটা লাল গাড়ীবারান্দা থেকে কে যেন সরে গেল। শুভ্রবাহুর আন্দোলন তার দেখা গেল শুধু, আর বেশমের ঝলমল।

বৈদেহী তাকে ভাল করে দেখলেও চিনতে পারত না।

সে আইভি।

—উনিশ—

কি বলব? আর কি বলব? এসব কি বলছি আমি? অবশেষে অতি সাধারণ একটি গল্প লিখে আমার সময় নষ্ট করছি, ব্যয় করছি কালি-কাগজ। এমন একটা গল্প বলতে বসেছি যে গল্পের কোন বিশেষত্ব নেই। সেই একঘেয়ে প্রেম-ভালবাসা, মান-অভিমান। বিবাহ। স্বামী-স্ত্রী। অসুখী তিনটি প্রাণীর কাহিনী। এমন তো ঘরে ঘরে দেখা যায়। কি নূতনত্ব আছে এই কাহিনীতে?

কিন্তু, তুমি? তুমিও কি এক কথাই বলবে? ওইযে দেখতে পাচ্ছি বন্ধ ঘরে তীব্র চম্পা-সৌরভে অলস বিরামে তুমি তুলে নিয়েছ আমার বই। তোমার কর্ম্মব্যস্ত দিনের একটি নিশ্চিন্ত প্রহর তুমি দিয়েছ আমার গল্পকে। অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা ভাল লেগেছে তোমার।

তুমি তো জান জীবনের এই গল্প, এই গল্প প্রতিটি ঘরের আনাচে-কানাচে ভেসে বেড়ায়। চলন্ত ট্রাম-বাসে চলতে যে'সব ইলেক্ট্রিক-আলোজ্বালা-পাখাঘোরানো ঘরবাড়ী চকিতের জন্য দেখা যায়, তারা বুকে ধরে আছে এমনি সাধারণ গল্প। পাশের বাড়ীতে এমন গল্প লেখা হচ্ছে অলক্ষিতে, রাস্তার ওপারে বেজে উঠছে একই কথা। বাঙালী ঘরের আগমনীর মত পুরাতন, আগমনীর মত সুলভ এই বিরহ-মিলন কথা। আমি জানি মধ্যবিত্ত জীবনের একমাত্র গল্প এটাই।

প্রেম। একমাত্র ঐশ্বর্য্য মধ্যবিত্ত বাঙালী-ঘরে। যে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত জন্মায় তারা, সে গলি থেকেই একদা খট্টাঙ্গে বাহিত হয়ে যায় চলে। তিনটি ছন্দে গাঁথা জীবন—জন্ম—সন্তানোৎপাদন—মৃত্যু। এর মধ্যে জোর করে বিলাস আনে মানব-মন, যে মানব পরাজিত হয়েও জয়ী, সেই মানব পশুর জীবনে লিখে

যায় আপনার অমর-কাহিনী প্রেমের-অক্ষরে। জোর করে ভালবাসে সে, জোর করে দেবতা হয়। তবু, উপসংহার লিখিত হয় তার ইচ্ছায় নয়, বিধাতার অমোঘ অভিপ্রায়ে।

এসনা, আজ লঘুছন্দের গল্পটাই শোনাই। আমারও তো ক্লান্তি আছে। বুদ্ধি-প্রখর মনকে সামনে রেখে চমকপ্রদ বুদ্ধির খেলা আর তো পারছিনা। এ যুগে আমরা সবাই শ্রান্ত। যুগলক্ষণকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি আমার? আমি কি সার্কাসে দড়ির খেলা দেখাতে এসেছি? আমার পায়ের নীচে পিচ্ছিল দড়ি, অপস্থতমান, অতি কৌশলে ভারসাম্য রেখে চলেছি আমি দর্শকজনের সম্মুখে। যত বিপজ্জনক তত করতালি। তাই বলি, একটু বিশ্রাম চাই, চাই স্খলন অবসর। বুদ্ধিপ্রখর নেত্রে স্বপ্নের ছায়া নেমেছে। ক্লান্ত সুরে ঘরোয়া একটি মধুর গল্প বলি আজ। আমারও তো সহজ হ'তে ইচ্ছা করে।

গল্প আমার বহুদূর এগিয়ে গেছে। এমন অনেক ঘটনার কথা জান তুমি। শুধু উপসংহারটি শুনতে চাইছ। ভাবছ, এতো নিত্য-নৈমিত্তিক। এর শেষ তো আছে। বিস্মরণ। আচ্ছা, দেখা যাক।

সুখের জীবন বটে। একজন থাকে দোতালায়, একজন একতলায়। কদাচিৎ দেখা হলেও পরিমল সে দেখাকে স্মরণীয় করে তুলতে চায় না চোখের দৃষ্টি, মুখের হাসি দিয়ে।

কিছুদিন চলে গেছে। বৈকালিক ভ্রমণ বন্ধ হয়েছে। আর গাড়ী-বারান্দা-দেওয়া দোতালা বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে গাড়ী চালাবার দরকার করে না। কারণ, সে বাড়ী থেকে তার অধিবাসীরা কোথায় যেন চলে গেছেন দরজা-জানালা বন্ধ করে।

"Though my many faults defaced me,
Could no other arm be found,
Than the one, which once embraced me,
To inflict a cureless wound."

আমার সময় নেই, সময় নেই। অহোরাত্র ক্ষয় করে দেব অন্বেষনে। আমার

হৃদয়-বেগ ব্যয়িত হ'বে শ্বাসরোধকারী কর্ম্মপ্রাবল্যে। চাই, আমি চাই। অর্থ। আমার সময় অনেক। তাই কাজে সময় রাখতে চাই নিয়োজিত।

পরিমল মন দিয়েছে অর্থোপার্জ্জনে। অর্থ ই তো দূরে ঠেলে দিয়েছে জীবনের একমাত্র আরাধ্যাকে। সে অর্থ উপার্জ্জন করা চাই আপন বাহুবলে। শ্বশুরের টাকা কিছুদিন পরে করতলগত হবে, তবু তো অর্থোপার্জ্জন-স্পৃহা বেড়েই চলেছে। হৃদয়বৃত্তিকে যে কোনপথে চালান অত্যাবশ্যক। সহজাগত প্রবৃত্তি, কোন বস্তুতে ঢেলে দিয়ে [illegible] উদ্যম ও উৎসাহের মূলে প্রাণশক্তি। অর্থ পরমার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিমল লাহিড়ীর।

গাণ-শুদ্ধ [illegible] বৈষ্ণব, নামাবলী গায়ে জড়ান, গলে তুলসীর মালা। সে কি শান্ত নির্লিপ্ত [illegible] দেবতাকে ভালবেসে, তাকে পেতে চায় নিজের কাছে একান্তে। যত উপবাস [illegible] উচ্ছ্বাস [illegible] সবই পরিচালিত হয় অদম্য হৃদয়াবেগে। অর্থ পরিমলের [illegible] হয়েছে। নিঃশেষে [illegible] সমাজে মিশে গেছে সে। সামান্য উঁচু [illegible] প্রাচুর্য্যে [illegible] কিন্তু বড় বিলম্বে।

একটি [illegible] ব্যবসায়ের অংশীদার হয়েছে পরিমল অল্পদিনের মধ্যেই। প্রেমবাবুর [illegible] দিনরাত্রি ব্যস্ত থাকে সে। বাড়ীতে থাকে না বেশীক্ষণ [illegible] ততক্ষণ দাসীচাকর সন্ত্রস্ত [illegible] কি জানি কখন কার অন্ন উঠে এ বাড়ীতে [illegible] মন বোঝা ভার। বৌ-গিন্নিমা মাটীর মানুষ, দিনরাত গান নিয়েই [illegible] অবকাশ সময় [illegible] প্রত্যহ পিত্রালয়ে যাওয়া চাই। দাসীচাকরের বা সরকারের কথায় [illegible] কেন না।

বুড়ো-গিন্নীম [illegible] নিয়ে [illegible]। ভাড়ার-দেওয়া, কুটনো-বলা ফাঁকে ফাঁকে সারেন। গোল এই কর্ত্তাকে নিয়ে। নবীন হলেও মেজাজে সাতাত্তর।

সেইদিন অহেতুক উড়ে বেয়ারা কান্তির কাজ গেল। অপরাধের মধ্যে সে উচ্চকণ্ঠে হাসছিল। পরিমল ঘরে বসে উর্দ্ধদৃষ্টিতে কি যেন ধ্যান করছিল একাগ্র-চিত্তে। লোকটার হাসি হঠাৎ অসহ্য মনে হ'ল। কি বিশ্রী! বিশ টাকার চাকুরি করে যে, এত হাসবার কি অধিকার আছে? কি অভদ্রভাবে, বিরক্তিকর-ভাবে হাসছে লোকটা। ধ্যানসীমানায় রুক্ষ হাসির শব্দ সহসা চমক আনে। মাথার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত সজোরে গুণটানা ধনুকের মত ছিঁড়ে পড়তে চায়। মুখে রক্ত উঠে এল পরিমলের, অধরপ্রান্ত দংশন করে সে বাইরে বেড়িয়ে এল কান্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে।

কাঞ্চি ছিল পরিমলের নিজস্ব বেয়ারা। তার অনুপস্থিতিতে কাজের ভার বৈদেহী নিজে তুলে নিল সাগ্রহে। এমন সুযোগ পেয়ে সে ধন্য হয়ে গেল। সেবা করার প্রবৃত্তি সফল হ'ল তার।

প্রথমে উদাসীন ছিল পরিমল বিবাহিতা পত্নীর প্রতি। বৈদেহী থাকে না থাকে, তার সামনে আসে না আসে, তাতে কিছু এসে যেত না উদাসীন পরিমলের। সযত্নে এড়িয়ে চলত সে পত্নীকে। পত্নী এত দিয়েছে, বিনিময়ে সে দিচ্ছে না কিছু—সামান্য সূক্ষ্ম বিবেককে চাপা দিতে দিতে স্বল্পজীবী বিবেকের মৃত্যু হয়েছিল তবু ম্লানমূর্ত্তি বৈদেহী ঘুরত-ফিরত চারপাশে। দৃষ্টিতে প্রার্থনা সর্ব্বদা ফুটে থাকত, ব্যবহারে যাচ্ঞা। সে যে কি চায় মনের অবচেতনে বুঝত পরিমল। বুঝেও বুঝতে চাইত না।

তবু ম্লান ছায়া সরে না, নড়ে না দৃষ্টি আবরিত করে থাকে বৈদেহীর সকাতর দেহী রূপ—যেন প্রসারিত কর বিস্তার করে আছে সে পরিমলের প্রতি—চাইছে সে পূর্ণ অধিকার পত্নীত্বের রাত্রের নির্জ্জন কক্ষে বিনিদ্র শয্যায় চলে আসছে প্রার্থনা চিরন্তনী নারী চিরন্তন পুরুষের কাছে যা চায় দাও সহধর্ম্মিণীকে। মন্ত্রের দাবী মিটিয়ে দাও, গ্রহণ কর উৎসুকা স্বয়ংবরাকে

কত এড়িয়ে চলা যায়? ক্রমেই বৈদেহী বিষাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। অর্থের প্রয়োজন প্রায় শেষ পরিমল লাহিড়ী স্বোপার্জ্জনে ধনী বলে গণ্য হ'বে কলিকাতায়। সূচনা দেখা যাচ্ছে শ্বশুরের টাকায় প্রয়োজন নেই তার। কিন্তু? তখন বাধা কি অপসারিত হবে? না, না সারা জীবন দেশে আর তো বৈদেহীর নিকষকৃষ্ণ মূর্ত্তি আইডিন তার মিলন পথ থেকে পরিমল সরাতে পারবে না। যে কাজ সে করে ফেলেছে, সে কাজ আর ফেরে না। নির্দ্দয় হয়ে উঠল পরিমলের মন। সে নির্দ্দয়তা তার মনের কোণে চাপাই ছিল।

অপরাহ্ণের আলো স্তিমিত হয়ে আসছে পরিমলের ঘর গুছিয়ে সাজাচ্ছিল বৈদেহী।

হাতে ঝাড়ন, ঘর্মাক্ত মূর্ত্তি, চুল টেনে তোলা। পরিমল ফিরবার আগে ঘর গুছিয়ে কাপড় বদলে নেবে। আজ কয়েকদিন হল প্রিয়-পরিচর্য্যার এ অধিকার পেয়েছে কৃতার্থা বৈদেহী। পরিমল তাকে প্রেম না দিলেও পত্নীত্ব দিয়েছে। পত্নীত্ব পদে প্রীতা আছে সে।

বন্ধ আলমারি-দেরাজে কি রহস্য আছে জানেনা বৈদেহী। জানবার প্রয়োজন কি? ওপরে ঝাড়ন বুলিয়ে চলে যায় সে। ধীরে ধীরে হাত ফেলে কাঠের আসবাবে, আদর করে যেন কোমল স্পর্শ দিয়ে। সন্তর্পণে গালিচার ওপর ঘাসের ঝাঁটা বুলোয়। জীবনে যে সব কাজ করতে হয়নি, তাতেও আরাম। চাকরের কাজে কত গৌরব! বিছানায় একটু বসে এদিকে ওদিকে ভীরু দৃষ্টি মেলে। একটি গোপন স্পন্দন বেগে আসে উপাধানে। চামড়া-মোড়া চেয়ারটি বুঝি এখন প্রিয়-স্পর্শে উত্তপ্ত। বৈদেহীর পা চলে আসে, ক্ষণিকের জন্য বসে চেয়ারটিতে। কাজ হয়ে গেছে প্রেম। না, কাজ্ঞি যেয়ে ভাল হয়েছে। আর বেয়ারা রাখবে না বৈদেহী।

আজ হঠাৎ জরুরী টেলিফোন পেয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ছুটে যেতে হয়েছিল পরিমলকে বেড়িয়ে। তাই ঘর খুব অগোছাল রয়েছে আজ। ছড়ানো কাগজপত্র বেছে তুলতে লাগল বৈদেহী গুনগুন করে নিজের মনে

"রাত্রি এসে যেথায় মেশে

দিনের পারাবারে,

তোমায়-আমায় দেখা হ'ল

সেই মোহানার ধারে।

মুখের পানে তাকাতে চাই,

দেখি দেখি দেখতে না পাই"—

গান বন্ধ হয়ে গেছে অকস্মাৎ। মরক্কো-চামড়ার ব্লটিংপ্যাডের তলা থেকে বেড়িয়ে এল ছবি একখানা। এক অনুপমার পূর্ব্বার্দ্ধ। মুগ্ধ দৃষ্টি বৈদেহীর নির্নিমেষ হয়ে চেয়ে রইল। হঠাৎ দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল—যেন রূপসীর চিত্র দেখছে না সে, দেখছে গোক্ষুর সর্পিণীর ভয়াবহ আরতি। ছবির হাতে লেখা রয়েছে—'ভালবাসার সহিত পরিমলকে।'

তার পশ্চাতে দাঁড়িয়েছে পরিমল। চমৎকার ত্রিভুজ। স্বামী-স্ত্রী-প্রেমিকা।

চকিতা বৈদেহী ফিরে তাকাল। গম্ভীর ভাবে পরিমল একটি চেয়ারে বসল। শান্তকণ্ঠে বল্ল, "ছবি দেখছিলে? ওটা কার ছবি, জান?"

বৈদেহী নীরব দৃষ্টি মেলে রইল। ছবিখানা রেখে দিয়ে পায়ে পায়ে দরজার দিকে চলে যাচ্ছিল সে।

"দেখ ভাল করে, দেখ কত দেখবে। আরও দেখ।" পরিমল লাফিয়ে উঠে

একটানে আলমারীদেরাজ খুলে ফেলল। একগোছা ছবি বার হ'ল। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে আইভির চিত্র।

পকেট থেকে চুরুটের কেসটা বার করল পরিমল, সবুজ সিল্কের রুমাল, নোটবুক, ঝরণা কলম। কৌটোর ডালায় রুমালের কাপড়ের বুকে, নোটবুকের কোলপৃষ্ঠায়, কলমের মাথায় সব কিছুর ওপরে আঁকা আছে একই মুখ! স্বদেশ-বিদেশ নানাস্থান থেকে চারমাসে সংগ্রহীকৃত। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, লণ্ডভণ্ড চিত্র-সৌধ—বাতুলের স্মরণাগার। মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পরিমল, চুল এলোমেলো, চোখ লাল। অপরাহ্নের আলো নিভে আসছে, অন্ধকার ঘনিয়েছে ঘরে। পাগলের মত লাগছে পরিমলকে—সহসা পাগল হয়ে গেছে যেন

দাঁতে দাঁতে চেপে নিষ্ঠুর চাপা স্বরে আবার বলল পরিমল, "দেখ ভাল করে। দেখেছ? কার ছবি, জান? আমি যাকে ভালবাসি, তার ছবি।"

অপস্রিয়মানা বৈদেহীর মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরে দাঁড়াল, অসংকোচে চেয়ে স্পষ্ট-গলায় উত্তর দিল, "তুমি যে একজনকে ভালবাস বুঝেছিলাম। আজ দেখলাম তাকে।" নিমেষে পরিমলের জ্বালাময় তৃপ্তির স্পর্দ্ধিত আত্মপ্রসাদ অন্তর্হিত হ'ল। অবসন্নসহনশক্তি সে বসে পড়ল। কই বাধা বৈদেহীর? এমন ধৈর্য্য সে পেল কোথায়? বৈদেহীর কাছে নিজের বাতুল ব্যবহারের লজ্জা প্রকট হয়ে উঠল। ছি, একি করল সে? বিনা কারণে।

বৈদেহী আবার ফিরে চলে যেতে উদ্যত হ'তেই ক্লান্তকণ্ঠে পরিমল প্রশ্ন পাঠাল—"এখন তুমি কি করবে?"

স্বামীর দিকে উজ্জ্বল সহজ চক্ষে তাকিয়ে বলল বৈদেহী, "কি আবার করব?"

একটু চুপ করে বৈদেহী আবার উত্তর দিল, "না, বাবাকে কিছু বলব না।"

মনে মনে এই আশঙ্কা ছিল পরিমলের। এখনও শ্বশুরকে প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, বড় বিশ্বাস করেন তিনি জামাইকে। এত বড় আঘাত দেওয়া চলে না—এ কেলেঙ্কারী প্রকাশ করা চলে না। দাম্পত্য-যবনিকার আড়ালে থাক না চাপা বিভীষিকা। বৈদেহী তার নিরুত্তর প্রশ্নের উত্তর দিল তাকে বিস্মিত করে। তবে, বৈদেহী মূঢ়া নয়। বৈদেহীর বুদ্ধি আছে, মস্তিষ্ক আছে। আচ্ছা, তাহ'লে কি বৈদেহী যা, সে তা বোঝে নি? বৈদেহী বিচলিত হ'ল না। এমন শক্তি কোথায় লুকানো ছিল ওর?

বিদ্যুতের মত শাণিত-দৃষ্টি বৈদেহীর, বিদ্রূপের আভাস অধরে। ভীরু লাজনলিতা কিশোরী, কুণ্ঠিত-ভীরু চোখ তুলে তাকাতে পারত না। এক নিমেষে সব কুণ্ঠা-দ্বিধা ঘুচে গেল কিসে? না, সত্যই কি অসামান্যা বৈদেহী? শুধু সঙ্গীতে নয়, চরিত্রেও? ভুল হয়ে গেল কি? মনে হল চীৎকার করে বলে ওঠে, 'বৈদেহী, ভুল বলেছি। ফিরে এস। এখনও আমার সময় আছে। এখনও স্বর্গ গড়ে তুলতে পারি।'

শান্ত-ভদ্র পরিমল বাহ্যসত্তায় ফিরে এল। বিস্মিত-মৃদু কণ্ঠে আবার বলে উঠল, "রাগ হচ্ছে তোমার?"

দরজা দিয়ে মিলিয়ে যাবার আগে বৈদেহী শেষবারের মত মুখ ফেরাল, শাণিত হাস্যে বলে গেল, "না।

একান্তের সাধারণ শব্দ কিন্তু জ্বালা ধরে গেল, আগুন জ্বালিয়ে গেল। ক্ষণিকের কোমলতা অন্তর্হিত হল নিমেষে। জ্বলতে জ্বলতে চীৎকার করে বলে উঠল পরিমল—না, ক্ষমাপ্রার্থীর অনুতাপ-স্বীকার নয়—তর্জন,—"বৈদেহী, যেওনা শোন প্রত্যেকটি পয়। তোমার শোধ দিয়ে দেব, প্রতিজ্ঞা করছি। যদি মানুষ হই, কিছু নেবনা তোমার কাছ থেকে।'

হাসির অর্থ বুঝেছিল পরিমল নিঃসংশয়ে। সহসাগত সত্যের মত বৈদেহীর ঔদ্ধত্যের গোপন কারণ আপন উজ্জলতায় নেমে এল তার কাছে। বৈদেহী প্রেমাস্পদের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে নবজন্মে বেঁচে উঠেছে একপলে।

কেন, কেন? যে কিছুই দিতে পারেনা, সে কি এতই নিতে পারে দু'হাত পেতে? তাকে শ্রদ্ধা করা চলে না।

—কুড়ি—

নিজেকে দগ্ধ করে একি তপস্যা চলছে দিনরাত?

তিনটি বছর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু স্মৃতি আর অতীতকালের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় না। যে সকল কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছিল, তারা স্মৃতিপটে অসাধারণ অর্থ ধরেছে বারবার আহুত হয়ে। যে কথা অসমাপ্ত ছিল, সে কথা মনে মনে সম্পূর্ণ করে বলা বা শোনা হয়েছে।

একেই কি বলে ভালবাসা? এরই শক্তি চিরন্তনী? কি মাধুর্য্য আছে

ভালবাসায়, যাতে সর্ব্ব জগৎ মুগ্ধ হয়ে আছে শাশ্বত কাল থেকে? বিরহ ভালবাসার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। তাই রাধাকৃষ্ণের বিরহগাথা চিরদিন মিলনের উর্দ্ধে স্থান পেয়েছে।

যাকে পাওয়া যায় সে তো নিঃশেষ হয়ে যায় নিজেদের কাছে। যাকে চেয়ে পাওয়া যায় না, সেই মন জুড়ে থাকে চিরকাল। কল্পনায় তাকেই বারবার ডাকতে হয় পূজার মন্দিরে দেবতার মত। দুঃখকষ্টের পৃথিবীর সঙ্গে তাকে মেশাতে পারা যায় না। সে থাকে সুদূর আকাশে শুকতারার মত, বিজন অরণ্যে ফুলের মত। সে ভাবের জগতে প্রিয়, বাস্তবের জগতে তার চির অদর্শন।

হাজারীবাগের রাস্তায় একখানা লাল গাড়ী প্রায়ই দেখা যায়। গাড়ীতে থাকে অসাধারণ সুন্দরী একজন। সারা মুখে তার মনোহর ক্লান্তির ছায়া, অধরোষ্ঠ তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ হাস্যে কুটীল। একদিন প্রেমিকের চুম্বনে-চুম্বনে যে অধরোষ্ঠ সুকোমল পুষ্পধনু ছিল, আজ সে হয়েছে অর্জ্জুনের হাতের নিষ্ঠুর গাণ্ডীব। উজ্জ্বল নয়নে হীরক-জ্যোতি সুন্দরীর অঙ্গের হীরককে ম্লান করে দিয়েছে। কমনীয় বরতনু—রেশমের আবরণ। প্রতিটি সামাজিকতায় তাকে দেখা যায়, প্রতিটি উৎসবক্ষেত্রে সে আবির্ভূতা। নারী তার নিন্দায় পঞ্চমুখী, নর তার পদানত। সে ভাল জানে তার শক্তি—জানে পুরুষচিত্তে সিংহাসন পাতা তার। তবু গভীর রাত্রে নিজের গৃহে ফিরে বিজয়িনী কেন হয় অবলুণ্ঠিতা? শুকতারাকে সাক্ষী রেখে তার অশ্রুবিসর্জ্জন জানে না কেউ। কে দেখে বেদনা তার, কে দেখে বেদনা তার? কে দেখে নিসঙ্গতা? কার অভাবে তার সমস্ত দিন বিষাক্ত, রাত্রি নিদ্রাহীন হয়ে ওঠে? মুহূর্ত্তের ভুল সারাজীবন ধরে করে চলেছে আইভি।

কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরিমল লাহিড়ী ক্যাডিলাকে চড়ে বেড়ায়। অল্পদিনের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের শিখরে তার অভ্যুত্থান বিস্ময়জনক। হাতে ধরা থাকে সর্ব্বদা জলন্ত বর্ম্মা চুরোট, যেন নিজেকে চুরোটের মতই দগ্ধ করে ফেলছে সে। দিবারাত্র কাজে আবৃত করে রাখে সে। তার সঙ্গে দেখা করতে ভিড় লাগে। শ্বশুর সম্প্রতি গতায়ু হয়েছেন। প্রভূত অর্থের মালিক সে। তবু বিরাম নেই। অর্থ উপার্জ্জন করে চলেছে সে বিনা প্রয়োজনে। নারীতে অভিরুচি নেই,

একজনের হৃদয়হীনতায় সকলকে ঘৃণা করে সে। অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, বিরহের অনলে আরও সুন্দর হয়েছে।

•

বালিগঞ্জে পরিমলের বাড়ীর দ্বিতলে থাকে ম্লানমুখী এক তরুণী। কুশ্রী দেহ স্বাস্থ্যহীন হয়ে আরও কদাকার দেখায়। একদিন কাকে ভোলাবার জন্য সে অত্যন্ত সৌখিন হয়ে উঠেছিল? আজ তার বেশভূষা শ্রীহীন। তাকে ভালবাসার লোক কোথায়?

পিতা বিগত হয়েছেন। শাশুড়ী বদরিকাশ্রম-তীর্থে গেছেন সম্প্রতি দীর্ঘ মেয়াদে। একা থাকে বৈদেহী।

মাইতি ও পরিমলের চেয়ে কম কষ্ট পায় না সে। মাইতি-পরিমল দূরে দূরে থাকে, কিন্তু অন্তরে তাদের যোগ আছে। বৈদেহীর চিরবঞ্চিত মন কেবল দিয়েই গেল, কণামাত্রও পেল না। যে মন্দিরে প্রবেশের সৌভাগ্য তার জীবনে হ'বে না, যার দরজায় সে ভিখারিণীর মত লুব্ধচিত্তে ঘুরে বেড়াত, সেই মন্দিরে অন্য এক নারীর সাড়ম্বর উপাসনা চলছে—দূর থেকে তাই বৈদেহী দেখছে চেয়ে নীরবে।

এখানেই বৈদেহী-জীবনের উপসংহার লিখলে বেশ হ'ত না? প্রেমবঞ্চিতা অভাগিনী সূর্য্যমুখীর মত দয়িতের ধ্যানে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। সকালে উঠে স্বামীর আলেখ্যে মালা পরায়, নিরজনে আহার্য্য প্রস্তুত করে রাখে মনোমত। অলক্ষিত সেবায় প্রিয়তমের পায়ে কুশাঙ্কুরটি ফুটতে দেয় না। 'দুই বোনের' শর্ম্মিলা, 'শ্রীকান্তের' অন্নদা দিদি—আরও যতসব পৌরাণিক সতী আছেন, তাদের উপযুক্ত দুহিতা। চোখের জল ফেলে ফেলে হৃদয়বতী-হৃদয়বানেরা আমার এ আখ্যান পড়বেন দ্বিতীয় সাবিত্রী ও সত্যবান। নিমেষে আমার দুর্ণাম কেটে যাবে, আমার হয়তো সুনামও হয়ে যেতে পারে উপদেশমূলক রচনাকার বলে। 'দেশের মাটীর গন্ধ' এ-নগরাখ্যানে না থাকলেও আছে তো দেশের নীতিকথা। সুতরাং, চাই কি বিশেষ বিশেষ স্বর্ণপদক, এই আমারি গলে লম্বিত হ'বে। 'গোপনে গুমরি' মরে ভালবাসা, 'নীরবে ঝরিয়া যায় ফুল'? কিন্তু, পারব না। লিখতে পারব না ওভাবে। আমার জীবন-বেদ পৃথক। প্রত্যেকটি জীবনের মূল্য আছে, অর্থ আছে আমার খাতায়। অমন ব্যর্থতার জন্য জন্ম হয়নি কারও। তাই, বৈদেহীর উপসংহার ও তো নয়। জীবনে নূতন বীণা বেজেছে বৈদেহীর। এখনও বাজেনি, কিন্তু অনিবার্য্যভাবে বাজবে। কি সে সুর? নূতন পুরুষ

নিশ্চয়? হা, হা! তুমি কি ভেবেছ পতি-পরিত্যক্তা সতীর সান্ত্বনার মধুর আধুনিক চিত্র এঁকে যাব আমি? বড় বড় কথা বলে যা পাপ, তাকে সমর্থন করব? অন্যায়কে কলমের জোরে ন্যায় বলে চালাব? না, না। তবে কি নূতন সুর বৈদেহীর জীবনে? ভুলে যেওনা বৈদেহী শিল্পী। ত্রিভুবনের মধ্যে একমাত্র সেই অসাধারণ। অসাধারণ পরিণতি তার চাই।

—একুশ—

সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন। উতলা বায়ু-উত্তরীয়। 'বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ।' মুক্তাধারার মত বৃষ্টি ঝরছে। আস্তে বৃষ্টি পড়ছে—কোন শব্দ শোনা যায় না, তবু চারপাশের কোলাহল, মোহাচ্ছন্ন ভাব প্রকৃতির ইত্যাদির মধ্য থেকে মৃদু একঘেয়ে শব্দ বোঝা যায়। কান দিয়ে শোনার নয়, প্রাণ দিয়ে অনুভব করার।

কলিকাতার উপকণ্ঠে বাড়ী। প্রকাণ্ড বাংলো, চারিপাশে যথেষ্ট জায়গা, মধ্যে একখানা একতলা বাড়ী। বেলা এগারোটা সাতাশ মিনিট বেজেছে, দেখা যাচ্ছে দরজার ওপরে রাখা মন্দিরের মত ঘড়িটায়। ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ীর মালিক বেরিয়ে গেছেন কর্ম্মস্থানে, একখানা বেবী অস্টিন নিজে চালিয়ে।

যামিনী সম্মুখের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন চঞ্চল ভাবে। হেলিওট্রোপ-রংএর শাড়ীর আঁচল তাঁর অজ্ঞাতসারে পেছনে লুটোচ্ছে। ঈষৎ-উদাসীন ভাব, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর আঙুরের মত মসৃণ অধরে ও কপোলে রংয়ের খেলা ধরা পড়ছে।

আইভি কিছুক্ষণ ইতস্তত বেড়ান। তারপর সম্মুখের ড্রইংরুমে প্রবেশ করে স্বরলিপির বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে কোনে রাখা কটেজ-পিয়ানোর দিকে তাকিয়ে একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বহুদিন হ'ল পিয়ানোটা ভেঙে গেছে।

বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী রেখে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। মধ্যবয়সী তিনি, পরিধানে বিদেশী পোষাক। দীর্ঘ গ্রীবা একটু উন্নত করে আইভি তাঁকে দেখল চেয়ে জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে, তারপরেই পাশের ঘরে দ্রুত প্রস্থান করল।

আয়নার সামনে আইভির ছায়া পড়েছে। কাণের পাশে চুলের গুচ্ছগুলো ঠিক করে সাজাচ্ছে সে হেয়ারপিনের সাহায্যে। রুজের কৌটা খুলে স্বভাব-রক্ত গণ্ডে খানিকটা রুজ দিচ্ছে সে। সারা দেহে আইভির ক্লান্তি, মুখে বেদনার অস্পষ্ট আভাস।

পাশের কক্ষ থেকে সাহ্নবী কণ্ঠে শোনা গেল : "বোই, বোই !"

চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে পাশের কক্ষে প্রবেশ করল আইভি, মুখে তার হাসি।

ভদ্রলোক কৃতার্থ হয়ে গেলেন—"কী সৌভাগ্য আমার"—দীর্ঘ করে টেনে বললেন।

"সৌভাগ্যটা কার বেশী তা বোঝা মুস্কিল"—বক্রহাস্যে উত্তর দিয়ে আইভি সোফায় বসল।

ভদ্রলোক বিনীত কণ্ঠে বললেন, "উনি কি"—

"তিনি আপনার জন্যে বসে থেকে থেকে এই পাঁচ মিনিট আগে বেরিয়ে গেছেন।"

"আজ যে তিনি আমার পাওনা টাকা কিছু দেবেন বলেছিলেন, তা"—ইতস্ততভাবে নম্রস্বরে ভদ্রলোক বললেন।

"কি জানি! বেরিয়ে তো গেলেন দেখলাম।" অত্যন্ত মধুর করে আইভি হাসল।

তার মুখের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"I donot care for that money. It is you—well, tell him—" ভাল করে ঠিক মত কিছু বলতে না পেরে তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন।

আইভি করুণভাবে হাসল

পিয়ানোর দিকে তাকাতে তাকাতে ভদ্রলোক বল্লেন, "তুমি এখন পিয়ানো বাজাও না? বাজাও না, একটু শুনি।"

"ওটা খারাপ হয়ে গেছে।" সংক্ষেপে আইভি বলল।

"জান তো আমার দশা। আমার স্ত্রী মারা যাবার পরে তাঁর পিয়ানোটা পড়েই আছে অমনি। কেউ বাজায় না। বেশ ভাল পিয়ানো—যদি তুমি বল এখানে এনে দি। মাঝে মাঝে আমাকে শুনতে দিও তোমার বাজনা।"

আইভি একবার স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাল তাঁর মুখের দিকে। পাটের দালালী করলে কি হয়, অজিত সেন বুদ্ধি রাখে। Vini, Vidi, Vici চমৎকার!

বাইরের ঘড়িতে বারোটা বাজল। চায়ের সরঞ্জামগুলো গুছোতে গুছোতে আইভি বলল, "আপনাকে অযথা আটকে রাখব না।"

"আটকে কি সবাই সকলকে রাখতে পারে, আইভি"—অজিত সেন

বিগলিত কণ্ঠে আবম্ভ করলেন—"তোমার কাছে থাকা আমার পক্ষে,—তুমি কি বোঝ না?"

কটাক্ষে আইভি তাঁর দিকে তাকাল, ঈষৎ বিদ্রূপ হাস্যে বলল, "বুঝি বই কি।"

অজিত সেন টেবলের পাশ থেকে উঠে আইভিব অত্যন্ত নিকটে দাঁড়ালেন। আইভিব আনত গ্রীবাব দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠলেন মৃদুস্বরে, "সুইটহার্ট!"

পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল আইভি। বিদ্যুতেব শিখাব মত তাঁর সামনে দাঁড়াল— "বেরিয়ে যান, Get away" উত্তেজিত কণ্ঠে আইভি বলছে, "চলে যান। আমি আপনাকে ঘৃণা কবি। I hate you."

আকস্মিকের জন্য যতটা সময় বিমূঢ় হয়ে থাকা উচিত অজিত সেনেব তাব বেশী সময় লাগল না। টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে বিদেশী ভাষায় বলে গেলেন, "তথাস্তু। আমার টাকাকে বোধহয় ঘৃণা কবনা তুমি।"

নিজেকে বিক্রয় করে বেঁচে থাকাব মূল্য কি? তবু জীবনে এতই মোহ? কঠিন হাসি আইভিব মুখে দেখা দিল।

—বাইশ—

"বসন্তের শেষ রাতে এসেছিনু শূণ্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা, কি তোমারে করি দান?
কাঁদিছে নীরব বাঁশী, অধরে মিলায়ে হাসি,
তোমার নয়ন-তলে ছলছল অভিমান।"

"এই যে মিসেস্ সরকার?" আইভির সাম্‌নে চার বছর পরে দাঁড়িয়ে পরিমল লাহিড়ী বল্‌ল।

নূতন করে পরিচয় হয়েছে তাদের এক বাড়ীর সামাজিক উৎসবে কয়েকদিন আগে। পৃথিবী গোলাকার এই উক্তি সপ্রমাণ করে আজ আবার অতর্কিত সাক্ষাৎ হয়ে গেল প্রদর্শনীতে।

"পরি!" আইভির চোখ তিরস্কার করল।

পরিমল একদৃষ্টে চেয়ে আছে আইভির দিকে, অধরে অভ্যস্ত ব্যঙ্গ হাস্য, ঈর্ষার নিষ্ঠুর জ্যোতি চক্ষে।

'কি আশ্চর্য! আরও সুন্দর হয়েছে ও। বোধহয় অত্যন্ত মনের আনন্দে আছে।'

দীর্ঘ চার বছর পরকালের আশার বিনিময়েও পরিমল যাকে ক্ষণেকের জন্য চোখের সামনে দেখতে পায়নি তাকেই প্রতিমুহূর্তে অপর একজন অতি সন্নিকটে ধরে রয়েছে। ওইতো চুলের সীমায় রেশম-আঁচল, আঙুলে বিবাহের অঙ্গুরীয়ক। বিবাহ হয়ে গেছে বহুদিন, জানত পরিমল। আইভি কলিকাতার বাইরে থাকায় দেখা হয়নি। যে চিরকাল তার ধ্যানের মন্দিরে কল্পনার দেবী হয়ে আছে, তাকেই তার মত সামান্য একজন মানুষ সামান্য একটা স্থাবর দ্রব্যের মত অধিকার করে আছে!

কিন্তু বুঝতে পারল না, বুঝতে পারল না পরিমল: তার সঙ্গে দেখা হয়েই আইভির রূপে এত লাবণ্য উপচে পড়েছে—জোয়ারে সাগর। কয়েকদিন আগেও আইভি এত সুন্দরী ছিল না। ফিরে এসেছে, আবার আমি তাকে দেখতে পাব, তার কথা শুনতে পাব, সে আমার দিকে চেয়ে হাসবে, সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে! এই চিন্তাই আইভির মনে বারবার ভেসে আসছে বহুদিন আগে শোনা, হঠাৎ ভালো-লাগা কোন গানের মত। অতীতের যেটুকু সুন্দর, তাই ছায়া-ছবির মত তার চোখের সামনে মোহন অলকা রচনা করেছে—ভবিষ্যৎ ম্লান হয়ে গেছে। বর্তমানকে উপভোগ কর।

পরিমল এতো সুন্দর! তার মনে যে হাস্যমুখ প্রণয়ীর চিত্র জাগরূক ছিল, তার চেয়ে অনেক, অনেক সুন্দর এই লোক, যার যৌবনের এক পা এখন অস্তাচলে। এই ক্লান্ত, উদাসীন মুখচ্ছবি, প্যাশন যার প্রতিটি রেখায় রেখায় নিজকৃত ধ্বংসের চিহ্ন রেখে গেছে—এই বিদ্রূপে-বঙ্কিমে অধরোষ্ঠ, সবই অনেক সুন্দর সেই প্রাণস্রোতে উচ্ছল যুবকের চেয়ে।

"ভালো আছ, আইভি?" আত্ম-সংবরণ করে অতি সাধারণভাবে পরিমল বলতে চেষ্টা করল। যেন কোনদিন সে আইভিকে ভালবাসেনি, যেন আইভি তার সারাজীবন বিষাক্ত করে তোলেনি। মনে মনে তার অভিমান-মিশ্রিত রাগ দেখা দিচ্ছিল। কি দরকার ওর এত সুন্দর হবার! যে সৌন্দর্য্য সে দেখতে পায়না তা অন্য দশজনের দেখাবার কি প্রয়োজন? আইভির সুরুচিসঙ্গত বেশভূষার দিকে

সে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। সহসা যেন চোখে কুলোয় না একটু একটু করে উপভোগ করবার মত সুন্দরী তার প্রিয়া। ওর চোখ চেয়ে দেখতে এক যুগ লাগবে; ওর হাঁসি, ওর অধরের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় অন্ততঃ দশ বৎসর। ওর তনুর সুষমা এক সঙ্গে দেখার মত নয়; একবারে দেখবার সাহস পাওয়া যায় না। কিন্তু, কি করে হ'ল? যে জীবনে জীবন গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল, সে জীবন থেকে স্খলিত হয়ে আইভি কি করে সুখে আছে! সে তো পারছে না।

আইভি কোমল কণ্ঠে বলল, "তুমি ভাল আছ?" পরমুহূর্ত্তে সব ভুলে গেল পরিমল। এ সেই কণ্ঠ, যে সুরে আইভি তাকে ডেকেছিল "ডার্লিং!" পরিমল ভুলে গেল আইভির প্রতি ঔদাসিন্য দেখানোই তার মান বাঁচানোর একমাত্র উপায়, আইভিকে বিশেষ সুরে বিশেষ কিছু না বলাই তার একমাত্র আশ্রয় আত্ম-গোপন করবার। সারাজীবনের অভিমান তার প্রতিটি কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠল—"তা দিয়ে তোমার কিছু দরকার আছে?"

আরও কোমল কণ্ঠে আইভি বলল, "রাগ কোরনা, পরি।" রাগ? সে কার ওপর করবে? তিন বছরের অদর্শনে যে সোনালী রং কালচে হয়ে গিয়েছিল, সে রং জ্বলে উঠল নূতন করে পরিমলের মনে, পরিমলের মুখে চোখে।

রাগ কেন সে করতে পারছে না? কেন মুখ ফিরিয়ে সাধারণভাবে চলে যেতে পারছে না? রাগ সে করতে পারছে না, কিন্তু অভিমান হচ্ছে তার।

যার ওপরে রাগ করা যায় তাকে তো চোখের সম্মুখে দেখতে ইচ্ছা হয় না। সে ব্যক্তি রাগের কারণ জানুক বা না জানুক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু যার ওপর অভিমান হয়, তাকে যেন ডেকে এনে সোরগোল করে জানাতে ইচ্ছা করে যে তার ওপর অভিমান হয়েছে। সে থাক আমাদের সামনে। জানুক, সে জানুক এ মনোভাবের কারণ।

কোমলতম কণ্ঠে আইভি আবার বলছে, "রাগ কোরনা।" কবে কোন আঙুর ক্ষেতের পাশে সুর্ম্মা-আঁকা নয়নে করুণ চেয়ে কোন তরুণী বুঝি তার অভিমানী প্রিয়কে এমনি করেই বলেছিল: "রণ্‌জা হঠাও, দিলদার।" কোথায় দিয়ে কি হয়ে গেল বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে জনসমুদ্র যেন মিলিয়ে গেল পরিমলের চোখের সম্মুখ থেকে। দারুণ মানের কণ্ঠে আইভিকে পরিমল কত কি কথা বলে যেতে লাগল। দীর্ঘ তিন বছর যে সব কথা তার মনে জেগে ছিল সে সব কথা এক মুহূর্ত্তে বলে শেষ করে দিতে চায় সে।

বেলা তিনটা তখন। দারুণ রৌদ্র শীতকালে, মাথা জ্বলে যাচ্ছে। প্রেমের অনুকূল চন্দ্রিকা, কোকিলের গান কিছুই নেই। বসন্তকালের তন্দ্রাজড়িত আবেশের কোন চিহ্ন নেই কোনখানে। চূর্ণ কুন্তলে গোলাপের মালা জড়িয়ে আসেনি আইভি অলক্তে চরণ রঞ্জিত করে। মাথায় ছিল তার বিদেশী সানশেড, পায়ে খুর-তোলা জুতো।

তবু, এ প্রেমে সে সব কিছুর প্রয়োজন হল না। বসন্ত-নিশীথে কোকিলের কুহুধ্বনির মধ্যে পার্শ্ববর্তিনী তরুণীকে দু'চারটি মিষ্ট কথা বলা সহজ-সাধ্য, কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে তিন বছরের অদর্শনের পরে, অসংখ্য লোকের অসুবিধাজনক উপস্থিতির অনুভূতি নিয়েও যে ভালবাসা আপনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দুর্মদ, দুর্ধর্ষ সে। কি বলব ? বেদুইন-প্রেম ?

দূরের ষ্টলের দিকে চেয়ে আইভি বলল, "চলনা, আইসক্রীম খাওয়া যাক। যা গরম।"

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে ইতস্তত করে পরিমল বলল," "তোমার স্বামী—"

"ওধারে কোথাও আছে। এস, পরি।"

নীরবে আইভির অনুগমন করে পরিমল আবার বলল, "সুশোভন চিরকালই একটু ঈর্ষিত ছিল, না ?"

"সুশোভন ?" ভ্রূকুঞ্চিত করে আইভি বলে উঠল," ওঃ, তাই আমাকে মিসেস সরকার বলে ডাকছিলে ? আমার স্বামীর নাম তো সুশোভন নয়, নিখিল চৌধুরী।"

"সেকি ? সুশোভনকে কি—?"

ষ্টলের পর্দার আড়ালে বসে আইভি সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে চলল পরিমলের অবিরত ব্যগ্র প্রশ্নের।

বিরহিনী আইভিলতা একদা পেল সে-ই প্রস্তাব, যে প্রস্তাব তার মাতার কামনার ধন, আপনার অপ্রার্থিত নয়। "বিরহে কাতরা বিনোদিনী রাই, পরাণ বাঁচে না বাঁচে" ভাব তখন তার। পরিমলের বিবাহ সদ্যসদ্য হয়ে গেছে। আইভির দিন কাটে না।

সুশোভন সন্ধ্যার নিরালা অবকাশে এল। সান্ধ্য সম্মেলন হয় না আর। আইভির ভাল লাগে না। নীল আকাশে সন্ধ্যা নেমে আসছে, তাই চেয়ে দেখছিল আইভি বারান্দায় বসে। লন্ পেরিয়ে এল সুশোভন, ক্যাডিলাক-বাহন।

"হ্যালো।"

আইভি মুখ ফেরাল নিরুৎসাহে। "বসুন, মিঃ সরকার।" মিসেস চক্রবর্ত্তীর খাড়া শেয়াল-কান খাড়াই ছিল। এল কফির সরঞ্জাম।

কফি খেতে খেতে প্রস্তাব হ'ল বিবাহের। অন্যমনস্ক আইভি চেয়ে রইল সান্ধ্য-আকাশে। মা খুসী হ'বেন, সারাজীবন নিশ্চিন্ত রইবে সে। বন্ধুরা ঈর্ষাকাতর হ'বে, স্বজনের চক্ষে বাড়বে মর্য্যাদা। এই তো। আব কি ?

তবু—কতদিন দেখা হয় না। কতদিন! কতদিন পাইনা স্পর্শ তার! কোথায় আছে এখন ?

"কি ? প্রস্তাবটা সামান্য হ'ল, না ?" সবিদ্রূপ প্রশ্নে চমকিতা আইভি চেয়ে দেখল সুশোভনকে। এই মুহূর্ত্তে প্রিয়চিন্তা থেকে ধ্যাননিমগ্ন মনকে জোর করে ফেরায় কে ? সে এই তো সুশোভন। সম্মুখে উপস্থিত। এর উপস্থিতির জন্যই পরিমলকে ছিটকে পড়তে হ'ল। অত্যন্ত ক্ষোভে ঘৃণায় এবং মনের জ্বালায় আইভি বিতাড়িত করেছে পরিমলকে। মায়ের প্রতি এবং সংসারের প্রতি প্রতিশোধ-কামনায়, নিজেকে আত্মধিক্কারের অসহ অবস্থায় আত্মশাস্তির উদ্দেশে আইভি জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষকে জীবন থেকে দিয়েছে নির্ব্বাসন। সমস্তর মূল এই সুশোভন। একে দেখেই মিসেস চক্রবর্ত্তী লোভে অন্ধ হয়ে গেলেন। সুশোভন, প্রস্তুত হও।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল আইভি। "প্রস্তাবটা অসামান্য একথা মনে আসবার কোন কারণ দিয়েছি আপনাকে, মিঃ সরকার ?"

কালকোলো মুখ সুশোভনের ছাই হয়ে গেল। আশা করতে পারেনি। মিসেস চক্রবর্ত্তীর প্রশ্রয়, নিজের যোগ্যতা নিসন্দেহে তাকে বুঝিয়েছিল চক্রবর্ত্তী-দুহিতা তারি গললগ্ন লতা হ'তে পথ চেয়ে বসে আছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না।

"বসে থেকে লাভ কি, মিঃ সরকার ? সময় নষ্ট হচ্ছে।"

"তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ ?" সুশোভন সতেজে উঠে দাঁড়াল।

"তাড়াবার মালিক আমি নই, বাড়ী আমার নয়। তবে, নিজের বিয়ে ঠিক করার মালিক আমি।" অন্দরে চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল আইভি, "আমাকে তুমি বলার অধিকার আজ থেকে হারালেন। হ্যাঁ, কথাটা মনে থাকে যেন।"

তারপর ? হা-হুতাশ মিসেস্ চকের, তিরস্কার, ক্রন্দন। কিছুই মন স্পর্শ করল না এবার। অতি বড় আঘাতে যে মন পাথর হয়ে গেছে, ছোট আঘাত তাকে ছোঁয় না।

নিসঙ্গ দিন। সন্ধ্যায় বাড়ীর সম্মুখ ধরে চলে পরিমলের গাড়ী। পারে না, আইভি আর পারে না।

হাজারিবাগ বায়ু-পরিবর্ত্তনে। মিলের মালিক নিখিল চৌধুরী পরিচিত হ'লেন। বিদেশ-ফেরৎ কুমার। সপ্রতিভ সুশ্রী তরুণ। আইভিকে দেখে অনিবার্য্যরূপে প্রেমে পড়লেন। বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন।

দিন কাটে না আইভির। একজনের অভাবে সারা বিশ্ব যে এমনি শূন্য হয়ে যাবে জানলে আইভি কি চোখের আড়াল করত তাকে?

"বুকে তায় মালা করি
বাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয় সনে
মলয়ায় যায় সে উড়ি"—

এমন যে নিধি, সে তো দ্বারে এসেছিল। আইভি তাকে চিনতে পারেনি। এখন কি করা যায়? বেদনার্ত্ত মনে সদালাপী নিখিল সান্ত্বনার প্রলেপ টেনে দিতে লাগল।

প্রবাসের দিন ফুরিয়ে যায়। কলিকাতা ফেরার দিন এগিয়ে এল। আইভি যেতে চায় না—প্রেত আছে সেখানে। স্মৃতির প্রেত। ব্যথার প্রেত অনিবার্য্য সত্যরূপে রয়েছে যুগলমূর্ত্তি। নিখিলের বিবাহপ্রস্তাব গ্রহণ করল আইভি।

মিসেস চক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বর হিসাবে সুশোভন অধিকতর বাঞ্ছনীয় হ'লেও ইনিও ফেলনা নন। নূতন বড়লোকীর চালে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। চেহারাটিও ভাল। সর্ব্বোপরি বয়স কম। মিসেস চক বিস্মিত হয়ে চিন্তা করলেন, আজকালকার মেয়েরা যেন কিছুতেই বুড়ো বিয়ে করতে চায় না। তরুণ ধুয়ে কি জল খাবি? সুশোভনকে প্রত্যাখ্যান করবার মূলে প্রৌঢ়ত্বভীতি আইভির ছিল নিশ্চয়। নইলে, বলতে নেই ভগবানের ইচ্ছায়, পথের কাঁটা তো আপনি সরে গিয়েছিল। লোফারটা লোপাট হয়ে গিয়েছিল বিয়ের হাড়িকাঠে।

আচ্ছা শ্বশুর বাগাল কিন্তু, লোফারটা। মনে-মনে এই ছিল ওটার? দাঁ খুঁজে ঝাঁ করে কোপ। আইভির প্রেমে তো 'মরি-মরি, ধরি-ধরি' শুনতে পেতাম। অথচ, আইভির বিয়ের আগেই ছুটে যেয়ে প্রসন্নরায়কে কোতল করল। ঝগড়ার কথাটা জানতেন না চক্রবর্ত্তি-জায়া। লোফারটাকে কখন বিশ্বাস করতে পারতেন না মহিয়সী। আইভির সঙ্গেও প্রতারণা? আ মরণ, আইভির

বিয়েটা পর্য্যন্ত অপেক্ষাই না খাতিরে কর ভদ্রতার। মেয়েটা হেদিয়ে মরছে এখনও। অমন যে রূপ তাতেও ভাঁটা ধরে গিয়েছিল মনোকষ্টে। আর একটু হ'লেই মাথাটি খেত নিজেব। নিখিলকে ধন্যবাদ।

ফোঁস করে সাপের মত একটা নিশ্বাস ফেলে মিসেস্ চক ভাবলেন, মেয়ের যা ভাবগতিক হয়েছিল, তাতে কোন আশ্রম-টাশ্রমে ঢুকে পড়লেই বা ঠেকাত কে? ভগবান সুবুদ্ধি দিয়ে বক্ষা করলেন তাঁর পথ থেকে সংসারে ফিবিয়ে। সর্ব্বশক্তিমান তিনি। পৌত্তলিকতা মানেন না মিসেস, নইলে গঙ্গাস্নান হয়তো করেই ফেলতেন। গঙ্গাহীন দেশে অবশ্য আপাততঃ সম্ভব নয়। আইভি কোর্ট ধরেছে বিয়েটা হাজারীবাগেই হ'বে। পাছে মেয়ে বেঁকে বসে জননী অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হয়েছেন। ভালই! লোফাবটাব কথা তো বলা যায় না। বিয়ের দিন ধড়াম করে হাজির হয়ে পাত্রীকে বিয়ের আসন থেকে উঠিয়ে নিতেই বা কি লাগে? ও আপদ যেখানে আছে, সেস্থান বর্জ্জনীয়। অদেখা প্রসন্ন রায়ের দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন আইভি-জননী। এমন লোফার যার জামাই হয়ে বসেছে, তার না জানি কত দুঃখ! আব একটু হ'লে তিনিতো গিয়েছিলেনই। নেহাৎ বুদ্ধির জোবে বক্ষা পেয়েছেন এ যাত্রা।

তা-ও বলি, লোফারটার কি কৃতজ্ঞতাও নেই? এক-আধবার না হয় দেখাই কর। ছেলের হাতের জিনিষটি হঠাৎ কেড়ে নিলে কেমন লাগে? যা হ'ক, নিখিল বাঁচাল। মনের আনন্দে আইভি-জননী একমাত্র বন্ধু ও ভগ্নী নীতার জননীকে রামপট-পত্র লিখলেন। গীতার বিয়ে হয়ে গেছে গেঁয়ো জমীদার-পুত্রের হঠাৎ-আলো-লাগা চোখে পড়ে। নীতা এখন নিসঙ্গ। ভাবছে এদেশে সুবিধা হ'ল না, ওদেশে যেয়ে দেখবে নাকি? দেহ তার সন্তানধারণের উপযুক্ত, Pelvic bone ইত্যাদির গঠন দেখলেই বোঝা যায়। ডাক্তারেরাও তাই বলেন। অথচ, পুরুষ কোথায়? কার সন্তান ধারণ করবে নীতা? না হয়, রাঙাতে যেয়েই দেখা যাক, হ্যাঁ। শেষাশেষি নীতা রাশিয়া গেল কি বনগাঁয়ে গেল, আমার কাহিনী জানে না। তার সেই সন্তানধারণযোগ্য দেহ থেকে মানুষ বেরল কি শেয়াল জন্ম পেল, তা-ও জানি না। তবে আইভির বিবাহের বাদ্য শুনে এসেছি—তাক্‌ডুমাডুম্।

হাজারীবাগে দিন কাটতে লাগল ঐশ্বর্য্যের ছায়ায়। সেকি বিলাসের

উপকরণ দু'হাতে যোগাল, নিখিল মনোমত পত্নীকে! ডিনার-ডান্স্-চা, বিভিন্ন পার্টিতে মুষ্টিমেয় অভিজাতের সঙ্গে ফিরতে লাগল আইভি চৌধুরী, একদা যে ছিল কলিকাতার বেল্।

তারপর? সমস্ত উড়ে গেল, পুড়ে গেল। ফিরে এল নিখিল কলিকাতায় নূতন জীবিকার সংস্থানে।

সুশোভনের কি হ'ল?

পরিচিত ব্যঙ্গের ঝলক খেলে গেল আইভির মুখে-চোখে, আবার নিমেষে মেঘ-মেদুর বরষার সজলতা নেমে এল। শ্যামলতার ইতিহাসে যুক্ত হ'ল সুশোভন নূতন-তোলা মোগল-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের ছবির মত। আইভি অন্যমনস্ক হয়ে গেল, সামনে আইক্রীমের পাত্রে গলে যাচ্ছে আইস্ অবহেলায়। ছোট চামচেখানি হাতে ধরাই রয়েছে।

শ্যামলতার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন কৌতূহলী সুশোভন জিজ্ঞাসা করেছিল রহস্যচ্ছলে: "আপনার নামের মানেটা কি? শ্যামলতা, না শ্যাম-লতা?"

মুক্তোর মালা বুকে দুলছিল শ্যামলতার, যেমন নকল মুক্তোর এক ছড়া করে মালা ওদের সেটে সবাই পড়ে সন্ধ্যাবেলায়। যার ক্ষমতা আছে সে আসলই দুলোয়।

নকলমুক্তা দুলিয়ে শুভ্র হাত বার করে শ্যামলতা বলে উঠল: "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি হচ্ছি শ্যামলতা—ever green!"

একসঙ্গে দু জনে হেসে উঠেছিল—গোড়া থেকেই মিল ছিল।

নাচের আসরে ক্রমাগত পার্টনার। অবশেষে শ্যামলতার টেবলে একখানা দশহাজারের চেক ছেলের ভরণ-পোষণের উদ্দেশে রেখে দিয়ে গেল চলে শ্যামলতা সুশোভনের সঙ্গে কাশ্মীর-ভ্রমণে। পিনকুশনে গাঁথা চেক—মায়ের পরিবর্তে সুশোভনের দান সন্তানকে।

বিয়ে হ'ল না ওদের?

কি করে হবে? সুশোভন কায়স্থ, শ্যামলতা ব্রাহ্মণ। সুশোভন হিন্দু, শ্যামলতা ব্রাহ্ম। স্বামী বর্তমান, বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'ল না, এখন সুশোভন একে-ওকে-তাকে নিয়ে ঘোরে, শ্যামলতা মদের নেশায় বাড়ীতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। এক বাড়ীতে আছে বটে, শুনছি শীঘ্রই তাড়িয়ে দেবে সুশোভন। একটি জু-নারী তার মনোহরণ করেছে। নেহাৎ বাচ্চা, মাত্র আঠারো। তার

মা বিয়াল্লিশের ধাড়ী, পাড়ি জমাতে গিয়েছিলেন সুশোভন-সাগরে। ধর্ম্মতলার হোটেল চালান মা-বেটী, দেনার স্রোতে ভাসমান অবস্থায়। প্রৌঢ় সুশোভনকে জেটী করতে চাইলেন অগাধ সে কূলহীন তরঙ্গ-সাগরে। পঁয়তাল্লিশের কুমারের চোখে লাগল বালিকা জুয়েসকে। মা মেয়েকে ঠেলে দিয়ে আড়ালে সরলেন। মেয়ের বয়সী কন্যাকে নিয়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে সুশোভন।

আইভি চুপ করে গেল। শুধু তার সূক্ষ্মাগ্র নাসিকার অগ্রভাগ কম্পিত হয়ে মনোবিক্ষোভ প্রকাশ করল। সুশোভনের কাহিনীতে শ্রীমতী এত বিচলিত কেন? পরিমল ধরে নিল, হয়তো যোগ্য প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিক্রিয়া এখন দেখা যাচ্ছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পরিমল। এতক্ষণ রূপই দেখেছে, এখন অন্য কিছুও চেয়ে দেখতে লাগল একটু একটু করে। হাতের হীরার আংটী জ্বলছে পুরাতন দিনের মত। একখানা সোনার ফুলগাঁথা কঙ্কন একহাতে, অন্যহাতে ছোট হাতঘড়িটি মণির মত জ্বলছে। গলা-কান খালি। গহনা সে অনাবশ্যক বলে বর্জ্জন করেছে, কি গহনা নেই তার, কে জানে?

"তোমার মা-বাবা কোথায়, আইভি?"

"মাসীমা রাঁচিতে-বাড়ী করেছেন। মায়ের শরীর ভাল নয়। বাবা মাকে নিয়ে রাঁচী আছেন। মায়ের প্যারালিসিসমত হয়েছে।"

"কলকাতার বাড়ীতে সুনীল থাকেন?"

"না, সুনী লিলিকে নিয়ে ইংলণ্ডে গেছে। বাড়ী লীজ দেওয়া হয়েছে। এখনও ফিরল না ওরা। হয়তো ওখানেই থেকে যাবে। ও দেশটা তো সুনীর চিরকালই পছন্দ।"

পরিমল দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হ'ল। ফিরে এল তারা বর্ত্তমানে।

"তোমার ছেলেপিলে কি?" অবশেষে লাজুক প্রশ্নটি করে ফেলল পরিমল দ্বিধায়।

"নেই।" সংক্ষেপ উত্তর, "তোমার?"

"—হয়নি।" আইভি চকিত দৃষ্টি হানল। পৌরুষ কণ্ঠ পরিমলের। স্থির-চক্ষে তাকাল পরিমল আইভির দেহের প্রতি। ওই দেহ বাসনার অলকা। কামনার স্বর্গদ্বার। এখনও বন্ধ্যা পৃথিবী আইভির? কে সে অরসিক, যে সৃজনী প্রতিভায় সুন্দরীকে মহিয়সী করে তোলেনি? তবে কি—তারই মত অন্তর্দ্বন্দ্বের

জীবন যাপন করছে আইভি স্বেচ্ছায়? না তো। তদ্‌গত স্বামীকে সঙ্গেই দেখা গেছে।

আহা, ও যদি আমার হ'ত। প্রতি রজনীতে পূজা করতাম ওই দেহ, ভোগ-লালসায় নয়, প্রেমিকের নিষ্ঠায়। কর্ষণ করতাম ক্ষেত্র একাগ্র সাধনায়। আমাদের প্রেমের প্রতীক দেখা দিত—সুন্দর শিশু। আমার চেয়ে, আইভির চেয়ে অনেক সুন্দর। সৌন্দর্য্য দেবতার শিল্পজ্ঞানের পরীক্ষা হ'ত সে। প্রেমের সাক্ষ্য।

আমি বাধা দিতাম না। নিষেধ করতাম না। পরিমল, তোমার-আমার মিলনের চিহ্ন হ'ত সেই শিশু। জগতে আমাদের গৌরবের বস্তু। আমরা ভালবেসেছি, মিলিত হয়েছি। মিলনকে স্বীকার করে ভবিষ্যৎকে সানন্দে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছি—আর একটি মানুষ।

"ওঠা যাক, পরি। বাইরে হয়তো নিখিল আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"হ্যাঁ, চল। তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে চল।" অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আইভি বলল, "ব্যস্ত হয়ো না। ওঁর দিক থেকেই ব্যস্ততা আসবে।"

অশান্তিতে মন ভরে উঠল। স্বামী কি রকম আইভির কে জানে? সুশোভন ঈর্ষান্বিত হ'লেও ভদ্র ছিল। ইনি হয়তো সোজাসুজি ওথেলো সাজবেন। আইভির কথায় ইঙ্গিত আছে একটা। সঠিক বোঝা না গেলেও চিন্তার বিষয়। স্বামীকে নিয়ে আইভি সুখী হয়তো নয়। কালো চোখের পাতার নীচে শ্রান্তি লেখা আছে, অধরের কোণে বিষাদ। পরিমলের প্রতি অপরিবর্ত্তনীয় মনোভাবের প্রকাশ মুখেচোখে লেখা। তাই তো স্বাভাবিক। সে বা আইভি কাউকে কি করে ভালবাসতে পারে?

হল ছেড়ে বেরিয়ে একটু এসেই দেখা গেল শ্রীমান্ নিখিল কিছু দূরে নিশ্চিন্ত দাঁড়িয়ে সিগারেট ধ্বংস করছে। মনে হয়, যেন আইভির এতক্ষণ কালক্ষেপের প্রণালী সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল ছিল সে। চিক্‌চিকে চুল-চোখ, ধূর্ত্ত চিতার লিক্‌লিকে ভাব। নিভাঁজ স্যুট, চক্‌চকে জুতো। মধ্যদেহী, শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। ইনিই আইভির স্বামী?

এরই সঙ্গে ঘরে যাবে আইভি—যেতে হবে তাকে। এরই বাহুপাশ আইভির আশ্রয়? কোথায় মিল আছে এঁর সঙ্গে আইভির? অথচ সজ্জিত বিপনীর সবগুলো আয়নাই বলে দিচ্ছে পরিমলের পার্শ্ববর্ত্তিনী যে, সেই একমাত্র যোড়া

মেলাতে পারে। আর তার যোড়া একমাত্র মেলাতে পারে পরিমল। এতদিনে চাঁদের সঙ্গে সূর্য্য মিলেছে। জনতার চক্ষেও বিস্ময়।

কিন্তু হয় না, জগতে এ হয় না। প্রস্তুত রয়েছে আয়ান ঘোষ। ওগো রাধা, শ্যামকে ছেড়ে দিয়ে এস, এস, কুলে ফিরে এস।

"নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আনি,
বাঁশী কেন বলে, রাধা রাধা।"

কুঞ্চিত-ধূর্ত্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আপাদমস্তক দেখল পরিমলের নিখিল। পরক্ষণেই আদর-আপ্যায়নে ফেটে পড়ল। গলে গেল সে ভদ্রতায় মাখনের মত, সামাজিকতার রুটীতে তুলে নিলেই হয়। চিন্তিত পরিমলের বাধা উড়িয়ে দিল নিখিলের দাক্ষিণ্যের দক্ষিণ হাওয়া। স্ত্রীকে দিয়ে পরদিনে নেমতন্ন করল চায়ের। বারবার প্রতিশ্রুতি নিল যাবার। অবশেষে করমর্দ্দন করে বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় হ'ল।

বিমূঢ় পরিমল, চিন্তিত পরিমল বাড়ী ফিরল ভাবতে ভাবতে। সত্যই কি এ আপ্যায়ন আন্তরিক, না মৌখিক? গায়ে-পড়ে আলাপ জমানো। যেন মনে হ'ল নিখিলের কোন উদ্দেশ্য আছে? কিসের উদ্দেশ্য?

একটা রক্তাক্ত কেলেঙ্কারীর ছায়া ভেসে এল মনে। তাহ'লেই বা উপায় কি? আইভির প্রেমে ফেরা জানে না পরিমল। ফেরা শেখেনি।

তেইশ

সন্ধ্যা! মধুর সন্ধ্যা! সারাবিশ্ব কমনীয়তায় স্নান করে উঠেছে। আকাশের এককোণে একটিমাত্র তারা—সন্ধ্যাতারা। ললাটিকা জ্বলছে। সমস্ত আকাশ নিস্তব্ধ, তারাফোটার আশায় মৌন হয়ে আছে।

এখনি সারা আকাশে রাশি রাশি তারা ফুটে উঠবে, গাছে যেমন ফুল ফোটে।

বারান্দায় দুটি শান্তিনিকেতনী মোড়া পেতে বসেছে আইভি ও পরিমল নীরবে। অর্থময় নীরবতা দু'জনকার মধ্যে পরদার মত আন্দোলিত হচ্ছে। কে তাকে সরাবে?

চা-পর্ব্ব শেষ হয়েছে। চলে গেছে নিখিল কাজের ছুতোয় আবার পরিমলের মনে অস্বস্তি জাগিয়ে। কি উদ্দেশ ওর? অবশ্যই আছে একটা

কিছু। নইলে, এমনভাবে প্রথম দিনেই আইভি ও পরিমলকে সুযোগ দিয়ে অন্তর্ধ্যান?

প্রথমে কথা বলল পরিমল, "আশ্চর্য্য লোক তোমার স্বামী! একদিনের আলাপেই স্ত্রীর বন্ধুর হাতে স্ত্রীকে ফেলে দিয়ে সরে গেলেন! মনে হয়, খুবই উদারচেতা উনি। এধার থেকে জিতেছ বেজায়। সুশোভন এমন হ'তনা।"

আইভি নিরুত্তরে হাস্য করল।

পরিমলের মনে যে চিন্তা এসেছিল, তারই জের টেনে বলে চলল সে, "লোকটি খুব চালাক হ'লেও বেশ ভাল লোক। আমার তো মনে হয় সাধাসিধে।"

অনিচ্ছুক আইভি বলল, "অনেক দেখবে ওর। ব্যাকুল হোয়ো না। সবে তো আরম্ভ।"

"তার মানে?" উদ্বিগ্ন হয়ে পরিমল প্রশ্ন করল।

"মানে কিছুই না। তোমার টাকা আছে, তুমি বড়লোক। তাই স্বামী তোমাকে খাতির করছেন।"

পরিমলের মন এ যুক্তি মানতে চাইল না। আবার ত্রিভুজ স্বামী, স্ত্রী, প্রেমিক। তিনজনের একত্রে থাকা চলে না। বহুলোকের একত্র থাকা চলে সকল সম্বন্ধের বাঁধনে। কিন্তু, এই লোকগুলির একত্রিত চলে না। তিনেই তিনশো। একজনের সরে যেতে হ'বেই। কে সে? সে, বৈদেহী, আইভি—ত্রিভূজের বৈদেহী সরে যেয়ে আইভিকে স্থান দিয়েছে। এখন নূতন করে ত্রিভূজ রচনা হ'ল—সে, আইভি, নিখিল। কে সরবে এখন? কে কাকে সরাবে? পূর্ব্বের ত্রিভূজে একজন কল্পনায় ছিল। এবারের ত্রিভূজে তিনই বাস্তব। পরিস্থিতি জটিল।

কিন্তু যাবে কে? নিখিলের আছে মন্ত্রের দাবী, অলিখিত সংস্কারের শিকল, লোকমতের সায়। তবু, পরিমল সরে যাবে না। মন্ত্রের দাবীর উপরে দাবী তার—প্রেমের।

এই যে বুভুক্ষু দেহমন খাদ্য-প্রার্থনা করছে—দেহি, দেহি। দাও, দাও আইভি। চার বছরের ক্ষুধা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। প্রাপ্য তার সব তোমারি কাছে।

বেগুনরংয়ের জর্জ্জেটজড়ানো তনু—সন্ধ্যায় আলোয় হলদে শাড়ী আরও

হলুদ। গোপন রহস্য বুঝি বা শাড়ীর পরতে পরতে বেঁধেছে বাসা। ঝাঁপিয়ে পড়বে পরিমল নীরব নারীর বুকে। দূরে শয়ন-কক্ষ দেখা যাচ্ছে। টেনে নিয়ে যাবে আইভিকে বিছানায়। ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে—অনন্ত তৃষ্ণার নিবৃত্তি হ'বে পলকে। চাই, আইভিকে চাই।

আর আইভি অনাঘ্রাতা কুমারী নয়—ছেড়ে দিতে হ'বে না সসম্ভ্রমে। সংযমের বাঁধন গলায় দিয়ে উদ্দাম অশ্বকে শাসন করতে হ'বে না। ওই দেহ আইভির কতবার ভোগ্য হয়েছে? তিনবছর বিয়ে হয়েছে বলেছিল। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ত্রিগুণ রাত্রি। শুধু রাত্রি কেন? দিনও নিশ্চয় ভোগের তালিকায় পড়ে। তিনশো-পঁয়ষট্টির তিনগুণ মাত্র? সহজ অঙ্ক কি অসামান্যার জন্য? ছয় দিয়ে গুণ করা সমীচীন, নয় দিয়েও গুণ করা চলে কি?

ওই দেহ আইভির—মনসিজের ধনু ওই তনু। পরিমলের স্বপ্ন। সম্পূর্ণ উপভোগ করে চলেছে নির্ব্বিচারে নিখিলের মত একজন সামান্য পুরুষ! কি স্পর্দ্ধা নিখিলের? বিবসনা আইভির শুভ্র তনু শয্যায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইস, কি নির্দ্দয় উপভোগ করছে নিখিল! পাণ্ডু মূর্চ্ছাতুর মুখ আইভির! হাতের মুষ্টি দৃঢ় হ'ল পরিমলের। হত্যা করব আমি নিখিলকে। হত্যা করব। হত্যা করব।

তার আগে?

"আশাকরি, তুমি এখন সুখী হয়েছ, আইভি?"

রেলিংএ মাথা হেলাল আইভি। কালো চুলের কবরী রেলিংএর কাঠে পীড়িত হয়ে উঠেছে।

"তুমি সুখী হয়েছ?" আইভি জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" পরিমলের স্বরে অকারণ ব্যস্ততা। কি জানি একমুহূর্ত্তের জন্যও যদি আইভি সন্দেহ করে যে সে সুখী হয়নি।

আইভি নয়ন নিমীলিত করল, 'অভিনন্দন।"

"ধন্যবাদ।" পরিমল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল।

আইভি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পরিমলের নত মুখের দিকে। সুখী হয়েছ তুমি? তথাস্তু! কিন্তু কিসের জন্য তোমার নয়নে এত ক্লান্ত দৃষ্টি বেদনায় স্নাত? কিসের জন্য তোমার সারা দেহ বিশীর্ণ সুন্দর? কাকে প্রার্থনা করে তোমার মুখের প্রতিটি রেখা অতৃপ্ত, উদগ্রীব হয়ে আছে? ব্যর্থ কামনার যন্ত্রনা তোমার পল্লবমঞ্জন অধরে চিহ্ন রেখেছে। সুখী হয়েছ তুমি!

সুর কেটে গেল। কামনা-বাসনার সুর কেটে যেয়ে বেজে উঠল আবার নির্লিপ্ত উদাসী বাউল-রাগিনী। একটা চুরোট ধরাল পরিমল। অন্ধকার ঘনতর হয়েছে। আগুনের আভা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তার মুখকে স্পষ্টতর করে তুলল। আইভি সহসা প্রশ্ন করল, "তোমার স্ত্রীর খবর কি?"

ছায়াছবির মত বৈদেহীর জীবন খেলে গেল পরিমলের সম্মুখে। কই, তাকে বাদ দিয়ে ম্রিয়মানা নয়তো বৈদেহী। দিনকত নিরালা কাটাল। মধ্যে বাবা বেঁচে থাকতে ওঁর সঙ্গে গিয়েছিল বদরীকাশ্রম-তীর্থে। তারপরে, বাবা মারা গেলেন হঠাৎ। নিস্তব্ধ শোকের মধ্যে কাটল বৈদেহীর কতকগুলি দিন। বাবার টাকাকড়ি, বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করতে হল। নগদ টাকা বাবা জামাইকে অনেক দিয়ে গেলেও স্থাবর-অস্থাবরের মালিক বৈদেহী। তারপরে পরিমল-জননীকে সমুদ্র দেখাতে পুরী নেয়ে কয়েকটি মাস থেকে এল বৈদেহী। অবশেষে ফিরে এসে পিতার বসত-বাটীতে প্রকাণ্ড একটা গানের স্কুল খুলল বৈদেহী সবাইকে বিস্মিত করে। 'প্রসন্ন-সুরায়ন' নাম স্কুলের, দিনের পর দিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। সারা কলিকাতায় 'প্রসন্ন-সুরায়নের' নাম যথেষ্ঠ। এখানে ওখানে মেয়েরা গানের কসরৎ দেখিয়ে বেড়ায়। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বৈদেহী দেবী, উপাধি পেয়েছেন জনসভার সমর্দ্ধনায়—'সুর-সরস্বতী'। একখানা সঙ্গীত সুর-সরস্বতীর শোনা নাকি সৌভাগ্য।

বৈদেহীর এখনকার রূপ হয়ে গেছে সম্পূর্ণ পৃথক—ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবল পরিমল। অযথা উগ্র প্রসাধন নিশ্চিহ্ন হয়েছে—সাদা শাড়ীর সুষমায় কুশ্রীকেও সুশ্রী দেখায়। পাউডার-ইত্যাদি প্রসাধনী-বর্জ্জিত বৈদেহীর মুখমণ্ডল কিন্তু হয়েছে অনেক উজ্জ্বল, অনেক সুশ্রী আজকাল। এমন কি, অতটা কুশ্রী বলে মনেই হয় না। প্রতিভার আপন লাবণ্যের ছাপ এতদিনে পেল বৈদেহী।

আর, দ্বিধা-সঙ্কোচ, ভীরুতা নিসন্দেহে পদদলিত করে দাঁড়িয়েছে এই নূতন বৈদেহী। আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি সর্ব্বাঙ্গে ঝলকিত—হীরার গয়না যা দিতে পারেনি, সেই শোভা দিয়েছে বৈদেহীকে আত্মপ্রত্যয়। পরিমলের সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই বৈদেহীর। নিজের টাকাকড়ি নিজে ব্যবস্থা করে নিজে খরচ করে। স্কুলের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে। নূতন নূতন গানের মহলা দেয়। গলা সাধে। বাড়ীতে দেখা হয় যখন, পরিমলই কেমন অপরাধী হয়ে যায়, কিন্তু এই নূতন বৈদেহী স্বচ্ছন্দ্যে মুখ তোলে, স্বচ্ছন্দ্যে কথা বলে। যেন তার জীবনে পরিমল

এতটুকুও ভার দিতে পারেনি। সার্থক হয়ে উঠেছে সে, তাই পরিমল অবান্তর। এখন আমাকে ভালও বাসেনা ও। কি করে ভালবাসার হাত থেকে মুক্তি পেল বৈদেহী? পরিমল পারছে না কেন।

"হ্যাঁ, সুর-সরস্বতী বৈদেহী দেবীব নাম শুনেছি। কাগজে নামের শেষে লাহিড়ী না থাকায় চিনতে পারিনি আমি। অমন প্রসিদ্ধ মেয়ে তোমার স্ত্রী, তোমার গর্ব্ব হওয়া উচিত, পবি!" আইভি বলল।

তাইতো! 'লাহিড়ী' শব্দ নিঃশব্দে পরিহার করেছে বৈদেহী। 'দেবী' তার দ্বিতীয় নাম, পরিমল লাহিড়ীর স্ত্রী নয় সে।

"আমি প্রসিদ্ধ মেয়ের স্বামী হ'তে চাইনি। জগতে একটিমাত্র মেয়েরই স্বামী হ'তে চেয়েছিলাম।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে আইভি যেন আপনার মনে বলে চলল: "অনেক পেয়েছ ভাগ্যের হাত থেকে। স্ত্রী পেয়েছ গুণী। অর্থ, যা মানুষের কাম্য, অকাতরে তোমাকে দিয়েছেন ভাগ্য। টাকা ছিল না তোমার, আপশোষ ছিল তোমার আজীবন। টাকাই প্রচুর করে পেয়েছ। ভাগ্যবান তুমি।" ভাগ্যবান? আশ্চর্য্য! এভাবে কখন ভেবে দেখেনি পরিমল। যার অভাবে প্রতিক্ষণ নিজেকে ভাগ্যহীন বলে মনে করছে সে—সে-ই ব্যক্তি তাকে ভাগ্যবান আখ্যা দিল।

"আর আমার জীবন? Shooting Star—উড়ন্ত তারার মত চলেছি অন্ধকারে ছুটে। একদিন নিভে যাব।"

ঘনতরা সন্ধ্যা। অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না, তবু শুভ্র দেহ জ্বলছে মুক্তার মত। অজানিতে হাত চলে গেল। একখানা হাত চেপে ধরে আইভির সহসা ছেড়ে দিল পরিমল। মনে হ'ল, শয়নকক্ষের ভারী পরদার আড়াল থেকে নিখিল চৌধুরী বেরিয়ে আসছে পা টিপে টিপে। ধূর্ত্ত হায়েনা-হাসি শোনা গেল। হাতখানা উভয়ের দিকে তুলে ধরল নিখিল। ও কি? ওর হাতে কি? হিংস্র পিস্তল। আতঙ্কে শিউরে উঠল পরিমল। এ সে কি করছে? পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিচ্ছে নাকি? ক্রুদ্ধ স্বামী কি ক্ষমা করবে? পুলিশ-আদালত-সংবাদপত্র কত না বিভীষিকার ছবি মনে এল। পরিমল লাহিড়ী নিজের চেষ্টায় মহানগরীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—কত গুণগ্রাহী ভক্ত তার! ব্যবসায়ী-মহলে একডাকে চেনার লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভাপতিত্ব, উদ্বোধন, পুরস্কার-বিতরণ, ধাপে

ধাপে সবই হয়ে যাচ্ছে। যে গতিতে চলেছে ও, তাতে ভবিষ্যতে প্রদেশপাল হওয়া অসম্ভব কি ? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে। এখন এমন একটা সস্তা কেলেঙ্কারী করে ভবিষ্যৎ মাটী করা উচিত নয়। ভিখারী পরিমল ঐশ্বর্য্যের দুয়ারে এসেছে। চিরকালের অবজ্ঞাত পরিমলের অসীম তৃপ্তি। ঈর্ষ্যাপরায়ণ স্বামী আইভির অবশ্য উদ্দেশ নিয়ে পরিমলকে কাছে ডাকছে। অন্তরঙ্গ হ'তে দিয়ে দেখবে প্রথমে জল কতদূর গড়ায়। নিখিলের বাঁকা হাসির তলায় মানে আছে। অস্বস্তিতে ভরে উঠল পরিমল। এখনি সরে যাওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু, দৃষ্টি ফিরে গেল মর্ম্মরপ্রতিমা আইভির প্রতি। কোথায় যাবে পরিমল ? অনন্ত শূন্যতা বক্ষে ক্রন্দন করে ফিরছে যার অভাবে, তার সাক্ষাৎ পেয়েও তুচ্ছ ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে বর্ত্তমানকে ঠেলে দিয়ে চলে যাবে সে নির্ব্বোধ ? সে ভবিষ্যৎ নিস্ফলা, যাতে আইভি নেই, যাতে প্রেম নেই। সোনার মুকুট মাথায় অথচ ভিখারী ভবিষ্যৎ পরিমলকে ভিখারী করে ছাড়বে। না, যাবে না সে। জগতের একমাত্র সত্য প্রেম যেখানে, সেখানে থাকবে পরিমল। কেউ সরাতে পারবে না তাকে।

"আইভি, কিছু মনে কোরনা। তোমার স্বামী কি করেন ?"

"কিছু মনে করবার দিন আমার চলে গেছে বহুদিন। কিছু না করে দিন চালানো আমার স্বামীর কাজ।"

"তার মানে ?"

"মানে -" লজ্জাকর কাহিনী সুরু করল আইভি—"বিনা মূলধনে ব্যবসা চলে না, ব্যবসায়ের ভান চলে। কম্পানী না খুলেও শেয়ার বিক্রী চলে। ধার নিয়ে ধার শোধ না দেওয়া চলে। বিদেশ থেকে এটাই শিখে এসেছেন উনি। হাজারীবাগেও একইভাবে চলছিল বড়লোকী। আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। বহু ধার করেছিল। সদ্য বিদেশ-ফেরৎ। বড় বড় কথা মুখে। বড় চাল। লোকে বিশ্বাস করত। অবশেষে দেউলের খাতায় নাম লিখিয়ে চলে এল এখানে।"

"তোমার স্বামী দেউলে ?"

"অবাক হ'বার কথাই, না ? বিবাহে তো ওটাই মাত্র চেয়েছিলাম—টাকা।" চাপা-দেওয়া অভিমান মাথা তুলল আবার—এরই জন্য আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তুমি ! এরই জন্য ? তা-ও পেলে না। অদৃষ্টের পরিহাস।

"নিখিল দিন চালাচ্ছে দেনার সমুদ্রে ডুবে। অবশ্য দেনা করে বড়লোকী দেখা অভ্যাস আছে আমার। বিয়ের আগেও তো দেখেছি। তাইতো দারিদ্র্যকে অত ভয় করতে শিখেছিলাম। তবে, দেনার ভার ছিল মায়ের এলাকায়। কোথা থেকে কি করে চালাতেন, পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রাখতেন, জানতাম না। এবার ভার পড়েছে আমার ওপরে, তাই বিপদ।"

পরিমলের মুখ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল, "কি করে ঠেকাও তুমি ?"

"অনেক কিছুই করতে হয়, পরি। নাই শুনলে।"

"নিখিল তোমাকে ভালবাসে না ?"

"ওর ভালবাসার কোড আলাদা। আমাকে হস্তগত করেই আনন্দ। আমি ওর সম্পত্তি আছি, এতেই প্রীত। একটু আমাকে অন্যের হাতে ছাড়া ওর বিলাস মাত্র। প্রয়োজনে ব্যবহার করে ও আমাকে ওর গাড়ীর মত, ওর বুদ্ধির মত। তাছাড়া, ওর উপায়ই বা কি আছে, বল ?"

"তুমি, তুমি আইভি, কি কর ?"

"যা করা উচিত, পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রাখা।"

"আইভি, তোমার আত্মীয়বন্ধুরা দেখে না ?"

"মা-বাবার কথা তো বলেছি। সুনী-দিদিও এখানে নেই। কলকাতায় আমার তো এখন কোন নিকট আত্মীয় নেই। বন্ধুরা এক-আধদিন চা খেতে আসে। কলকাতায় আমরা নূতন এসেছি। ভেতরের কথা এখন প্রকাশ পায়নি।"

"মাদের লিখে জানাতে পার না ?"

"দরকার কি ? মা এখনও মনে করেন আমার বিয়েটা ভালই হয়েছে। সব জানলে মারা যাবেন। পক্ষাঘাতের রোগীকে এটাই কি জানাবার কথা ?"

"আইভি, আইভি। এমন জীবনে জড়িয়ে থাকার মেয়ে তো তুমি নও ? এ ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারতে তুমি।"

আইভি নিশ্বাস ফেলল, "আমাকে মা তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখান নি। পণ ছিল ওঁর আমি খাঁচার পাখী হয়ে থাকব। সব দিকে আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কৌশলে খর্ব করে রেখে গেছেন মা। এত বয়সে নূতন করে কিছুই শিখতে পারব না।"

এতক্ষণের অস্বস্তির মানে বুঝল পরিমল আইভির ইঙ্গিত কি নির্দেশ

করছে, নিখিলের বাঁকা হাসির মানে কি বুঝল পরিমল। নিখিল ভয়াবহ সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ওথেলো নয়। জন্ম-ধীবর নিখিল জালে তুলতে চায় জীবন্ত মৎস। হত্যা করা তার স্বভাবে নয়, জীইয়ে রাখাই ব্যবসায়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আইভি ধীরে ধীরে বলল, "পরি, তুমি যাও। আমার অনুরোধ, এসনা এখানে।"

পরিমল আইভির সন্নিকটে সরে এল, পরিপূর্ণ ভাবে চোখের দিকে তাকাল। অন্ধকার কেটে যেয়ে জ্যোৎস্না উঠেছে। চোখের ভাব তার বহুভাষী। অভিমান বলছে: এখনও তুমি আমাকে চাওনা! ভালবাসা বলছে: তোমাকে না দেখা আমার শাস্তি। বেদনা বলছে: তোমার কষ্ট বুঝেছি, আমি।

মুখে কিছুই বলতে হ'লনা পরিমলের, আইভি চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

"পরি, তোমাকে কিছু বলা দায়। সমস্ত কথায় তুমি রাগ কর।" চোখ সরিয়ে মন্ত্রের মায়া কাটিয়ে বলে উঠল আইভি। ব্যথায় মুখ করুণ, বাঁকা চোখের পল্লবে মুক্তার মত অশ্রুর আভাস!—"বুঝতে চাও না কিছু তুমি। বোঝার বড় ভুল কর। চার বছর আগে ভুল করেছিলে।"

বেদনার সিন্ধু এক মায়ামন্ত্রে সরে গেল। এ কি আনন্দের প্লাবন সারা চিত্তে জাগে! সে আমাকে চেয়েছিল, আমাকেই! আর কাকেও নয়। সে মনে করে রেখেছে আমার ভুলের কথা! সে বলছে, আমারি ভুল হয়েছে!

কিন্তু, কেমন করে এ ভুলের সংশোধন হ'বে? প্রফুল্ল চিত্ত আবার মেঘম্লান। বিষাদের কলঙ্করেখা রাহুর গ্রাসে গ্রাস করেছে চন্দ্রকে।

কী ভুল! কী ভুল! সারা জীবনেও আর এ ভুল যাবেনা। ফুলের মত সহজ ভালবাসা, ফুলের মতই সুকুমার। নানা পরীক্ষা পার হ'তে পারলে তবে ভালবাসবার বা ভালবাসা পাবার যোগ্যতা হয়। তাই ভালবাসার পথে এত ভুল!

ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা বহন করে যারা, তারা একটু অসাধারণ হ'তে চায়। তাদের মনের মধ্যে একটি গোপন কক্ষ থাকে, সে গৃহে কাউকে প্রবেশ করতে দিতে তারা ইচ্ছা করে না, অথচ অনেক সময় সে কক্ষের অস্তিত্বের আভাস না দিয়েও থাকতে পারে না। মনে হয়, মনের মধ্যের উড়ো আপদকে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। যে প্রেমিক-প্রেমিকা ভাগ্যচক্রের আবর্তে পড়ে পৃথক হয়, তারা কখনও চায় খেয়ালমত সে উড়ো আপদকে সযত্নে পুষতে। দুঃখকে অনেক

সময় আমরা ব্যবহার করি বিলাসিতা হিসাবে। আমি দুঃখী, এ চিন্তা যেন মনে বহু তৃপ্তি দেয়। আহা, আমার মত কষ্ট কেউ পাচ্ছেনা। এই যে আমার চারিপাশে অগণিত নবনারী, কেউ আমার সমকক্ষ নয়। কেবল এক বেদনা বহন করবার গৌরবে আমি উঠেছি তাদের বহু উর্দ্ধে, আমি তাদের থেকে স্বতন্ত্র।

ভাববিলাসীর ভালবাসা সদাউৎসুক। কবিতাপাঠ এবং সিনেমা-দর্শন ইঙ্গিত দেয়—চলে যাও, সোজা ধপাৎ করে পড় প্রেমে। আত্মপ্রসাদ অনুভব করে বিজন রজনীতে চাঁদের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল, কিংবা পুষ্পগন্ধে উতলা হও। এই তো প্রেমে পড়েছি। লরেন্সের বই পড়ে, টলষ্টয়ের চরিত্র-বিশ্লেষণ করে বয়োজাত মোহকে প্রেম বল। দিন কেটে যাক অশ্বত্থমার ভ্রান্তি-বিলাসে।

পুরাতন প্রেম যাদের সার্থক হয়েছে, তাদের মনে রাখতে হ'বে পুরাতন ভালবাসা সৌখিন দ্রব্য। সযত্নে রাখতে হয় তাকে। সৌখীন সীবন কার্য্যের মত ঝেড়ে রৌদ্রে দিতে হয় মাঝে মাঝে। নইলে ছাতা ধরে যাবার ভয় আছে।

আসল কথা ওই। ফুলের মত ভালবাসা। ফুলের মত বিকশিত হ'তে দাও, ফুলের মত ঝরতে দাও। যতক্ষণ জীবন তার, থাক সে অপরূপ হয়ে যখন তার পাপড়ি বিবর্ণ-ম্লান হয়ে আসে, তখন আরকে ডুবিয়ে তাকে রাখার প্রয়োজন কখন থাকলে সার্থকতা নেই।

কিন্তু, যে প্রেম ফুল্ল শতদল, সহস্রদল বিস্তার করে দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হয়ে উঠছে, যার পরাগদল আলোকাভিলাসী, তাকে রুখবে কে? তাকে তার প্রাপ্য তো দিতেই হয়।

চব্বিশ

আইভির কাল শাড়ী শুভ্র দেহে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। দুচোখ ভরে দেখার মত। কাল বেশ আইভির চায়ের টেবিলগুলোর এধার থেকে ওধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্বামী সুসজ্জিত বেশে ভ্রমণশীল। বন্ধুরা তাঁর সরবে চা-পানরত। নিখিল চৌধুরী পার্টি দিয়েছেন!

বাংলোর চারপাশে খোলা জায়গায় ছোট ছোট টীপয়-টেবল পড়েছে। একটা টীপয়ে দূরে সরে বসে আছে পরিমল ভ্রূকুঞ্চিত করে। ঘৃণাত্মক বিরক্তি

মুখে-চোখে তার। পীনেলোপীর স্বয়ম্বর-সভায় স্বয়ং ইউলিসিসও নিশ্চয় এতটা ধ্বংসাভিলাষী ছিলেন না।

কিন্তু, অডেসিব যুগ বহুদিন গত হয়েছে। পারছে না পরিমল আইভির প্রসাদভিক্ষুদের ধ্বংস করতে। পরিবর্তে শান্ত-শিষ্ট হয়ে দেখতে হচ্ছে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালের মধ্যে আইভিকে একা ফেলে যেতে পারেনা সে।

ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালই ওরা। অধিকাংশ পাওনাদার তারা, বেশ বোঝা যায়। অবাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। স্ফীতোদর মাররার-তনয়ের অভাব নেই। মিসেস চৌধুরীর সুমধুর হাস্য, স্বচ্ছন্দ বাক্যাবলী-সম্বলিত চা-পরিবেশন পাওনার অপেক্ষা লোভনীয় নিসন্দেহে। লুব্ধ দৃষ্টিতে চলমানা তন্বীর দিকে তাকিয়ে আছে তারা। হাসিও ভদ্র নয়। একদিন আইভি চৌধুরীর হাসি ও আলাপের বেড়ার মধ্যের ফুল তারা পাবে, এমন বিশ্বাস তাদের আছে।

আইভির চারপাশে জনতা দেখতে পরিমল চিরদিনই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু, সে জনতা স্বেচ্ছাচারী হলেও অভিজাতবংশের ভদ্রতা-মণ্ডিত ছিল। এরা সোজাসুজি অভদ্র শ্রেণী।

নূতন বড়লোক বাঙালী, যুদ্ধের কালবাজারে সাদা রূপোর ব্যবসা যার মেদে বাহুল্য এনেছে, সে 'হ্যা-হ্যা' হাসির সঙ্গে মিসেস চৌধুরীর গা-ঘেঁষে বসছে। আজন্ম তিমির চালানীতে বড়লোক মারোয়ারী স্ফীত হয়ে আংটী ঝলসে আইভির সঙ্গে রসিকতা করছে। লম্পট পাঞ্জাবীর সতৃষ্ণ দৃষ্টি বারে বারে পতিত হচ্ছে আইভির উন্নত বক্ষশীর্ষে, পশ্চাতের নিতম্বে। ধূর্ত বেহারী মাথার টুপী খুলে গুণগুণ করে গান ধরেছে। পশ্চিমা মুসলমান তাক ধরে আছে করস্পর্শের অভিলাষ। দুই একজনের সঙ্গে স্ত্রী নামধেয়া একটিদু'টি স্বৈরিণী আছে। তাছাড়া, প্রত্যেকেই নিসঙ্গ।

ঘৃণায় শিহরিত হয়ে বসে দেখছিল পরিমল। বিরহের কঠোর তপস্যায় নিজের যা কিছু অমার্জিত ছিল লুপ্ত হয়ে গেছে পরিমলের। প্রেম তাকে সম্পূর্ণ মার্জন করতে পারেনি, করেছে বিরহ। নবজন্মে আজ জাগরিত পরিমল লাহিড়ী। নার্সিসাসের নবজন্ম কিসের আশায়?

নিজের নবজন্মে সম্মুখের পশুজন্মধারীদের দেখে ঘৃণা হচ্ছিল পরিমলের। কি নির্লজ্জ এরা, কি নির্লজ্জ নিখিল! আইভি এদের সঙ্গে মেশে, এদের মনোরঞ্জন করে! কি ভাবে? হঠাৎ মাথা গরম হয়ে উঠল। কতদূর গেছে

আইভি এদের সঙ্গে ? তাকাচ্ছে ওরা কেমন করে আইভির দেহের দিকে ? নিশ্চয়, ও দেহের স্বাদ ওরা জানে।

ঠিক! তাহ'লে সে-ই বা পিছিয়ে থাকবে কেন ? এতগুলি খাতকের পরিবর্তে একা খাতক হ'বে সে। আইভিকে বেঁধে রাখবে। সম্পূর্ণ ভোগ করবে আইভিকে। নির্বোধের মত পাপপুণ্যের বিচারে পিছিয়ে রয়েছে সে। যৌবন-কালেও ছিল তাই। আর বিলম্ব নয়। আজই আইভিলতা, তোমার খেলার শেষ। এত নীচেই নেমেছ যদি, আমিও নীচে নামতে জানি।

অপরূপ সুন্দর মুখ হৃদয়-বেগে লাল হয়ে উঠল পরিমলের। শিরায় রক্ত চলেছে বন্যার বেগে। কান গরম হয়ে উঠেছে। আইভি কখন নিঃশব্দে পাশে এসে বসল।

এক এক করে নিমন্ত্রিতেরা চলে গেলেন। শুধু পরিমল বসে আছে। নিখিল চৌধুরী অভ্যাগতদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন কাজের অজুহাতে। যাবার আগে সবিনয়ে পরিমলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আইভির দিকে অর্থপূর্ণভাবে হেসে, "Ta, ta, dear," বলে চলে গেলেন। পত্নীর রূপজালে নূতন মক্ষিকা ধরা পড়েছে, এবারে চিন্তা নেই।

বিজন গৃহে এতক্ষণে আইভি কথা বলল। খানসামা চায়ের টেবল সরিয়ে নিচ্ছে। বসবার ঘরে চলে এল দু'জনে। এতক্ষণে আইভির মনে মনে যে কথা ফিরছে, তারই রূপ দিল আইভি, "আবার এসেছ তুমি ? আমি তো তোমাকে নেমতন্ন করিনি। নিখিল আসতে বলবেই।"

"আইভি !"—ব্যথিত কণ্ঠ পরিমলের।

"এখন আর এসে লাভ কি, পরি ? সব তো শেষ হয়ে গেছে। দেখছ আমার জীবন, আমার পরিবেশ। আগের জীবনে যাকে চিনতে, সে তো নেই আর। এসে লাভ কি তোমার ?"

"কিছু না, কিছু না ; কোন লাভ নেই, জানি। তবু তোমাকে দেখতে"—পরিমল চুপ করল হঠাৎ।

"জান পরি, স্বামী আমাকে অনুরোধ করেছেন তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে। এর অর্থ জান ?"

"জানি।"

আইভি সবিস্ময়ে তাকাল,—"অনেক লোকের পতনের জন্যে দায়ী আমি। অনেকের বেলায় যা করেছি তোমার বেলায় পারব না। আমি তোমার ক্ষতি করব না। Why, I cannot ruin you."

পরিমল টেবলের ওপরে রাখা আইভির একখানা হাত ধরল। "আইভি!" স্বরে তার আবেগ, "আইভি, আমাকে যে জন্যে ঠেলে দিয়েছিলে আজ দেখছ সে জিনিষ কত তুচ্ছ। ভালবাসার মত অব্যয় নয় টাকা। দুদিনেই ফুরিয়ে যায়। একদিন"—পরিমলের সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে—"আমাদের ভাগ্য পৃথক হয়েছিল। আজ, let us share my fortune together, তোমার টাকা নেই, আমার আছে।"

আইভি ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিল। টেবলের ওপাশ থেকে পরিমলের দিকে চেয়ে হাসল। হাসিতে তার বিদ্যুতের ঝিলিক। "পরি, তোমার ভুল হয়ে যাচ্ছে," তীব্র বিদ্রূপের স্বরে আইভি বলল, "আমি সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে। গল্স্‌ওয়ার্দির উপন্যাসের নায়িকা নই।

এতক্ষণের শান্তসংহত আইভি-মূর্ত্তি পূর্ব্বের লীলায় সহসা ফিরে গেল। সেই অতীতের ব্যঙ্গ? বহুদিন এমন মূর্ত্তি দেখেনি কেউ। প্রেমিককে কাছে পেয়ে বিগতজীবনার উজ্জীবন হ'ল নাকি?

পরিমল অপ্রতিভ হয়ে বলল, "আমি বলছি, আমার টাকার অভাব নেই। যদি তোমার অভাব মেটাতে নাই পারি, তবে টাকায় দরকার কি?"

"ভাগ্যসুন্দরী বেশ হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতিটা সাজিয়েছেন, দেখছ, পরি? যে টাকার জন্যে তোমাকে নিতে ইতস্তত: করেছিলাম, সেই টাকা অবশেষে আসছে তোমার কাছ থেকে। কিন্তু, তুমি তো আমার অভাব মেটাতে পারবে না। অযথা চেষ্টা করবে কেন?"

"অভাব কি এতই বেশী? দুটি তো প্রাণী মোটে।"

"একটি প্রাণীই যে হাজারের সমান। নিখিল টাকা খরচ করতে জানে না, ওড়াতে জানে। একটা মোটা অঙ্ক হাতে এলেই আগের ধার শোধ না করে ধার করে আবার বাবুগিরি চলে। সুতরাং, ধার দিয়ে কি করে অভাব দূর করবে তুমি?"

"ধার না দিয়ে যদি আমার ফার্ম্মে একটা কাজ দি?"

"একই কথা, পরি। মিল তো চলছিল ভাল গোড়ায়। কিন্তু, যার কাজ করার ইচ্ছা নেই, যে ধার করে দিন কাটানোকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে,

তার কি সংশোধন হয়? আমি কি চেষ্টা করিনি? হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমার শরীরমনে আর শক্তি নেই। মদের দোকানে একরাত্রে তিন—চারশো টাকা উড়িয়ে যে বাড়ী ফেরে পরের দিনের অন্ন-সংস্থান না রেখে, তাকে নিয়ে চলি কেমন করে? ভদ্র ঘরের মেয়ে আমি, এমন অবস্থা কাণ্ড নিয়ে রোজ ঝগড়া পোষায় না।"

পরিমল লাফিয়ে উঠেছিল, "অ্যা, নিখিল মাতাল?"

"মাতাল নন, মদ খান মাত্র আভিজাত্যের তাড়নায়। নইলে, বড়-লোকী হ'ল কিসে? বন্ধুদের নিয়ে মদের দোকানে তিনশো উড়িয়ে আবার ওদের কাছ থেকেই পাঁচশো ধার করেন। ওরা ওঁর অভিজাত্যে সন্দেহ করতে পারে না। বড়লোক হলেই তো মদ খেতেই হ'বে। তুমি খাওনা এখন?"

"কি যে বল, আইভি।"

"ওইতো, ওই জন্যেই ভাল লাগে তোমাকে। তোমার বিশেষত্ব, তুমি আমার চারপাশের পুরুষের মত নও।"

চিন্তাক্লিষ্ট মন পরিমলের আইভির ভাললাগাটুকু মধুর মত লেহন করতে লাগল। একটু পরে দ্বিধার সঙ্গে আবার বলল, "তাহলে, তোমার স্বামীকে সংশোধন করাই অসম্ভব, না?"

"আমার তো তাই মনে হয়।" নির্লিপ্ত স্বর, যেন এতে আইভির কিছু আসে যায় না।

একটা সন্দেহ ছুরির মত পরিমলের মনে প্রবেশ করল - "আইভি, এই ধরণের লোকজনের সঙ্গে তুমি কতদূর গেছ?"

"যতদূর নিজেকে নষ্ট না করে যাওয়া চলে। একবার তা-ও হয়ে গেছে। হাজারীবাগে পাওনাদার বাড়ীর আসবাবপত্র প্রকাশ্যে টেনে বার করতে গিয়েছিল।"

"আইভি।"

"অমন করে চীৎকার করে উঠনা, পরি। তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। এমন অনেকে করে। তুমি কি জান না? ন্যাকা সাজছ কেন?"

সেই আইভি, অভিজাত-দুহিতা, নিষ্কলুষ-চরিত্রা। কুমারী আইভি, রূপ ও রুচিতে বরণীয়া। পরিমলের দেবী। আজ লালসার হাত স্পর্শ করেছে তাকে!

আইভি কোমল কণ্ঠে বলল, "নিখিলের সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেল

তারপরে। অতদূর আমি যেতে পারব না বলে দিলাম। ও বাধ্য হয়ে দেউলে হ'ল।'

আইভি পঙ্কস্রোতে ভাসছে। চরম-সীমায় না গেলেও সে, অনায়াসে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করছে প্রতিদিন। এই রকম সাহচর্যে? আইভিকে নিয়ে কি করা যায়, কি করা যায়।

"আশ্চর্য, স্বামী ত্যাগ করনা তুমি।"

আইভির নেত্রে দূরপ্রসারী স্বপ্নের ছায়া নামল। অতীতের আইভি।

"শ্যামলতা স্বামী ত্যাগ করেছিল, পরি। স্বামী তাকে উপযুক্ত বিলাসের উপকরণ যোগাতে পারেননি। তার ছেলেকে তো তুমি দেখনি। মায়ের বদলে দশহাজার টাকা। [illegible] দিন কেমন চলছে ওর, জান? বুড়ো পিসী এসে আছেন দেখাশোনার জন্যে। ওর বাবা মনের দুঃখে আর কলকাতায় ফেরেন না। একলা-একলা ছেলেটা ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার খালি বাড়ীটার আনাচে কানাচে। আমি তার মুখ দেখে এসেছি।'

"এ কথা বলার অর্থ কি, আইভি? তোমার তো ছেলে নেই।' স্বপ্নাকুল দৃষ্টিতে আইভির মমতাছায়া নেমে এল, "নেই। এতদিন ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু, হতে দোষ কি? আজ রূপ আছে, আছে যৌবন, সন্তানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন এ সব কিছু থাকবে না, তুমিও থাকবে না, পরি। তখন থাকবে [illegible] আমার [illegible] মাকে সম্মান করতে পারে না।'

"সন্তান নেই বলেই কি স্বামী?'

"কতকটা তাই এখন হয়েছে। আগে ছিল লোকাচার, কেলেঙ্কারীর ভয়। সকলেরই যদি বিয়ে মনের মত না হয়, সবাই যদি চলে আসে, সমাজ থাকবে কোথায়? চলেই বা যাব কার কাছে? যাবার মত শক্তি নেই আর। চারবছর আগে আমার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। চুপচাপ দিন কাটুক, এই আমার কাম্য।'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে পরিমল বলল, "সোজা করে কথা বল। এই বিশ্রী আবহাওয়ায় সারাজীবন থেকে যাবে তুমি? যে লোককে শোধরানো যাবে না, তার অন্যায় সহ্য করে চলবে নাকি?'

নিশ্চিন্ত সুরে আইভি বলল, "কতদিন চলবে কে জানে? না চললে ব্যবস্থা করব। আজ শক্তি পাচ্ছি না, কাল হয়ত পাব—সন্তান থাকলে জীবনের উদ্দেশও থাকবে। তারি জন্য বাঁচব ভাল করে।'

"সন্তানের পিতা ওই নিখিল চৌধুরী? আইভি, আমি কি অক্ষম হয়েছি?"

আইভি বিস্মিত হ'ল না: "সে ছেলের কাছে তোমার কি পরিচয় দেব আমি? মাতৃগর্বে মাথাটা নিশ্চয় উঁচু হয়ে উঠবে না তার।"

বিচলিত পরিমল ত্রস্তে বলল, "বৈধতার ব্যবস্থাও তো আছে।"

"তুমি জান না, আমার হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছে। এ বিবাহের বিচ্ছেদ নেই, আষ্টেপৃষ্ঠে ললাটে বন্ধন। শ্যামলতার কেস্।"

"মুসলমান হ'ব আমরা।"

"পাগলামী কোরনা, পরি। নিখিল আমাকে ভালবাসে, তোমার স্ত্রী আছে। তাদের কি গতি?"

চকিতে নূতন বৈদেহীর নূতন মুখখানা ভেসে এল পরিমলের চোখের সম্মুখে, প্রতিভাদীপ্ত মুখ। কিন্তু, বৈদেহী তো আর ভালবাসে না পরিমলকে।

"আমার স্ত্রী গান নিয়ে, আর তোমার স্বামী মদ নিয়ে বেশ থাকতে পাবে। তাদের জন্যে চিন্তা নেই।"

"ছি, পরি। যে ভালবাসাকে সার্থক করতে নিজেরা অবৈধ কাজ করব, অন্যের সেই ভালবাসাকে ব্যর্থ করব কোন যুক্তিতে? প্রেমই যদি জীবনের চরম সার্থকতা হয়, সে সার্থকতার অধিকার ওদেরও আছে। আমাদের দর্শন যে ভ্রমাত্মক হ'বে।"

"প্রেমের রকম-ফের আছে। যার দাবী বেশী, সে-ই পাবে।"

"'শেষের কবিতার' ভাষায় কথা বোল না, পরি। তোমাকে আবার দেখার পর থেকে জীবনে আশা এসেছে আমার। শুধু তোমার ভালবাসার জন্যেই ভাল হ'ব আমি। অবলম্বন ছাড়া পারব না। তাই চাইছি সন্তান।"

"প্রেম কি সব চেয়ে বড় অবলম্বন নয়, আইভি?"

"টেনে নাবাব তোমাকে, নিজেও নাবব? সব বিষ হয়ে যাবে। শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা থাকে না। শ্যামলতার কেস্ আবার।"

"শ্যামলতার ভূত ঘাড়ে চেপেছে তোমার। সকলেই সুশোভন নয়।" অত্যন্ত শুষ্ক-নীরস স্বরে আইভি বলল, "ওকথা থাক। যে আলোচনায় লাভ নেই, লোকসান আছে, সে আলোচনা বন্ধ করাই ভাল।"

অসহ্য ক্রোধে আপাদমস্তক দগ্ধ হ'তে লাগল পরিমল। লজ্জাও নেই,

অস্বস্তিও নেই আইভির।° ঘৃণিত জীবন-যাপনে ধিক্কার নেই। যে হাত বাড়িয়ে দিল তুলে আনবার উদ্দেশে, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় ও। অতীতের আইভি, দীপ্তি যার হীরক-দীপ্তি ছিল, রুচি ছিল শুচি। যে আলিঙ্গন না করছে সেই আইভির সঙ্গে এখন মিলতে পারছে ঘনিষ্ঠতায়। আর যে ভয়ানক কথা বলে দিল একটু আগেই। স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ ভোগ করেছে ওকে? কি সর্ব্বনাশ!

পুষ্পবাণধারী অদৃশ্য বায়ুস্রোতে সংযোজিত-পঞ্চশর এলেন।

মনে নেই? অভিসম্পাত দিয়েছিলে একদিন তুমিই? এক মত্ত কালবৈশাখীর দিনে?

না, না। পরিমলের অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল।

তিরস্কার করেছিলে পতিতা বলে, মনে নেই? প্রকৃত প্রেম ছিল মনে তোমার: বঞ্চিত প্রেমের দীর্ঘশ্বাস—বঞ্চিত প্রেমের অভিশাপ। মহাশ্বেতার অভিশাপে পুণ্ডরীক যদি শুক হন, তবে তোমারি অভিশাপেই বা আইভিলতা পতিত হ'বে না কেন?

আমি ওকে পতিত হ'তে দেব না। রক্ষা করব। অন্তরাত্মা বলে উঠল।

তুমি ওকে আরও পতিত করবে। তোমার মনের ভাব দুঃশীল। আমার প্রভাবে তুমি বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছ।

আমি ওকে পতিত করব না প্রাণান্তেও। বিধাতা আমাকে রক্ষা করবেন।

বিধাতার ওপরেও যে বিধাতা আমি। দেখবে?

পুষ্পধনু কৃশাঙ্গ ঈষৎ হাস্য করলেন। ত্রিলোকের গর্ব্বখর্ব্বকারী হাস্য। অদৃশ্য হ'লেন তিনি। একটি অশোক ঝরে পড়ল।

ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল পরিমল চিন্তার ধারা ধরে। তার কাছে নীতিবাগীশ সাজছে আইভি, অথচ কৃপাদান করে চলেছে সকলকে। একজনের কথা উল্লেখ করল নিজমুখে নারী হয়েও। হয়তো, অনেকে আছে আরও। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই আছে। এত আড়ম্বরে দিন চালাবার রসদ যোগায় যারা, তারা ধারে আগাগোড়া কারবার করে না। ঝুনো ব্যবসায়ী, সাতঘাটের জল-খাওয়া বণিক যারা, তারা শুধু মিষ্টি কথায়, মিষ্টি হাসিতে সন্তুষ্ট থাকার ব্যক্তি নয়। অনুরূপ মিষ্টান্নের খোঁজ করে তারা। কেবল পরিমলের বেলায় রসহীন

প্রীতি কথা ? ভণ্ড আইভির ভণ্ডামীর শেষ নেই। অতীতের প্রেমিকের চক্ষে শুদ্ধ থাকার লোভ।

আজ ফিরবে না পরিমল লাহিড়ী। যার ধ্যানে সে দেহে মনে আজও কুমার রয়ে গেল বিবাহিত হওয়া সত্বেও, যার প্রতি অসীম প্রেম সুযোগ সত্বেও অন্য রূপসীর দিকে ফেরাল না তাকে, সেই আজ পতিত। শুদ্ধ রয়ে গেল পুরুষ ? উলটপুরাণ বটে। আইভির অসামান্যতা পরিমলকে পবিত্র রেখেছিল। নির্বোধ পরিমল। কিন্তু, আর নির্বোধ রইবে না সে। সকলে যা চেয়েছে ও পেয়েছে, তাই চায় সে।

আলো জ্বলছিল ঘরে। পরিমল আলোর সুইচ বন্ধ করে দিয়ে আইভির সোফার পেছনে দাঁড়াল। নিবিড় অন্ধকার, কোথাও কেউ নেই। ঘন নিশ্বাস পরিমলের নিস্তব্ধতার বক্ষে হাতুড়ির ঘা মারছে।

আইভি ধীরে ধীরে বলল, "আমি বড় ক্লান্ত আছি। এবার শুতে যাব।"

হাতের ঘড়ি দেখে পরিমল অবহেলাভরে বলে উঠল, "মাত্র সাড়ে আটটা। সন্ধ্যেবেলায় শোয়া তোমার অভ্যাস নাকি ? আর, ক্লান্তির কি আছে তোমার ? বেয়ারা-বাবুর্চি টেবল সাজিয়েছে। একটু হেসেছ মাত্র।"

আইভি নিরুত্তরে উঠে দাঁড়াল। কম্পিতপদে পরিমল তার পিছন থেকে পাশে এল।

"শুতে যাবেই নাকি ? বেশ, চল। আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।"

"তোমার আজ কি হয়েছে, পরি ?"

"কি হয়েছে বোঝনা ? এত অভিজ্ঞতা সত্বেও।" সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়াল পরিমল। লোলুপ-রুক্ষ হাত তার, সজোরে আইভির বাহু দুহাতে চেপে ধরে বুকের কাছে টেনে আনল আইভির কমনীয় তনু।

হতাশার স্বরে আইভি বলল, "সকলের মত হোয়ো না তুমি। অন্ততঃ, একজনের ওপরেও বিশ্বাস রাখতে দাও। আমি শিকার, তুমি শিকারী। এ ছাড়া অন্য পরিচয়ও আছে নারী-পুরুষের।"

কোন কথাই পরিমল তখন শুনতে পাচ্ছিল না। কর্ণ বধির প্রায়—হাত-পা মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে প্রস্তুত নয়। তাদের নির্দেশের কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়ে গেছে অন্য অঙ্গে।

হিংস্র-তীব্রতায় পরিমলের অধরোষ্ঠ গ্রাস করল আইভির অধরোষ্ঠ। এমন

চুম্বন জীবনে কখন পরিমল দেয়নি আইভিকে। রুক্ষ-পৌরুষ, অতিদীর্ঘ, কাম-চুম্বন।

প্রাণপণে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে করতে রুদ্ধস্বরে আইভি বলে উঠল, "আমাকে নিতে প্রবৃত্তি হয় তোমার? আমি তো আগের আইভি নেই।"

উত্তর—দীর্ঘতর, অধিক হিংস্র চুম্বন। প্রেমিকের প্রেম-চুম্বন নয়। বুভুক্ষু পুরুষের দীর্ঘ, অবাঞ্ছিত কৌমার্যের প্রতিক্রিয়া।

এখানেই, এখনই। প্রশস্ত সোফা আছে। আইভির বিবশ দেহ বক্ষে তুলে নিয়ে সোফায় রক্ষা করল পরিমল। কিন্তু, এত হাল্কা হয়ে গেছে ও? পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ফিরে এল। এত দুর্ব্বল হয়েছে আইভি? তন্বীকে চেয়ে দেখে ধরা পড়ে না সহসা। বুকে তুলে নিলে বোঝা যায়। সোলার মত হাল্কা হয়ে গেছে।

আইভির মুখের ওপর আবার নত হতেই চোখে পড়ল তার শিথিল দক্ষিণ হস্ত সোফার নীচে বিলম্বিত হয়ে আছে। শিরা-বহুল শীর্ণ হাত- নীল ধমনীর তন্তুজালে স্বাস্থ্যহীনতা প্রকট। কিউটেক্স-রং করা হয়েছে আঙ্গুলে সত্য, পার্টির জন্য বোধহয়। কিন্তু তর্জ্জনী, অঙ্গুষ্ঠের মাথায় লেগে আছে হলুদের ক্ষীণ আভাস। তবে? সন্ধানী দৃষ্টিতে আইভির আপাদমস্তক দেখল পরিমল। জানালা দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়ছে।

আইভি সব কথা বলেনি। পরিমলকে যে বেদনার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল, তাকে বেদনা দিতে যাচ্ছে পরিমল। আইভির অভাব কত বেশী, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। টাকা ওড়ায় নিখিল, আইভি কি করবে?

রুক্ষকবতল গৃহকাজে। কঠিন কর্ম্মে পদ্মপাণি বজ্রপাণি হয়েছে। খানসামা একটি রয়েছে শোভা-বর্দ্ধনে। আর লোক রাখা সাধ্যে কুলোয় না আইভির। যে চপ একটু আগে লম্পটের দল গিলল, আড়ালে বসে ভেজেছে আইভি গোপনে। হলুদ পিষতে হয়েছে, উনুন ধরাতে হয়েছে। সমস্ত খাবার তৈরী করে, সাজকরে হাসতে হয়েছে। সে ক্লান্ত হবে না?

প্রাণের দায়ে, মানের দায়ে সুখাদ্য সাজিয়ে পার্টি দিলেও অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বিশীর্ণা আইভি। ঠাট রাখতে যেয়ে নিখিল প্রাত্যহিক প্রয়োজন খর্ব্ব করে এনেছে। মনের কষ্টে আইভি প্রতিবাদ করেনি। নিশ্চেষ্ট পুতুলের মত দিন কাটিয়েছে।

এই হাত! পাণিগ্রহণের স্বপ্নে যাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করত পরিমল। এই হাতেই লেখা আছে আইভির ইতিহাস।

আবার মুখের দিকে তাকাল পরিমল। পাণ্ডু, মূর্চ্ছাতুর মুখ আইভির। নারীর অসহায় আত্মসমর্পন। কতবার করতে হয়েছে? যার জীবন শ্মশান হয়ে গিয়েছিল প্রেমিকের বিবহে, তার ভালমন্দে যায় আসে না। তবু, প্রেমিকের স্মৃতি ছিল। আজ সে প্রেমিকও মরে গেছে।

দুর্ব্বল, ক্লান্ত, স্বাস্থ্যহীন নাবীর অনিচ্ছায় তাব ওপরে অত্যাচার করতে চলেছে কে? যে একদিন ভালবেসেছিল। যে এখনও ভালবাসাব গর্ব্ব করে। যাকে আইভি এখনও ভালবাসে।

এই পাণ্ডু মুখের ছবি নিখিলেব শয্যায় কল্পনায় দেখে পরিমল নিখিলকে ক্ষণিকের জন্যও মনে মনে হত্যা করতে চেয়েছিল। আর এখন?

অস্ফুট আর্ত্তনাদে মাথা নামাল পবিমল—আইভির মুখে নয়, আইভির বুকে নয়। সোফার নীচে প্রসারিত আইভিব পদযুগলে মুখ আবৃত করল সে।

নিমীলিতনেত্রা নেত্র উন্মীলন করল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা প্রাণ ফিরে পেল। সবিস্ময়ে আইভি অনুভব করল, প্রিয়ের অশ্রুপ্রবাহে পা দুখানি সিক্ত হয়ে উঠেছে তার।

দুর্ব্বল মানুষ ঈশ্বরের নির্দ্দেশে প্রেমের স্বর্গ রচনা করল জৈবিক-তাড়না অগ্রাহ্য করে। পুষ্পধনুর অশোক-তীর বিফল হয়ে তূণে ফিরে গেল।

বিধাতার কাছে আজ কৃশানু সম্পূর্ণ পরাজিত হ'লেন।

—পঁচিশ—

সাজ-টেবলের ওপর একছড়া মুক্তামালা পড়ে রয়েছে।

মালার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আইভি চুপ করে। অনেকক্ষণ পরে আইভি পরিমলের দিকে তাকাল। শোবার খাটে পরিমল অপ্রতিভ হয়ে বসে আছে।

"কি করে বন্ধকী টিকেট্‌টা পেলে?"

পরিমল উত্তর দিল, "তোমার হাতব্যাগের মধ্যে ছিল। সবুজ চামড়ার পার্শটার মধ্যে, চুরী করেছিলাম।"

মালাটি হাতে তুলে নিল আইভি, "এই একটিমাত্র দামী গয়না আছে আমার। জন্মদিনে মা দিয়েছিলেন।" একটু হেসে বলল আইভি, "ধারে এ-ও কেনা ছিল।

সুনীর বিয়ের টাকায় ধার শোধ হ'ল। অনেক আশায় কেনা মায়ের। এতদিনও খোয়াই নি।"

মনে পড়ে গেল পরিমলের, জন্মদিনের সন্ধ্যায় নিরালায় একটু পেয়েছিল আইভিকে। প্রত্যেকটি মুক্তায় একটি করে চুম্বন দিয়ে বলেছিল পরিমল, "যখনই এই মালাছড়া গলায় পরবে, মনে রেখ, এটি আমারি চুমোর মালা তোমার গলা ঘিরে দুলছে—সাধারণ মুক্তোর মালা নয়।"

সেই স্মরণ কি মালাকে বিশেষত্ব দিয়েছে, তাই সযত্নে আজও রক্ষা করেছে আইভি ? না, ঠাট বজায় রাখতে একটা-দুটো দামী অলঙ্কার চাই ?

আইভির চোখের দিকে জিজ্ঞাসু পরিমল তাকাল। তার মন-প্রাণ পূর্ণ করে উত্তর এল চোখের ভাষায়—আইভি ভোলেনি। পরক্ষণেই আইভির চোখ ভৎর্সনা করল।

পরিমল খাট ছেড়ে আইভির কাছে এগিয়ে এল—"তোমার গলার একটা মালা ছাড়িয়ে আনবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে আমার।"

"সেটা ভাল করে তুমিই জান। আইভির স্বরে ব্যঙ্গ।

উত্তেজিত হয়ে পরিমল বলল, "হ্যাঁ, জানি। সে অধিকার আমার আছে। নইলে, তোমার সামনে আর আসতাম না।"

"পরি, তোমার মনে রাখা দরকার আমার স্বামী আছেন এবং আমাকে ভালবাসেন।"

"ভালবাসা কি রকমের ?"

"প্রত্যেকের শাস্ত্র আলাদা। নিখিল ভাবে আমি তারই। তুচ্ছ প্রয়োজনের তাগিদায় একটু ছাড়তে দোষ কি ? দেহ গৌন, মনই সব, এই বুঝিয়েছে আমাকে। আমি অন্য কাউকে ভালবাসি বুঝতে পারলে সে পাগল হয়ে যাবে। তুমি আমার পূর্ব্বপরিচিত এটুকুই জানে সে মাত্র। তোমার ভালবাসার শাস্ত্রও তো আলাদা। কেউ কেউ এরকম ক্ষেত্রে দূরে সরে যেত।"

"তার মানে, আমাকে দূরে যেতে বলছ ?"

আইভি নিরুত্তর। একটু পরে চেষ্টা করে সহজ হ'ল সে, গলায় মুক্তাহার পরল সে।—"নিলাম মালা। এ তোমারি উপহার। কিন্তু, তুমি এস না। পায়ে পড়ি তোমার, তুমি এস না। বারণ করলেও শোন না কেন ? পাঁচবছর আগের ছেলেমানুষী —"

"আইভি, আইভি, তাকে তুমি ছেলেমানুষী বল।"

"তাছাড়া, আর কি বলি?" আইভি উত্তর দিল—"এ রকম তো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হচ্ছে। তুমি ভাবছ একটা অসাধারণ বস্তু, তা নয়।—

"—The same old story everywhere,
A roving heart and a roving glance'—"

তোমার Vautrin-কে মনে আছে? সেই যে তুমি আর আমি একসঙ্গে পড়েছিলাম ব্যাল্‌জাকের 'গুল্ড্ গরিয়' ? সেই যে ভোঁত্রা? সব সময় এই গানটা করত?"

"সব মনে আছে।"

দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে আইভি বলে উঠল, "এতো বিশেষ সুরে এ কথাটা বলে দশইঞ্চি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলার কারণ কি?"

"আইভি, তুমি ঠাট্টা কোর না। জগতকে নিয়ে বিদ্রুপ সহ্য হয়, এ জিনিষটা নিয়ে ছাড়া। তোমার ভুল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার মনে আছে। প্রতিটি কথা, প্রতিটি দিন আমার এমন করে মনে আছে। তুমি কি বুঝবে? আমার নিজের অতীতকেও আমি এমন করে মনে রাখিনি। সেই পাঁচ বছর আগে আমি চলে গিয়েছি। তা নইলে, বাঁচতাম কি নিয়ে?'

এসব কথা শুনতে ভাল লাগলেও শোনবার উপায় নেই। একজন বিবাহিত ভদ্রব্যক্তি অপরের স্ত্রীকে এমন কথা বলছে? গোপনে রাখতেই হয়—জানাজানি হ'লেই দোষ। ঈশ্বরের অভিশাপ মানুষ সেদিনই মাথায় তুলে নিয়েছে, যেদিন সে সমাজ ও সংস্কার দিয়ে আপনার মুক্ত আত্মাকে বন্ধন করেছে। মানুষ কেন নিজের সুখের পথে এমন অভ্রভেদী চীনের প্রাচীর নির্মাণ করেছে? 'Sanini' এর যুক্তিগুলো মনে এল আইভির। যাকে আমার চাই, কিছুতেই পাওয়া যাবে না তাকে। যে কথা শুনতে ভাল লাগে সে কথা বিষবৎ ত্যাগ করতে হ'বে। কেন? সমাজ তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন বলে।

সমাজ ধ্বংস হ'ক। তাহ'লেই কি পাব তাকে? বিফল জীবন কদর্য পরিবেশে নেমে এসেছে, এর মধ্যে কোথায় স্থান দেব প্রেমকে? যাকে ভালবাসি তার লোকের মধ্যে মুখ তুলে দাঁড়াবার উপায় রাখব না, কল্যাণের পথ থেকে ভ্রষ্ট করব তাকে জোর করে তার সঙ্গে পথ চলে? একদিন তো পথের শেষ

হ'বেই, সে শেষ কেমন? কোন পথে যাবে তাদের জীবন, যদি সে জীবন অবৈধরূপে যুক্ত হয়?

আইভি নিজের ও পরিমলের কথা ভাবছে স্বার্থপরের মত। পরিমল ও নিজের মধ্যে কোন বিয়োগ দেখতে পাবে না সে, তাই নিজের কথা ভাবা মানেই পরিমলের কথা ভাবা। স্বার্থপর আইভি? কিন্তু, বৈদেহী? কিন্তু, নিখিল? তাদের কথাও ভাবছে আইভি।

আইভির নীরবতায় অসহিষ্ণু পরিমল বলে উঠল, "তোমার কাছে কিছুই চাইনা বদো। একদিন ভুল হয়েছিল বলে কি আমাকে অবিশ্বাস করবে? তোমার কাছে থাকাই আমার পরম আনন্দ। আর কিছু চাই না আমি।"

"আজ কিছু চাইছ না সত্যি। কিন্তু, কতদিন থাকবে এমন, শুনি? প্লেটোনিক প্রেমে রক্তমাংসের মানুষ তুমি ভুলবে কতদিন? সেদিন সূচনা দেখা গিয়েছিল। সামলে নিলে। দ্বিতীয়বার হয়তো পারবে না।

"পারব, আইভি। ঠাট্টা না করে সোজা কথা বল। তোমার ঠাট্টা কখনও বুঝি না আমি।

"শোন, আমার সব থেকে বড় শত্রু তুমি। এখানে আর এস না।

"আবার তাড়িয়ে দিচ্ছ, আইভি?

"নিজের, তোমার সর্ব্বনাশ করে একবার যদি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে ভালর জন্য পারব না কেন? আজ শান্ত আছ, কাল চাইবে অনেক কিছু। আমি বাধা দেব—সব মধুর সম্পর্কটা বিষাক্ত হয়ে উঠবে। নইলে, নীচে নামতে হবে। অনেক নেমেছি, আর পারব না। এবার ওঠার পালা।"

পরিমল ক্ষোভ দমন করে ব্যঙ্গ করে বলল "এইবারে আইভি চৌধুরীর পুনরুত্থান। সমাজ সংস্কার নিয়ে গবেষণা করেছ বিস্তর, দেখা যায়। উচিত-অনুচিত কিছুই জানার বাকী নেই তোমার, না?"

আইভি আরক্ত মুখে, উদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল। শেষবারের কলহ তার প্রেমিকের সঙ্গে।

"হ্যা, কিছু জানবার বাকী নেই আমার। পরি, আমি অন্ততঃ ভালবাসাটা তোমার থেকে বুঝি বেশী। যে একটা ঝগড়ার কথা শুনে অধৈর্য্য হয়ে যেয়ে তক্ষুণি বিয়ে করে, তার আবার ভালবাসা!"

একমুহূর্ত্তে অঘটন ঘটে গেল। সারা মুখ পরিমলের বেদনায় নীল হয়ে গেছে।

অত্যন্ত আহত দৃষ্টিতে সে তাকাল বৈদেহীর দিকে। একহাতে খাটের ডাণ্ডা চেপে ধরেছে সে। ভুল যে তারই হয়েছিল, এমন করে উপলব্ধি আসেনি আগে।

খাটের ওপর বসে পড়ে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে, অন্তিমপ্রার্থনা উচ্চারণের কণ্ঠে পরিমল বলল, "আইভি, চুপ কর।"

অপরাহ্নের শান্ত আলো কাঁচের ফাঁক দিয়ে আইভির কাল চুলের মুকুট উজ্জ্বল করে তুলেছে। গর্ব্বিতা রাণীর ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে আইভি উত্তর দিল, "ভালবাসার বড়াই কর তুমি! যে পর্য্যন্ত না একজনকে আমি বিয়ে করি, সে পর্য্যন্ত আমাকে হারাবার ভয় ছিল তোমার?"

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

গভীর ছিল ভালবাসা আইভির, পরিমলের কাছ থেকে গোপন করে রাখত ব্যঙ্গ-রঙ্গের ছায়া দিয়ে। পাশ্চাত্যপন্থী সমাজে অত প্রেমের স্থান কোথায়?

পরিমলের ঠোঁটে অকথিত কথাগুলো যেন কাঁদছে। আইভির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা কথাই বলল সে, "আমার ভালবাসার পরীক্ষা চাই তোমার?"

আইভি উত্তর দিল, "কিছুমাত্র না।"

"তবে, আইভি," মর্ম্মভেদী কণ্ঠে পরিমল ডাকল,—"আইভি, চল আমার সঙ্গে, আমরা কোথাও চলে যাই।"

ঘৃণার স্বরে আইভি উত্তর দিল, "Don't be silly. মনে আছে, পরি, একদিন আমরা আমাদের জীবনের উপসংহার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম?"—অতীত-বর্ণনায় আইভির স্বর লঘু হয়ে উঠল,

"এই রকম উপসংহার করতে চাও তুমি?"

"কেন চাইব না? ধর্ম্ম বা ভগবানের অনুশাসনে আমার কি প্রয়োজন? যে ভগবান বিনা কারণে আমার সারা জীবন এমন ভাবে নষ্ট করল, তাকে আমার চাইনে! আমি চাই তোমাকে। ভালবাসায় পাপ নেই, আইভি। যদি তোমাকে ভাল না বেসে চাইতাম, তাহলে দোষ হ'ত। কেন?"—পরিমলের স্বরে উদ্ধত বিদ্রোহ—"কেন? ভগবান নিজে কি? প্রেমের দেবতা রাধাকৃষ্ণ কি? তাঁদের দেবতা বলে নামকীর্ত্তন করা হচ্ছে কেন? আইভি, প্রেমে কিছুমাত্র অপরাধ হয় না, বরঞ্চ ভাল না বেসে অন্যের ঘর করা—প্রতিমুহূর্ত্তে নিজের সঙ্গে, অপরের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। এটা আমাদের আত্মার অপমান, আত্মহত্যারই সমান এ অপরাধ।"

পরিমলের কণ্ঠস্বর অশান্ত। মুখের সামান্য অমার্জিত ভাব বিরহের আগুনে অদৃশ্য। কমনীয়, মেয়েদের মত কমনীয় মুখে অতৃপ্ত প্রেমের অপরিসীম জ্বালা।

বিনাদোষে তোমাকে শাস্তি দিইনি, পরিমল লাহিড়ী। তুমি ভুলে গেছ, আমি ভুলিনি। সেই নিরপরাধ পশুকে হত্যা? আরও কত করে গেছ। সব জমা আছে। সব অঙ্ক মিলিয়ে তবে না উপসংহার ?

অনন্ত বিরহে প্রায়শ্চিত্ত করুক আত্মা, একদিন শুভ্র বেশে উত্থান করবে সে বিরহান্তে, যে বেশে আমি তাকে প্রথম পাঠিয়েছিলাম পৃথিবীতে।

"তারপর ফিরে যেন পুণ্ডরীক-দেহ
দগ্ধ-ধৌত প্রাণ মোর করিল গ্রহণ,
গলে তব করার্পিত একাবলী হার,
অন্তর-দর্পণে স্থিরা মহাশ্বেতা-ছায়া।
দুঃস্বপন অবসানে কিবা জাগরণ,
মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক চির-পরিণীত।"

আইভি মোহাচ্ছন্নার মত তাকিয়ে আছে পরিমলের মুখের দিকে। দীর্ঘ নয়নে তার স্বপ্নচ্ছায়া। বেয়ারা চায়ের ট্রে নামাল দু'জনের সামনে ত্রিপদী টেনে। নিজেকে সংবরণ করে পরিমল ব্যগ্র হয়ে উঠল, "কই, ফল দেয়নি কেন তোমাকে ? শুধু ডিম দিয়ে চা খেওনা তুমি। বেয়ারাকে বলে দাও। কিছুদিন হ'ল তোমার শরীর আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

আইভি চা ঢেলে তার হাতে তুলে দিয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বল, "সারাদিনই তো খাচ্ছি, পরি। সেদিকে চোখ রেখেছ তুমি। ফলের ঝুড়ি, ডিমের ঝোড়া, উপহারে প্যানট্রি ছেয়ে দিয়েছ। টনিকের শিশি আর রাসায়নিক খাদ্যে ঔষধের কার্বাডে জায়গা রাখনি। কিন্তু কতদিন এমন করে চলবে ? কাজ কামাই করে করে অসময়ে হাজির হচ্ছ। আজ একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।"

"আইভি, তুমি কি জান প্রতিটি খাদ্য মুখে তুলতে দম আটকে যায় আমার ? ঐশ্বর্য্য আমার শ্বাস বন্ধ করে আনে। তোমাকে দেওয়া মানে, আমার নিজেকে দেওয়া। নইলে, মুখে তুলতে পারি না।"

"প্রায় একবছর আমাদের আবার দেখাশোনা চলছে। এর মধ্যে আমাকে তুমি কত উপহার দিয়েছ ও দিতে উদ্যত হয়েছ, ভেবে দেখ। কতদিন চলবে এসব ?"

বেয়ারা সঙ্গ করে কাটা আপেল, স্যাসপাতির পাত্র রেখে গেল, সঙ্গে আঙুরের গোছা। বেয়ারা চলে যাবার অপেক্ষা করতে লাগল পরিমল।

"আমার সব তোমার। ভালবাসা নিলে এও নিতে পার।"

"ভালবাসা নিয়েছি, ভালবাসা দিয়েছি সত্যি। আজ পর্য্যন্ত আছে প্রেম। কাল যদি চলে যায়, তবে ?"

"চলে যাতে না যায় তারই জন্য চলে এস তুমি। এস আমার সঙ্গে।"

"পাগল!" আইভি চায়ের বাসন সরিয়ে রাখল।

পরিমল ব্যগ্রস্বরে বলে যেতে লাগল, "যখন আমরা জানি না কি কাজে এখানে এসেছি, তখন কেমন করে বুঝব প্রাণ যা চায় তাই করাই কর্ত্তব্য নয়? হয়তো, এই প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমাদেব মনুষ্যত্বেব লক্ষণ। জীবনকে উপভোগ কর আইভি"—মৃদু আদরের মত পরিমলের স্বর নত—"আইভি, তুমি আমাকে চাও, আমি তোমাকে চাই। এস, আমবা কোথাও যাই। নূতন করে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিগে।"

আইভির সুন্দর নয়নে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু ধীবে ধীরে জমা হ'ল, গলার চুম্বন-মুক্তাহারের মত। তারপর সে চোখের মুক্তাহার একটি একটি করে খসে পডতে লাগল আইভির দাড়িম-রক্তকপোলে। প্রথম পরিমল আইভির চোখে অশ্রু দেখল আজ। যেদিন সে তাদের জীবনের অশুভতম মুহূর্ত্তে পরিণয়-বার্ত্তা নিয়ে আইভিব কাছে গিয়েছিল, সেদিনও আইভি পরিমলের সম্মুখে ক্রন্দন কবতে পাবেনি।

পরিমল আইভির শিথিল মণিবন্ধ সজোরে চেপে ধরে রুদ্ধ কণ্ঠে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় উপনীত কণ্ঠে, উন্মাদের মত করে বলে উঠল, "এস। আমার সঙ্গে তোমাকে আসতেই হ'বে।"

আইভি চকিতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পূর্ব্বের মত অভ্যস্ত ব্যঙ্গভঙ্গিতে হাসবার চেষ্টা করল—"It is too late now. বড় দেরী হয়ে গেছে।"

পরমুহূর্ত্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করল। পথরোধ করে দাঁড়াল পরিমল, "আজ আর কুকুরের মত তাড়িয়ে দিতে পারবে না, আইভি। আমি যাব না।"

আইভি ফিরে এসে খাটে বসল, শান্ত স্বরে বলল, "বেশ, শোন সব কথা। আমি তো মীমাংসা করতেই চাই। বস এখানে। কিছুদিন হ'ল আমাকে একেবারে উত্ত্যক্ত করে তুলেছ, পরি। তোমাকে বারেবারে ফেরানো, সে

আমার নরক-যন্ত্রণা, তুমি কি তা বোঝ না? যেটুকু পাপ করেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয়নি?"

মাথা নীচু করে বসল পরিমল, শান্ত-সমাহিত স্বর আইভির, শীর্ণ মুখে এমন গভীর বেদনা, যার কাছে পরিমলের উন্মাদ আবেগ ছেলেমী বলে মনে হয়।

আইভি বলল, "একদিন প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কয়েকটা কথা তোমাকে বলেছিলাম। আশাকরি, মনে আছে। প্রতিটি বস্তুর মূলে আছে re-action. যখন এই প্রতিক্রিয়া এসে পড়ে, পরস্পরকে যখন আর ভাল লাগে না তখনকার জন্যে চাই একটা বন্ধন, যেটা উভয়কে বেঁধে রাখে। তারপর হয়তো সাময়িক প্রতিক্রিয়া চলে গেলে আবার পুরাণো আকর্ষণ ফিরে আসে। না-ও আসতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার গোড়ায় যাতে যে যার মত চলে যেতে না পারে, তাই সৃষ্টি হয়েছে বিবাহ-বন্ধনের। কোন বন্ধন না মানলে থাকি কেমন করে?"

পরিমল বলতে লাগল, "বন্ধন কি নেই"—

বাধা দিয়ে পরিমলকে বলে গেল আইভি, "প্রেমের বন্ধনে চলে না শুধু, সমাজের বন্ধনও চাই। চুপ কর, পরিমল। মনে আছে, আমার তোমার কথা। ধর্ম্মত্যাগ আমি করব না। ধর্ম্মে আমি বিশ্বাস করি। হিন্দুমতে বিয়ে আমার ইচ্ছায় হয়েছিল।"

"বেশ, এমনি থাকব আমরা। নূতন জগৎ তৈরি করব।"

"তাতেও বাধা আছে। আমার সন্তান কি পরিচয় দেবে মায়ের?"

"সন্তান না-ই হ'ল। চাইনে আমি সন্তান।"

"কিন্তু আমি তো চাই, পরি। চেষ্টার ত্রুটী করিনি এবার। সফল হয়েছি।"

"ওঃ! নিখিলের ছেলে তোমার হ'বে।" আইভির ক্লান্ত মাধুরী দুচক্ষু ভরে পান করল পরিমল—গর্ভিণীর স্নিগ্ধ শোভা। "ও, তাই মীমাংসা চাও, আইভি?"

"হ্যাঁ, মীমাংসার শেষ করে দিয়েছি সন্তান ধারণ করে।"

"তাহ'লে, দেখছি কোন অগ্রগতিই নেই তোমার। 'যোগাযোগের' কুমুই হ'লে তুমি অবশেষে!"

"না, আমি কুমু নই। স্বামীর সঙ্গে যোগ নেই আমার, আছে কেবল সন্তানের সঙ্গে যোগ। আমার ভবিষ্যৎ।"

"এই আবর্জ্জনায় পড়ে থাকবে? কুমুর মত ঘৃণা করেও ঘর করে যাবে নির্ব্বিচারে? সেই তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ?"

"না, সন্তানের জন্যেই পরিবেশ ত্যাগ করে যাব, অন্যায়কে আঁকড়ে ধরব না। গোপনতার বেড়া ভেঙে ফেলব এবার।"

"তাহ'লে—?" পরিমলের স্বরে আশা।

"না, পরি। একটা অন্যায় আর একটায় ঢাকে না। যাব রাঁচীতে। মাসীমার প্রকাণ্ড বাড়ী, বারবার যেতে বলেছেন। আমি সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে যাইনি। এবার যাব দীর্ঘদিনের মত, হয়তো চিরদিনের মত। কাছে থেকে নিখিলকে শোধরানো গেল না। দূরে যেয়ে ওকে সুযোগ দেব। যদি পরিবর্ত্তন হয় ফিরব। নইলে,—আমার সন্তানকে কোন কলঙ্কের মধ্যেই আনব না আমি।"

পরিমল বিছানায় অবসন্ন হয়ে পড়ল,—"রাঁচী চলে যাচ্ছ? মানে, আমার কাছ থেকে পালাচ্ছ তুমি? তোমার চলবে কি করে?"

"মাসীমার টাকার শেষ নেই, অতিথি আমি। মা-বাবারও অভাব এখন মিটেছে। মাকে দেখবার জন্যে সর্ব্বদা একটি সঙ্গিনী রেখেছেন ওঁরা। সেই কাজটাই আমি করব।"

"আইভি, তবু আমার কাছ থেকে নেবে না কিছু?" স্নেহ-শীতল একখানি হাত পুরাণো দিনের মত মাথায় পড়ল, কপোলে নেমে এল পরিমলের অসঙ্কোচে। এত সহজে স্পর্শ করেনি আইভি কখন। প্রেমিকার হাত নয়—জননীর হাত। অতি অনায়াসে পরিমলের নাগালের ঊর্দ্ধে চলে গেছে আইভি।

"তোমার দরজা আমার জন্যে চিরদিন খোলা রইল, জানি, পরি। আমার প্রয়োজন হ'লে তোমার কাছেই প্রথমে আসব। মায়ের সেবা আমার কর্ত্তব্য। মা আমার জন্যে কত করেছেন! কাছে গেলে জেনে ফেলবেন আমার দুর্ভাগ্য, হয়তো রুগ্ন শরীরে আঘাত পাবেন, তাই ভেবে কাছে থাকিনি একদিনও। মা-ও ভেবেছেন আমি এত সুখী যে নিখিলকে ছেড়ে যেতে চাই-না।"

"এবারে ব্যাপারটা যদি বুঝে ফেলেন?"

"আমি নিজেই বলব। আঘাতকে মিথ্যার মোহে কতদিন ঢেকে রাখব। একটি জীবনের দায়িত্ব আমার ওপরে এখন। আমাকে সত্যপথে চলতে হ'বে।"

পরিমলের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এতক্ষণে—"আইভি, তোমার মা তোমাকে চান। নিখিলের নির্ভর তোমার ওপরে। সন্তান তোমায় চাইবে মাকে। আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে?"

আইভির অধরে সকরুণ হাসি, "সন্তান তোমারও হ'তে পারে, পরি। তোমার স্ত্রী তোমার অপেক্ষায় আছে। গুণী সে, তার ভালবাসা সহজে মরে না। জনতার এক অংশকেও অন্ততঃ যে কোন শিক্ষা দিতে যে চায়, তার মন কত বড়। অনেক নিয়েছ তার কাছ থেকে। এবার দাও তাকে ফিরিয়ে।"

পরিমল সবেগে বিছানায় উঠে বসল, "পাই-পয়সাটি তার শোধ দিতে আমি প্রস্তুত। আমি অন্য কাউকে নিতে পারব না।"

"খুব পারবে। বিবাহ সফল করতে ভালবাসাই একমাত্র প্রয়োজন নয়। আর, বৈদেহীর পয়সা শোধ দিলেও ঋণী তুমি থাকবে আজীবন। দরকারের সময় যার কাছে নিয়েছ, তার কাছে দরকাব ফুরলেও ঋণ ফুরয় না। আর তোমার মনে বৈদেহীর প্রতি শ্রদ্ধা এসেছে। এখনও আশা আছে।"

"ওকথা যাক। আইভি, আইভি কিছু নাও। আমাকে না নিলেও আমার কাছ থেকে কিছু নাও। আমি থাকব কি করে?"

আইভির হাত পরিমলের চুলে খেলা করে যাচ্ছিল, ঘুম-পাড়ানী ছড়ার সুরে বলে গেল আইভি, "অনেক দিয়েছ তুমি। অনেক নিয়েছি তোমার কাছে। নূতন জীবন গড়ে তোলার আশা পেয়েছি তোমার কাছ থেকে। সেটা মস্ত পাওয়া। মরেই তো ছিলাম, পরি। তুমি এলে হঠাৎ। আবার আমার জীবন বেঁচে উঠল। মনে শক্তি এল: একজন আমাকে ভালবাসে এত, তার জন্যে আবাব বাঁচব আমি, আমি মাথা তুলে দাঁড়াব। আমাকে যেন সে চিরজীবন ভালবেসেই যেতে পারে। আমার নূতন জীবন তোমারি দেওয়া।"

শীতল—নিস্তাপ একটি চুম্বন নেমে এল পবিমলেব ললাটে, "এই শেষ। আজকালের মধ্যেই চলে যাব। খবর পাবে। আব আমার সঙ্গে দেখা কোর না। কি জানি, যদি ফেরাতে না পাবি।"

"আইভি, দেখা হ'বে না? আমি থাকব কি করে?"

"যেমন কবে আমি থাকব। জেন, তোমাকে চিরকাল আমি ভালবেসেই যাব। পরকালে আমি বিশ্বাস কবি।"

চোখের জল অতর্কিতে ঝরে পড়ল, মিশল পরিমলের চোখের জলে। তৎক্ষণাৎ আইভি একলাফে খাট ছেড়ে উঠল। নিমিষে চোখ মুছে ফেলল, লঘু রঙ্গ ফুটে উঠল মুখে-চোখে। অভ্যস্ত লীলা-চপল ব্যঙ্গে আইভি হাল্কা স্বরে বলল, "এবারকার মত উপসংহার এইভাবেই হ'ক এ উপন্যাসের। অভি-

আধুনিক আমাদের সইবে না। বেশ মিষ্টিগোছের ত্যাগমূলক উপসংহার লিখুন বিধাতা-পুরুষ। পরের বারে দেখা যাবে।"

অলক্ষিত স্বরে অশ্রুত-কণ্ঠে ভেসে এল: কি পুষ্প-ধনু, ত্রিলোকের গর্ব্ব খর্ব্বকারী, এবার গর্ব্ব রইল কোথায়? পুতুল-নাচের পুতুল মানুষ। বারেবারে তাকে দড়ির টানের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে নাও তুমি। বিধাতার ওপরেও বিধাতা তুমি, না? এবারে কি হ'ল? দেখ, আমার স্বষ্ট দুইটি মানুষ, নর ও নারী তোমার ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করে আমার পথে আমার স্বষ্ট প্রেম—তোমার স্বষ্ট প্রেম নয়—সার্থক করে তুলল। সত্যই, নিজের মত করেই মানুষকে নির্ম্মাণ করি আমি। তাদের দেবত্ব দেখলে আপন স্বষ্টির মহিমার প্রমাণ পাই। আমার স্বষ্ট মানুষ এই—আগামীকালের মানুষ এরা। ভ্রষ্ট স্বর্গরাজ্যকে এরাই ফিরিয়ে আনবে। এ কাহিনীতে সম্পূর্ণ পরাস্ত তুমি, মনোভব। এ উপসংহার তোমার রচনা নয়—আমার নিজের হাতে লেখা। এ উপসংহার আমারি উপযুক্ত।

—শেষকথা—

বিদায়, আইভি! আমার জীবনের শতদল তুমি! চিরদিন দূরে দূরেই থাক; কাছে এসে তোমার কি প্রয়োজন? যদি কোনদিন দুরন্ত বাতাসে তোমার একটি পরাগও শিথিল হয়, যদি তোমার উপরাগ নিঃশেষ হয়ে যায়, সে যন্ত্রণা, আমার সহ্য হ'বে না। তার চেয়ে ভাল এই বিরহ-যন্ত্রণা —যা আমার রাত্রিকে নিদ্রাহীন, দিনকে বিষাক্ত করে তুলেছে, তবু মনে হ'ক তুমি তুমি-ই আছ। সুদূর আকাশে তারার মত আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জেগে থাক তুমি। শুক্লপক্ষে ব্যাপক চন্দ্রিকার মত তোমার স্মৃতি আমার বিরামকে পূর্ণ করে মধুময় করে তুলুক।

পরিণীতা পত্নীর মত আমার অতি নিকটে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেও না তুমি। কল্পনার দেবী আমার, পরলোকে আমার আত্মার মত রহস্যময় পবিত্র রূপই তোমার শোভা পায়। কামনা দিয়ে মলিন করতে চাই না তোমাকে। তুমি থাক দূরে দূরে—তোমার ভালবাসা আমাকে ঊর্দ্ধে নিয়ে যাক। বিদায় আইভি!

[১৩৩১ শীতে লিখিত – সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত]

সংশোধন

নানা কারণে বইখানিতে নানারূপ ছাপাব ভুল আছে। সম্পূর্ণ সংশোধন সম্ভব নয়। কয়েকটি গুরুতব ভুলের সংশোধিত রূপ দেওয়া গেল। পাঠকবৃন্দ স্বয়ং সংশোধন করিয়া লইবেন ও ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	সংশোধন
'খেলাঘর'	৩	১৫	ওব	ওই
'দীক্ষা'	৯	৮	গুম্মা	গুম্ফা
'ফবাশী শিক্ষক'	১৫	১৩	ফ্রই	ফ্রুই
'লোফারের কাহিনী'	২২	১৭	মেয়েদের	মেদের
'চিরজয়ী'	৫৭	১১	গুমরয়া	গুমরিয়া
'লুসিফার'	৭৩	২৩	দিয়া	দিয়ে
'শরণং গচ্ছামি'	৭৫	৮	খুঁজিছে	খুঁজেছি
'প্রমথ চৌধুবী'	৯৩	২০	এসছে	এসেছ
	৯৭	২৭	সংজ্ঞা-বিভিন্ন	সংজ্ঞা,—বিভিন্ন

'অরণ্যমর্ম্মর' ১০৬ পৃঃ দুই নম্ববেব সনেটএর ৭ নং পংক্তিব অর্দ্ধেক ছাপা হয় নাই। সম্পূর্ণ পংক্তি—

'ধূলিকণা ঝেড়ে বেখে ফুলবাস মাখি'—

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	সংশোধন
		১১	যায়	যার
	১১৪ ৪ নং সনেট	৪	মিশাবে	মিশবে
		৮	যবে	কবে
	১১৭	৫	পনয়নের তে	নয়নের পাতে
ইদুর'	১২৬	১০	বাসরশয়ন	বাসকশয়ন
উপসংহাব'	১৪৭	১৯	নগরে	নগর
	১৪৮	১২	প্রবাহমান	প্রবহমান
	১৫০	১২	গুঞ্জন	গঞ্জন

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	সংশোধন
উপসংহার	১৫২	৭	এখন	এখনই
	১৫৩	৫	ফুর্টে	ফুটে
	১৫৪	৭	বেশ	বেশী
	১৫৬	১৪	ওই	ওই
	১৬০	১২	পরিপাট্য	পারিপাট্য
	১৬২	২৪	বিভাবরীর	[illegible]
	১৬২	২৭	দেখিল	দেখল
	১৭৩	১৬	ভাস্কর	ভাস্বর
	১৭৪	৬	সুগন্ধাকুল	সুগন্ধাকুল
	১৭৫	১৭	কৌতুক পারো	কৌতুকপরা
	১৭৯	২৬	ক্রীড়াজড়িত	ব্রীড়াজড়িত
	১৮৬	১৬	থাক	যাক
	১৮৭	১৭	বরিষে	বরিখে
	১৮৭	২৮	আহ্বানে	আহ্বান
	১৮৮	১৪	রাখ	রাখছে
	১৮৯	১৯	প্যানকেকো	প্যানকেকে
	১৯০	১৬	উল্লাসিত	উল্লসিত
	২০৬	৪	Mc. calls	Mc calls